উপহার-পত্র

....কে

"অনামী" উপহার দিলাম

ইতি।

তারিখ......... ..

আশীর্ব্বাদ

সিন্ধু সরোবর শুষ্ক শিলাস্তর উত্তপ্তশয্যাতলে;
ঊর্দ্ধে গিরিশৃঙ্গ হতে প্রাণদীপ্ত সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, "আশীর্ব্বাদ মাগি,
হে প্রাচীন সরোবর।" সরোবর কহিল হাসিয়া,
"আশিস তোমারি তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া,
প্রভাত সূর্য্যের করে; ধ্যানমগ্ন গিরি-তপস্বীর
নিরন্তর করুণার বিগলিত আশীর্ব্বাদ নীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বন্যাহারা হ'তে,
নিশ্চলে একান্তে রহি, তাই তুমি নিরাবৃত স্রোতে
সঙ্গীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ পথরোধী পাষাণ সঞ্চয়
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবলে আপনাতে জাগায় উৎসাহ।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

বাংলার কথাসাহিত্যের মুকুটমণি শরৎচন্দ্রকে

চির দরদি ওগো ! উজাড়ি' পদে কেমনে দিব ভকতি ?
সহ দরদে বুঝি' প্রাণের পূজা—প্রকাশে কোথা শকতি ?
তবে বাণীর বরে জনমে কভু—প্রেমিক, কবি, স্বপনী ;
রহে অবনী সদা তাহারি তরে তৃষিত দিবারজনী ।

যবে রিক্ত দুখে চিত্ত লুটে—হারাই সব রাধনা :
তব স্পর্শমণি স্বর্ণ করে মৌন ব্যথা-সাধনা ;
কবি ! তোমারি কাছে শিখিনু—হেথা কিছুই বৃথা নহে গো
যবে সুরেলা গুণী বাজায় বীণা বেসুর কবে রহে গো ?

তব ইন্দ্রজালে সুপ্ত দ্যুতি মরমে তোলো জাগায়ে,
দাও রূপ-অলকনন্দাধারে দৈন্য যত ভাসায়ে ;
হের' লাঞ্ছিতেও দেবতা—তাই কারে না করো অপমান,
ওগো জন্ম-নীলকণ্ঠ ! লভ' গরলে সুধা-বরদান ।

আলো আবিলে যবে সমীপ-ধূমে গুণ্ঠি' দূর স্বপনে—
তুমি ব্যাপ্তি-পটভূমিকা 'পরে রাখো জীবনে মরণে ;—
পড়ে বেদন মায়া অমনি খসি'—লভি নয়ন তৃতীয়ে,
দেখি নিরর্থকে অর্থ, শুনি ঝন্‌ঝনায় গীতি হে ।

গুরু ! শিখালে তুমি কেমনে ম্লান পরাণতরুমূলে গো,
যত পঙ্ক মাটি প্রবাহে রস, ধরণী ধূলি ভুলে গো ;—
তুমি শরত-মধুচন্দ্র—ঝরে অমৃত তব যেখানে—
উঠে তুচ্ছতম জীবনকণা দীপিয়া মর খেয়ানে ।

স্নেহধন্য—
দিলীপ

কেন ?

যদি   দিন না দেবে তবে
ব্যথা   কেন এত সওয়াও ?
যদি   আশা নাহি রবে
বৃথা   বোঝা কেন বওয়াও ?

যদি   মেঘের নানা খেলা
শুধুই   মিথ্যে রঙের মেলা,
তবে   হৃদয়-তন্ত্রী বাজে কেন
         সকাল-সন্ধ্যে-বেলা ?

যদি   সৃষ্টি মিছে মায়া
মিছে   লক্ষ রূপ-কায়া,
কেন   নাচে পরাণ গানে—ধরায়
         ছন্দে আলো ছায়া ?

যদি   বিফলতাই ভবে
চির   অমর হ'য়ে র'বে,
কেন   ধরার ধূলি-বুকে তারার
         বাঁশি উছল স্তবে ? *

ছলনা

হে পরাণপ্রিয়, কেন এ ছলনে
বিরহ বাজাও মিলন-লগনে ?
কেন—যাহা গণি পরম জীবনে
লভি' দেখি বৃথা—তোমার বিহনে ?

নাহি যদি দেখা দিবে বসুধায়
অজানার বেশে আকুলি' ক্ষুধায়,—
স'রে যাও কোথা চপল চরণে
পেলব মোহন অশ্রু-বরণে ?

প্রভাতে মোদের মাতাও খেলায়
লুটাতে হৃদয় সাঁঝের বেলায় !
উছসিয়া বুক বাঁশির স্বপনে
থাকি চিরজীবী করো জাগরণে !

* এ-গানটি শুনে পরে অতুলপ্রসাদ তাঁর বিখ্যাত "কত গান তো হ'ল গাওয়া" রচনা করেন এরই সুরে।

যৌবন

কোন্ সৌরভ তরে আজি লুব্ধ চিত ?—
মধু কৌমুদী গৌরবে উচ্ছ্বসিত ?

কার মন্থর গন্ধে এ চিত্ত ভরে ?
কার শিঞ্জিনী গুঞ্জরে দীপ্ত স্বরে ?
কার রঞ্জিত সম্ভাষে নৃত্য ক্ষরে
করি' কম্পিত যৌবন—উচ্ছলিত ?

ঐ অম্বুদ-হিল্লোলে কুন্তল কার ?
কার ফুলঝুরি নির্ঝরে ঝরে শতধার ?
কার বিস্মৃত মাল্যটি কণ্ঠে আমার
তুলি' মর্ম্ম-অতলে রচে স্বপ্ন স্মৃত।

আভাষ

একি ! আজ বাদরে অরূপ ঝরে
তোমার স্মৃতি-ধারা !
উঠে জলদ ফুলে পাতায় দুলে
তোমার আঁখি-তারা !

প্রিয় নাই যদি আজ তুমি কাছে
অন্তরে উদ্ভাসি'
রাজে তোমার আনন সজল, বাজে
তোমার গীতি-বাঁশি।

সেদিন সাঁঝ-পূরবীর আলোয় কাজল
আঁখির বিদায়-বাণী
যেন আবছা ব্যথার ছায়া-আঁচল
দিয়েছিল টানি',—

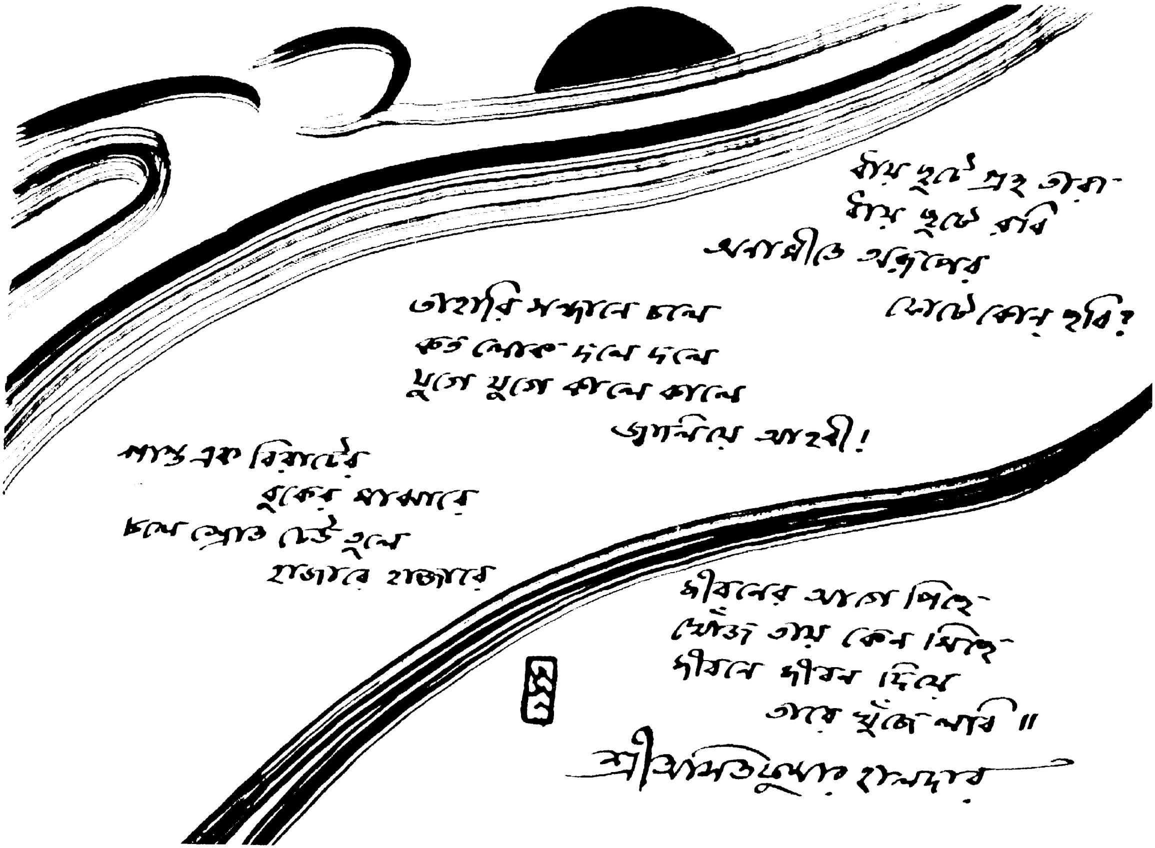
তখন গোপন দানে করলে উতল
আমার নিখিল সা[illegible]
বুঝি তোমার পরশ গন্ধে [illegible]দল
তাই কি মাতোয়ারা ?

অনামী

The poet writes from a real experience, the amateur feigns one. Talent amuses, but if your verse has not a necessary and autobiographical basis, though under whatever gay poetic veils, it shall not waste any time.

......EMERSON.

প্রতি রক্ত বিন্দু দিয়া
লভিয়াছে যারে হিয়া—
আঁকে তারে কবি.
কবি—চিত্রী নহে যারা
আবেগের ভাণে তারা
রচে কাব্য—ছবি।
চঞ্চল মনীষা—হায়,
শুধু সে রঞ্জন চায়—
কোথা বলো তার
শোণিত-সাধনা দীপ্তি—
অচঞ্চল সত্য-ভিত্তি—
গৌরবী, ঝঙ্কার ?
তব সৃষ্টি-তলে যদি
তোমার জীবন-নদী
না বহে উচ্ছল—
তবে শুধু রঙ্গ-গানে
মঞ্জরিবে কার প্রাণে
পল্লব পুষ্পল ?


ধায় ছুটে গ্রহ তারা
ধায় ছুটে রবি
অনাদীতে অরূপের
খোঁজে কোন্ ছবি?
তাহারি সন্ধানে চলে
কত লোক দলে দলে
যুগে যুগে কালে কালে
জ্বালিয়ে আরতী!
শান্ত এক বিশ্বাসের
বুকের মাঝারে
চলে স্রোত ঢেউ তুলে
হাজারে হাজারে
জীবনের আগে পিছে
খোঁজা তায় কেন মিছে
জীবনে জীবন দিয়ে
তারে খুঁজে পাবি ॥
শ্রীঅসিতকুমার হালদার

ভূমিকা

মস্ত বই, আমিও বহু দূরে তাই ছাপ্‌তে এত দেরি হ'ল, মুদ্রাপ্রমাদও অনেক র'য়ে গেল। সহৃদয় পাঠক নিজগুণে ক্ষমা কর্‌বেন।

অনামী বস্তুতঃ চারটি বই একখণ্ডে গ্রথিত—(কল্পনাকুমারকে লেখা পত্র দ্রষ্টব্য—পত্রগুচ্ছে)—ওদের মধ্যে একটি সহজ যোগসূত্র আছে ব'লে। তাই এ চারটি বই—অনামী, রূপান্তর, পত্রগুচ্ছ ও অঞ্জলি—আলাদা আলাদা উৎসর্গ করা হ'ল।

বইখানির নামকরণ ক'রে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—আমার অধুনাতন কবিতাকে স্নেহের চোখে দেখে। তাঁর কাছে এজন্য সকৃতজ্ঞে ঋণ স্বীকার কর্‌ছি। বোধহয় বইখানির নাম "রূপান্তর" হ'লে ঠিক্ হ'ত, কিন্তু কবিতাগুলি নূতন ধরণের ও নূতন ভাবে বইগুলি গ্রথিত ব'লে সমগ্র বইটির নাম "অনামী" হওয়ার একটা সার্থকতা আছে মনে হ'ল।

এর প্রচ্ছদপটটি এঁকে দিতে অনুরোধ ক'রেছিলাম চিত্রিগুরু অবনীন্দ্রনাথকে। তিনি আমার প্রেরিত আকার বা 'সাইজের' অনুসারে সুশিল্পী শ্রীপ্রশান্তকুমার রায় মহাশয়কে দিয়ে প্রচ্ছদপটটি আঁকিয়ে পাঠাবার সময়ে আমাকে লেখেন :

"অনামীর প্রচ্ছদপটের একখানা নক্সা পাঠালেম। রুল কম্পাস ধ'রে ছবি আঁকা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি, কাজেই আমার মৎলব আমার এক পাকাহাতের ছাত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার রায়কে দিয়ে করিয়ে পাঠালেম; আশা করি এটা তোমার কাজে লাগবে। তোমার কবিতার বইখানি দেখ্‌বার আশায় রইলেম। তোমারি শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

এজন্য চিত্রিগুরু তথা শ্রীপ্রশান্তকুমার রায় মহাশয়ের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

চিত্রি-যাদুকর নন্দলালের কাছেও আমার ঋণ সানন্দে স্বীকার কর্‌ছি। তিনি "রূপান্তরের" ভাবটি তাঁর অনুপম তুলি দিয়ে এঁকে আমার বইখানিকে গৌরবান্বিত ক'রেছেন।

কবি-শিল্পী অসিতকুমার স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাঁর "খেয়ালিয়া" নামে স্বরচিত গানের স্বরলিপি পুস্তকে যে-ধরণের ছবি এঁকেছেন সেই ধরণের একটি ছবি "অনামী"-র জন্যে উপহার দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন। ছবির পাশে তাঁর স্বরচিত অনামী অভিনন্দনের জন্য তাঁকে বিশেষ ক'রেই আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ এটা ছিল আমার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

পিতৃবন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছেও আমার ঋণ অশেষ। তিনি "অনামী" মুদ্রণে বিশেষ উৎসাহ না দিলে ও নূতন টাইপ প্রভৃতি না আনালে যে কী মুস্কিলে পড়তে হ'ত আমাকে! এ ছাড়া শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ও শ্রীনলিনীকান্ত সরকারও আমাকে সহায়তা ক'রেছেন। বিশেষ ক'রে শ্রীমান্ হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রগুচ্ছের শেষের দিকে প্রুফ্ দেখার কাজে অত্যন্ত উৎসাহভরে সহায়তা ক'রে আমাকে বাধিত ক'রেছেন। হীরেন এতখানি উৎসাহী না হ'লে বইটি বেরুতে ঢের দেরি হ'ত।

জীবনে সবচেয়ে বড় যে ঋণ তা ঋণ নয়—সম্পদ। কাজেই শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার কাছে আমার অনামীর জন্যে ঋণ স্বীকার কর্‌তেও বাধে। শুধু এইটুকু বলা যে আমার কাব্যের ভাবে ও ছন্দে যে রূপান্তর ঘটেছে তার জন্যে আমার নিজের

কোনো কৃতিত্বই নেই, এ অঘটন ঘটেছে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার যোগশক্তির স্পর্শে। একথা বিনয় নয়—আমার উপলব্ধিগত সত্য। এ ধরণের কথা বলা এ-সংশয়াচ্ছন্ন "বৈজ্ঞানিক" যুগে বিপজ্জনক—জানি; কিন্তু যেহেতু হাল আমলে বিজ্ঞানও স্বীকার করতে সুরু ক'রেছে যে বহু অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় শক্তি মানুষকে নানান্ অলৌকিক ক্ষমতায় ভূষিত করতে পারে সেহেতু একথা লিখে ফেলে খুব অস্বস্তি বোধ করছি না। বিখ্যাত নোবেল লরিয়েট বৈজ্ঞানিক Charles Richet (যিনি স্পিরিচুয়ালিষ্ট্ নন্—নিছক বৈজ্ঞানিক) তাঁর Sixth Sense নামক বিখ্যাত বইটিতে বহু বৈজ্ঞানিক-উপায়ে-পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত দিয়ে এ-কথা প্রমাণ ক'রেছেন। জগদ্বিখ্যাত মেটারলিঙ্কের L'Hôte Inconnu নামক পুস্তকেও এ ধরণের বহু দৃষ্টান্ত আছে। আরও কতশত য়ুরোপীয় গবেষণাপূর্ণ বইয়ে যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। সেদিনও বিশ্ববিশ্রুত যোগী-কবি A. E. তাঁর Song and its Fountain নামক গভীর বইটিতে তাঁর নিজের নানা ছন্দ ও ভাবের যৌগিক প্রেরণা সম্বন্ধে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কথা লিখেছেন।

প্রথম খণ্ড—"অনামী"—পূজনীয় শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করলাম যে কত আনন্দে তা প্রকাশ ক'রে বলা কঠিন। যে-সময়ে তিনি আমার উপন্যাসাদি রচনার আদর ক'রেছিলেন সে-সময়ে আর কেউই করেন নি বললেই হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কাছে ঋণ শুধু আমার এজন্যে নয়। তাঁর কাছে যত স্নেহ পেয়েছি—এবং এমন স্নেহ যা আমার জীবনের নানা বিপর্যায়ের মধ্যেও একটুও শিথিল হয় নি—যে ভাবতে গেলেও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। এমন স্নেহ জগতে দুর্লভ।

"অঞ্জলি" বইটি সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। এগুলি "শ্রীমা"-র প্রার্থনা। সাধারণ্যে প্রকাশের জন্য নয়। তবে এ-ধরণের প্রার্থনা এ-অবিশ্বাসের সিনিসিস্‌মের যুগে যত প্রচার হয় ততই ভালো। তাই আমার অনুবাদগুলি ছাপাতে সাহসী হ'য়েছি। নইলে "শ্রীমা"-র দিব্যভাবদীপ্ত প্রার্থনার অনুবাদ করি এমন সাধ্য আমার কোথায়? যাতে সহৃদয় পাঠক সাধারণের কাছে অনুবাদগুলির অসম্পূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম হয় সেজন্য "শ্রীমা"-র ফরাসী প্রার্থনা কয়টির ইংরাজী অনুবাদও পাশে সন্নিবিষ্ট হ'ল। (এ-অনুবাদগুলি শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক সংশোধিত)—কারণ ফরাসী খুব কম পাঠকেই জানে।

আমার সামান্য কবিতাগুলি যাঁদের কাছে সমাদর পেয়েছে—শরৎচন্দ্র, মোহিতলাল, নলিনীকান্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র, বুদ্ধদেব, হারীন্দ্রনাথ, আশালতা, অনিলবরণ, সেঠনা, বিজয়চন্দ্র, কৃষ্ণপ্রেম, জসীমউদ্দীন, সুফী মোতাহের, অর্দ্ধেন্দুকুমার, প্রবোধচন্দ্র, অসিতকুমার আরও অনেক বন্ধুবান্ধবী যোগপন্থী ভক্ত সন্ধানী তাঁদের সকলের কাছেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেবল একটি নিবেদন আছে কবিতাগুলির রস সম্পর্কে। সেটা এই যে "রূপান্তরের" অনেক কবিতারই অনুপ্রেরণা নিছক সাহিত্যিক—literary—নয়: অর্থাৎ লৌকিক অভিজ্ঞতা-ভিত্তি নয় পুরোপুরি। তাই হয়ত তাদের রস সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হবার কথা নয়—তাদেরকে শুধু সাহিত্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে। অর্থাৎ অনেক কবিতাই এ-বইটিতে রইল যারা শুধু সাহিত্যিকদের জন্যেই লেখা নয়—সন্ধানী, সাধক, ভক্ত, যোগপন্থীদের জন্যও বটে। একথাটি মনে না রাখলে "রূপান্তরের" অনেক কবিতাকেই হয়ত ঠিক্ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হবে না। সেইজন্যই সসঙ্কোচে একথাটা ব'লে রাখতে বাধ্য হলাম। এ-ও আমি জানি যে এযুগে কল্পনাপন্থী বা গল্পপন্থী বা প্রেমপন্থী কাব্যের তুলনায় যোগপন্থী কবিতার রসগ্রাহী সংখ্যায়

অনেক কম হ'তে বাধ্য। তবে সত্যিকার আধ্যাত্মিকতা ব্যাপক হবার যুগ আসন্ন। এ-বিশ্বাস না থাকলে এ-কবিতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপাতে যেতাম না।

ইয়েট্‌স্‌, এ-ই, সুরহ্বর্দ্দি, ভকীল প্রভৃতি যাঁদের কবিতা অনুবাদ করবার অনুমতি পেয়েছি তাঁদের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। Allen and Unwin, Secker প্রভৃতি প্রকাশকগণ রাসেল লরেন্স প্রমুখ মনীষীর রচনার অনুবাদের যদি অন্য কোনো রচনা অনুবাদের সময়ে ভ্রমক্রমে তার স্বত্বাধিকারীর কপি রাইট লঙ্ঘিত হ'য়ে থাকে (অনুবাদ প্রকাশ করার অনুমতি না পাওয়ার দরুণ) তাহ'লে তাঁদের বিনীত অনুরোধ এ অনবধানতা যেন তাঁরা এই কথা ভেবে ক্ষমা করেন যে এ বইখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থের এক পয়সাও গ্রন্থকারের পকেটে যাবে না—সবই উৎসর্গ হবে শ্রীঅরবিন্দের পূত আশ্রমের সেবায়—তাঁর মহাবাণীর যৎসামান্য কাজে লাগবার অভীপ্সায়, যদিও জানি—এ-সেবার অর্থমূল্য হবে খুবই কম।

আমার নানা শব্দের সংক্ষেপে তর্জ্জমা দেওয়া ভেবেচিন্তে বাঞ্ছনীয় মনে কর্‌লাম—নইলে অনেক সময় পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় ব'লে—কোন্ শব্দ ঠিক্ কী অর্থে ব্যবহৃত হ'য়েছে। সব সময়ে অভিধান দেখাও সম্ভব হয় না তো। তাই।

"বৈষ্ণব" কবিতায় 'অনুগা' ও 'প্রত্যক্ষ' রতির কথা লিখেছি; বৈষ্ণব সাধনায় ভজন দু রকম আছে : অনুগা = যখন ভক্ত নিজে মধ্যস্থ হ'য়ে ভগবানের সঙ্গে প্রকৃতিরূপিণী গোপী ভক্তের প্রীতি সম্পাদন করিয়ে ভগবৎপ্রেমের সাধনা করেন ;—এক কথায় অনুগা ভজনের গোড়াকার কথা—কল্পনায় বর্ণিত ভক্তের সঙ্গে এক হওয়া—vicarious enjoyment of an ideal devotee বলা যায়। প্রত্যক্ষ ভজন = direct পূজা—কল্পনা-নিরপেক্ষ।

অর = চাকার পাখী। অভীপ্সা = ঊর্দ্ধকামনা, aspiration ; এ সুন্দর কথাটির জন্য বন্ধুবর সতীর্থ এ বি পুরাণী আমার ধন্যবাদার্হ। অবতারণী = যে-সিঁড়ি দিয়ে নামা হয়। অধিরোহিণী, আরোহিণী = যে-সিঁড়ি দিয়ে ওঠা হয়। অর্যমা = সূর্য্য। অহনা = ঊষা। অনম্বর = আকাশ। অর্চি = অগ্নিশিখা। অনিকেত = বাসহীন। অনচ্ছ = অস্বচ্ছ, opaque। ঘন = মেঘ—যেখানে বিশেষ্য। অপিহিত = অনাবৃত। অরাল = বঙ্কিম, তা থেকে আমি ব্যবহার ক'রেছি 'শোভাময়' অর্থে। অরণী = ইন্ধনের কাঠ। আহিম = ঈষৎ ঠাণ্ডা। আর্জব = সরলতা। আকূতি = ইচ্ছা, longing। আসঙ্গ = আসক্তি। আর্ত্তি = শঙ্কিত নিরাশা। আপ্তকাম = সফলকাম। আশ্লেষ-শীৎকার = আলিঙ্গন-শিহরণ। উৎসঙ্গ = কোল। উল্লোল = দোল, wave-motion। উন্মুখর = ঊর্দ্ধদিকে মুখর। উপপ্লব = মহা বিপদ, গ্রাস, cataclysm। উদন্যা = তৃষ্ণা। ঊর্ণায়ু, ঊর্ণনাভ = মাকড়সা। ঋত্বিক্ = পুরোহিত। এন্তেমাল = অভ্যস্ত। এষণা = প্রবল ইচ্ছা, will। ঐতিহ্য = tradition। কুবলয় = পদ্ম। কুসুমাকর = বসন্তকাল। কন্দুক = খেলনা, ball। কুঞ্চিকা = চাবি। কুট্‌মল = ফুলের কুঁড়ি। কটাক্ষ ঈক্ষণ = making glad eyes, "নয়না হানা"। ক্রন্দসী = এর আভিধানিক অর্থ—আকাশ, কিন্তু আমি একে ক্রন্দিতা অর্থেই ব্যবহার করেছি, শব্দসাদৃশ্যের জোরে। (যেমন রবীন্দ্রনাথ উষসীকে ঊষা অর্থে ব্যবহার ক'রেছেন, যদিও উষসীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সন্ধ্যা) ক্ষণদা = রাত্রি। ক্ষণিকা = বিদ্যুৎ, ক্ষণিক বস্তু। ক্ষেপণী = দাঁড়। খধূপ = হাউই, rockets। খর্পর = খাঁড়া। গৃধ্নু = লোভী। গাজি' = গুঞ্জন করিয়া। জ্যোতিষ্পথ = আকাশ। জিগীষা = জয়ের ইচ্ছা। ডম্বর = সমূহ। ডম্বরু

= আমি ডমরু অর্থে-ই ব্যবহার করেছি ঐ শব্দ-সাদৃশ্যের ভরসায়। ত্রিপথগা = গঙ্গা। তনিমা = কৃশতা। তৃষ্ণিকা = তৃষ্ণা অর্থেই ব্যবহার করেছি। তারকাঙ্কিত = তারা-খচিত। তৃণাঙ্কিত = তৃণ-আচ্ছাদিত, bristling with grass। ত্রিযামা = রাত্রি ; এ ছাড়া আমি ত্রিযামাকে SILENCE নৈঃশব্দ্য অর্থেও ব্যবহার করেছি, অক্ষর সৃষ্টি-উৎস হিসেবে, বিশেষ ক'রে "ত্রিযামার দিগ্বিজয়" কবিতাটিতে ; এখানে ত্রিযামা মানে আলো-আঁধারের অতীত সত্য, যা অচঞ্চল। তুরীয় = চেতনার ঊর্দ্ধতম অবস্থা, Superconsciousness। ত্রিদশ = চিরযৌবন দেবতা। তিগ্ম = তীক্ষ্ণ। তির্য্যক্ = বাঁকা। তমস্বী = অন্ধকার। ত্বিষাম্পতি = সূর্য্য। তনুমধ্যা = কৃশাঙ্গী, delicate। দিগ্ধ = সিক্ত। দ্যুমণি = সূর্য্য। দম্ভোলি = বজ্র। দহ = হ্রদ। ধূলিকা = আমি একে ধূলি অর্থেও ব্যবহার করেছি, যদিও এর আভিধানিক অর্থ—কুয়াশা। ধ্বান্ত = অন্ধকার। ধরাধর = মেঘ। নবী = দ্রষ্টা, prophet। নীলাব্জনেত্র = নীলপদ্ম নেত্র। নিষণ্ণ = শয়ান। নিষেবণ = সুখচর্চ্চা। শ্যাম = কৃষ্ণ। নির্ম্মোক = খোলস, slough। নিরঞ্জন = নির্ম্মল। নিরয় = নরক। নেমি = চক্রপরিধি। নির্ব্বৃতি = স্বাচ্ছন্দ্য, comfort। পতত্রী = পাখী। পর্ণ = পাখা। পীবর = স্থূল, পূর্ণায়ত। প্রতিভাস = প্রতিফলিত রশ্মি, reflected light। প্রচ্ছায় = সুন্দর ছায়ায়। প্রাবৃট্ = বর্ষা। প্রোল্লোল = নির্ঘোষ, rumble। প্রপঞ্চ = মায়া। পাতা = পালনকর্ত্তা। পরিপ্লব = প্লাবন। পিধান = তরোয়ালের খাপ। প্রোষিত-ভর্তৃকা = যে-বিরহিণীর স্বামী বিদেশগত। বিতান = চাঁদোয়া। বুঝাউ = মিটাই, এটি ব্রজভাষা। বাসকসজ্জা = নায়কের জন্য সজ্জা। বারুণী = মদ্য। বর্হ = পালক। বিক্লব = নিস্তেজ ভাব। বিসর্পী, বিসর্পিণী = এঁকা বেঁকা। বিস্রব্ধ = বিশ্বাস পরায়ণ, trustful। ব্যুত্থান = উত্থান, upsurge। বিবুধ = দেবতা। বৃন্দ = অর্ব্বুদের দশ গুণ অর্থে কোথাও কোথাও ব্যবহার ক'রেছি যেমন "বৃন্দ বিভাবসু"। বিশ্ববারা = বিশ্বের প্রিয়া, the world-beloved, এ কথাটি ঋগ্বেদ হ'তে গৃহীত। ভীষ্ম = ভীষণ। ভূতি = বিভূতি, ঐশ্বর্য্য। ময়ূখ = কিরণ। মঞ্জুষা = পেটিকা, casket। মন্বন্তর = মহাযুগ। মাধ্বী = রসের সার, sap—এটিও বৈদিক শব্দ। মন্দুরা = আস্তাবল। যাযাবর = ভ্রাম্যমান্। রূপায়ণ = রূপের বিকীরণ। রলরোল = গম্ভীর ধ্বনি, roar। লুলিত = কম্পিত। লূতাতন্তু = মাকড়সার জাল। লেহ = লেহন। শিরোরুহ = চুল। শয়দা = পাগল। শিথান = বালিশ। শুল্ক = মূল্য, tax। স্বপিয়া, স্বপিস্নু = 'স্বপ্ন-দেখা' ক্রিয়াপদ থেকে গৃহীত, এ কথাটির জন্য মোহিতলালের কাছে আমার ঋণ রইল। সৈকত = বালুতট। স্রগ্ধর, স্রগ্ধরা—মাল্যধারী। স্বর্লোক = স্বর্গ। স্থপতি = গৃহনির্ম্মাণ-শিল্পী, architect। সহস্রকিরণ = সূর্য্য। সূনৃত = সত্য ও প্রিয় বাক্য। স্তোম = স্তব—এ কথাটির জন্য করুণানিধানের কাছে আমার ঋণ স্বীকার্য্য। সান্দ্র = সুন্দর, স্নিগ্ধ, মৃদু। সদ্ম = বাড়ী। সরণী = রাস্তা। সমর্থা ভক্তি = অহৈতুকী ভক্তি। স্বিন্ন = স্বেদযুক্ত (মোহিতলাল ব্যবহৃত)। সর্ব্বকর্ম্মন্যাস = সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ। সৃক্কণী = ওষ্ঠপ্রান্ত। সন্ধুক্ষিত = প্রজ্জ্বলিত, aflame। হিরণ্যগর্ভ = আমি সূর্য্য অর্থে ব্যবহার করেছি, যদিও এর আভিধানিক অর্থ ব্রহ্মা বা বিষ্ণু। হর্ষামর্ষ = হর্ষ-বিষাদ—গীতা হইতে গৃহীত। হুতাবহ = অগ্নি। হ্লাদিনী = হৃদয়ানন্দদায়িনী, charming। ২১৪ পৃষ্ঠায় "অপাবৃণু"-র স্থলে "হে অরূপ" পাঠ্য। ইতি।—**শ্রীদিলীপকুমার রায়**

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, ১৩৪০

অনামিকা *

নামটি তোমার জানিনে ভাই, জানি শুধুই হাতের লেখা
অচিন পরবাসীর সনে দেশবাসিনীর কোথায় দেখা ?
"দেখাশোনার অতীত লোকে আছেই তবু জানাশোনা"—
তোমার হস্তলিপির পাতে এই কথাটি আনাগোনা
করছে আমার মর্ম্ম-মাঝে, বুক ঠুকে তাই তোমার তরে
সেই ভরসায় ছবিটি ভাই আজ পাঠালাম হর্ষভরে।

মাথায় মুকুট দাঁড়িয়ে যিনি—তিনিই মোদের মা জননী ;
বাঁ দিকের ঐ ঘরটিতে আজ তপোমগ্ন দীপ্ত-মণি
যোগীর-রাজা,—যাঁর সুরভি-লুব্ধ মোরা ঘর ছেড়েছি ;—
সেই সুবাসের একটুখানি এই ছবিতে পাঠাতেছি।

---

* বন্ধুবর শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়ের একটি বালিকা আত্মীয়া আমার কোনো দীর্ঘ কবিতার নকল ক'রে আমাকে পাঠান। তাঁকে ধন্যবাদ দেবার উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তোলা "মা'র" একটি স্ন্যাপ-শট্ ছবির সাথে এই কবিতাটি পাঠাই। তাঁর নামটি আমাকে পাঠানো হয় নি।

প্রার্থী

যেন ঝরে মা তৃষিত চিতে তব গীত
মলয়-নিঝরাসার ;
মোর মেলুক্ জীবন করিয়া বরণ
তোমারি কিরণধার।
নিতি উদয়-অস্তে গিরি-বন-ছায়
রবি শশী নদী গ্রহ তারকায়
যে-গীতি উথলে—হায়, মোর গলে
শোভে কি সে-জয়হার ?
যদি তবু তার দুটি রেশ উঠে ফুটি'
দীন কণ্ঠে আমার,—
যেন কভু কোনো ছলে গরব না বলে :
"স্রষ্টা আমি তাহার।"
মিলে পাথেয় মা মোর কাটে মোহ-ঘোর
তুমি ধরো বলি' আলো ;
বরি সুন্দর, ক্ষেম, সঙ্গীত, প্রেম—
তুমি বাসো বলি' ভালো।
তুমি না-খুঁজিতে দিলে হাতে তুলি' তারে
প্রাণ বৈরাগী যার অভিসারে,
চাওয়ার-অতীত ধন না-চাহিতে
দিলে—করি' মরু-পার ;
কভু ভুলি না মা যেন তব কৃপা হেন,—
কম মূরছন যার
হৃদি রাখে সদা ভরি' যেন না পাসরি—
সকলি দান তোমার।

আলোছায়া

জীবন-ছবি আলোকছায়া-সম্পাতে কী সঙ্গীতে
গাহিলে বল কুজ্ঝটিকা-ছন্দে গো !
সুখের-ভানু যখন ভাতে তাহার কর-ইঙ্গিতে
দুখের-নিশা পাসরি মহানন্দে গো !
আবার যবে বিষাদ-রাহু গ্রাসে হরষ-ভাস্করে
সকল আশা সেদিন হয় স্বপ্ন যে,
সুদূর কোন বাঁশরী-স্মৃতি-নিভ সে বাজে অন্তরে,
বেসুরা হাটে রহে বা সুর-মগ্ন কে ?
মুঞ্জরণে ঝরার-ব্যথা নিয়ত হই বিস্মৃত,
মধু-বাসরে—বিরহ ঘন শঙ্কারে ;
নামিলে পরে তিমির-পাখা নীল-বিতান-বঞ্চিত
শুধুই শুনি মৃত্যু-জয়-ডঙ্কারে।

জীবন বুঝি দ্বৈত বিনা নিহিত রূপ সৌরভ
নারে ভুলিতে ফুটায়ে কম-ভঙ্গীতে ?
নির্জিতের পতন-বিনা দিগ্বিজয়ী-গৌরব
বাজায়ে তব শঙ্খ নারে বন্দিতে ?
তাই কি আজি দূর বিদেশে সহসা জয়-যাত্রারে
মরণাভাষে মধ্যপথে থামিলে—
বুঝালে মোরে—চিরন্তন জানি যে-আশাবার্তারে
বালুকা-বাঁধ সম সে ?—তাই বমিলে
সঙ্কটের আসার হেন ?—না মা, বৃথা এ-প্রশ্ন না
করিব কোনো ; তোমার লীলা ছন্দিমা
উঠুক দীপি',—আলেয়া দিয়া ফুটাও তারা-ব্যঞ্জনা,
নিরাশা-ছলে নির্ভরেরি ভঙ্গিমা।

নিহিত

কুসুমের বুকে ঝুরে যে সুবাস কুসুম তারে না দেখিতে পায় ;
অসীমের ছায়া প্রতিফলি' নিধি অসীমেরি বাণী শ্বসি' সুধায় ।
কার লাগি' অলি ফাগুনে উছসি'
উতলা গোপন সুরভি পরশি' ?
নিয়ত আকুল বাসনা বরষি' গাহে কার স্মৃতি মলয় বায় ?
কম্প্র নিশীথে অম্বর-তলে
চাঁদিমা তারায় কার দীপ জ্বলে ?
উষালোকে কার শুভ্রতা ঝলে— কাহারে বা সবে বরিতে চায় ?
যুগ যুগ ধরি' নভোনীলে বল
কার মহিমার স্তব উচ্ছল ?
নদ নদী গিরি-নির্ঝর কল- তানে কাহার বা মিলনে ধায় ?
তরু লতা তৃণে কার পরিমল
অণুতে অণুতে চির-চঞ্চল ?
লুটায়ে কাহার ছায়া অঞ্চল ধূসরিমা প্রিয়-ব্যথা জাগায় ?
ফুটিবে না যদি শূন্যতা-মাঝে
কেন নিতি নব সুন্দর সাজে
নিখিলে তোমার কিঙ্কিণী বাজে— আলেয়ার মোহমায়া বিছায় ?
অন্তরে রাজো,—তবু অন্তর চাহে সে-বারতা ভুলিতে হায় !

কে ?

বাতাস কেঁদে মরে সেধে
কারে ঘুরে ?
ঘুঘু ডাকে বটের শাখে
কাহার সুরে ?
নীল আকাশে কে ঐ ভাসে
মেঘের কোলে ?
কাহার আনন থম্‌কে এমন
তরু-তলে ?

তৃণে লতায় ফুলে পাতায়
কাহার বাণী ?
আব্‌ছা তানে অসীম পানে
লয় কে টানি' ?
কাহার দিঠি পাঠায় চিঠি
গন্ধ বহে ?
উদাস আমার পরাণ কাহার
পরাণ-মোহে ?

জ্বলে কেন আশা হেন
কারে চেয়ে ?
চল্‌তে চাহি তরী বাহি'
কোথায় নেয়ে ?

স্বপ্ন-ভঙ্গ

যবে মদির চোখে আলিঙ্গনি'
তোমারে চাহি ধরিতে,
হায়, রিক্ত বাহু শূন্য বুকে
ফিরিয়া আসে চকিতে !
ধায় কামনা-তরী উজানে—
গাহি' মিলন-গীতি পরাণে,
তরী ভিড়িলে পারে খুঁজি যাহারে
পাই না কেন লখিতে ?

মোর নেশার থনে হয় যে মনে—
রঙ্গ নাহি ফুরাবে,
যবে ফাগুনে তরু মুঞ্জে—ভাবি :
মরু সে বুঝি ঘুচাবে !
পরে শীতের পাখা সহসা
রোধে শ্যামল গতি সরসা
কেন বিশ্ব কথা দিয়ে না রাখে
স্বপনীরে কে ব[illegible]বে ?

আবাহন *

(হ্রস্বগুরু ছন্দ)

গিরি গোৱর্দ্ধন কুঞ্জনচারী !
হৃদি-বৃন্দাৱন ৱসো মুরারি !

দেৱাকাঙ্ক্ষিত অতুলিত-শোভা !
হে চির ৱাঞ্ছিত জগমন-লোভা !

প্রকট সোহি তব নৱ ঘন মূর্ত্তি,
মম প্রার্থন অব কীয়ো পূর্ত্তি !

রূপ নিহারে চিত্ত উদাসী,
আৱো প্রাণে প্রেম ৱিলাসী

আশা জগাউঁ তব পদ মাগি'
পিয়াস বুঝাউঁ সব সুখ ত্যাগি'।

তরসত তনমন জাত হুঁ ৱারি
হৃদি বৃন্দাৱন ৱসো মুরারী।

হোলি *

(হ্রস্বগুরু ছন্দ)

(হোলি) খেলত আজু কন্হই।
বৃন্দাৱন ব্রজ ঘাট বাট রজ
রঞ্জিত আজু বন্হই ॥
ব্রজবালক সব হসত করত রব
পুরজন প্রীত বঢ়ই।
সাঁৱল খেলত ইত উত নিরখত,
নাচত তা তত থই ॥

সখা সখীগণ গাৱত সুস্বন
তাল নিরন্তর দই।
বাজত নূপুর বাসুলি সুমধুর
গোপী-চিত মুরছই ॥

যমুনা-তট-পর অরুণ কিরণ ভর
দেত নীর উজলই।
মন্দ সমীরণ বহত তান-সন
চিত্ত উচাটন ভই ॥

ৱকত ফাগ-জল ভীঁগত অঞ্চল
ব্রজপথ রঙ্গিল ভই।
পুলকিত সবজন দেখত মোহন
তনমনধন বিসরই ॥

---

* ৱ = সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব ইংরাজী "w" উচ্চারণ—ব্রজভাষায় লিখিত।

দোটানা

হৃদয় মোর   জীবন-ভোর
    মেলিয়া পাখা উড়িতে চায় ;—
নীল বিতানে   পিয়াসী প্রাণে
    ধরণী পানে ফিরি তাকায়।
দেশে বিদেশে   কেবল ভেসে
    অকূল চাহে যাচিতে সে ;—
অকূলে আসি'   কূলের বাঁশি-
    মীড়টি তরে সদা সুধায়।
গৃহ ত্যজি' সে   ভাবে—বরিষে
    গৃহাঙ্গনে মুক্তি ধার ;—
বাহিরে ভিড়   দেখিলে—নীড়
    মাঝারে ফিরি' পাখা গুঠায়।
ডানা তাহার   রুদ্ধ-দ্বার
    আশ্রয়েরি পিঞ্জরে
ঝাপটি' মরে'   নিজ নিগড়ে—
    অসীমে উচ্ছ্বসি' লুটায়।
মানব-হৃদি   এমনি বিধি,
    রচেছ অপরূপ রসে,—
যা তার নাহি   তারে সে চাহি'
    যা আছে তারে বৃথা হারায়!

চঞ্চল

ওগো   মিলে যারে বহু আঁখি
            বারি-সাধনে,
বল   নিমেষে নিগড় সে-ও
            কাটে কেমনে ?
নিতি   আসীন যে রহে হৃদি-
            সিংহাসনে,
সে-ও   ধূলি-তরে কেন লুটে
            সঙ্গোপনে ?

যারে   ফুলদলে পূজি' সাধ
            মিটে না মনে,
লভে   কোন্ সুখ সে-অতিথি
            কাঁটার বনে ?
হায়   অন্তর তার বুঝি
            ডরে বাঁধনে ?
তাই   প্রেমেরে সে নাগপাশ-
            সমান গণে ?

সিন্ধুপারে

তোমায় আমায় বারে বারে
চেনাশোনা সিন্ধু-পারে
হয় নি'—শুধু মুহূর্ত্তেরি দেখা,

জীবনের এই অশেষ বোঝা
ব'য়ে ব'য়ে, শেষের খোঁজা
হয় নি'—যবে তোমার ইন্দুলেখা

আঁকল ছবি প্রাণের পটে,
বিস্ময়েরি স্মরণ-তটে
চিহ্ন অমর রেখে গেল হেন!—

নয় সে-আঁকা মিথ্যা মায়া
যৌবনেরি চপল কায়া,—
আজো তো তায় তেম্‌নি হেরি যেন!

ডাক দিয়ে হায়, তোমার বাঁশি
কর্‌ল আমার মন উদাসী,
তারপরে—কই! নেই তো আচম্বিতে!

চোখের জলও শুকিয়ে গেল,
ধূলায় ধরা ছেয়ে এল,—
মৃদুল আলোর কমল সশঙ্কিতে!

কোথায় তুমি—কোথায় আমি!
নিজের নিজের পথগামী
চ'লেছিলাম নিজের-নিজের রথে,

তখন তোমার পায়ের নূপুর
নয়নদিঠি স্বপ্নবিধুর
ফোটায় নি' ফুল হিয়ায় শুভব্রতে।

তখন কে বা জান্‌ত বল
একটি হৃদয়-শতদল
দেয় ভরি' এই ভুবন বাসে তার?

জান্‌ত কি কেউ—বরণ-গীতি
যায় রেখে হায়, এমন স্মৃতি—
ঢেউ তুফানে ডুবে না রেশ যার?

জান্‌ত কি কেউ—একটি হাসি
নিখিল হাসির গরব নাশি'
মিলায়—রেখে চিরজীবী তান?

দু'টি সুনীল আঁখির তারা
কর্‌তে পারে মাতোয়ারা
এম্‌নি চিরতরে মনপ্রাণ?

অনামী

বৃথাই স্মৃতি ?—নিরবধি
অতীত-চারণ ব্যথাই যদি,
না-পাওয়া হায়, শূন্যগর্ভ হবে,—

কেন তবে মিল্‌ল দেখা ?
সকল সথী ছাপিয়ে একা
জন্মপারের চেনা হ'য়ে র'বে ?

তোমার আমার ভিন্ন গতি,—
ভিন্ন তালে পরিণতি
ভিন্ন দেশের ভিন্ন আলাপ-লয়ে ?

এক লহমায় তবু কেন
চিরদিনের সাথী-হেন
উঠ্‌লে দুলে পলক-পরিচয়ে !

তোমার চরণ-ছন্দে তবে
রক্ত আমার মাদল-রবে
উঠ্‌ল কেন ঝঙ্ক' তালে তালে ?

চাউনি তোমার আদর-রীতি
হাস্য, পরশ, লাস্য, প্রীতি
অমর তিলক পরাল মোর ভালে ?

তুমিও কি ভেবেছিলে
তোমায় আমায় এ-নিথিলে
হ'য়েছিল কোথাও দেখা আগে ?

তুমিও কি মনে ভাবো
আমি তোমার সঙ্গে যাবো
নূতন কোনো উদয়-পুরোভাগে ?

তোমার পানে চেয়েছিলাম
তোমায় ভালোবেসেছিলাম
নিতল প্রাণের গহন ধ্যানের লোকে,

নইলে সখি, তোমায় বুঝি
মিল্‌ত না আর বাইরে খুঁজি',—
রিক্ত হ'তাম অর্ঘ্যহারা ভোগে ?

তাই বুঝি মোর তোমায় পাওয়া
হয় নি হেথায়—তোমায় চাওয়া
অসমাপ্ত রইল এ জীবনে !

কাছে তোমায় পাই নি বলি'
ওঠে না তাই যেন জ্বলি'
ক্ষোভ আমার এই গোপন প্রাণের কোণে।

বাঁধ-ভঙ্গ

গানটি আমার সুমধুরে!
প্রাণ-মুকুরে
অচিন্ সুরে
ছন্দে অচিন্ উঠল প্রতিধ্বনি'।

প্রেমের পটে সমুচ্ছলে!
মর্ম্ম-তলে
উঠ্‌ল জ্ব'লে
তোমার হিয়ার মালার মধ্যমণি।

চ'লেছিলাম গানের ভেলায়
অবহেলায়
যখন বেলায়
ডাক্‌ল তোমার নিবিড় আঁখিলোর;

বল্‌ল এমন: "প্রেম ক্ষণিকের,
তায় পথিকের
চারি দিকের
উর্ম্মি-নেশার কাটে রঙীন ঘোর?"

জীবন উষার কনক-রাগে
পুলক জাগে
পুরোভাগে
কীর্ত্তি-জোয়ার টানে—কেবল টানে;

ভেবেছিলাম তখন তোমার
বেদন-হিয়ার
একটু ছোঁয়ার
স্বাদ লভিয়া চল্‌ব উধাও গানে।

অনামী

তখন কি গো ছিল জানা
হৃদয় মানা
এই অজানা
অভিসারে মানতে নাহি জানে ?

জানত বলো কে গো তখন
সিন্ধু-স্বপন
মনের মতন
হয় না কভু—চায় না স্নিগ্ধ কুটীর ?

পীযুষ নিধির একটু পিয়ে
লুব্ধ হিয়ে
ঝাঁপ না দিয়ে
সেই সায়রে চলে কি সাবধানে ?

চিত্ত-নদী যখন দুলে
ধায় অকূলে,—
বারেক ভুলে
নদীর বাণী—চায় নীরধির স্বাদ,

তখন কি মোর জানত পরাণ
প্রেমের তুফান
নয়ক সোপান
বাসক-সজ্জা-জাগা রতন পুরীর ?

স্রোত কি তখন বাধা মানে
অসীম পানে
উছল টানে
যায় যে ভেসে পাহাড়-সম বাঁধ।

দূরে ও কাছে

সখি, দূর প্রবাসে কল্পনাতে
সান্ধ্যবাতে
তোমার আঁখির
দৃষ্টি গভীর
একতারাতে বাজে ;
তুমি রইতে যদি কাছে আমার,—
অন্ত-আঁধার
উঠ্‌ত ভাতি'—
বিশ্বে সাথী
পেতাম হিয়া মাঝে।

তুমি আজ দূরে—তাই তোমার কায়া
বিছায় মায়া
মোর বিরহের
বিসর্জ্জনের
দিগন্তে—বিধুর!
যদি রইতে কাছে— তোমার নয়ন
করত বয়ন
অস্ত-বনে
মোহন স্বনে
নবোদয়ের সুর।

তুমি যেদিন প্রিয় পাশে ছিলে
মন্দানিলে
তারায় নভে
সরিৎ-স্তবে
আস্‌ত আবেশ ছেয়ে ;—
শুধু আজ্‌কে তোমার অদর্শনে
মন-কাননে
বসন্ত-বায়
ক্রন্দি' লুটায়
তোমায় চেয়ে চেয়ে।

তুমি রইলে পাশে নিখিল-মাঝে
প্রভাত-সাঁঝে
কতই না সুর
ফুট্‌ত মধুর
ছল্‌ত ধরা প্রেমে!
তুমি আজ্‌কে পাশে নেই ব'লে হায়
ঐ মুরছায়
কান্ত উছল
আলোর কমল
দোল্‌দোলা যায় থেমে!

তোমায় পেতাম যেদিন হাত বাড়ালে—
তালে তালে
বনস্থলী
ফুলাঞ্জলি
ঢাল্‌ত মুঠি ভ'রে,
শুধু নেই ক' বলি' কাছে তুমি
আজ কুসুমি'
ওঠে না দিন,
বাজে না বীণ
ধরার কলস্বরে।

না না কে বলে ?—ঐ সবুজ শাখে
মাঠের ডাকে
কুঞ্জবাশির
হাস্যরাশির
আস্‌ছে ভেসে রোল,
তারি মর্ম্মে তোমার সৌরভবায়
যে-ঢেউ জাগায়
সন্নিকটে
স্মৃতির তটে
বয় তারি হিল্লোল।

জয়-পরাজয়

প্রিয়, তোমার কাছে যে-হার মানি
সেই তো মোর জয় !
হেথা জয়-বিভব-দাবীতে প্রেম
জয়ী কি কভু হয় ?
নিতি তোমারি পাশে যে-পরাভব,
তাহেই মোর জয়-গরব,—
অপর মুখে বিজয়-রব
চিত্তে বিঁধি' রয়—
শুধু তোমার সাথে আমার নহে
নহে সে পরিচয়।

প্রিয় তুমি যে দান-গৌরবে গো
ভ'রেছ এ হৃদয়
তার প্রতিদানেতে নোয়াতে মাথা
রহে কি দ্বিধা ভয় ?
আমি তোমার কাছে পেয়েছি যত,
তাহার পাশে লক্ষ শত
দর্প মাথা ক'রেছে নত—
হীনতা সে তো নয় ;—
জানি— তোমার কাছে জিতিলে হারি
হারিলে লভি জয়।

দ্বিতীয়া

একি খেলা বল খেলিলে আজিকে হিয়ার মাঝে
ছলময়ী ?—যেথা দিবস-যামিনী লুকায়ে রাজে
অপরা প্রতিমা প্রেম-বিহ্বলা
সুনীল-তারকা-নয়ন-উছলা,
এসেছিল ভেসে যে দূর বিদেশে
অশ্রুরথে ;
যার পরে ভেবেছিনু বরমালা
দিব না অপরে—মম প্রেম-ডালা
রহিবে রিক্ত, চলিব নিত্য
একেলা পথে ;—
স্মৃতিরে জপিয়া রহিব ডুবিয়া
ধ্যান-জগতে।

চলেছিনু মোর নিরালা জীবন-তরীটি বেয়ে,
ছিল সে-প্রভাতী শুকতারা মোর গগন ছেয়ে :
বাড়িলেও বেলা তাহার অমল
সুদূর-কিরণ ছিল অচপল,
হাটের মাঝার হয় নি তাহার
জ্যোতি আহত ;—
হেন ক্ষণে তুমি কোথা হ'তে আসি'
নব আহ্বান-মালা গাথি' হাসি'
সুরে প্রাণ ভ'রে এলে কাছে স'রে
ভাঙিতে ব্রত।

চাহিনু প্রথমে লো দ্বিতীয়া, ছবি সরাতে তব,
কহি'—"আন ছবি তার পট পাশে কভু না সব" ;
শুনিলে না তুমি, কানে কানে মোর
ঝঙ্কলে তাল—নবীন, অঝোর !
কী মলয় তালে নূপুর বাজালে
বাসন্তিকা !
ছিনু উদ্ধত—আত্মমগন
লো স্বয়ম্বরা ! গাহিলে তখন :
"অতীত তেয়াগি' হের' আজি জাগি'
নূতন শিখা ;
বৃথা-বঞ্চিত ! দেব-বাঞ্ছিত
লহ মালিকা।"

প্রথমার দান-উচ্ছ্বাসে কত গরবী গীতি
গেয়েছিনু, ঘোষি'—"তারেই সঁপিব বিজনে নিতি" ;
চল-জলধনু হায়, মর মন !
আজি যা জাগর—কালি তা স্বপন !
তব অমলিন চাহনি যেদিন
হৃদয়-কূলে
ঊর্ম্মি-ছন্দে প্রথমার বাঁধ
ভাঙি' চুরি' হায়, ঘটালো প্রমাদ,
মরু-চর হ'তে প্লাবনের স্রোতে
উঠিনু দুলে,
সম্পদ যাহা আজি—হিয়া তাহা
কালি যে ভুলে !

বিদূরিল মোর দর্প-কুহেলি তোমার আলা,
বঙ্কিম গ্রীবা হ'ল নত তব পরশি' মালা !
কোন্ যাদুজালে মুহূর্ত্তে ঠেলি
আঁখি-পাশ হ'তে লইলে গো খুলি ?
নেহারিনু প্রেম বিষ নহে—ক্ষেম
ছদ্মবেশে
দেখালে প্রাণের গহন অতলে
নব নব প্রেম-মণি আঁধা ঝলে
কহে রতি—"তার নব নব ধার
পিয়'গো এসে,
বহুমুখী প্রীতি সার্থকে নিতি-
নূতন রেশে।"

ব্যর্থ প্রেম

দেখা তবে কেন দিলে মোরে
দু'দণ্ডের তরে ?
উদ্ভাসিল মরীচিকা নয়ন-বেলায়
মিলাইতে এক লহমায় ?

এ জীবনে ভালো নাহি বেসে—
কেঁদে হেসে—
সৈকতা-শুভ্রতা-বর যাচি' প্রেমহীন,
মন্দাক্রান্তা কেটে যেত দিন।

দিন-শেষে প্রদোষ আসিয়া
যাইত কহিয়া
কানে কানে মোর : "চলো দেবালয়-পথে
লক্ষ্যহীন প্রার্থনার রথে।"

তাহে ভুলি'—একটানা সুরে
নদী রাখি দূরে
চলিতাম, জপি—"বারিহারা মরুতলে
নহে বিষ—অমৃত উথলে।"

অবোধ পরাণ তবু হায়,
বাসক-সজ্জায়
দয়িতের পথ চাহি' যাপিত রজনী,—
নিত্য শুনি' নব আগমনী।

হেন লগ্নে কেন দিলে দেখা ?
তব ইন্দুলেখা
কেন বিভাসিল মোর বুভুক্ষু অম্বরে ?—
পলকে তিমির গেল ম'রে ?

কে কহিল—নিশানাথ চায়
তৃষিতা নিশায় ?
গন্ধবহ গন্ধ বহে—তারে চাহে বলি' ?
বারিদেরে যাচে কি বিজলী ?

সিতাংশু আকুলি' শর্ব্বরীরে
লুকায় অচিরে ;
বায়ু ?—সে তো নির্লিপ্ত বৈরাগী ; সদা হায়,
বিদ্যুদ্দাম চমকি' মিলায়।

অনামী

অনুরাগ হেথা কভু মিলে
আশ্রয় মাগিলে ?
আশ্রিতা ?—ছি ! নাগরের ক্ষণিক খেলনা
মনোলোভা—রঙ্গ-আলিম্পনা !

কেন জ্বালো সান্ত্বনা-দীপালি ?
রাখো এ-মিতালি।
প্রেম-তৃষা মিটে কভু প্রীতি-পশলায় ?
সখ্য ?—যেথা যাও পাবে তায়।

দিও না প্রবোধ।—অভিমান ?
হায় রে, সম্মান
কোথা তার অনুকম্পা পাশে ? শুধু পুছি—
চুমি' কেন অশ্রু নিলে মুছি' ?

সুধাই : না যদি মালা ল'বে
কেন এলে তবে ?
চাহো নি অন্তরে যদি মোর শ্রেষ্ঠ দান,—
কেন বা গাহিলে প্রেম-গান ?

ব্যর্থ সখ্য

কে জানিত বালা, তব পানে চেয়ে
হেসেছিনু যবে সাদরে,—
তখন রক্তিম তব অধরে
হাসি নাহি ফুটি' প্রেমের উষসী
উদিবে অরুণ আশায় উলসি',
কাঁপিবে সহসা কর দু'টি মোর
পরশি' আবেশে পরশি' ?
প্রেমের ঊর্মি উঠিবে উথলি'
তোমার নয়ন-সায়রে—
জানিত কে বল —তব পানে চেয়ে
হেসেছিনু যবে সাদরে !

তব পাশে সখি, এসেছিনু শুধু
করি' সখিত্ব কামনা
অমল স্নিগধ নীলিম-বরণা ;
দয়িতার রূপে চাহি নি' তোমায়
এসেছিনু শুধু প্রীতি-কামনায়,
হেসেছিনু হাসি—নাহি যাচি' তব
মালিকায় প্রেম-মালিকায় ;
স্বপনেও আমি ভাবি নাই—হেন
ঝলকিবে প্রেম-দাহনা
সহসা ও-হৃদে, —এসেছিনু যবে
করি' সখিত্ব-যাচনা।

পরবাসে আন মঞ্জীর ভরি'
ছিল মোর চিত বিধুর
আকুলি' শুনিতাম সেই নূপুর ;
যারে পাই নাই স্বপি' তারে মোর
ছিল প্রাণমন স্বপন-বিভোর,
বরষিত তারি নীলাব্জ-আঁখি
অঝোর ম্লানিমা অঝোর,
সেদিন সহসা তব আঁখি কালো
উঠিল দীপিয়া মধুর ;
তারি পল্লব-ছায়া-আশ্রয়
চেয়েছিল চিত বিধুর।

রেখেছিনু প্রাণপুটে তব প্রীতি
যখন বড়ই তিয়াসী
ছিলাম কোমল-সঙ্গ-পিয়াসী ;
এমনিই হয় !—যখন একেলা,—
ভিড় ক'রে আসে অশ্রুর মেলা
শূন্য বেদনে মেঘ ছেয়ে আসে
অবেলা গরজি' অবেলা,—
সে খনে পরাণ যাচে সখীস্নেহ
দয়িতা-মিলন নিরাশী,
সেই খনে চেয়েছিনু তব প্রীতি
যখন বড়ই তিয়াসী !

অনামী

পরে একদিন এক লহমায়
ফুটিল তোমার আননে
প্রেমের ঝলক নিরালা লগনে !
অপরায় স্মরি' যে-প্রেমের গীতি
তব পাশে গাহি' উপজিত প্রীতি
তুমি দিলে সাড়া তাহাতে !—প্রেমের
কী রীতি ! বল এ কী রীতি !
হরষ-বিষাদ-ধূপছায়া মোর
খেলিল হৃদয়-গগনে—
যেদিন বিজলী-পাতে প্রেমভাতি
স্ফুরিল গো তব আননে ।

মানি—চুমেছিনু তোমারে বারেক
আপনা পাসরি' উছাসে
জানি না সে কোন্ নিহিত পিয়াসে !
ক'রেছিনু ভ্রম—মানি প্রেমলতা !
এ নহে জানানো সখ্য-বারতা,
তাহে ভুল বোঝে বান্ধবী—জানি
সেকথা মানি লো সে-কথা ।
ক্ষম' করুণায় —হয় দিগ্‌ভ্রম
সুহৃদেরও নেশা-কুয়াশে,
তাহারি আবেশে চুমেছিনু বালা,
আপনা পাসরি' উছাসে ।

এ-পথ চলায় কবে বল হায়,
তাহা পাই—চাই যাহারে ?
পথের বাঁকে বাঁকে ঘন আঁধারে ?
এসেছিনু সখি, যবে তব পাশে
আসি নি নাগর-বেশে খেলা-আশে
চেয়েছিনু প্রীতি আদর তোমার
আকাশে শুভ্র আকাশে ;
দুখ এই— পেনু যাহা তব পাশে
চাহি নি সজনি তাহারে,
তাহে ক্ষোভ নাই— কবে বল হায়,
তাহা পাই—চাই যাহারে ?

শুধু পরিতাপ মর্ম্ম-অতলে
উঠে লো, উপছি' বেদনে
আমার বঞ্চিত প্রাণ গহনে :
চাহি' তব পাশে সখিত্ব-বাণী
লভিনু যখন তব মালাখানি,
চ'লে এনু হায়, প্রতিদান নাহি
প্রদানি',— কেমনে প্রদানি ?
প্রীতির অর্ঘ্যে নিলাজ অতনু
দিল হায়, সাড়া গোপনে !
ফিরানু আনন— প্রেম সাথে প্রীতি
লুকাল আহত চরণে

শুধু এক বেরসিকেরি তরে *

ছুটিল মন্ত্রী : মহারাজ নীলকণ্ঠের গান শুনিতে চা'ন
যত টাকা লাগে দিবেন দান।
করজোড়ে নীলকণ্ঠ কহিল : "করুণা তাঁহার অশেষ প্রভু,
শুধু—সভা-গীতি গাহি না কভু।"
মানিল মন্ত্রী বিস্ময় : "সে কি! প্রচুর অর্থ মিলিবে তোর!"
—"অপরাধ প্রভু ক্ষম' হে মোর,—
কৃষ্ণ-কৃপায় আজো জুটে যায় দু'বেলা দু'মুঠো তাঁহার স্তবে,
প্রচুর অর্থে কী মোর হবে?"
তরজে মন্ত্রী : "স্পর্দ্ধা! যাবি না?—পাঠালেন যবে ডাকিতে রাজা!!
জানিস্ মিলিবে মৃত্যু-সাজা?"
হাসিল ভক্ত : "হরিগুণগান বেচি' কি রাখিব এ-ছার প্রাণ?
গানেরো যে তাহে অসম্মান।"
পড়িল মন্ত্রী ফাঁপরে : "লভিবি যশ—" "হায় প্রভু, যশের লাগি'
করে গান কভু গানানুরাগী?"
কহিল মন্ত্রী সহসা : "রাজা যে বৈষ্ণব।" কহে গায়ক তবে :
"চল—গান মম ধন্য হবে।"

---

* নীলকণ্ঠের জীবনে সত্য ঘটনা। ভক্তরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "নীলকণ্ঠের গান ঠিক্ ঠিক্।"

অনামী

প্রহ্লাদ-কথা কীর্ত্তনে গুণী ; সভাসদ যত তুণ্ড নাড়ে ;
বারেকো না চাহি' তাদের ধারে
গাহে গান গুণী আপনা-বিভোর—মহারাজও হায়, বাহবাস্বরে
বরষে স্বর্ণ দর্পভরে।
থাকি' থাকি' শুধু এক কোণে এক দীনবেশী শ্রোতা উঠে কাঁদিয়া—
'আহা আহা'—রবে উচ্ছ্বসিয়া।
কহে রাজা রুষি' : "কে রে বেরসিক ? রাখিতে না শিখি' গুণীর মান
আসে এ-সভায় শুনিতে গান ?
বেতালা ফুকারে রহি' রহি' ! চাষা ! নিষ্কাশি' মূঢ়ে কেহ দে তো রে।"
দিল "মূঢ়ে" দ্বারী বাহির ক'রে।
কহে গুণী : "প্রভু, স্বর্ণ তোমার দয়া ক'রে লহ' ফিরায়ে পায়,
কিঙ্করো এবে মাগে বিদায়।"
"সে কি গুণী ! ! মোরা সকলেই হেথা র'য়েছি তো—শুধু হয়েছে দূর
এক অতি বেরসিক—বেসুর।"
"ক্ষম প্রভু, নহে সকলের লাগি'—গাহিতেছিলাম পরাণ ভ'রে
ওই এক বেরসিকেরি তরে।"

কালিদাস

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লভেছিলে জন্ম তুমি আমাদের মাঝ
একথা স্মরিয়া মোরা ভক্ত তব উচ্ছ্বসিয়া উঠি কবি, আজ।

মনে হয় কত কথা হে বিরহী প্রেমী! নবরত্ন মধ্যমণি!
নিখিল ভারত লভি' তোমারে সে-ধন্য দিনে উঠেছিল ধ্বনি'
ছন্দে গানে মূর্চ্ছনায় তব মধু আলাপনে অপূর্ব্ব উজ্জ্বল
তোমার লেখনীভাতি হেরি' নবরত্ন ছিল বিস্ময়-বিহ্বল!···

সেদিন মোদের প্রাণ-সঙ্গতে মায়াবী, তুমি গান গেয়েছিলে
অফুরন্ত রাগালাপে আলোছায়াকান্ত সুরে, ভালোবেসেছিলে
আমাদেরি বসুন্ধরা—মিলন-বিরহ তানে, হর্ষে, বেদনায়,
দরদে, প্রীতিতে, স্নেহে, করুণায়, হাসি-ফুলে, আঁখি-মুকুতায়;
সেদিন হে যাদুকর, তব মঞ্জু হৃদয়ের স্ফটিক-মুকুরে
কত না পেলব বর্ণ উঠিত ফলিয়া মিলি' মধুর মধুরে!
সুন্দরী প্রকৃতি তব সুন্দর প্রাণের কণ্ঠে দানিলেন মালা,
বাণীর স্রধ্বরা গীতি উৎসারিল সে-মিলনে—স্বর্গগন্ধ-ঢালা;
পুষ্পিল বিদগ্ধ হৃদি, সেই সুকুমার মুগ্ধ বাসর-সুতান
বাঁধিল জাগ্রতে-স্বপ্নে সে পুণ্যাহে, ছন্দস্রোত বহিল উজান
ত্রিপথগা যমুনার রঞ্জিত সঙ্গমে, ওগো স্বর্লোক-স্বপনী,
তোমার বৈদূর্য্য-রশ্মি বাস্তবের বন্ধ্যা ধূলি ক'রেছিল মণি।
হে কাব্যগাণ্ডীবী, তুমি নিরম্বু ঊষর ক্ষুব্ধ ভূমি করি' ভেদ
উৎসারিলে গাঙ্গবারি কল্পনা-শায়কে তব পাষাণের খেদ
মিটাইয়া নিত্য-নব সৃষ্টিধারে, তরঙ্গিলে অলকার জ্যোতি
স্নিগ্ধ ধরাবুকে—লক্ষ সূক্ষ্মবর্ণে জ্বালাইয়া শাশ্বত আরতি;

অনামী

যা কিছু আঁকিতে তার সমুজ্জ্বল মধুরিমা হে ইচ্ছা-ফল্গুনী,
ফাটিত ফাল্গুনবর্ণে বহাইয়া মরুভূমে রস-সুরধুনী।

এই দুঃখ শুধু কবি জাগে মনে—মোরা তব কাব্য-নন্দনের
ক'টি ফুল্ল ইন্দীবর পেরেছি ধরিয়া বল রাখিতে মোদের
ধূমাবিল নাগরিক সভ্যতার গতি-উগ্র দীপালি-উদ্যানে,
কোথা বা মোদের হায়, সেই স্নিগ্ধ অবসন্ন কর্ম্মক্লান্ত প্রাণে?
এসেছিলে দেবতার আশীর্ব্বাদী রশ্মিকণা-নিভ তুমি কবি!
পারিনি রাখিতে মোরা—নিরুদ্যোগ আত্মমগ্ন—সে নির্ম্মল রবি
নির্মলিন; পদে পদে হারায়েছি তোমারেই,—তব যাত্রা পথে
প্রতি পদক্ষেপে যত পেলব সুগন্ধ বর্ণ-আসার মরতে
গিয়াছিলে প্রবাহিয়া তার ক'টি ঢেউ দশ শতাব্দীর পারে
আমাদের মর্ম্মতটে ভাঙে আজো?—কতটুক চিনি বা তোমারে?
কল্পনাবামন মোরা—হেরি শুধু রূপায়েছ যাহা রেখা ভায়;
কিন্তু যাহা ফুটে নাই? মূর্ত্তে নাই? উদাসীন কালের হেলায়
স্থূল হস্ত-অবলেপে নিশ্চিহ্ন মুছিয়া গেছে? আধ-গাওয়া গীতি
অঙ্কুরে যে ঝ'রে গেছে? যে-মিড় মিলায়ে গেছে?—কোথা তার স্মৃতি?
যেই প্রাণধার তব কালের নির্ম্মম বাঁকে সেদিন নীরবে
মরুপথে পথহারা হ'য়েছিল বিস্মৃতির দীন পরাভবে,—
তাহাদের নাহি গণি' অধীর গণ্ডূষে চাহি করিতে যে পান
বারিধি-অগাধ তব সুকুমার হৃদয়ের সাঙ্গহারা গান।
অস্থির চঞ্চল মন আমাদের কতিপয় পৃষ্ঠামাঝে চায়
ভরি' দিতে মন্বন্তর-গাথা, বাণী আমাদের: "সময় কোথায়?"
শিল্প-কারু দিয়ে তাই গুণি মোরা জীবনের বিপুল বাহিনী
বিন্দুমাঝে সিন্ধু চাহি করিতে বিচার, তাহার নিস্তল কাহিনী

অনামী

শুষি' ল'তে চাই চূর্ণ তরঙ্গের অসমাপ্ত দীর্ণ ইতিহাসে
অনন্ত অখণ্ড যাহা—খুঁজি তারে খণ্ড সান্ত অপূর্ণ বিকাশে।
বিজ্ঞান-বীক্ষণে চাই নিরূপিতে কোটি নীহারিকা-মহিমায়,
নিকষে কষিয়া পলে ল'তে চাই কুবলয় কান্তি-সুষমায়।
কবির অলকনন্দা ধূলিধরা-মাঝে দিনে দিনে আবিলায়,
গর্ব্বে হাসি' কহে কাল : "মোর হস্তে চলাচলে কেবা রক্ষা পায় ?"

পরিভূ স্বয়ম্ভু কবি সে-ও নহে কালজয়ী ? না না—মিথ্যাকথা।
কবি-অবদান—সে যে বিধাতার অবিধ্বংসী অমৃত-বারতা !
কালস্রোতে ভেসে গেছে শুধু তব চঞ্চলতা—শুধু নামরূপ,
নক্ষত্র-বিভাস তব চিরঞ্জীবী—সে তো নহে স্বপন-খধূপ।
গান্ধর্ব্বী বীণাটি হাতে এসেছিলে চিরতরে ওগো অমলিন,
সে-বীণার মৃত্যুপারে স্বরিত ঝঙ্কার তার কাঁপে মৃত্যুহীন।
ফুলদল ঝ'রে যায় পরাগ অমর তার স্থজে নিত্য সে-ই
অনাগত ফুল-সম্ভাবনা, নহে ইন্দ্রধনু লুপ্ত নিভিলেই।
দিগন্তে সে হয় লীন দেখা দিতে দিগন্তরে, এক মেঘ যায়—
অন্য মেঘ আসি' দেয় কোল তারে—যুগে যুগে বিম্বি' সে-বিভায়।
কবির পার্থিব তৃপ্তি, প্রমত্ত বিজয়-দর্প—অশান্ত ভঙ্গুর—
উল্কাসম খসে সদা ; তাহার অমর আত্মা শান্ত পরিপূর
জ্যোতিষ্পথ-দীপ্তি ল'য়ে স্বপ্নে তার ছন্দে তার জাগে মহীয়ান্,
যে-শিখা মোদের হৃদে ফুৎকারে নিভিয়া যায় তারে অনির্ব্বাণ
রাখে কবি কল্পলোকে ; তাই যুগ-পারাবার লঙ্ঘিয়া হেথায়
তব মেঘ-দৌত্য-তরী আজো কবি আমাদের বেলায় ভিড়ায়—
ঊর্দ্ধে যার জাগে আজো কবি-স্বয়ম্বরা তারা স্বাগতি' তোমারে,
হে তারকা-স্বয়ম্বৃত ! কালব্যাপ্তি তব কাল স্পর্শিতে না পারে।

তিরোধানে *

গুণী, গাইলে হেথায় যে-গান সে কি গাও নি চিরতরে
দিয়ে বিস্মৃতিরে লাজ ?
তুমি যে কিঙ্কিণী বাজিয়ে হৃদয় সুধায় দেছ ভ'রে
সেকি লুটবে ধূলামাঝ ?
দূরে ঐ যে তারা পড়্‌ল খসি',—স্পন্দটি তার সারা
আকাশ লয় না কি বুক পেতে ?
হেথা কলস্বনা একটিও ঢেউ হয় কি সাগরহারা—
পাছে মধ্য পথে যেতে ?
তোমার কান্ত প্রাণের শান্ত গানে করলে যে-আরতি
তাহে অলখ এল নেমে,
তোমার সেই পূজারই পায় পূজারী আমরা করি নতি
উছল ভক্তি প্রীতি প্রেমে।
তোমার ঝঙ্কারে এই উষর ভূঁয়ে জাগ্‌ল লাখো ফুল,
তাহে আঁধার হ'ল আলা,
বাণী গন্ধে তারি অবতরি'—দুলিয়ে তারা-দুল
নিলেন তোমার বরণ-মালা।

---

* বাংলার অনুপম গুণী সঙ্গীতশিল্পী রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্মৃতির তর্পণে।

অনামী

তোমার নিত্য-নূতন সৃষ্টি-জালে বাঁধ্‌লে এ-অন্তর
সেকি বিচিত্র বাঁধন !
সে-সুর যতই বাঁধে ততই ভাঙে বেসুরা পিঞ্জর
রচি' জাগ্রতে স্বপন !
তোমার তানের আরাধনে দ্যুলোক নাম্‌ল ভূলোকে
পরি' বাসর-মিলন হার,
তুমি রচ্‌লে গুণী, সে-সঙ্গমের চুম্বন-পুলকে
সে কোন্ সুদূর অভিসার !
হেথা আন্‌লে বাহি' কোন্ অলকার দীপ্র সুরধুনি
যাহে পৃথ্বী উতরোল ?
সে কোন্ চির-চেনায় ডাক দিলে হে মূর্চ্ছনা-ফাল্গুনী !—
বুকে জাগিয়ে অচিন দোল ?
তুমি মোদের মাঝে চিরজীবন রইলে ছদ্মবেশী,
তোমার নয়ত হেথায় ধাম !
দিয়ে সেই ধামেরি একটু পরশ হ'লে নিরুদ্দেশী,
মোদের লও গুরু, প্রণাম ।

বন্ধুবর শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য সমালোচকীভূতেষু*

সখে) কঠিন কথা বলা সরল ক'রে,
নিন্দা-করা সত্যি দরদ ভরে,
সমালোচন—নিজের ত্রুটি বুঝে,
সাঁচ্চা মেকির প্রভেদ খুঁজে খুঁজে
এর প্রয়োজন হয়ত আজও আছে,—
তাই রূঢ়ভাষ চাই হে তোমার কাছে ;
অন্ততঃ হে সুহৃদ, তোমায় জানি
তাই তোমারে দরদী বাখানি ।

শুধু) একটি কথা কেবল চুপি চুপি
ফেল্‌ব ব'লে ?—(নয়কো গুরুরূপী)
যদ্যপি নয় একটুও সে নূতন
সইবে তবু বারেক পুনর্বদন :
(পুরোনো চাল—জান্‌বে—ভাতে বাড়ে,
না জান্‌লে হায়, লক্ষ্মী ছাড়েই ছাড়ে)
রটিয়ে গেছেন যা কালিদাস কবে—
"ভিন্নরুচি লোকে হবেই ভবে ।"

জানো) তবু (কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ?)
নিজের রুচির রায়গুলিরেই চরম
সবাই ভাবে ; নয় কি ? বারেক মিতা,
চিন্তি' দেখ,—সত্য নহে কি তা ?
লাখ কথারি এক কথা যে কবি
গেছেন ব'লে—তাই না তিনি 'নবী' !
সত্যি,—যতই সমালোচন ধারা
পড়ছি—ততই হচ্ছি দিশেহারা ।

ক্রমে) বিন্দুও হয় সিন্ধুসমান গুরু
দিন হয় রাত—বুক যে দুরু-দুরু !
না-ভাব্‌লে যা জলের মতন সাফ্
ভাব্‌লে যেন পাহাড়—লাগে হাঁফ !
কোনো নীতিই রয় না আর অচলা,
চরণ থেকেও হই যেন অবলা ।
এ যেন ষাট্ বছর শাস্ত্র বুনে
সবে-হওয়া মূর্খ শ্লোকের গুণে ।

* "পরিচয়" পত্রিকায় গিরিজাপতির দুতিনটি সমালোচনা-পাঠে ।

অনামী

বুড়ো) সেই যে রুগ্ণী বিশটি চিকিৎসকে
দেখিয়েছিল রোগটি—(পাছে ঠকে !)
বিশটি নিদান—আকাশ পাতাল তফাৎ
বিশটি ওষুধ—মিল্‌ল—কী জোর বরাৎ !
তেম্‌নি যদি একটি কবি যাচাই
করতে সুধাও বিশটি ক্রিটিক বাছাই,
ফিরবে যখন—বাক্য যাবে হ'রে,
হয় বা না হয়—এসো পরখ ক'রে।

আরো) শুধু কি তাই ? ভেল কবিরা নিতি
রসজ্ঞেরো পাচ্ছে না কি প্রীতি ?
মিছ্‌রি-মুড়ির একদর তো কী !
না কর্‌লে এক—তাঁরাই বলেন "ছি !"
দুঃখে বড়ই বল্‌ল কবি : "বাঁচি—
নিরবধি কালের প্রসাদ যাচি' !"
কঠিন কথার উজান-পরমাদে
পাল তুলে তাই একান্ত আহ্লাদে—

পরের টুকু উহ্য দিলাম রেখে,—
দেখো, যেন গায় নিয়ো না মেখে।

প্রীতিবদ্ধ দিলীপ।

নিরুদ্দেশ

শ্রীমান দিলীপকুমারের উদ্দেশে —

বহুদিন হেরি তব সহাস্য
দেখিনি অমল কমল আস্য,
তব মুখ হোতে সুরসুধাস্রোতে
শুনিনি সরস ভাবের ভাষ্য ?

কেন যে তোমার এ ঔদাস্য
অবশ্য ক'রে লিখো লিখো মোরে
কারণটা যদি হয় প্রকাশ্য।
দুইজনেরে বিস্মরণের —
— মন হতে তারে নিঃসারণের —
চেষ্টায় সাথি হ'লে তুমি আজি
একথা রহেই অবিশ্বাস্য ॥

ইতি ৫ মাঘ
১৩৩৪
শান্তিনিকেতন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনামী

কী-কারণ ?

কবি—

"ঔদাস্যের" চার্জ্জ নিরীহ স্কন্ধে আমার সানন্দে
কেমন ক'রে চাপালে ঐ স্বচ্ছন্দে ?
পত্র তোমার পিয়ন যবে আন্‌ল—খুলেই খাম সোজা
বুঝনু তোমার চিরকেলে ভুল বোঝা।

শুন্‌বে বহুদিন ভেটিনি কেন তোমায় "সহাস্য"?—
যদিও কবি, জান্‌ত বা কে—এ-আস্য
"অমল কমল"—নিভ ঠেকে তোমার দিঠির অঙ্গনে
(ভাগ্যে নারী নও !—তবু হয় রক্ত বুকের চন্‌চনে !)
নয়ক টু' লেট—তৃপ্তি পাই এ-সান্ত্বনে।

মার্জ্জনীয় ডাইভ্যাগেশন্, তোমার কাছেই শিক্ষা তো !
মন্দকবিযশঃপ্রার্থী-দীক্ষা গো !
নিরঙ্কুশা জল্পনাতে নিতুই কর "বকবকম্" !
"অবান্তরের" চার্জ্জে কবি নয় অধম।

কিন্তু দেখো—ভুল বুঝো না ফের যেন এ-দুর্ভাগায়
যশঃপ্রার্থী নও তুমি,—সে—দিলীপ রায়।
অমল কমল যশও তোমার নিন্দি না। কী ? "বক্‌বকম্ !"
যার কথা তায় পাল্টে ট্রিবুট দেই চরম।
(গঙ্গা জলেই গঙ্গাপূজা হয় না ?—এ-ও সেই রকম।)

ভুল বুঝিবার রাজা তুমি—তাই ত পড়ি ফ্যাসাদে !
ব্যাখ্যা "সরস" করতে গেলেই গোল বাধে !
তার ওপরে তর্কে গানের স্বয়ং বাণী যান উড়ে
গানের স্থলে কচ্‌কচি নেয় স্থান জুড়ে।

বলছিনু কী ? ওহো—মনে পড়ছে—কেন তোমার পাশ
যাইনি "বহুদিন" ? শোনো নি ? সর্ব্বনাশ
আমার যে আজ ফের এক গুণীর পালোয়ানিতে ! সব ছেড়ে
—(ভরসা পেয়ে)—বল্‌ল এ মন : "ধর্ তেড়ে"।

ধরব কি হায় ? বল্‌ল গুণী মুখেই শুধু—প্রাণপণে
"বাৎলাবে" তার ঝোড়ো তানের শন্‌শনে
কেমনে হয় কণ্ঠে সরব নীরব সাঁঝের অস্তিমা
("গড়েন নিতুই বিপদ জালে" !—কী সে গ্রীবা ভঙ্গিমা !)
তবু গুণীর গুণপণার নেই সীমা।

সুর ও অসুর একসাথে ঠাঁই—বুঝি না এর রহস্য !
সিংহনাদই যার কাছে রয় নমস্য—
তারই কাছে দিয়েছে ধরা সুরের দরদ প্রাণকাড়া !
তাই তো নিতুই সই বেদম এর তান-ঝাড়া।

অনামী

দিন-পিছু হায় অনেকগুলি পিতার্জ্জিত আশ্‌রফি
দিই পায়ে তাঁর রাগরাগিণীর শাস্তবী
ধেয়াই মায়া, এই দুরাশায়—"কোন্ সে-সুদূর দিগন্তে
এ সুর মনে ফুল ফোটাবে বসন্তে।"

বল্‌বে তুমি :   কেনই বা মোর কাঁদুনি আজ উচ্ছ্বসে ?
শুনবে—কেন ?   লিখ্‌ব তবে খুব ক'ষে ?
কতই জীবন ট্রাজিডি-রে আঁক্‌ল তোমার আলিম্পন
বুঝ্‌বে না কি "শাগ্‌রেদেরো" বিড়ম্বন ?"

বিড়ম্বনা নয় ?   ভাবো তো—যার ফাঁদে আজ বন্ধ হায় !
সুযোগ পেয়েও মন তব না সঙ্গ পায় ! !
কী সে "বিয়োগ গাথা"—(বলো তো "ট্রাজিডি"র বাংলা কি ?)—
পড়্‌ল বাঁধা যায় উড়ো এ-প্রাণপাখী !!!

দোহাই কবি বিশ্বাস কোরো—নয়ক অতিরঞ্জন এ,
গানের তালিম নেওয়ার ক্ষতি গঞ্জনে
পিতৃদেবের গানের চরণ হয় মনে—"কে জান্‌ত গো
গান শিখিতে হবে এ-প্রাণান্ত গো ?"

দূর বরোদায় কেউ কোথা নাই—যদ্যপি রাজ-অতিথি
এস্তেমাল কই হ'চ্ছে বল রাজরীতি ?
মরু এ যে !   আছে কি ছাই কোথাও কোনো কান্ত মুখ ?
আছে যারা—কথা ক'য়েও নেই কো সুখ।

লক্ষ্ণৌয়ে গীত-সম্মেলনে (যেথায় তুমি এইছিলে)
কালোয়াৎবর মোরে শপথ যেই দিলে
"তশ্‌রিফ সাব্ লাইয়ে বরোদামে তালিম দুঙ্গা ম্যায়"—
এক লাফে হায় নিলাম শরণ তাঁহার পায়।

সভাগায়ক খাঁ-সাহেবে মন্ত্রী-প্রবর দেন খবর ;
কোথায় বা খাঁ ?   দিলেন ঢাকা গা জবর !
দিনের পরে দিন কেটে যায় তালিমদাতার নেই দেখা,
ভবিতব্য !   থণ্ডে কি ললাট-রেখা ?

এই ত সেদিন আর এক গুণী গায় দিনু প্রায় দেড় হাজার
জল্‌শাদিতে—দেড়মাসেরই জলখাবার,—
"মোটে ?" ব'লে চ'টে—ক্ষোভে আরও দু'শো ধার নিয়ে—
নাঃ কবি, আর ফিরিস্তিতে কাজ কি এ ?
এঁর কাহিনীই বলি—কী ফল যত ঠকার ঠিক্ দিয়ে ?

মন্ত্রী দিলে চাপ—খাঁ-সাহেব এলেন বিরাট পাগ বেঁধে।
সুধা হেসেই জানালেন যে যায় বেধে
তালিম দেবার "তাকত্‌টি" তাঁর না দেই যদি দিন-পিছু
বিশ রুপেয়া মাত্র—"এমন নয় কিছু।"

বিশ রুপেয়া দিন !! কিছু !!! হায়, নয় কবি এ বাড়ানো ;
যুক্তি ?   অহো, তায় কি কভু বোঝানো
যায় নারী আর ওস্তাদে ?   হায়, জানো নারীর রীত্‌নীতি
নিশ্চয়ই—নয় অজস্র কি গীত বিধি

অনামী

বর্ষাতেন ঐ কলম-মুখে—তাই উপমায়, কল্পনায়
এক হ'তে লও অঙ্কে বুঝে—বর্ণনায়
জানই তো···না যায় গো কভু কীর্ত্তি গুরুর ফোটানো !
('নারী'—'গুণী'—দুই যে গুরু তাও জানো)
বর্ণনাও নয় এ—কেবল একটু কাঁদন ফেনানো ।

কিন্তু না—আর নয় ফেনানো—জেনে রাখো ওস্তাদে
(নারীর মতই) দেয় না ধরা মোটেই—শুধুই বাদ সাধে
বক্ষে তুলে মই কেড়ে নে' বিনিয়ে কেঁদে ছল-প্রলাপ
(যেন ওঁদের) বক্তিমেতেই হয় বা চতুর্ব্বর্গ-লাভ ।

তিনটি দিনে "উন্‌চাল্লিস্‌" মুদ্রা নিয়ে এ-স্বজন
আধ্‌খানি হায় করেন "তোড়ী" নিঃসারণ ।
অবশ্য তাঁর পদ্মমুখে "বা-রে-আমি"-র নেই কমি
হাম্‌বড়াইয়ের সুরু হ'লেই প্রভু আমার নেন জমি
(নামে বাখান—কোথায় কারে কোন্‌ "গমকে" দেন দমি')

ওস্তাদের এই বঞ্চনে আজ উঠ্‌ছে বড়ই মন মথি'
হয় তো তোমার নেই কো এতে সম্মতি !
হয় তো তুমি রাগ্‌বে—"কেন শিখ্‌তে বা যাই কোন্‌ টানে ?"
হায় কবি, ফের তর্ক বাধে ঐখানে ।
(গরু রোগেই ঘোড়া মরে—যখন না এ মন মানে !)

রাগরাগিণী যায় না শেখা শুধুই বিমল প্রতিভায়
সূক্ষ্মঢঙের তান আলাপের সুষমায়
"শয়দা" যে হয়—সে ক্ষেপা যায় ঐ সোমেরই সন্ধানে
ঐ সু-রসের ভাণ্ডারীরই আহ্বানে ।

নয় ট্রাজিডি ?   লো দরদী, দোহাই, কাঁদো একটি বার
সুরের পিয়াস তরে যখন দুর্ভাগার
পোড়ে কপাল ফন্দীবাজের বঞ্চনা আর ভঙ্গীতে—
অর্থ হারাই তায় দুখ নাই—কতই ত হায় সঙ্গীতে
দিইছি ঢেলে ওঁদের পায়ে—ইঙ্গিতে !

দুঃখ শুধু—আজ ভারতে এই পেশাদার বঞ্চকই
রেখেছে ঐতিহ্য মোদের বন্ধকী
তাদের সাথেই লুপ্ত হবে (হ'য়েছেও তো অগণ্য)
সুরের কুমুদ—নীল রাঙা পীত সুবর্ণ ।

থাক্‌গে করা ত্যক্ত তোমায় ভগ্নহৃদয়-সংবাদে
আজকে আমি চল্‌তি—ছেড়ে ওস্তাদে—
গুর্জ্জরেতে জুড়্‌তে ভাঙা বুক বন্ধুর আতিথ্যে
মিট্‌লনা ফের পাওয়ার তৃষা এ-তীর্থে ।
("কঠ্‌" যাঁহাদের আছে পড়া "তর্পে" তাঁদের কে "বিত্তে ?")

অনামী

সেথান থেকে ফেরার পথে—তোমার হোথা দেবই টুঁ
চুটিয়ে "সরস ভাবের ভাষ্য"—সু ও কু—
করব আবার হও অবধান ! তোমার সাথেই জমাবো
তর্ক-আসর ফের—তোমারে দমাবো
(একান্ত অদম্য হ'লে একটুও তো চটাবো !)

'অতুল' 'শরৎ' 'রবি' হেথায় রয় ব'লেই না—সংসারীর
রইছি টিঁকে আজও !—নইলে 'কংসারীর'
কবে নিতাম শরণ কবি, "বিস্মরণি' সুহৃজ্জন !"
তাই তো তোমায় করি এতই আকিঞ্চন।

রাগ কোরোনা চ্যালেঞ্জে এ—বড্ড তুমি মিষ্ট যে !
তাই তো মোরা হই সদা অশিষ্ট হে !
প্রাণ তব যে আজও তরুণ—তাইতো তোমায় গরিষ্ঠ
ভাব্‌তে নারি—আমরা বয়ঃ-কনিষ্ঠ !

গুরু-হারা পাগলপারা হয় তো হে তাই তোমার পাশ
তূর্ণ যাবে দীপ্ত তোমার হাসির আশ ;
সাবধান হে তাই সত্বরই ধাই' হব তোমার সম্মুখীন !
(পুষিয়ে নেব তর্কে গানে গল্পে ! আমি—দরদহীন !
বড্ড তোমায় দিইছি রেহাই বহুদিন !

সান্ত্বনা মোর এইটুকু যে ওস্তাদই তো নেই ধরায়
এক আধারে মোদের মাঝেই আজকে ভায়
চন্দ্রিমার ঐ স্বর্ণিমা সাথ তর্ক-রবি দুরন্ত
যার পরাণের উচ্ছল-রস—অফুরন্ত !

শোধবোধ *

রেস্তরাঁ। সহসা কী রে!—পাশে কান্তা ব'সে!
তবু কে-ও বঙ্গবীর করিতেছে ক'ষে
কলহ গার্স'র সাথে? —কহিছে সরবে :—
"আপেল খাইনি' তবু দাম দিতে হবে!!"
গার্স কহে :—"মোর প্রভু অপরাধ ক্ষম,
তাব্‌ল্ দোহত্ এ যে নিতান্ত নির্ম্মম।
আপেল রয়েছে পাশে অতি দেলখোষ,
তুমি নাহি খেলে বল মোর কী বা দোষ?"

* * *

ক্ষণপরে ও কী! ফের বাদ বিসম্বাদ?
রুষে গার্স :—"ন' ফ্রাঁ কোন্ অপরাধে বাদ?"
—"চুমা খাওয়া অপরাধে আমার ইঁহারে।"
—"মিথ্যাবাদী! চুমা! আমি কক্ষনো উঁহারে—"
—"উনি র'য়েছেন পাশে অতি দেল্‌খোষ
তুমি নাহি খেলে বল মোর কী বা দোষ?"

—অথ প্যারিস

* গার্স=garcon=হোটেল রেষ্টরান্টের পরিবেষক। তাব্‌ল্ দোহত্=table d'hote=যাতে সব কয়টি ডিশ্ বা ব্যঞ্জনাদির জন্যে একজোটেই দাম দিতে হয়—খেলেও, না খেলেও। ফ্রাঁ=franc=ফরাসী টাকা।

ভবের গতি

কী জ্বালা! আঃ, গলা কে গো জড়ায় রাস্তায়?
—"রাস্তার ওপার কোথা, দোহাই আমায়
দাও ব'লে!"—অতি কষ্টে বারুণী-নন্দিতে
ছাড়ায়ে কহিনু : "ওই—ওই তো—দেখিতে
পাও নাকি অন্ধ? সোজা পেরুলেই—ও-ই—"
কাঁদে পান্থ : "হায় হায় ভবে মিথ্যা বই
কিছু কি শেখেনি কেউ? এইমাত্র দেখি'
ওপারে আরেক জনে এই প্রশ্ন একই
শুধাতে দেখায়ে দিল—রাস্তার এপার।
সেই একই প্রশ্নে—তুমি দেখাও ওধার!!"

—অথ ভিয়েনা

পাবেই চাহিলে

সারাদিন গিরিপথে বরফে গড়ায়ে
সন্ধ্যাকালে শ্রান্তদেহে সহরে পৌছায়ে
সুধানু পথিকে এক : "জানেন ম'শায়
ফ্রীদ্ হোটেল কোথা?" পান্থ তখনি দাঁড়ায় :
"ফ্রীদ্-হোটেল কিম্বা ফ্রীদ্ রেষ্টরাণ্ট চা'ন?"
দিশা মিলে অবশেষে! রোমাঞ্চে পরাণ!!
(দিশারীর ছদ্মবেশে প্রভু নিত্য ফিরে!
সাধে ব'লেছেন খৃষ্ট—'চাহিলে পাবি রে!')
—"কিছু খাদ্য,—যে-কোনোটি হইলেই হয়।"
কহিল দিশারী : "আমি জানি না ম'শয়।

—অথ ড্রেসডেন

ব্রহ্মাস্ত্র

"তুমি—তুমি—তুমিই তো"—"হায়! যত দোষ—
জানো তো ভারতে বলে—দায়ী নন্দঘোষ?"
—"ফের ঠাট্টা? লোকে জানে বড় শান্ত ছেলে!"
—"নহিলে নীলাঞ্জনেত্রে, কভু ভাগ্যে মেলে
তব সমা শান্তিময়ী?"—"ফের!!"—"রুষ্টে! ঠিক্
বলো তো কে আগে"—"আহা কে—ন করো দিক্?
সাক্ষী চাও যদি—ছায়াময়ে ডেকে আনো।"
—"ছায়াময় যে গো তব ছায়া—বেশ জানো"—
—"ফের? জানো 'শান্তিময়ী' ও-ঠাট্টা কখনো
করে না পছন্দ? ছি ছি।"—"আহা আগে শোনো
কী আমার চার্জ্জ!! তুমি কেবলি যে চ'টে
সত্যকে বেঁকিয়ে মিথ্যা কাঁদুনি-দাপটে"—
—"কী!! আমি কাঁদুনে!!!"—না না—কে ব'লেছে—তবে"—
নামে বর্ষা। কে জিতিল?—বলিতে কি হবে?"

—অথ বার্লিন

কলহান্তরিতা

কলহ? তোমার সাথে? তা কি সখী হয়?
যত ও-নয়ন রাঙে—প্রাণও যে সে-তালে
রাঙে নিত্য। প্রতি পদে নব পরিচয়
লভিতেই ঠোকাঠুকি লাগে ডালে ডালে।
কি জানো?—বিরহ-বিষ যবে নাহি মিলে,
সতত মিলন-মধু ক্ষরে শতধারে,—
প্রাণ চায় নীলকণ্ঠ হ'তে। না পুরিলে
সে-গরলসাধ—খোঁজে কলহেই তারে।
উপল মসৃণ হয় নদীর কলহে
শোণিতে উত্তাপ দেয় শীতের কাঁপন,
যত খাদ—বিয়াত্রিচে! পাবকই না দহে!
স্ফুরিত অধরে কে না আকাঙ্ক্ষে চুম্বন?
—"ভুলবোঝা?" অবুঝ না হ'ত প্রেম যদি,
নর কভু খুঁজিত কি নারী নিরবধি?

—অথ ভেনিস

প্রশ্ন *

প্রিয়বরেষু,—

হায়) একি হ'ল মতি ? একি অবনতি ? শোচনীয় অতি !
শেষে) তানসেন হ'তে হ'লে শূর্পণখা ?
শুনি) জার্ম্মাণ ভাষায় দন্ত ক্ষয়ে যায় ! তব নাসিকায়
আজি) অস্ত্রাঘাত হায় কেন শুনি সখা ?
হ'য়ে) ভিয়েনা-আসীন হ'লে দন্তহীন হ'ত সমীচীন ;
জানি) বৃথা কিন্তু এবে সে-বিষয়ে বকা ;
তবু) ফরাসী-দেশেতে ভিষক্-হস্তেতে যদি রেখে যেতে
ওই) নাসিকাংশ তব—হ'ত নাকো ঠকা ।
জানো) শাস্ত্রের বচন, গতের শোচন কোরো না কথন ;
বলি) তবু বিবেচনা কোরো না খামকা !
হায়) নাসিকার দাদা, জানো না মর্য্যাদা ! হ'য়ে জন্ম খাঁদা
আমি) মাঝে মাঝে শ্বাস ফেলি যে দমকা !
তুমি) বুঝিবে গো কালে—কি ধন হারালে !—হায় তব ভালে
লেখা) এ-ও ছিল শেষে পরিবে বোরখা ?
হায়) দেখি সবে প্রায় সহজে যা পায় হেলায় হারায়,
তাই) ছিন্ন মন্দারেরে শোচেনা অলকা !
জানি) আছে তব আশ 'পারিসে'তে বাস—ওরা উপহাস
কভু) করিবে কি বাণী 'অনস্থনাসকা' !
তুমি) "না" বলিছ বটে প্রাণপণে চটে',—মোর শ্রুতিপটে
যেন) দা হ'য়ে ভীতির মারে তা ঝটকা !
জানো) শ্রীরাম-জীবনে বাল্মীকি যতনে কৈলা রামায়ণে
আমি) লিখি "নাসায়নে"—নাসা গেলে সখা !
শোনো) তথাপি যে-জন প্রাতে 'নাসায়ন' করিবে পঠন
দেখি) কার সাধ্য তারে করে শূর্পণখা !

ইতি । প্রীতিমুগ্ধ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

---

* ভিয়েনা হাঁসপাতালে ১৯২৭এ নাসিকায় অস্ত্রোপচার উপলক্ষে বন্ধুবর ক্ষিতীশ সেন নীস থেকে এ-চিঠিটি পাঠান । উত্তর ঐ হাঁসপাতালেই লেখা ।

উত্তর

প্রিয়বরেষু,—

এত মতভেদ মাঝে হেথা কেন
সমস্বরে খেদ করে সবে হেন নরে ?
প্রতিপদে জ্বলে পুড়ে তবুও সে
নাসা তরে কেন মাথা খুঁড়ে ক'সে মরে ?
চোখ থেকে চোখ হারায়ে সান্ত্বনা
পতি তরে সতী গান্ধারী পেল না ভবে,
গুরু উরুহীন দুর্য্যোধন মরে
আগুনে হনুর লেজ লয় হ'রে যবে,—
তখন ত স্মরি' কল্পনা বা ত্রাসে
অথবা বেদনা গদ্গদ-ভাষে নরে
ধায় না কো করি অশ্রু বিমোচন
এ-সকল অঙ্গহীনের তর্পণ তরে !!
কিম্বা যবে জড়ো অঢেল প্রসাদ
মধ্যে ফ্যাল্‌ফেলি চাহে জগন্নাথ ঠুঁটো,
তখন কবে বা ভকত-প্রবর
চেয়েছে দানিতে কর্ম্মক্ষম কর দু'টো ?
তবে কেন শুধু শূর্পণখা লাগি'
গালে হাত দিয়া বালা নিশি জাগি' ভাবে ?
সান্ত্বনা ?—কিন্তু তা সর্ব্ব-অঙ্গ মাঝে
কেন নাসা সম সৃষ্টি অতি বাজে পাবে ?
শুধু বালা হ'লেও বা কথা ছিল
কিন্তু যবে আই সি-এস কাঁদিল হায়,
উপেক্ষিয়া যত অঙ্গহীন জনা—
তখন কে-ই বা না ঠেকে বল না দায় !
শুধাতে তখন হই যে বাধ্য :
"উত্তমাঙ্গ মাঝে কে বল অবাধ্য এত ?"
দাও তো উত্তর এই জিজ্ঞাসার !
নাসা কাজ করে ?—কর্ত্তব্য তাহার সে তো।
সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের মতো সে-ও তার
কর্ত্তব্যটি সাধে বলি' কি তাহার পায়
মাথা কুটি হবে মরিতে ?—যখন
তারে ল'য়ে মোরা এত জ্বালাতন হায় !
তাই—শোনো সখা—আজিকে হে মোর
অতীব ভীষণ সঙ্কল্প কঠোর ! আমি
নাসিকার শোচনীয় প্রকৃতির
দিবই প্রমাণ সুচিন্তিত, ধীর, দানী :—
সর্দ্দিতে ? এজন নহে কুটমতি ?
শুধু কি নিজের ?—চক্ষু কর্ণ ক্ষতি সাধে ;
একধার হ'লে বন্ধ—অন্য ধার
খোলে—হ'লে বন্ধ দুই রন্ধ্র তার বাধে
মহা গোলযোগ !! অথচ আবার এ
দুই রন্ধ্র প্রতি পক্ষপাতাচারে নিতি
বিদ্বৎ সমাজে নাকী বলি কেন
হাসে সবে ?—কোথা কে শুনেছ হেন রীতি ?
ভেবে কি দেখেছ ভো ভো লক্ষ্মীমন্ত,

অনামী

প্রায়ই মতি ওর কী ঘোর দুরন্ত হেয় ?
যদি ওরে প্রাণ ভরিয়া হাঁচাও
তবুও কি তার মন কভু পাও কেহ ?
ঘৃতাহুতিহবিঃ পেয়ে অর্চি সম
হাঁচি লভি' লোভী জ্বলি'—নিরমম ওঠে !
করি মনপ্রাণ আকুলিত শীতে
শীৎকার-চরণে কাঁপিয়া লুণ্ঠিতে ছোটে !
তাছাড়া—নিদ্রায় তার আচরণ
নিত্য বেরসিক সম অশোভন নয় ?
যদি প্রণয়ীর শোনে কোনো সতী
মাকাল নাসার হেন মতিগতি, ভয়
পাবে না অবলা ? বাসিবে কি ভালো
সে বল্লভে ?—হোক্ রূপে ঘর আলো— তবু
প্রেম কাব্যরাজ্যে দেন দুরারোগ্য
গন্ধরব কি গো সমর্থন-যোগ্য কভু ?
সবার উপরে উদ্যমী মানব
দেখায়েছে তার শকতি-বিভব, শুদ্ধ
নাসিকার হেন বেসুরো সঙ্গীতে
শত চেষ্টায়ও পারে নি করিতে রুদ্ধ।
সর্ব্বোপরি কেনা জানে ? দম্পতীর
গূঢ় সম্ভাষণে সে কী সুগভীর বাধা !
যেন ধোপ্‌দস্ত পিরানের গায়ে
বেরসিক 'বাস্‌' গেছে গো ছিটায়ে কাদা !!
নাসারে কাদারে সদা সন্তর্পণে
তোষামোদ ক'রে চলি ত্রস্ত মনে বটে,
কিন্তু তাই ব'লে হেন আচরণে
কোন্ সুধী নাহি থাকে মনে মনে চ'টে ?
তবে কেন সখে, হেন নাসিকায়
দণ্ডিলে পরাণ উচ্ছ্বসে ব্যথায় তব ?
কেন—যাহা বিষকুম্ভ পয়োমুখ
তার দণ্ডে আর্য্য ! এ অসহ দুখ লভ' ?

ইতি। প্রীতিবদ্ধ শ্রীদিলীপ কুমার রায়।

Warning

Pure at heart we wander now :
Comrade on the quest divine,
Turn not from the stars your brow
That your eyes may rest on mine.

Pure at heart we wander now :
We have hopes beyond to-day ;
And our quest does not allow
Rest or dreams along the way.

We are in our distant hope,
One with all the great and wise :
Comrade, do not turn or grope
For a lesser light that dies.

We must rise, or we must fall,
Love can know no middle way :
If the great life do not call
Then is sadness and decay.

A. E. (George Russell)

সম্মুখে…

শুভ্র প্রাণে চল বন্ধু, অভিসার-রথে :
মোরা স্বপ্ন-সাথী—স্বপি স্বর্লোক বাসর ,
ফিরায়ো না আঁখি তব উর্দ্ধ তারা হ'তে
মিলিতে পার্থিব আশে মোর দিঠি'পর।

শুভ্র প্রাণে চল বন্ধু, অভিসার রথে :
অনাগত আবাহনে—সমীপ লঙ্ঘিয়া ;
মূর্ত্তে কি আরাধ্যলোক—যদি পদে পদে
প্রার্থি ভাবোচ্ছ্বাস—চলি থামিয়া থামিয়া ?

ঋষি-ধ্যানে মহতের দূর অভীপ্সায়
মিলে বন্ধু, মোদের দুরাশা অমলিন :
ফিরিবে কি যাচি' মুগ্ধ অনামা তৃষ্ণায়
যে-ক্ষুণ্ণ আলোক নাহি দীপ্তে মৃত্যুহীন ?

পাতিব আসন ব্যোমে,—অথবা ধূলায়,
থামে কভু মধ্যপথে প্রেমের স্পন্দন ?
বিপুল বাঁশরী যদি নাহি ডাকে হায়,
বৃথা তবে বহি এই নিঃস্বপ্ন জীবন।

The Rose in the Heart

All things uncomely and broken
all things worn out and old,
The cry of a child by the road-way,
the creak of a lumbering cart,
The heavy steps of the ploughman,
splashing the wintry mould,
Are wronging your image that blossoms
a rose in the deeps of my heart

The wrong of unshapely things,
is a wrong too great to be told ;
I hunger to build them anew,
and sit on a green knoll apart,
With the earth and the sky and the water,
remade like a casket of gold
For my dreams of your image that blossoms
a rose in the deeps of my heart.

YEATS.

হৃদয়-নীলোৎপল

যা কিছু ভাঙাচোরা, রাজে অসুন্দর,
জীর্ণ-জর্জ্জর—মরণছায় ;—
ক্লিষ্ট শকটের বেসুরা ঘর্ঘর
শিশুর ক্রন্দন—পথে উছল ;—
হলীর মন্থর চরণ-উথলিত
ক্ষেত্র-কর্দ্দম—তুহিনকায় ;—
সকলি আবিলায় মূরতি তব—যাহা
গহন প্রাণে ফুটে—নীলোৎপল।

শ্রীহীন যত কিছু দারুণ গ্লানি তার
ভাষায় বর্ণিতে—বাণী কোথায় ?
শ্বসি গো তারে নব- ছন্দে নির্ম্মিয়া
হেরিতে বসি’ দূর ব্রজে শ্যামল ;
বসুধা বারি-ব্যোম রচিত হ’লে পুন
নিখিল সেই হেম-মঞ্জুষায়
রাখিয়া মূরতিটি স্বপিব তব—যাহা
গহন প্রাণে ফুটে-নীলোৎপল।

Krishna

I paused beside the cabin door and saw the King of Kings at play,
Tumbled upon the grass I spied the little heavenly runaway.
The mother laughed upon the child made gay by its ecstatic morn,
And yet the sages spake of it as of the Ancient and Unborn.
I heard the passion breathed amid the honey-suckle scented glade,
And saw the King pass lightly from the beauty that he had betrayed ;
I saw him pass from love to love ; and yet the pure allowed His claim
To be the purest of pure, thrice holy, stainless, without blame.
I saw the open tavern door flash on the dusk a ruddy glare,
And saw the King of Kings outcast reel brawling through the starlit air ;
And yet He is the prince of peace of whom the ancient wisdom tells,
And by their silence men adore the lovely silence where He dwells.
I saw the King of Kings again a thing to shudder at and fear,
A form so darkened and so marred that childhood fled if it drew near ;—
And yet He is the Light of Lights whose blossoming is paradise,
That Beauty of the King which dawns upon the seers' enraptured eyes.
I saw the King of Kings again, a miser with a heart grown cold,
And yet He is the Prodigal, the Spendthrift of the Heavenly Gold,
The largesse of whose glory crowns the blazing brows of cherubim,
And sun and moon and stars and flowers are jewels scattered forth by Him
I saw the King of Kings descend the narrow doorway to the dust
With all his fires of morning still, the beauty, bravery and lust.
And yet He is the life within the Ever-living Living Ones,
The ancient with eternal youth, the cradle of the infant suns,
The fiery fountain of the stars, and He the golden urn where all
The glittering spray of planets in their myriad beauty fall.

A. E. (GEORGE RUSSEL).

কৃষ্ণ

কুটীরের পাশে থমকি' হেরিনু খেলায় বিভোর রাজাধিরাজ—
আসীন স্বর্গ-পলাতক ভোলা তৃণ 'পরে ধূলি-ধূসর-সাজ।
দুলালের পানে হাসে মাতা—তার পুলক-অরুণে মুগ্ধ প্রীত,
যোগীঋষি তবু গাহিল: "সে চির-অনাদি অশেষ জনমাতীত।"
মাধবী-বাসিত কুঞ্জে শুনিনু উছ্বাস প্রেমের নিশাস বায়,—
পরে শঠরাজ চপল চরণে চলিল ভাসায়ে বঞ্চিতায়।
লখিনু তাহার ফুল হ'তে ফুলে কেলি,—তবু যত শুভ্র প্রাণ
গাহিল: "স্বরগশুভ্র সে—পূত—অপাপবিদ্ধ—জ্যোতিষ্মান্।"
বারুণী-বিপণি হ'তে দ্বার খুলি' ঝলকি' গোধূলি রক্তিমায়
দেখিনু সে গৃহহারা রাজরাজে মত্ত মুখর তারকাভায়;—
তথাপি ত্রিকালদর্শী করিল রটনা: "শান্তি ভৃত্য তার";—
নীরব অর্ঘ্যে করি পূজা—তারি অতুল দেউল—নীরবতার।
রাজরাজেন্দ্রে নিরখিনু পুন করাল-কম্প, ভয়াল-ভীম,
ভীম কুটিল ছায়ায় যাহার শিশুরা পলায় শঙ্কাহিম;—
তথাপি আলোর-আলো সে—যাহার উন্মীলে মেলে দ্যুলোক দল
রাজরূপ যার উদিলে নয়ন শিহর-চমকে হয় বিভল।
কৃপণ নিঠুর সম হেরিয়াছি তুহিন-কঠিন হৃদয় তার;—
বিলায় তবু সে যাহা আছে তার ত্রিদিব-স্বর্ণ অঝোরধার।
লভি' জ্যোতিকণাদান তার—দীপে দেবকুমারের দীপ্র ভাল;
রবি শশী তারা ফুল—মণি তার, হেলায় ঝরায় সে চিরকাল।
নেহারিনু রাজরাজে অন্তিমে, শ্মশানে-শয়ান—ধূলায় লীন—
স্তব্ধ জীবন-প্রভাত-মরীচি, শৌর্য্য সুষমা প্রেম—মলিন।
তবু অখিলের চিরঞ্জীবীর হৃদে জ্বলে তারি অমর প্রাণ,
সেই সনাতন—সে চিরনূতন—সৌর জগৎ-দোলা মহান্—
অর্ব্বুদ তারা বহ্নি-গোমুখী—হিরণ্যনীড়—ফিরে যেথায়
স্ফুরৎ-রঙ্গ গ্রহ-তরঙ্গ কোটি বিভঙ্গ দীপ্তিমায়।

To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower ;
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour.

BLAKE

প্রতি বালুকায় মূর্ত্ত—ভুবন সারা,
অমরা দীপ্ত—প্রতি বনফুলদলে,
প্রতি করতলে বিম্বিত—সীমাহারা,
অনাদি অশেষ ঝঙ্কৃত প্রতিপলে।

বালুকা-কণায় হেরিনু নিখিল সারা,
দ্যুলোক দীপিল কাননকুসুমদলে,
বন্দী করিনু করতলে সীমাহারা,
অনাদি অশেষ ঝঙ্কল প্রতিপলে।

This Errant Life

This errant life is dear although it dies ;
And human lips are sweet though they but sing
Of stars estranged from us ; and youth's emprise
Is wondrous, although an unsure thing.
Sky-lucent Bliss untouched by earthiness !
I fear to soar lest tender bonds grow less.
If thou desirest my weak self to outgrow
Its mortal longings, lean down from above,
Temper the unborn light no thought can trace,
Suffuse my mood with a familiar glow !
For it is with mouth of clay I supplicate :
Speak to me heart to heart words intimate,
And all Thy formless glory turn to love,
And mould thy love into a human face !

AMALKIRAN (ALIAS C. D. SETHNA).

অসহায়

লক্ষ্যহীন ক্ষণধ্বংসী এ জীবন—তবুও সে প্রিয় ;
মর কণ্ঠ গাহে যদি শুধু হৃদয়ের অতিদূর
হারানো তারকা-গীতি—তবুও সে বরষে অমিয় ;
চঞ্চল যৌবন—তবু বিস্ময়ে বিহ্বলে হৃদিপুর
দৃপ্তবীর্য্যে। নাহি চাহি ধরাতীত নীল রমণীয়
আনন্দ-বিহার—পাছে শ্লথ হয় বন্ধন মধুর।
পার্থিব বাসনা জালে বাঁধা মোর অক্ষম জীবন
ঊর্দ্ধে মা তুলিবে যদি—এসো নেমে উরধ হইতে ;
স্নিগ্ধ করো—মানস-অতীত তব অজাত কিরণ
উদ্ভাসিত করো মম চিত্ত—কম দীপ্তি পরিচিতে।
তৃষিত পার্থিব মোর অধর উছসি' আজি যাচে :
"প্রাণে প্রাণে কহ কথা আসি' মাগো মধুর গোপনে ;
অকায়া দ্যুতিরে তব দাও প্রেম-কায়া—এসো কাছে,
কুসুমি' সে দিব্য প্রেম কান্ত এক মানবী-আননে।

Canzonet

So passing sweet
To adore her heaven-remembering feet,
For she disdains not earthly grace.!
And strangely hued
With love's impassioned sanctitude
Lures the dream-shadowy silence of her gaze !

O hers the ecstatic mood
Of an eternal dawn-pure sky
Where blends in deepest amity
The awakening loveliness
Of voiceful day
With night's unchangeable mystery
Past human words...

Poor fleeting words
In vain endeavouring to express
What aeons of constellate calm can scarce convey !

AMALKIRAN

কান্তিময়ী

অবর্ণ্য সে-মধুরিমা—যবে দেই উজাড়ি' মা মোর
অন্তরের প্রেম-অর্ঘ্য স্বরগের স্মৃতি-রাঙা পদাম্বুজে তোর !
ধরার সুষমা-ডালি যে-জননী ঠেলে না চরণে···
যার স্বপ্নচ্ছায়াভরা
নয়ন-নৈঃশব্দ্য ডাকে···ডাকে···চিত্তহরা
উচ্ছ্বসিত প্রেমারক্ত পূজাপূত বিচিত্র বরণে !···

কান্তি যার পুলক-নির্ঝরা···
অনাদি অশেষ নীল আকাশের উষোজ্জ্বল শুভ্রতার সম···
যেথায় গভীর সুরে বাসর-মিলনে নিরুপম
মিলে কলোচ্ছল দিবসের
বিকচ-উন্মুখ লাবণ্যের
জেগে-ওঠা সাথে স্তব্ধ শর্ব্বরীর চিরন্তন রহস্য পরম
মর ভাষা-পারে !···'

চঞ্চল বচন বৃথা তারে
চাহে হায় প্রকাশিতে—বার্ত্তা যার যুগযুগান্তের
নক্ষত্রের গাঢ় শান্তি প্রস্ফুটিতে নারে দীপ্ত পটে অম্বরের ।

অনামী

The delight of victory is sometimes less than the attraction of struggle and suffering; nevertheless, the laurel and not the cross should be the aim of the conquering human soul.

SRI AUROBINDO

জয়ের দীপ্র পুলক তীব্র
ছাড়ি' হৃদি চির-দিগ্বিজয়ী
কভু তারি পাকে পড়ে, যেথা ডাকে
দ্বন্দ্ব বেদনা কুহকময়ী ;
তবু বাঞ্ছিত নহে লাঞ্ছিত
তপ্ত জীবন—দুঃখ শিখা,
বিঘ্ন বিনাশী পরাণ দুরাশী
পরিবে পরিবে বিজয় টীকা।

God and Nature are like a boy and a girl at play and in love. They hide and run from each other when glimpsed, so that they may be sought after and chased and captured.

SRI AUROBINDO

লীলাময় ধাতা লীলাময়ী এই প্রকৃতি দু'জনে
লুকোচুরি যেন খেলে
প্রেমিক-যুগল— কিশোর-কিশোরী-সাধে,
এ উহারে খুঁজে, দু'জনার দেখা হয় ক্ষণে ক্ষণে
পলায় এ—ওরে ফেলে,
শেষে দোঁহে দোঁহা ছুটি বাহুপাশে বাঁধে।

In the Moonlight

If now must pause the bullock's jingling tune,
Here let it be beneath the dreaming trees
Supine and huge, that hang upon the breeze,
Here in the wide eye of the silent moon.

How living a stillness reigns ! the night's hushed rules
All things obey but three, the slow wind's sigh
Among the leaves, the cricket's ceaseless cry,
The frog's harsh discord in the ringing pools.

Yet they but seem the silence to increase
And dreadful wideness of the inhuman night.
The whole hushed world immeasurable might
Be watching round this single spot of peace.

So boundless is the darkness and so rife
With thoughts of infinite reach that it creates
A dangerous sense of space and abrogates
The wholesome littleness of human life.

The common round that each of us must tread
Now seems a thing unreal, ; we forget
The heavy yoke the world on us has set,
The slave's vain labour earning tasteless bread.

SIR AUROBINDO

চন্দ্রালোকে…

ধেনুকণ্ঠে ঘণ্টাধ্বনি এ-গগনে যদি বা মিলায়
ধীরে হোক্ লীন এই স্বপ্নালস মহীরুহ-তলে,
শান্ত সমীরণে যার দীর্ঘছন্দা শ্লথকায়া দোলে,
বিনিস্তব্ধ হিমাংশুর স্নিগ্ধায়ত নয়ন-প্রচ্ছায় ।

রোমাঞ্চিত নীরবতা ! নিথর ছন্দিমা যামিনীর
ভঙ্গ শুধু করে ত্রয়ী : পত্রমাঝে মলয়-মর্ম্মর
দীর্ঘশ্বাস তালে তালে, ঝিল্লীরব অশ্রান্ত মুখর,
ধ্বনিত তড়াগবক্ষে রূঢ় রুক্ষস্বর দাদুরীর ।

সেই ঐক্যতানে তারা গাঢ়তর করে স্তব্ধতায়,
ব্যাপ্ততর করি' ধরে ত্রস্ত ছায়াব্যাপ্তি শর্ব্বরীর ;
অমেয় নিখিল যেন চেয়ে আছে এই ধ্যানস্থির
শান্ত বনস্থলী-পানে থমকিয়া—নিশুতি নিশায় ।

সীমাহারা এ-আঁধার, রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে আছে তার
অনন্ত-প্রসারী চিন্তা ;—আজি যেন চাহে সে সৃজিতে
করাল ব্যোমের ব্যাপ্তি সীমাহারা—চাহে বিধ্বংসিতে
মর জীবনের স্বস্তি শান্তিঘেরা তুচ্ছতা অসার ।

যে-সরণী চিরন্তন বাহি' সবে চলে দিনরাত
আজি যেন মনে হয় মরীচিকা-সম,—ভুলি আজ
জীবনের লক্ষশত গুরুভার অর্থহীন কাজ,
ভুলি—মুষ্টিভিক্ষা তরে দাসের নিষ্ফল প্রাণপাত ।

ঘুমপাড়ানি

আয়রে আমার   সুধার কণা,
    আয়রে ননীর ছবি!
আয়রে নিশার   সোণার চাঁদ
    আয়রে উষার রবি!
উড়ে উড়ে   বনে বনে
    বেড়াস্ বনের পাখী!
যাস্‌নে ওরে,   আয়রে তোরে
    বুকে ক'রে রাখি।
উঠায়ে তোর   হাসির লহর
    যাস্ রে কোথা চ'লে?—
পাষাণ ভাঙা   নির্ঝরিণী
    ভাঙা ভাঙা বোলে?
বুকের কাছে   আসিস্ শিশু,
    জড়িয়ে আমার গলে,
রচিস্ তাহে   ইন্দ্রধনু
    আমার অশ্রু জলে।
তুই যাদু তো   দুষ্টু বড়
    আসিস্ না কো কাছে,
ভাবিস্ কি রে   অশ্রু-নীরে
    যাস্ রে ভিজে পাছে?
না যাদু তোর   হাসিতে মোর
    দুঃখ যাবে দূরে,
ফুটবে মধুর   চাঁদের আলো
    এ-আঁধার পুরে।

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

বালগোপাল

চম্‌কে তিমির   থির বিজলীর
    বিভায়—মনোচোরা!
আয় রে মধুর   বাজিয়ে নূপুর
    স্বর্গ স্বপন-ঝোরা!
তোর বাঁশিতে   নিখিল-চিতে
    অলখ্ এলো বেয়ে
তোর শুনি' তান   বইল উজান
    যমুনা গান গেয়ে!
কোন্ মাণিকের   রশ্মি পথের
    হিম বিরহ নাশি'
দীপ্‌ল রাতি?—   মিল্‌ল সাথী—
    উঠ্‌ল ধূলি হাসি'?
ইন্দ্রজালে   পঙ্ক-তালে
    রচ্‌লি কমল-সুর,—
উষর ভূমে   রসের ধূমে
    কর্‌লি মরু দূর!
মরম-কূলে   জাগিয়ে তুলে
    নীল-বিবাগী ক্ষুধা—
লুটিয়ে হিয়ায়   লাস্য লীলায়
    আজ কে বিলায় সুধা?
নয়ন-তারায়   মিলন-গাথায়
    ফল্‌ল রে প্রাণভরা
মূর্ত্তি শ্যামল—   জাল্‌ল উছল
    প্রেম-দীপালি ধরা!

(অনুকরণে)

Who

In the blue of the sky, in the
green of the forest,
Whose is the hand that has
painted the glow ?
When the winds were asleep in the
womb of the ether,
Who was it roused them and
bade them to blow ?

He is lost in the heart, in the
cavern of Nature,
He is found in the brain where He
builds up the thought :
In the pattern and bloom of the
flowers He is woven,
In the luminous net of the
stars He is caught.

In the strength of a man, in the
beauty of a woman,
In the laugh of a boy, in the
blush of a girl ;
The hand that sent Jupiter
spinning through heaven
Spends all his cunning to
fashion a curl.

কে ?

ঐ গগন-নীলে বনের হরিৎ
বর্ণে বিমোহন
বলো কার তুলিটি দীপ্তিখানি
আঁকল অমলিন ?
ছিল সুপ্ত যবে মহাব্যোমের
গর্ভে সমীরণ—
দিল ঘুম ভাঙিয়ে আদেশ কে তায়
বইতে গো সেদিন ?

রাজেন অখিল-হৃদি-কেন্দ্রে গোপন,
গহন গুহাছায়,
রহি' শির-মাঝারে গাঁথেন নিতি
চিন্তামালারে ;
ফুলের বিন্যাসে আর রক্তিমাতে
বুনেন আপনায়,
আবার পড়েন ধরা উজল তারা-
জালের বাহারে ।

রাজেন শৌর্য্যে বীরের, কমশ্রীতে
লাবণ্যময়ীর,
দীপেন বালক কল-হাস্যে ব্রীড়া-
রঞ্জনে বালার,
যে-কর ঘুরিয়ে ক্ষেপে বজ্র ভয়াল
সে-কর ঢালি' ধীর
তার নিপুণ কারু—চূর্ণালকের
একটি রচে হার ।

৭

অন্তর্যামী

These are His works and His
veils and His shadows,
But where is He then ? by what
name is He known ?
Is He Brahma or Vishnu ? a
man or a woman ?
Bodied or bodiless ?
twin or alone ?

We have love for a boy who is
dark and resplendent,
A woman is lord of us,
naked and fierce,
We have seen Him a-muse on the
snow of the mountains,
We have watched Him at work in the
heart of the spheres.

We will tell the whole world of His
ways and His cunning,
He has rapture of torture, and
passion and pain ;
He delights in our sorrow and
drives us to weeping ;
Then lures with His joy and His
beauty again.

এসব লীলা তাঁহার, আড়াল ছায়া—
তাও সে তাঁহারি ;
শুধু কোথায় বা তাঁর ধাম ? কী নামে
জান্‌বে তাঁরে নর ?
তিনি স্বয়ম্ভু—না বিষ্ণু ? তিনি
পুরুষ—বা নারী ?
তিনি দেহী—না বৈদেহী ? যুগ্ম—
কিম্বা একেশ্বর ?

মোরা দিয়েছি মালা একটি শ্যামল
দীপ্ত কিশোরে,
মোদের ঈশ্বরী যে—উলঙ্গিনী
রৌদ্রা সে-নারী,
লখি তাঁরেই ধ্যানমগ্ন তুষার-
মৌলি ভূধরে,
গ্রহের মর্ম্মকোষে কর্ম্ম তাঁহার
নিত্য নেহারি।

সারা বিশ্বে মোরা কর্‌ব রটন
ছল-চাতুরী তাঁর—
হ'ন্ উল্লসিত মোদের উচ্ছ্বাস
বেদন যাতনায়,
মোদের দুখ্ দিয়ে হ'ন্ পুলকিত—
ঝরিয়ে আঁখিধার—
পরে ভুলান হাসি' তাঁর সুষমায়
হর্ষে পুনরায়।

অনামী

All music is only the
sound of his laughter,
All beauty the smile of His
passionate bliss ;
Our lives are His heart-beats ; our
rapture the bridal
Of Radha and Krishna, our
love is their kiss.

He is strength that is loud in the
blare of the trumpets,
And He rides in the car and He
strikes in the spears ;
He slays without stint, and is
full of compassion ;
And He wars for the world and its
ultimate years.

In the sweep of the worlds, in the
surge of the ages,
Ineffable, mighty, majestic and pure,
Beyond the last pinnacle
seized by the thinker
He is throned in His seats that for
ever endure.

বাজে যেথায় যত গান সবই তাঁর
হাস্য-তান উছল,
সকল মাধুরী—তাঁর আনন্দেরি
স্মিত সম্ভাষণ ;
মোদের জীবন—হৃদি-স্পন্দন তাঁর
পুলক—সে কেবল
বাসর রাধাশ্যামের,—প্রেম আমাদের
—তাঁদেরি চুম্বন।

স্বনে শক্তি তাঁরি সঘন-স্বনে
তূর্য্য-ভেরীর 'পর,
রথে ভ্রমেন তিনিই রথী,—বিঁধেন
ভল্লে সুভীষণ ;
করাল শমনরূপে নাশেন—আবার
তিনিই কৃপাকর,
ধরার চরম কল্পলোকের তরে
যোঝেন তিনি রণ।

শোভেন ভরি' নিখিল-ব্যাপ্তি যুগ-
কল্লোল-মাঝার
চির অনির্ব্বচনীয়, বিরাট্,
শুভ্র, বলীয়ান্,
জ্ঞানীর দৃষ্টিশ্রুতির সর্ব্বশেষের
অভ্রশিখর-পার
আপন চিরন্তন সিংহাসনে
করেন অধিষ্ঠান।

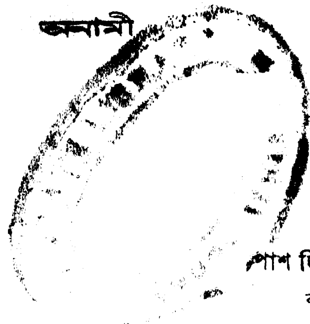
অনামী

The Master of man and his
infinite Lover,
He is close to our hearts, had we
vision to see ;
We are blind with our pride and the
pomp of our passions,
We are bound in our thoughts where we
hold ourselves free.

It is He in the sun, who is
ageless and deathless,
And into the midnight His
shadow is thrown,
When darkness was blind and
engulfed within darkness
He was seated within it
immense and alone.

তিনি প্রভু মোদের,—অসীম চির-
প্রেমিক সুমহান্
প্রাণের এতই কাছে,—শুধু মোদের
নেই সে-দিঠি হায় !
মোদের মত্ত গরব-আড়ম্বরে
মুগ্ধ দু'নয়ান
বাঁধি চিন্তা সসীম দিয়ে মোরা
মুক্ত আপনায় ।

নাহি সৌরজগৎ মাঝে মিলে
অন্ত আদি তাঁর,
ছায়া পড়ে তাঁহার স্তব্ধ নিভৃত্
নিশীথিনীর গায়,
ছিল অমা যেদিন অন্ধ—অতল
গহ্বরে অমার—
আসীন ছিলেন তিনি তাহার মাঝে
একক—মহাকায় ।



Revelation

Someone leaping from the rocks
Past me ran with wind-blown locks,
Like a startled bright surmise
Visible to mortal eyes,—
Just a cheek of frightened rose
That with sudden beauty glows,
Just a footstep like the wind
And a hurried glance behind,
And then nothing, as a thought
Escapes ere the mind is caught ;
Someone of the heavenly rout
From behind the veil ran out.

SRI AUROBINDO.

পলাতকা

পাশ দিয়ে কে পাহাড় থেকে
ঝাঁপিয়ে এলো-চুলে
দীপ্তিময়ী যায় গো ছুটে চ'লে ?
সান্দ্র উছল কম্প্র অমল
কার গো আভাষ দুলে
উঠ্‌ল যেন মর্ত্ত্য আঁখি ঝ'লে ?
কপোল দু'টি বারেক ফুটি'
ত্রস্ত গোলাপ রাগে
রাঙ্‌ল চকিত মঞ্জু ব্রীড়াভায়,
পবন সম চরণ কম
ফেলেই পুরোভাগে
পিছন পানে ত্বরিৎ ফিরে চায়,—
তার পরেতেই কই—কিছু নেই !
লাজুক চিন্তা হেন
ধর্‌তে যেতেই এড়িয়ে স'রে যায়,
অমর্ত্ত্যেরি মণ্ডলেরি
একটি জ্যোতি যেন
ঘোম্‌টা খুলেই মুহূর্ত্তে মিলায়।

We may seek after him passionately and pursue the unseen beloved ; but the lover whom we think not of, may pursue us, may come upon us in the midst of the world and seize on us for his own whether at first we will or no. Even he may come to us at first as an enemy with the wrath of love, and our earliest relations with him may be those of battle and struggle.

SRI AUROBINDO.

শুভদৃষ্টি

অলথ বল্লভে তার
পান্থ বার বার
খুঁজে কভু আকণ্ঠ তৃষায়
যারে নাহি চেনে··· তারি···
তারি নিরুদ্দেশ-যাত্রা-পথে বাহিরায়।
কভু বা অচেনা প্রিয় একান্ত বিজনে
আনমনা পথিকের পিছু লয় গোপন চরণে ;
লক্ষ নর্ম্ম কর্ম্ম মাঝে তার
প্রবল দুর্ব্বার
ঝঞ্ঝাস্বনে সে-অতিথি অকস্মাৎ উড়ি' আসি হায়,
ছিন্ন বল্লরীর সম ছিনিয়া তাহারে ল'য়ে যায়
তার চির-আপন বলিয়া।
ত্রস্ত হিয়া
সে প্রথম বাসরের সন্ধিলগ্নে ক্লান্ত গোধূলিতে
সুনিভৃতে
অনাহূত হৃদয়েশে চিনিতে নাহিও যদি পারে
চিরসখা তবু নাহি ছাড়ি' যায় তারে
অরিরূপী আসে অরিন্দম···
প্রেমের স্ফুরিত রোষে পথ কাটি' লয় সে-নির্ম্মম ;
দোঁহার প্রথম শুভদৃষ্টি-পরিচয়
বিমুখতা দ্বন্দ্ব বেদনার মাঝে হয়।

Sleeping Beauty *

Do not defy the hidden power,
Nor trifle with the voiceless deep ;
Within the coud and stone and flower
The Ancient Beauty is asleep.

Nay do not seek her overmuch,
Not strive to see behind her veil ;
Remember that a single touch
Would snap for you her faery tale.

Let sleeping Beauty lie asleep
Unconscious of the day and date ;
While loyal to your vow, you keep
Incessant vigil at her gate.

And if through accident, perchance,
She does away one hidden day,
The first Self-Knowledge in her glance
Will burn the universe away.

HAREEN CHATTOPADDHYAY

* This poem I dedicate
In deep affection
To Dilip,
A friend And Traveller on the Path
HAREEN

সুপ্তিময়ী

যে-শক্তিরূপিনী রাজে ছায়াচ্ছন্না—তাহারে স্পর্দ্ধিতে
চাহিয়ো না,—কল্লোল-অতীতা সনে করিয়ো না খেলা ;
পাষাণ মঞ্জরী মেঘ-মর্ম্মে সুপ্তিলীনা অলক্ষিতে
চিরন্তনী যে-সুন্দরী ভায়—তারে করিয়ো না হেলা।

কেন চাহো তার পূর্ণভাস ? অবগুণ্ঠন তাহার
রেখেছে নেপথ্যে যারে কেন তার এ উগ্র সন্ধান ?
জেনো—তার পরশে পলকে এই ব্যর্থ বর্ণসার
সৃষ্টিমায়া পরী-রূপকথা সম হবে অন্তর্ধান।

নিষণ্ণা সুষমাময়ী,—ঘুমাক্ সে নীহারিকা-তীরে,
চাহে যদি—রহুক্ সে কল্পকল্পান্তেরে বিস্মরণি' ;
শুধু তুমি—ওগো ধ্যানব্রতী, তার তোরণ-বাহিরে
সাঙ্গহীন প্রতীক্ষায় নির্ণিমেষ রহিয়ো প্রেক্ষণি'।

যদি অতর্কিত লগ্নে কোন্ - ঘন গুণ্ঠন তাহার
পড়ে খসি',—দীপ্তিময়ী বারেকও নয়ন মেলি' চাহে,—
সে দিঠি-দর্পণে বিশ্ব লভি' পরিচয় আপনার
ভস্ম হ'য়ে যাবে সেই লেলিহান্ জ্বলদর্চ্চি-দাহে।

I was thinking the day most splendid till I saw what the not-day exhibited.

I was thinking this globe enough, till there sprang out so noiseless around me myriads of other globes.

WALT WHITMAN.

অতীন্দ্রিয়

আলো অপরূপ কান্ত, অনুপ
ভেবেছিনু ততদিন—
যতদিন চিত দিবস-অতীত
শোনেনি যামিনী-বীণ।
লভি' এ জগৎ অসীম মহৎ—
ভেবেছিনু বুঝি আর
অপর ধরায় প্রাণ নাহি চায়
ধরাই নিখিল-সার।
লখিনু যাহারে বরিনু তাহারে
সহসা ভাঙিল ভ্রম—
চারিধারে যবে ফাটিল নীরবে
কোটি ধরা নিরুপম।

I can give not what men call love.
But wilt thou accept not
The worship the heart lifts above
And the Heavens reject not,—
The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,—
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow ?

SHELLEY.

পূজা

যারে কহে নর প্রেম—তোমারে সঁপিতে
না চাহিলে—লইবে না তারে
যে-পূজারে যাচে প্রাণ ঊর্দ্ধে নিবেদিতে—
দেবতাও ফিরায় না যারে ?
যে-তারা-দুরাশা পতঙ্গের হৃদিপুরে,
নিশাবুকে যে-উষাকামনা,
বেদনার ধরা হ'তে দূরে···বহুদূরে
জলে যাহা তাহার সাধনা ?

Ode on a Grecian Urn

Heard melodies are sweet,
but those unheard
Are sweeter, therefore ye soft
pipes, play on,—
Not to the sensual ear, but,
more endear'd,
Pipe to the spirit
ditties of no tone.

KEATS.

But who am I ?
An infant crying in the night,
An infant crying for the light,
With no language but a cry.

TENNYSON.

কে আমি গো পথহারা ?
শিশু এক—কাঁদি নিশা-তরাসী,
শিশু এক—কাঁদি আলো-পিয়াসী,
ভাষা কোথা—শুধু কান্না ছাড়া !

স্ফুট ও অস্ফুট

সুর কুসুমিতে যবে চাহে
মরত গানে,
মধু ক্ষরে শিহরি' ;—
গূঢ় অফুট রাগিণী বাহে
সুধা-উজানে
তার অরূপ তরী ।
তাই লো মুরলী ছায়াসনা !
চলো গাহিয়া,—
শুধু কামনা-কানে
তব ঝরায়ো না মূরছনা—
গহন হিয়া
ভরো নীরব তানে ।

গান ঝঙ্কতে যবে চাহে
মরত স্বরে,
মধু শিহরি' ক্ষরে ;—
শুধু অরূপ রাগিণী গাহে
আরো মধুরে
আরো গহীর স্বরে ।
তাই লো মুরলী ছায়াময়ী !
চলো স্বনিয়া
শুধু কামনা-কাণে
তব ঢেলো না অমিয়া অয়ি' !
গহন হিয়া
ভরো নীরব তানে ।

Fulfilment

What is this lavish beauty worth—
Whether of heaven or of earth—
Unless it be the outer dress
Of calm exalted inwardness?

What is the singing of a bird
Unless its little voice be heard
As solitary far-withdrawn
Event of spiritual dawn?

What is the meaning in a flower—
Unless it mark the quiet hour
Of meditation born apart
In the hushed progress of the heart?

And is there any meaning in us
Unless each moment re-begin us
Into epoch-lights that mark
Homeward milestones in the dark?

HAREENDRANATH.

সার্থকতা

ভূলোকে দ্যুলোকে ঝরে অঝোর সুষমা মনোলোভা,
সার্থকতা কী বা তার—যদি সেই সাঙ্গহীন শোভা
নাহি ভায় জীবনের মন্ত্র মহীয়ান্ শান্তোজ্জ্বল
অন্তর্মুখিতার বহির্ভূষা সম—চমক-চঞ্চল ?

বিহঙ্গের কলধ্বনি—সার্থকতা কী বা তার হায় !
যদি পাতি' কাণ—সে-পেলব কণ্ঠরেশে নিরালায়
নাহি শুনি সুদূর বৈরাগী সুর—সংহত-ছন্দিমা
আসন্ন উদয় ধ্যানলোক-পূর্ব্বচ্ছটার রঙ্গিমা ?

বল্লরী-মঞ্জরী-মর্ম্মে কী মন্দার সার্থকতা ঝুরে
যদি সে-বিকচ অগ্রদূত তার রঞ্জিত নূপুরে
নাহি কণে আগমনী—মুঞ্জরে যে একান্ত লগনে
ধ্যানমৌন পুরোগতি-তালে-তালে—হৃদয়-গহনে ?

কোন্ সার্থকতা গূঢ় অন্তর অতলে রয়ে—যদি
প্রতি পল নাহি জ্বালে [illegible]
নবযুগ-দীপ্তিস্তম্ভ—দেখায় যে উদ্ভাসিয়া নিশা
প্রাণ-অন্তঃপুর-পথে দিশারী-চিহ্নিত পথদিশা ?

The Vedantin's Prayer

Spirit Supreme
Who musest in the silence of the heart,
Eternal gleam,

Thou only Art!
Ah, wherefore with this darkness am I veiled,
My sunlit part

By clouds assailed?
Why am I thus disfigured by desire,
Distracted, haled,

Scorched by the fire
Of fitful passions, from thy peace out-thrust
Into the gyre

Of every gust?
Betrayed to grief, o'ertaken with dismay,
Surprised by lust?

Let not my grey
Blood-clotted past repel thy sovereign ruth,
Nor even delay,

বৈদান্তিক

হে গরিষ্ঠ, মহা মহীয়ান্!
হৃদয়-নৈঃশব্দ্য-মাঝে ঊর্দ্ধমুখী উঠিছে কুসুমি'
অমর-স্ফুলিঙ্গ তব ধ্যান।

বিশ্বে রাজো তুমি—শুধু তুমি,
তবু কেন অমা মোরে ঘেরে হায়,—করে আঁখিহীন?
সূর্য্যোজ্জ্বল চিত্তাকাশ ধূমি'

মেঘচমূ ছায় অনুদিন?
বিবর্ণ বিক্ষত কেন হই কোটি বাসনার রণে—
উদ্‌ভ্রান্ত—চঞ্চল—লক্ষ্যক্ষীণ?

রহি' রহি' উচ্ছাস-দাহনে
তব শান্তিরাজ্য হ'তে কেন হয় নির্ব্বাসিত প্রাণ?
প্রতি ঘূর্ণীপাকে—ঝড়ে—মনে

তারা-দিশা কেন হয় ম্লান?
পড়ি ধরা আচম্বিতে দুঃখ-শঙ্কা-ফাঁদে কেন প্রভু?
লিপ্সা পায় কেমনে সন্ধান?

যেন মুখ না ফিরায় তবু
মহতী করুণা হ'তে তব মোর রক্তাক্ত জীবন,—
বিলম্ব না সহি যেন কভু।

অনামী

O lonely Truth !
Nor let the specious gods who ape Thee still
Deceive my youth.

These clamours still ;
For I would hear the eternal voice and know
The eternal Will.

This brilliant show
Cumbering the threshold of eternity
Dispel,—bestow

The undimmed eye,
The heart grown young and clear. Rebuke,
O Lord,
These hopes that cry

So deafeningly,
Remove my sullied centuries, restore
My purity.

O hidden door
Of Knowledge, open ! Strength, fulfil thyself !
Love, outpour !

SRI AUROBINDO.

ওগো সত্য, নিঃসঙ্গ গহন !
তপ্ত দীপ্তি-ছদ্মবেশী দেবগণ নাহি যেন পারে
প্রবঞ্চিতে মদির যৌবন ।

স্তব্ধ করো যাহারা ফুকারে,—
অমৃত উৎকর্ণ যে গো এ হৃদয়, না শুনিবে মানা
শাশ্বত এষণা জানিবারে ।

চিরন্তন-দ্বারে দেয় হানা
যেই দীপ্র মরীচিকা—কর দূর ; তার মায়ালোক
না রহুক্ আমার অজানা ।

দাও দিব্য দৃষ্টি বীতশোক,
দাও স্বচ্ছভাতি হৃদি পুনর্ণব,—শুধু মিথ্যাশায়
আলেয়ায় দিওনা সুযোগ,

শব্দ-ভ্রান্ত করে যে সে হায় !
যুগের পুঞ্জিত গ্লানি অপসরি'—ফিরায়ে আমায়
দাও সে-হারানো শুভ্রতায় ।

হে জ্ঞানের প্রচ্ছন্ন দুয়ার !
খোলো আজি ! সুপ্ত সিংহবীর্য্য ! আজি জাগো হে আত্মায় !
প্রেম ! ঝরাও আসার ।

অনামী

La verité ne fait tant
de bien dans le monde
que ses apparences y
font de mal.

—•—

If n'y a point de déguisement qui
puisse longtemps cacher l'amour
où il est, ni le feindre où il
n'est pas.

—•—

Si l'on juge de l'amour par
la plupart de ses effets,
il ressemble plus à la
haine qu'à l'amitié

—•—

Chacun dit du bien de son coeur
et personne n'en ose dire
de son esprit.

—•—

Le désir de paraitre habile
empêche souvent de le devenir.

—•—

Qui vit sans folie n'est pas
si sage qu'il croit.

LA ROCHEFOUCAULD.

সত্য হেথা নিত্য কত
সাধিছে হিত—দেখায়ে ক্রটি ভুল ?—
সত্য-বেশী মিথ্যা যত
অহিত সাধে নহে তো তার তুল।

—•—

ভালোবাসা যদি হয় সুনিবিড়
ভানে কতদিন যায় বলো তারে ঢাকা ?
ভালোবাসা যদি নাহি থাকে—তাহা
ভানে কতদিন যায় গো লুকায়ে রাখা ?

—•—

কি বলিলে ? প্রেম ? ফল দিয়ে যদি
কর সখা তারে বিচার হায়,—
দেখিবে সে সদা শুভেচ্ছা চেয়ে
হিংসারি বেশি মিতালি চায়।

—•—

"হৃদয়টি ভাই তোমার কেমন ?"—
"বড্ড ভালো"—সবাই বলে হেসে ;
"বুদ্ধিটি ভাই তোমার কেমন ?"—
জবাব দিতে সবাই মরে কেশে।

—•—

লোখের চোখে সাজ্‌তে নিপুণ তর্ সহে না,—তাই
সত্যি নিপুণ কাজে হওয়া হয়না মোদের ভাই।

—•—

সারা জীবন বাঁচ্‌লো যে ভুল-মুখ্যামি না ক'রে
নয় সে ভীষণ জ্ঞানী জেনো অন্তরে অন্তরে।

With thee conversing I forget all time,
All seasons and their change,—all please alike
Sweet is the breath of morn, her rising sweet,
With charm of earliest birds, pleasant the sun
When first on this delightful land he spreads
His orient beams on herb, tree, fruit and flower,
Glistr'ing with dew ; fragrant the fertile earth
After soft showers ; and sweet the coming on
Of grateful evening mild ; then silent night
With this her solemn bird and this fair moon,
And these the gems of heaven, her starry train.

But neither breath of morn when she ascends
With charm of earliest birds, nor rising sun
On this delightful land, nor herb, fruit, flower,
Glistr'ing with dew, nor fragrance after showers,
Nor grateful evening mild, nor silent night
With this her solemn bird, nor walk by moon
Or glittering starlight, without thee is sweet.

MILTON.

তোমার বিহনে

তোমার মিলনালাপে ভুলি প্রিয়, কালের প্রবাহ,
ভুলি ঋতু, ঋতুচক্র; বিশ্ব হয় আনন্দ-নিলয়;
স্নিগ্ধ হয় উষসী-নিশ্বাস; স্নিগ্ধ—প্রত্যূষ জাগ্রত
বিহঙ্গ-নন্দিত নবোদয়; রম্য—যবে দিনমণি
প্রথম এ ফুল্ল-ভূমে পূর্ব্বরাগ বিথারে তাহার
অরুণ বন্দিত ওই শিশির-প্রোজ্জ্বল তরু তৃণ
লতা ফলে ফুলে; মঞ্জু—মৃদুচ্ছন্দী বর্ষণের পরে
নিষিক্ত মেদিনী গন্ধ; স্নিগ্ধ—অপরূপ প্রদোষের
কম্র আগমনী; সান্দ্র—যবে পরে আসে নিশীথিনী
গম্ভীর শকুন্ত-সাথে নিঃশব্দ চরণে, সাথে করি'
কান্ত ইন্দু, দ্যুলোকের মুক্তামণি,—তারা অনীকিনী।

শুধু প্রিয়, চিত্ত মোর নাহি গেয়ে উঠে গান—যবে
জাগে উষা কাকলি-মুখরা; রবিদীপ্ত বসুধায়
বল্লরী পল্লবে যবে নীরকণা ঝিকিমিকি জ্বলে;
ক্ষান্ত বর্ষ ক্ষণে যবে গন্ধবহ তুলে গন্ধ-ঢেউ;
নামে যবে উদ্বেল বিনম্র সন্ধ্যা; শকুন্ত-সঙ্গিনী
ক্ষণদা বিছায় যবে মৌন ছায়াঞ্চল; দ্যুতিভরা
তারামুগ্ধ অথবা কৌমুদী-স্নাত কান্তারে কাননে
চলি যবে পদব্রজে—যদি তুমি নাহি রহ' পাশে।

Milton

Milton ! thou shouldst be living at this hour :
England hath need of thee : She is a fen
Of stagnant waters : altar, sword and pen,
Fireside, heroic wealth of hall and bower,
Have forfeited their ancient English dower
Of inward happiness. We are selfish men ;
Oh ! raise us up, return to us again ;
And give us manners, virtue, freedom, power.
Thy soul was like a star, and dwelt apart :
Thou hadst a voice whose sound was like the sea :
Pure as the naked heavens, majestic, free,
So didst thou travel on life's common way,
In cheerful godliness ; and yet thy heart
The lowliest duties on herself did lay.

WORDSWORTH

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম! শোভিতে তুমি ভারতের ভালে যদি আজি মহাপ্রাণ!
হারানো দুলালে পেয়ে ভারতী উঠিত হাসি'; দেশ আজি হায়,
নিঃস্রোত পল্বল-সম বিগত-বৈভব শৌর্য্যে, শ্রদ্ধায়, পূজায়,
বাণীর ঐশ্বর্য্যে; তার মন্দির নীরবশঙ্খ, রসকুঞ্জ ম্লান।
কৌলীন্যের সনাতন শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার—অন্তর নিহিত
প্রসাদ-সম্পদ—তার নাহি আর; মোরা হায়, স্বার্থান্ধ বামন;
এসো ফিরে হে দিশারী! হাতে করি লও তুলি' বিপ্লব-পাবন!
শিখাও কাহারে বলে শালীনতা, ধর্ম্ম, মুক্তি, শক্তি সমাহিত।

ভাস্বর নক্ষত্র-নিভ জ্বলিত তোমার আত্মা একা—সাথীহারা;
স্বরিত মূর্চ্ছনা তব সান্দ্র কণ্ঠে ঝঙ্কারিত মন্দ্রে জলধির,—
উন্মুক্ত আকাশ সম শুভ্র—বাধাবন্ধহারা—উদাত্ত—গম্ভীর।
জীবনে সামান্য পথে ভ্রমিয়াছ হেন ছন্দে বর্ষি' দীপ্তিধারা
সদানন্দ পুণ্যশ্লোক! নাহি ছিল অভিমান তথাপি তোমার,
হাসিমুখে আমরণ বহেছ নগণ্যতম কর্ত্তব্যের ভার।

Love look up the harp of Life, and
smote on all the chords with might,
Smote the chord of self, that trembling
passed in music out of sight.

TENNYSON

হানিল আঘাত প্রেম—তারে তারে
সঘনে—তুলিয়া পরাণ-বীণ,
সে-আঘাতে থর থর ঝঙ্কারে
গানে অভিমান হ'ল বিলীন।

The Cycle

A clod of clay, in an eternal hour,
Desires to be a flower ;
The flower, to spread its petals wide and far
And birdlike reach a star ;
The twinkling star desires its flame to fan
Into the soul of man ;
While man grows hungry to be somewhat greater
Than man and turn Creator,
But then again the hungry dream of God
Is to become a clod.

Creation with its shadow and its fire
Is but a ceaseless Cycle of desire.

HAREEN

লীলাবৃত্ত

ধূলি চাহে এক পূত মাহেন্দ্র-লগ্নে
ফুটিতে ফুলের ভায়,
ফুল দল মেলি' উড়ি'—পতত্রীপর্ণে
তারা চুম্বিতে চায় ;
কম্প্র তারার আকুতি : দীপ্তি ভাতিয়া
উছসিবে মরপ্রাণ
মরপ্রাণ চিরক্ষুধিত : মানবে ছাপিয়া
কবে হ'বে ভগবান্,
ভগবান্ ফিরি ধরা দেন মহানন্দে
ধূলির নিগড়ে নিত্য,
বিশ্বলীলার আলোছায়া এ কী বন্দে
সমাপ্তিহীন বৃত্ত !

The Miracle

The great transcending sky leaned from above,
In silence kisses the aspiring earth.
Its vast unbounded space
Locked in close embrace,
It turns the stainless void to sapphire love.

The one immutable Truth to souls below
In mystic union far beyond all time
Bends through the world's play-bars
Its suns and moons and stars
Are pale reflections from that Love sublime.

ANILBARAN ROY

Whenever there is depression, it means that the vital is not getting its accustomed food. Thank the Mother that she has taken its food away from it, for so is an opportunity given to the vital to turn towards substance and not the mirage.

Every softening of the heart towards things of the earth is a hardening of it to things of Heaven.

Love is defeated as often
as Lust is victorious.

NALINIKANTO GUPTO

লীলা

বিস্ফারিত মহীয়ান্ মৌন জ্যোতিষ্পথ স্নেহভরে
চুম্বন-আনত ঊর্দ্ধ-স্বয়ম্বরা ধরিত্রীর 'পরে ;
গাঢ় আলিঙ্গনে বসুধার
বেলাহা'রা ব্যোমের-বিস্তার
ত্যজি' মরুশুভ্র ব্যাপ্তি নীলকান্ত প্রেমবর্ণে ঝরে।

চিরন্তন সত্যাধার আপনারে মিলনে বিলায়
মরত জীবের সনে—কালাতীত রহস-লীলায়
বিচিত্র নিগড়ে দেয় ধরা,
রবি শশীতারা দীপ্তস্বরা
জ্যোতিস্মান্ সে-প্রেমের কণাটুকু প্রতিফলি ভায়।

প্রাণাগ্নি-সমিধ্ বিনা কেন প্রাণ বিষাদে লুটায় ?
—চাহে না করুণাময়ী দানিতে আহুতি যারে চায়
কামনা-স্বভাব শিখা। ঢালো তাই চরণে তাঁহার
উচ্ছল কৃতজ্ঞ ডালি, প্রেমদীপ্ত কৃপাবরে যাঁর
মরীচিকা তেয়াগিয়া লভিল সুযোগ প্রাণমন
মিটাতে নিহিত তৃষা অমৃত-ঐশ্বর্য্যে চিরন্তন।

ভূলোকের গানে গলে যতবার
অশ্রু-বিলাসে তোমার বুক,
দ্যুলোকেব পানে হায়, ততবার
হয় সে কঠিন—পরাঙ্মুখ।

ততবার প্রেম হয় পরাভূত—বন্দী
যতবার উড়ে লালসা-বৈজয়ন্তী।

প্রেমোৎসবী *

(উত্তর)

শিরোরুহে যাঁর জাহ্নবী-ধার
লীলা কল্লোল-লাস্যে ক্ষরে ;—
যাঁহার রাধন সূর্য্য-সাধন
মন্ত্র তূর্য্যে নীলিমা-স্বরে ;—
ধেয়ানে যাঁহার দীপে দুর্ব্বার
দীপ্র-দাহনা অমরাবতী ;—
আঁখির আশীষ প্রাণে অনিমিষ
জ্বালে বিমুগ্ধ তারা-আরতি ;—
যাঁহার মন্ত্র চরণ-ছন্দ
সিন্ধুর হিন্দোলেও লাজে ;—
যাঁর সম্ভাষ রচে মধুবাস
ঘেরি' যারে প্রেমী-ভৃঙ্গ গাজে ;—

তাঁহার ডঙ্কা যে শুনে—শঙ্কা
ওগো কবি, তার জীবনে কোথা ?—
সুধা-সুষমার গোমুখী-আসার
বন্দি' যে লভে সার্থকতা ?
চাহিবে না তারে নীহারিকা-পারে
ঘুমায় অঘোরে যে-ছায়াময়ী ?
নহে,—করে পার কাণ্ডারী যার
স্বপন-তরী—সে অকুতোভয়ী।

দীপ্তিময়ীর তোরণ-বাহির
হ'তে সে করিবে তাঁহারে নতি—
সত্যগুণ্ঠ টুটি' অকুণ্ঠ
নিলাজ বিভায় যাহার রাতি ?

দিশারী বিহনে ভাবনা-প্লাবনে
তৃণসম যেই চলে ভাসিয়া ;—
মুক্তি পথের অসহ দাহের
কল্পিয়া ব্যথা ত্রস্ত হিয়া ;—
ইতি উতি চায় লক্ষ্যে না পায়,
সোনামুঠি বলি' ধরে যে ধূলি,—
শরণ লইতে যার গূঢ় চিতে
পুলক-ঝলক উঠে না দুলি' ;—
সে চলুক ভাবি' পদে পদে—চাবি
নির্ভরের যে খুলিতে নারে,
স্বত প্রত্যয় নাহি যার—ভয়
সে করুক অবগুণ্ঠিতারে।

চেয়ে চেয়ে চলা শুনে শুনে বলা
সংশয়-মালা সঘনে জপি'—
নহে তার ব্রত গুরু পদরথ
আরোহী' চলে যে-প্রেমোৎসবী।

---

* বন্ধুবর হারীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গ' "Sleeping Beauty"-র প্রতি-উৎসর্গ।

IL Pleut···IL Pleut···

Il pleut, Il pleut......Il pleut sans fin des pleurs amers,
Il pleut du sang au fond de mon âme fendue,
La grâce sans merci du Haut est descendue......
Et dans son infini, je me perds, je me perds !

Petits plaisirs chéris ! O les gentils mouillages
De mes jours envolés, il me faut vous quitter,
Aller au large enfin chercher les âpretés
Des embruns vagabonds sur les mers sans rivages !

Bonheur de vie en grand, j'en ai besoin toujours...
Mais un dernier regard, Amours en agonie !
Un seul baiser d'adieux aux lèvres que je nie—
Et je pars à jamais et vers toi seul j'accours !

Il pleut, il pleut...le monde entier n'est que de larmes...
O les dieux si jaloux des aises qui nous charment !

NALINIKANTO GUPTA

বরষে···বরষে···

বরষে বরষে···আজি··· অশ্রান্ত ঝর্ঝরে তপ্ত অশ্রু বরষায়,
দীর্ণ মর্ম্মতলে হায়, শোণিতে উথলে লোর··· বরষে বিধুর,
ঊর্দ্ধলোক হ'তে ওই নামে···আজি নামে··হিম করুণা নিঠুর !
সীমাহারা তার সেই শূন্য ব্যাপ্তি মাঝে হৃদি আপনা হারায়।

অঙ্গের-পরিধি-ঘেরা প্রিয় দুঃখ সুখ মোর মেদুর মধুর—
চিরপরিচিত ওগো হারানো দিনের স্মৃতি ! আজিকে বিদায়।
আজি মোরে যেতে হবে উদার দুরভিসারে বেদন-যাত্রায়—
বেলাহারা ঘরছাড়া উত্তাল তরঙ্গ চূর্ণ দলিয়া···সুদূর।

মহান্ জীবন ! তব মহানন্দ স্বপি' প্রাণ বৈরাগী আমার,
বারেক চাহিব শুধু ফিরে মোর মুহ্যমান্ অমর প্রেম 'পরে,
যারে বিসর্জ্জিতে হবে চুম্বিব বারেক সেই বিদায়-অধরে,
পরে একা হবে সুরু তোমার উদ্দেশে মোর চির-অভিসার।

বরষে···বরষে···আজি··· নিখিল ভুবন শুধু তপ্ত আঁখিধারা ;
দেবতা ফিরায় মুখ··· যাহে হায়, মর্ত্ত্যহৃদি হয় আত্মহারা।

Elevation

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par delà le soleil, par delà les éthers,
Par delà les confins des sphères étoilées,

Mon esprit, tu te meus avec agilité,
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde,
Tu sillonnes gaîment l'immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides
Va te purifier dans l'air supérieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.

Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et sereins !

Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
—Qui plane sur la vie et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes !

BAUDELAIRE.

উত্তুঙ্গ

অতিক্রমি' হ্রদহ্রদি, অধিত্যকা, কান্তার, কানন,
দুস্তর, কন্দর, গিরি, নদ, নদী, জলধি, জলদ,
উত্তরিয়া রবিশশীগ্রহকক্ষ, দূর জ্যোতিষ্পথ,
তারাস্তৃত অগণন মণ্ডলেরে করিয়া লঙ্ঘন—

ধাও প্রাণ চির-অভিসারী, খর তরঙ্গ-কল্লোলে
চলোর্ম্মি-বিহারী যথা ধায় স্রোতে পুলকমূর্চ্ছিত ;
সীমাহারা শূন্যতার বক্ষ চিরি' ধাও উল্লসিত
অবর্ণ্য পৌরুষ দর্পে—উর্দ্ধায়িত বিলাস-হিল্লোলে।

শুভ্রতর সমীরণে ধৌতগ্লানি হ'তে আজি প্রাণ,
বসুধার বিষবাষ্পে চিরতরে দাও হে বিদায়,
যেই উদ্ভাসিত হুতাশন স্বচ্ছ ব্যোমব্যাপ্তি ছায়—
পূত দিব্য সুধাসম সে-দীপ্ত আসার করো পান।

লক্ষ অতৃপ্তির অন্তরালে, লক্ষ যন্ত্রণা মলিন,
ভারমুহ্যমান্, কুহেলিকাচ্ছন্ন জীবনের পারে
ভায় শান্তোজ্জ্বল সৌম্যলোক ; সুখী সে-ই—যে বিথারে
তেজস্বান্ প্রাণপক্ষ সে-নির্জ্জর লোকে অনুদিন।

সুখী সেই—মুক্ত বিহঙ্গম সম প্রার্থি নীলাম্বর
নিবারিত চিন্তা যার মিলে নিত্য উষসী-সঙ্গীতে,
সঞ্চরি' জীবন-উর্দ্ধে—সহজিয়া—শুনে যে নিভৃতে
কুসুমের মূক ভাষা, নিখিলের গূঢ় মৌন স্বর।

Credo

Plus je songe à la vie
humaine, plus je crois
qu'il faut lui donner
pour temoins et pour
juges l' Ironie et la
Pitié...L' Ironie et la
Pitié sont deux bonnes
conseillères ; l'une en
souriant, nous rend la
vie aimable ; l'autre qui
pleure nous larend sacrée.
L' Ironie que
j'invoque n'est point cruelle.
Elle ne raille ni l'amour ni
la beauté. Elle est douce et
bienveillante. Son rire calme
la colére, et c'est elle qui
nous enseigne à nous moquer
des méchants et des sots,
que nous pouvions, sans elle,
avoir la faiblesse de haïr.

ANATOLE FRANCE

'হাসি' ও 'করুণা'

ল'য়ে মোদের জীবন খানি
যত ভাবি—তত মনে মানি—
আছে যুগল দ্রষ্টা—বিচারক তার
বুঝে যারা তার বাণী :
নাম তাদের—'করুণা', 'হাসি',
শুভ মন্ত্রণা দেয় আসি',
খুলি' আঁখি হ'তে ঠুলি শিখায় চলিতে
ঢালিয়া আলোক রাশি ।
'হাসি' কণিয়া তার নূপুর
করে জীবনেরে সুমধুর
পূত নির্ম্মল করে পথেরে 'করুণা'—
ঝরায়ে অশ্রুসুর ।
আমি যে-হাসি ফুটায়ে থাকি
তার অন্তরে নাহি ঢাকি'
রাখি' কভু কোনো ছলে ছদ্ম দাহনা
'করুণা'রে দিয়া ফাঁকি ।
কভু 'সুন্দর' 'প্রেম' 'পর
মোর হাসি না বরষে শর,
করে জ্বালা সে শান্ত—কোমল যে তার
দয়াভরা অন্তর ।
সদা বাঁশরী তাহার বাজে :
"ভবে ক্রূর মূঢ় যত রাজে
তারা হাসি-করুণার পাত্র—তাদের
ঘৃণা কি করিতে আছে ?"

Not on the vulgar mass
Called work must sentence pass,
Things done that took the eye
and had the price,
O'er which, from level stand,
The low world laid its hand,
Found straightway to its mind,
could value in a trice :

But all, the world's coarse thumb
And finger failed to plumb
So passed in making up the
main account ;
All instincts immature,
All purposes unsure,
That weighed not as his work, yet
swelled the man's amount :

Thoughts hardly to be packed
Into a narrow act,
Fancies that broke through
language and escaped
All, I could never be,
All, men ignored in me
This I was worth to God, whose
wheel the pitcher shaped

BROWNING.

স্বরূপ

অর্ঘ্য দিবে জীবনে কাহারে ?—
পীবর মুখর প্রতিষ্ঠারে ?
কারু কৃতি ?—যাহা তুষি' আঁখি তূর্ণ হাটেতে বিকায় ?

হীনতায় পাতিয়া আসন
হেলাভরে যাহারে বামন
ছুঁতে-ছুঁতে বুঝি' লয়,—মূল্য ধরে এক লহমায় ?

নহে। মুগ্ধ দীন বিশ্ব হায়,
যে-মহিমাদিশা নাহি পায়,—
উপচে তাহারি দানে লোকোত্তর আত্মার বৈভব,

যত আশা কামনা-অঙ্কুর
স্বপ্ন-রাঙা অভীপ্সার সুর
জাগরে না মঞ্জরিল—তা-ই তারে দানিল গৌরব।

যত চিন্তা গহন-মূর্চ্ছনা
শীর্ণ কর্ম্মে নর্ম্মে বাজিল না,
কল্পনা দুর্ব্বার—দীর্ণ ভাবা যার পায় নি সন্ধান,—

যত ফুল চিত্তে ফুটিল না,
নিখিল ফিরিয়া চাহিল না,
তাহারি সৌরভে মোর নিখিলেশ-নয়নে সম্মান।

Some Day

You will not rue me
When I am dead,
Like a careless flower
Dropped from your head

But some stormy day
By some firelight hour
I'll stir in your soul
Like an openining flower

You will smile and think
And let fall your book,
And bend o'er the fire
with a far-off look.

SAHED SUHRAWARDY.

All I Ask

All I ask of a woman is that
she shall feel gently towards
me when my heart feels
kindly towards her :
and there shall be the
soft, soft tremor as of
unheard bells between
us.—It is all I ask.

D. H. LAWRENCE.

কোনো দিন

আজকে তোমার আমার তরে প্রাণ
কাঁদবে না কো যখন যাব ঝ'রে
ঐ কবরী-চ্যুত অনাদৃত
ফুলের মতই মৃত্যু-ধূলার 'পরে।

কিন্তু পরে···অলক্ষিতে···কোনো
প্রদীপ-জ্বালা ঝড়ের গোধূলিতে
চিত্তে তোমার বিকচ কলি সম
মেল্‌ব আমার দলগুলি নিভৃতে।

বইটি রেখে সেদিন আমার কথা
ফুট্‌বে মনে সজল হাসির সাথে,
রইবে সুদূর, আন্‌মনা-প্রেক্ষণে
চেয়ে ক্ষণিক···সেই নিরালা রাতে।

স্নিগ্ধা

আমি সো রমণী, শুধু এই চাই তব পাশে—
প্রীতি- বসন্ত তুমি ঝরায়ো মলয়বাসে,
যবে সখীর পরশ যাচিব—দিয়ো সজনী
তুমি সাড়া মরমরি'—মৃদুল চরণ ধ্বনি'
যথা অশ্রুত কিঙ্কিনী কম্পনে কণিয়া কোমল বো[illegible]
কম সখিত্বে তব
স্নিগধ পেলব
ভঙ্গে আমার
প্রাণবেলাপার
রাঙি' জলধনু-দোলে।

Flame of Beauty

O Flame of Beauty, dancing through the world,
What magic foam of passion have you hurled
Upon the austere purpose of my days,
The cool white quiet of its dream-dimmed ways?
You have flung over me the fierce delight
Of hidden fragrances on startled night,
Your mystic winds like waters over me roll
Maddening the sleeping horsemen of the soul
To trample over new fields of sudden light,
And battle with young Love upon the height.

O Beauty, was it not enough to greet
In silence and in prayer your passing feet?

JEHANGIR VAKIL.

Der Karfunkel

Es ist dem Stein ein rätselhaftes Zeichen
Tief eingegraben in sein glühend Blut.
Er ist mit einem Herzen zu vergleichen
In dem das Bild der Unbekannten ruht.
Man sieht um jenen tausend Funken streichen,
Um dieses woget eine lichte Flut
In jenem liegt des Glanzes Licht begraben,
Wird dieses auch das Herz des Herzens haben?

NOVALIS.

রূপশিখা

কে গো রূপশিখা, যাও ধরামাঝে নিক্বণি' কিঙ্কিণী ?
উচ্ছ্বাসের কী বিচিত্র মুগ্ধ ফেন ক্ষেপিলে মোহিনী,
আমার কঠোর-লক্ষ্য জীবনের দিনগুলি 'পরে
স্বপন-স্তিমিত মোর স্নিগ্ধ শুভ্র শান্তির অন্তরে !
চমকিত ত্রিযামায় তরঙ্গিলে চারিধারে মোর
সুগোপন সৌরভের কী উল্লাস—অসহ—অঝোর !
রহস-মলয়-উর্ম্মি যবে তব অঙ্গে মম ঢলে,
সুপ্ত প্রাণ-তুরঙ্গমিদল জাগি' উন্মাদ কল্লোলে
উন্মথি' সহসাদীপ্ত নদনদী প্রান্তর-পর্ব্বত
কান্ত পঞ্চশর সনে উর্দ্ধে ধায় যাচিতে দ্বৈরথ।

হে সুন্দরী ! পাশ দিয়ে যেতে যবে—ও দু'টি চরণ
পূজিতাম মৌন অর্ঘ্যে—তাহে তব উঠিল না মন ?

বৈদূর্য্যমণি

হে বৈদূর্য্য ! দীপ্র তব শোণিতের অন্তরে গোপন
রাজে কোন্ অপরূপ রহস্যের আভাষ উচ্ছল ?
মানব-হৃদয় সম রচিত কি তব প্রাণ-মন—
যার মাঝে অজানার জ্বলে ছবি শান্ত অচঞ্চল ?
তব চারিধারে ধায় কিরণ-স্ফুলিঙ্গ অগণন,
হৃদি-চারিধারে ধায় লক্ষ স্রোত চমক-উজ্জ্বল,
দীপ্তিরত্ন নিহিত বিরাজে তব অন্তরে গহন
তেমনি নিহিত নহে হৃদয়ে কি হৃদয়-রতন ?

Prayer

On those that wander in the sands.
Panting in thirst in sweltering heat,
On those that stretch small helpless lands
To fend inexorable fate,
On those that irrevocably late
Bend down to kiss thy nailed feet,
On those who in the pale wastes of the sea
Hearken to her last threnody—
O Lord, rain pity !

On those that in lone nights too deeply sleep
Whose hearts are torn with vain despair,
On those that in the prison's air
Dream flowering fields and cannot weep,
On those who in hunger cleave their night
And in sorrow keener than thy sword
On those that fall in unequal fight—
On all of them have pity Lord !

But most of all on him who has loved in vain
And thrown away the flower of his youth
For a fresh and fickle mouth
O Lord, shower thy grace
On him who in travail and in pain

Bends low his pale and sorrow-sainted face
On the image of her, with wistful memory
Of the last-drunk bitter bowl
Of her caresses' treachery
O Lord, have mercy on his soul,

SAHED SUHRUDARDY.

কৃপাযোগ্য

মরুভূমে তৃষ্ণাতুর কণ্ঠে যে-পথিক
মেলি' আশা-হিয়া ধায় মরীচিকা লাগি' ;—
বিমুখ দ্যুলোকে দিঠি রাখি' অনিমিখ
রহে যে চাতকসম ভূলোক-বৈরাগী ;—

মুহূর্ত্তের প্রলোভনে যে তাপস তার
আজন্ম সাধনা ফল হারায় অতুল ;—
সহসা ভাঙিলে তরী চাহি' চারিধার
উত্তাল তরঙ্গ শুধু নেহারে অকূল ;—

অপ্সরা-বিভোর যার নয়ন-তারায়
প্রতিফলে কঙ্কালের ছায়া-বিভীষিকা ;—
সুর যার চিরমৌন পরাণ-বীণায় ;
লক্ষ্যপথ অবলুপ্ত করে কুহেলিকা ;

নিশা যার তপ্ত ভালে সুপ্তি নাহি আনে ;—
চিত্ত যার দিশাহারা শূন্য নিরাশ্বাসে,
পঞ্জরের লৌহদ্বারে যে ললাট হানে ;—
বসন্তে বঞ্চিত রহে গন্ধিত আকাশে ;—

প্রসারি' শিশুর মুঠি চাহে যে দুর্ব্বার
অলঙ্ঘ্য নিয়তি হায়, করিতে বারণ ;
পলক-বিলম্বে আসি' মন্দির-দুয়ার
হেরে রুদ্ধ যেই দূরাগত অভাজন ;—

অধ্রুবের আবাহনে ধ্রুব বরদারে
ফিরায়ে ঈপ্সিত বর না পায় যে-জন ;
অন্যায় সমরে পড়ি' মরণের দ্বারে
শুনে তার প্রতিমার চরম লাঞ্ছন ;

শ্যামল নন্দনকান্তি স্বপনে লখিয়া
কারামাঝে স্মৃতি তার বহে অনুদিন ;—
দেবতা-বাঞ্ছিত সুধা বারেক স্বাদিয়া
রহে চিরশুষ্ক-তালু ধরাধূলি-লীন ;—

সে সবার 'পরে তব করুণা পরম
ঝরায়ো কৃপাল, তারা বড় অভাজন,—
শুধু তারে ভুলিয়ো না—যে হায়, নির্ম্মম
নিষ্ফল প্রেমের বোঝা বহে আজীবন।

দয়িতের মুরতি যে প্রাণ-বেদিকায়
অদৃষ্টের উপহাসে প্রতিষ্ঠিতে নারে,
হৃদয়ের রক্ত-অর্ঘ্য নিবেদিতে ধায়—
বাধার হিমাদ্রি আসি' সহসা নিবারে।

নিখিল দুর্ভাগা মাঝে দিও তারে তব
পরশ কোমলতম, দিও কৃপা-আশা,—
লুটায় যে-মুগ্ধ তার সকল বৈভব
প্রার্থি' বৃথা মরীচিকা—প্রেম সর্ব্বনাশা।

(ছায়ানুবাদ)

Poor soul, the centre of my sinful earth,
Thrall to these rebel forces that thee array,
Why dost thou pine within and suffer dearth,
Painting thy outward walls so costly gay?
Why so large cost having so short a lease
Dost thou upon thy fading mansion spend?
Shall worms inheritors of this excess
Eat up thy charge? Is this thy body's end?
Then soul, live thou upon thy servant's loss
And let that pine to aggravate thy store,
Buy terms divine in selling hours of dross,
Within be fed, without be rich no more;
So shalt thou feed on Death, that feeds on men,
And Death once dead, there's no more dying then.

SHAKESPEARE.

মৃত্যুঞ্জয়

হায় মর্ম্মবাসী ! রাজি' কলুষ দেহের কেন্দ্রে মম—
রুক্ষ দ্রোহী শক্তিচম্-সুবেষ্টিত ওগো অসহায় !
অন্তরে পিপাসা বহি' কেন সহ' রিক্ততা চরম,
বাহ্য দেহ-তোরণেরে চিত্রিয়া মহার্ঘ্য রঙ্গিমায় ?
যে-প্রাসাদ ধ্বংসোন্মুখ, আশ্রয় যাহার মাত্র লভ'
ক্ষণতরে,—তার পিছে কেন হায়, এ অমিত ব্যয় ?
সাজে কি এ-আড়ম্বর ভুঞ্জিবে যা বংশধর তব
কীটপুঞ্জ,—পরিণামে যে-দেহের হবে হেন লয় ?
তাই দেহেশ্বর ! ক্ষতি যেন তব দেহ-দাস সহে,
বহি' তৃষ্ণা নিজে—তব সম্পদের উপচে সম্বল ;
কর গো অর্জ্জন দিব্য কীর্ত্তি বৃথা আয়ু-বিনিময়ে,
অন্তর-ঐশ্বর্য্য চাহো,—নহে বাহ্য বৈভব চঞ্চল।
নরজয়ী মৃত্যু জিনি' তবে তুমি মৃত্যুঞ্জয় হবে,
মৃত্যু হ'লে পদানত লুপ্তির সাম্রাজ্য নাহি র'বে।

The act of imagination is ever attended by pure delight. It infuses a certain volatility and intoxication into all nature. It has a flute which sets the atoms of our frame in a dance. Our indeterminate size is a delicious secret which it reveals to us. The mountains begin to dislimn, and float in the air.

EMERSON.

কল্পনা

কল্পনার ছন্দে ছন্দে   রোমাঞ্চ সুশুভ্র নন্দে
হরষে,
প্রকৃতি বিদ্যুৎপর্ণা   মেলে পাখা স্বপ্নবর্ণা
রভসে ;
যবে কল্প-বেণু বাজে   জাগে দেহ-অণুমাঝে
নৃত্য গো,
ব্যাপ্তির সৌরভে দুলে   রহস্য দুয়ার খুলে
চিত্ত গো।
না রহে উচ্ছ্রিত শির   মহীধর সুগম্ভীর
বরণে
তনিমা তাহার উড়ে   পেলব সমীর সুরে
গগনে।

The lover sees reminders of his mistress in every beautiful object ; the saint, an argument for devotion in every natural process ; and the facility with which Nature lends itself to the thoughts of man...is as if the world were only a disguised man, and, with a change of form rendered to him all his experience.

EMERSON.

ছদ্মবেশ

সুন্দরের মাঝে নিত্য   নেহারে প্রেমিক চিত্ত
দয়িতার ঢল ঢল ছায়া ;
প্রকৃতির লক্ষ সাজে   ধ্যানি-প্রাণব্রজে বাজে
প্রেমের অরূপ বাঁশি-মায়া।
এমনি সহজ ছন্দে   কল্পনা চিন্তায় নন্দে
চলাচল সাঙ্গহারা বেশে ;
নররূপে নিত্য নব   সাড়া তুলে বিশ্বোৎসব
চিত্তে তার কোটি ছদ্মবেশে।

In the spectacle of Death, in the endurance of intolerable pain, and in the irrevocableness of a vanished past, there is a sacredness, an overpowering awe, a feeling of the vastness, the depth, the inexhaustible mystery of existence, in which, as by some strange marriage of pain, the sufferer is bound to the world by bonds of sorrow. In these moments of insight, we lose all eagerness of temporary desire, all struggling and striving for petty ends, all care for the little trivial things that, to a superficial view, make up the common life of day by day ; we see, surronnding the narrow raft illumined by the flickering light of human comradeship, the dark ocean on whose rolling waves we toss for a brief hour. From the great night without, a chill blast breaks in upon our refuge ;

BERTRAND RUSSELL.

দীক্ষা

মৃত্যুর করাল অভিযানে,
দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার দানে,
যে অতীত ফিরিবে না তার সেই চিরাস্ত-আভায়,
জ্বলে এক পূত জ্যোতিষ্মান্
রোমাঞ্চিত মহিমা মহান্,—
রহস্য অতলস্পর্শী—জীবনের গহন প্রচ্ছায়।
সে-ছায়ায় মনে হয় হেন :
বেদন বাসরে হিয়া যেন
নিখিলের সাথে মিলে বেদনার কায়াহীন ডোরে ;
সে-গভীর দৃষ্টির লগনে
চঞ্চল বাসনা-বিসর্জ্জনে
নিভে ক্ষুদ্র কাড়াকাড়ি—যাহে বিশ্বচিত্ত উঠে ভ'রে।
আপনারে যেন মনে হয়
কৃষ্ণ সিন্ধুবুকে নিরাশ্রয়—
প্রাণ-দীপ নিবু-নিবু—শিহরায় দণ্ড দুই তরে
আন্দোলিত তরণী-উপর,
যবে চারিধারে শ্বসে ঝড়—
উত্তাল তরঙ্গ গর্জ্জে,—আঁকড়িয়া রহি পরস্পরে।
সে-মহা নিশীথে ধ্বংসরবে
হিম বায়ু উন্মত্ত তাণ্ডবে
অন্তিম আশ্রয় ভেলাখানি পরে ভাঙে—শ্রান্তিহীন ;

all the loneliness of humanity amid hostile forces is concentrated upon the individual soul, which must struggle alone, with what of courage it can command, against the whole weight of a universe that cares nothing for its hopes and fears. Victory, in this struggle with the powers of darkness, is the true baptism into the glorious company of heroes, the true initiation into the overmastering beauty of human existence.

"The Freeman's Worship"···BERTRAND RUSSELL.

অর্ব্বুদ অরির ব্যূহমাঝে
মর প্রাণ একক বিরাজে
আহ্বানি' দ্বৈরথে বিশ্ব—চেনে নি যে তারে কোনোদিন।
যবে সেই অমাচমূ-সনে
দ্বন্দ্বিয়া সে গহন লগনে
জয়ী হয়—সেই ক্ষণে বীর্য্যশুল্কে তার দীক্ষা লভে
বীরধন্য উৎসব সভায়,
মরজীবনের অমরায়
লভে দীপ্ত বরমাল্য, সিংহাসন—আপন গৌরবে।

The Boon

THE SUPPLICATION :

A boon O God ! a boon I pray !
Grant me no dwarfed and clouded guess
But eagle eyes in flaming day,
Sheer summit vision—nothing less.

THE REPLY :

Child, ere the breakless pact we close,
Weigh thou the rare exalted stress
For with the boon of vision goes
The dreadful gift of loneliness.

JAMES COUSINS.

বর দান

প্রার্থনা :—

এক বর হে বরদ ! এক বর-তৃষ্ণা জাগে প্রাণে :
—নহে মেঘাচ্ছন্ন জ্ঞান, নহে খর্ব্ব খণ্ড অনুমান—
চাহি শুধু অব্যাহত শ্যেনদৃষ্টি দীপ্র দিনমানে
উত্তুঙ্গ শিখর হ'তে,—নাহি প্রার্থি স্বল্পতর দান।

উত্তর :—

দুর্লভ এ-অঙ্গীকার বৎস ! আগে ভেবে দেখ মনে :
অলঙ্ঘ্য মোদের চুক্তি, দাবী তার কঠোর ভীষণ ;
শিখরের দৃষ্টি-বর চাহো যদি—জেনো তার সনে
পাইবে করাল বর—নিঃসঙ্গ জীবন আমরণ।

But passive renunciation is not the whole of wisdom ; for not by renunciation alone can we build a temple for the worship of our ideals. Haunting foreshadowings of the temple appear in the realm of imagination, in music, in architecture, in the untroubled kingdom of reason, and in the golden sunset magic of lyrics, where beauty shines and glows, remote from the touch of sorrow, remote from the fear of change, remote from the failures and disenchantments of the world of fact. In the contemplation of these things the vision of heaven will shape itself in our hearts, giving at once a touchstone to judge the world about us, and an inspiration by which to fashion to our needs whatever is not incapable of serving as a stone in the sacred temple.

BERTRAND RUSSELL'S
"The Freeman's Worship"

মন্দির

যে-ত্যাগ বিবাগী—রিক্ত,
নহে পূর্ণ জ্ঞান-দীপ্ত—
একা সে গড়িতে নারে পূজা-দেবালয় ;
সে মন্দির শুধু ভায়
অন্তর্গূঢ় কল্পনায়
পূর্ব্বাভাষে তার নিত্য উচ্ছ্বসি' হৃদয়,—
বুনিয়া তাহার গীতি
সঙ্গীতে স্থাপত্যে, নিতি
জ্বলি' স্বর্ণ-অস্ত-রাঙা বাণী ইন্দ্রজালে,
মন্দ্রি' শান্ত মনোমাঝে ;—
যেথা কান্ত সুরে বাজে
সুন্দরের ধূপছায়া ঝিকিমিকি তালে—
বেদনা-অতীত ছন্দে
চিরন্তন মহানন্দে
রহি' দূরে সর্ব্ব চল-চঞ্চলতা হ'তে,
বিফলতা নাহি মানি',
স্বপ্নভঙ্গ নাহি জানি'—
গাঁথা যাহা মরতের পরতে পরতে।
হেন অরূপের ধ্যানে
মুঞ্জিবে মোদের প্রাণে
অলকার ধ্যান কায়া,—নিকষে যাহার
কষিব এ-বসুধায়
রচিব সে-প্রেরণায়
পূত স্বপ্ন-মন্দিরের পূজা-উপচার।

Not for this alone do I love thee ; but
Because Infinity upon thee broods,
And thou art full of whispers and of shadows.
Thou meanest what the sea has striven to say
So long, and yearned up to the cliffs to tell :
Thou art what the winds have uttered not,
What the still night suggesteth to the heart ;
Thy voice is like to music heard ere birth,
Some spirit lute touched on a spirit sea :
Thy face remembered is from other worlds.
It has been died for though I know not where,
It has been sung of though I know not when.

STEPHEN PHILIPS

A man should never earn his living,
if he earns his life he 'll be lovely.

D. H. LAWRENCE.

জীবিকা অর্জ্জন তরে
নহে। এ জীবন ভরি'
ধন্য হও হে স্বপনী,—

যুঝিবে পরাণ ভ'রে ?
জীবন অর্জ্জন করি'
সুন্দরেরে আবাহনি'।

কেন ভালোবাসি ?

শুধু এইটুক তরে ভালোবাসি ?—নহে।
ভালোবাসি—তব চারিধারে পাখা মেলি'
অনন্ত নৈঃশব্দ্য রহে থমকিয়া বলি' ;
তব রন্ধ্র রন্ধ্র ভরি' কানে-কানে-কথা
রাজে অন্তর্লীন বলি'। ছায়া অনীকিনী
দেহে তব তরঙ্গিত। আছাড়ি' বারিধি
সানুমূলে যে-নিগূঢ় আকুতি তাহার
চাহিয়াছে প্রকাশিতে যুগ যুগ ধরি'
বাঙ্ময়ী সে তব মাঝে। পারে নি পবন
উচ্চারিতে যে-বারতা—সে-অমূর্ত্ত বাণী
তোমাতেই মূর্ত্তিমতী। স্তব্ধ নিশীথিনী
হৃদি তটে আনে বহি' যে-মূক ইঙ্গিত
তুমি যে তাহাই। তব কণ্ঠস্বরে ও কী
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে ?···যেন সেই গাথা
জনম-পূরবে যাহা পশেছিল কানে
ছায়াবীণারেশে ছায়া-কলোর্ম্মির বুকে !
ও-আনন-স্মৃতিখানি ভেসে আসে যেন
লোক-লোকান্তর হ'তে। যেন হয় মনে···
ওর তরে কত প্রাণ মরণ বরিয়া
হইয়াছে ধন্য—শুধু নাহি জানি কোথা
কোন্ সে-জগতে। মনে হয় কত শত
আরতি-সঙ্গীত গীতি হইয়াছে গীত
ও আনন বন্দি'—শুধু নাহি জানি কবে !

The Primal Passions

If you will go down into
yourself, under your
surface personality,
You will find you have
a great desire to
drink life direct
from the source,
not out of bottles
and bottled
personal
vessels :

What the old people
call immediate contact
with God :

That strange essential
communication of life
not bottled in
human bottles.

D. H. LAWRENCE.

প্রাণ গঙ্গোত্রী

হেথা যে-রূপ তোমার বাহিরে উছলে যাহে তব পরিচয়
নিতি ঘোষে এ-জগতময়,—
তারে বিমুখি' অতলে ডুব দাও যদি
নিরবধি,—
যদি প্রতিভাস ছাড়ি' চাহো ভাস,—
ছাড়ি' নামরূপ
তব আপন স্বরূপ
যেথায় দীপ্ত পরকাশ,—
যদি তাহারে মর্ম্ম-গহনে
চাহো বিজনে,—
তবে পাইবে পরশ তার
চির- অভিসারী হিয়া তরে যার
নাম 'দেবদেব'—যার নিখিল পুরাণে রটে
তাঁর নিবিড় পরশ-গাহন লভিবে প্রাণের গোমুখীতটে,
ত্যজি' মানব-আধার
লভিবে অপার
মানবাতীত আধেয় গো,
সেই অবর্ণ্য কম
প্রাণ-সঙ্গম
মিলনে পরম চেয়ো গো।

Was ist das Gröszte, das ihr erleben könnt? Das ist die Stunde der groszen Verachtung: die Stunde, in der euch auch euer Glück Zum-Ekel wird und ebenso eure Vernunft und eure Tugend.

NIETZSCHE.

ঘৃণা-হোমী

কোন্ লগ্নে করে নর জীবনের লোকোত্তর আরাধনা-যাগ ?
যে-লগ্নে হৃদয় তার স্বনিয়া ঘৃণার তূরী, জ্বালিয়া বিরাগ
বিসর্জ্জন দেয় তীব্র উদার দুরভিসারে সুখ স্বস্তি ম্লান,
বুদ্ধির ঐশ্বর্য্য দীপ্ত পুণ্যের সম্পদ শুভ করে খান খান।
যে-লগনে অধ্রুবের আবাহন-হোমানলে দানে সে আহুতি
যত ধ্রুব ধন তার ছিল প্রেয় ধরাতলে,—গাহি' ঊর্দ্ধ স্তুতি।

Ich liebe die groszen Verachtenden, weil sie die groszen Verehrenden sind, und Pfeile der Sehnsucht nach den andern Ufer.

NIETZSCHE.

ঘৃণা যে করিতে জানে ঊর্দ্ধ কামনায়
সেই তো প্রেমের চির-বৈরাগী ধরায়।
চলে যে জীবন-পথে অল্পের বিরাগী
তারি—আমি তারি ধ্যানে নিত্য নিশি জাগি ;
তাহার আত্মার দীপ্ত ঊর্দ্ধমুখী শর
নিত্য ধায় আলোছন্দে অভীপ্সা-মুখর
অলখ স্বপ্নের দূর ছায়া-বেলা পানে,—
ফুটে নি এপারে যাহা আজো মর্ত্ত্য গানে।

Ich, sage euch; man musz noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden stern gebären zu können...Wehe! Es kommt die Zeit wo der Mensch keinen sternen mehr gebären wird. Wehe! Es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr verachten kann.

Tausend Pfade giebt es, die noch nie Jegangen sind, tausend Gesundheiten und verborgene Eilande des Lebens. Unerschöpft and unentdeckt ist immer noch Mensch und Menchen-Erde.

Wacht und horcht ihr Einsamen! Von der Zukunft her kommen Winde mit heimlichem Flügelschlagen; und an seine Ohren ergeht gute Botschaft.

NIETZSCHE.

ঘৃণা-মন্থন

মর প্রাণ পারাবার   যাচে নিত্য দুর্নিবার
ঝঞ্ঝার মন্থন,
তবে তার গর্ভ হ'তে   জন্ম লভে নৃত্য-রথে
নক্ষত্র স্পন্দন ;
একদিন আসে হায়,   যেদিন নিভিয়া যায়
শিশু তারাবীণা,—
ঘৃণ্যতম আপনারে   করিতে আর না পারে
যেই দিন ঘৃণা।

প্রচ্ছন্ন

কোটি পথ ··গুপ্ত দ্বীপ···রাজে জীবনের ছায়াপথে
কোটি আনন্দের উৎস···কোটি রশ্মি···আজো দিশা যার
পায় নাই মানবের সন্ধানী নয়ন এ-মরতে ;
অতল অমেয় তাই আজো ধরাতলে অন্ধকার।
শোনো ওই···কান পাতি'···হে একাকী বৈরাগী পূজারী !
অনাগত সেই ছায়া-ভবিষ্যৎ অগ্রদূত তার
দিকে দিকে পাঠাইল ; স্তব্ধপাখা সমীরণ তারি
বহে বাণী ; পিয়' গো আকণ্ঠ—সুধা সেই বারতার।

Dem volke habt ihr gedient und des Volkes Aberglauben, ihr berühmten Weisen alle!—und nicht der Wahrheit! Und gerade darum zollte man euch Ehrfurcht...

Im gelben sande und verbrannt von der Sonne schielt er wohl durstig nach den quellenreichen Eilanden, wo Lebendiges unter dunkeln Bäumen ruht.

Aber sein Durst überredet ihn nicht, diesen Behaglichen gleich zu werden: denn wo Oasen sind, da sind auch Götzenbilder...und aus der Weisheit machtet ihr oft ein Armen, und Krankenhaus für schlechte Dichter.

Ihr seid keine Adler: so erfuhrt ihr auch das Glück im schrecken des Geistes nicht. Und wer kein Vogel ist, soll nicht über Abgründen lagern.

NIETZSCHE.

যশস্বী !

মানবের সত্যেরে পরম
পূজ' নাই হে যশস্বীতম!
নিত্য হায়, রচিয়াছ তার
প্রলুব্ধ শঙ্কার উপচার !
তাই তো মানবও পূজা তব
গাহিয়াছে ছন্দে নিত্য-নব !
ওগো জ্ঞানী ! তব মিথ্যা জ্ঞান
জ্ঞানের করেছে অপমান—
রচি' লক্ষ লক্ষ ভিক্ষানীড়
রুগ্নালয়—অসুস্থ কবির ।
তোমরা তো ছিলে না গো প্রভু,
গগনবিহারী শ্যেন কভু !
জানোনি ত হায় কোনোদিন
আত্মার আশঙ্কা নির্মলিন—
ছায়া ছাড়ি' মরুরে যে বরে
গাহি প্রাণে সত্যের নির্ভরে—
"যেথা কুঞ্জ নির্ঝর মোহন,
সেথা মিথ্যা দেবেরও অর্চ্চন
ঘোষে অনুদিন ফল্গু তালে
ভয়-ভীরু কামনা-আড়ালে ।"
ছিলে প্রভু, নিত্য নিম্নচারী
আরামের যশের পূজারী ।
উর্দ্ধ-স্বপ্নী বিহঙ্গ যে নহে
শৃঙ্গাসন তার কভু সহে ?

Ich, sage euch; man musz noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden stern gebären zu können...Wehe! Es kommt die Zeit wo der Mensch keinen sternen mehr gebären wird. Wehe! Es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr verachten kann.

ঘৃণা-মন্থন

মর প্রাণ পারাবার যাচে নিত্য দুর্নিবার
ঝঞ্ঝার মন্থন,
তবে তার গর্ভ হ'তে জন্ম লভে নৃত্য-রথে
নক্ষত্র স্পন্দন ;
একদিন আসে হায়, যেদিন নিভিয়া যায়
শিশু তারাবীণা,—
ঘৃণ্যতম আপনারে করিতে আর না পারে
যেই দিন ঘৃণা।

Tausend Pfade giebt es, die noch nie gegangen sind, tausend Gesundheiten und verborgene Eilande des Lebens. Unerschöpft and unentdeckt ist immer noch Mensch und Menchen-Erde.

Wacht und horcht ihr Einsamen! Von der Zukunft her kommen Winde mit heimlichem Flugelschlagen; und an seine Ohren ergeht gute Botschaft.

NIETZSCHE.

প্রচ্ছন্ন

কোটি পথ ··গুপ্ত দ্বীপ···রাজে জীবনের ছায়াপথে
কোটি আনন্দের উৎস···কোটি রশ্মি···আজো দিশা যার
পায় নাই মানবের সন্ধানী নয়ন এ-মরতে ;
অতল অমেয় তাই আজো ধরাতলে অন্ধকার।
শোনো ওই···কান পাতি'···হে একাকী বৈরাগী পূজারী!
অনাগত সেই ছায়া-ভবিষ্যৎ অগ্রদূত তার
দিকে দিকে পাঠাইল ; স্তব্ধপাখা সমীরণ তারি
বহে বাণী ; পিয়' গো আকণ্ঠ—সুধা সেই বারতার।

যশস্বী !

Dem volke habt ihr gedient und des Volkes Aberglauben, ihr berühmten Weisen alle!—und nicht der Wahrheit! Und gerade darum zollte man euch Ehrfurcht...

Im gelben sande und verbrannt von der Sonne schielt er wohl durstig nach den quellenreichen Eilanden, wo Lebendiges unter dunkeln Bäumen ruht.

Aber sein Durst überredet ihn nicht, diesen Behaglichen gleich zu werden: denn wo Oasen sind, da sind auch Götzenbilder...und aus der Weisheit machtet ihr oft ein Armen, und Krankenhaus für schlechte Dichter.

Ihr seid keine Adler: so erfuhrt ihr auch das Glück im schrecken des Geistes nicht. Und wer kein Vogel ist, soll nicht über Abgründen lagern.

NIETZSCHE.

মানবের সত্যেরে পরম
পূজ’ নাই হে যশস্বীতম!
নিত্য হায়, রচিয়াছ তার
প্রলুব্ধ শঙ্কার উপচার!
তাই তো মানবও পূজা তব
গাহিয়াছে ছন্দে নিত্য-নব!
ওগো জ্ঞানী! তব মিথ্যা জ্ঞান
জ্ঞানের করেছে অপমান—
রচি’ লক্ষ লক্ষ ভিক্ষানীড়
রুগ্নালয়—অসুস্থ কবির।
তোমরা তো ছিলে না গো প্রভু,
গগনবিহারী শ্যেন কভু!
জানোনি ত হায় কোনোদিন
আত্মার আশঙ্কা নির্মলিন—
ছায়া ছাড়ি’ মরুরে যে বরে
গাহি প্রাণে সত্যের নির্ভরে—
“যেথা কুঞ্জ নির্ঝর মোহন,
সেথা মিথ্যা দেবেরও অর্চ্চন
ঘোষে অনুদিন ফল্গু তালে
ভয়-ভীরু কামনা-আড়ালে।”
ছিলে প্রভু, নিত্য নিম্নচারী
আরামের যশের পূজারী।
ঊর্দ্ধ-স্বপ্নী বিহঙ্গ যে নহে
শৃঙ্গাসন তার কভু সহে?

Und glaube mir nur, Freund Höllenlärm! Die gröszten Ereignisse—das sind nicht unsre lautesten, sondern unsre stillsten Stunden.

Nicht um die Erfinder von neuem Lärme: um die Erfinder von neuen Werthen dreht sich die Welt; unhörbar dreht sie sich......

Die stillsten worte sind es, welche den Sturm bringen. Gedanken, die mit Taubenfüszen kommen, lenken die welt.

......NIETZSCHE.

মুখরতা

শুন বন্ধু ওগো মুখরতা!
শুন মোর গহন বারতা:
প্রাণের মাহেন্দ্র ক্ষণ নয়
সিংহনাদ-মুখর—বাঙ্ময়।
বাজে তার ঘন-মৌন বীণা
নৈঃশব্দ্য-ছায়ায়—অন্তলীনা
শব্দহারা বাণী বসুধায়
আনে ঝড়—প্লাবন বহায়!
খঞ্জনের অশ্রুত চরণে
যেই চিন্তা মুঞ্জরে স্বপনে—
তারি···তারি···অদৃশ্য ইঙ্গিতে
চলে বিশ্ব সম্ভ্রমে—নিভৃতে।
নব নব ধ্বনি বজ্রোপম
যে ঝরায়—তারে পরিক্রম
করে না নিখিল আত্মহারা,
তাহারি বন্দনে হয় সারা
ছন্দিত যে করে বীর্য্যব্রতী—
নব নব সুরে নব জ্যোতি।

Ihr sagt mir: "das Leben ist schwer zu tragen." Aber wozu hättet ihr Vormittags euren Stolz und Abends eure Ergebung?

Das Leben ist schwer zu tragen: aber so thut mir doch nicht so zärtlich! Wir sind allesammt hübsche lastbare Esel und Eselinnen.

Was haben wir gemein mit der Rosenknospe, welche zittert, weil ihr ein Tropfen Thau auf dem Leibe liegt?

Es ist wahr: wir lieben das Leben, nicht weil wir an's Leben, sondern weil wir an's Lieben gewöhnt sind.

NIETZSCHE.

নট-ভঙ্গিমা

জীবন অবহ?—বন্ধ্যা—ম্লান—ধূলিদীন?
এই যদি সত্য,—তবে কেন প্রতিদিন
উষার আলোক-স্বপ্ন সন্ধ্যায় নিভাও?
দেবত্বের গর্ব্ব-তরী পঙ্কেতে ভাসাও?

জীবন অবহ? হায়, কেন বন্ধু হেন
ফুলদল মূর্চ্ছাহত নটভঙ্গী?—যেন
জানো না গো নটবর—বেশ মনে মনে:—
মোরা দিব্য পুষ্ট বলীবর্দ্দ জনে জনে!

জীবন অবহ? ধন্য, ওগো সুকোমল!
ধন্য তব ব্রীড়ারাগ! শুধাই কেবল
মানবজীবন-সাথে ফুল-কলিকার
আছে কোন্ মিল?—বেপথু-বৃন্তটি যার

শিশির-বিন্দুর ভারও তিলেক না সয়
থর থরি' কাঁপি' ভূমে লুণ্ঠে—অশ্রুময়!
বাঁচিবে কি হে পেলব, বাঁচিবার লাগি?
বাঁচিবে না হায়, হ'য়ে প্রেমের বৈরাগী?

দৈববাণী

Eure Liebe zum Leben sei Liebe zu eurer höchsten Hoffnung; und eure höchste Hoffnung sei der höchste Gedanke des Lebens!

Euren höchsten Gedanken aber sollt ihr euch von mir befehlen lassen—und er lautet "der Mensch ist Etwas, das überwunden werden soll."

NIETZSCHE.

জীবনেরে ভালোবাসো তুমি ?
সেই প্রেম উঠুক্ কুসুমি'
তব গূঢ় প্রাণ কামনায় ;
সেই অন্তর্লীন অভীপ্সায়
উঠুক্ বিভাতি' দীপ্ততম
অনাগত স্বপ্ন নিরুপম ;
সে-স্বপন তরে কৃতাঞ্জলি
উর্দ্ধে চাহো—হের' জ্বলি' জ্বলি'
উঠে সেথা কী-আকাশবাণী
মন্ত্র ছন্দে—বরাভয় দানি' :—
"আপনারে অতিক্রমি' তবে
মানব ধরায় ধন্য হবে ;"

Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Wie könnten wir das Licht erblicken?
Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken?

GÖETHE.

সহস্রকিরণ যদি না রহিত নয়ন ভরিয়া
চাহিতে পারিত কেহ উদ্ভাসিত মুক্ত জ্যোতি পানে ?
দেবতার দিব্য শক্তি না যদি দীপিত মর হিয়া
উচ্ছ্বসি উঠিত প্রাণ কভু অমরার বরদানে ?

বরেণ্য

Sagt es niemand nur den Weisen,
Denn die Menge gleich verhönet :
Das Lebend'ge will ich preisen,
Das nach Flammentod sich sehnet.

GÖETHE.

একান্ত কহিতে চাহো—যাহা তব গূঢ় মর্ম্মতলে
অনির্ব্বাণ অমলিন জ্বলে ?—
শুধু তবে কহিয়ো জ্ঞানীরে : নহে—হেন বাণী সবে
বাতুল প্রলাপ সম ক'বে।
বোলো শুধু দরদীরে : "এ-জদিমন্দিরে সে-ই রাজে
ঝাঁপ দেয় যে জলধি মাঝে,
"জ্বলদর্চ্চি-তরে রহে যে-ঋত্বিক্ চিরপিপাসিত,
মরণেও স্বাগতে—নন্দিত।"

স্রষ্টা

But here is the finger of God,
a flash of the will that can
Existent behind all laws
that made them and lo, they are !
And I know not, if, save in this,
such gift be allowed to man,
That out of three sounds he frame
not a fourth sound, but a star.

BROWNING.

বিশ্বনাথের বিভূতি সেথায় হেরি—
ইঙ্গিতে জ্বলে বিদ্যুৎ যেথা তাঁর :
নিখিল বিধান রচিয়া—নিখিল ঘেরি'
রাজেন যেথায় পিছনে জগতাধার।
মানবেরে শুধু সেদিন অমর বরে
করিলেন ভব স্রষ্টা—দেবতা-পারা :
যবে সে তিনটি ধ্বনির মিলন স্বরে
চতুর্থ স্বর না রচি' সৃজিল তারা।

Wir reiten in die Kreuz und Quer
Nach Freuden und Geschäften
Doch immer kläfft es hinterher
Und bellt aus allen Kräften.
So will der Spitz aus unserem Stall
Uns immerfort begleiten,
Und seines Bellens lauter Schall
Beweist nur, dasz wir reiten :

GÖETHE.

মোরা তুরঙ্গমী লক্ষদিকে যতই
ছুটি লক্ষ পুলক কর্ম্ম পিপাসায়,—
ধায় কুকুরগুলোর দল পিছনে ততই
ক্রোধে প্রাণপণেতে নিত্য তরজায়।
তাদের বিবরে হায়, রইতে নারে তারা,
মোদের ছুটবে পিছু ক্ষিপ্ততা-ধরমী,
নিতি তারস্বরে গর্জ্জি' হবেই সারা,
শুধু করতে প্রমাণ—মোরা তুরঙ্গমী।

Woher sind wir geboren ?
Aus Lieb.
Wie wären wir verloren ?
Ohn Lieb.
Was hilft uns überwinden ?
Die Lieb.
Kann man auch Liebe finden ?
Durch Lieb.
Was läszt nicht lange weinen ?
Die Lieb.
Was soll uns stets vereinen ?
Die Lieb.

GÖETHE.

প্রেম

কার বরে জনমি সদাই ?
—প্রেমের মিলনে।
কারে বিনা আপনা হারাই ?
—প্রেমের বিহনে।
কার মন্ত্রে বাধা হয় দূর ?
—প্রেম-সাধনায়।
কোন্ সুরে সাধি প্রেমসুর ?
—প্রেম-মূর্চ্ছনায়।
আঁখিলোর কে ত্বরা মুছায় ?
—প্রেম-বরাভয়।
বুকে বুকে বাসর জাগায় ?
—প্রেম-পরিচয়।

কালিদাস

ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-সভায় প্রতিহাররক্ষী সুনন্দা রাজকন্যাকে একে একে উপনীত রাজন্যবর্গের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করেন আর ইন্দুমতী "না" বলিয়া পরবর্ত্তী রাজার কাছে যান। অথ সুনন্দার অঙ্গরাজের মাহাত্ম্য বর্ণনা (রঘুবংশ) :

নিসর্গভিন্নাস্পদমেকসংস্থ
মস্মিন্ দ্বয়ং শ্রীশ্চ সরস্বতীশ্চ
কান্ত্যা গিরা সূনৃতয়া চ যোগ্যা
ত্বমেব কল্যাণি তয়োস্তৃতীয়া।

রহে দূরে দূরে যে-দুই ভাবিনী
এ-নৃপেরে সেই কমলা বাণী
বরিল, মোহিনী সূনৃতভাষিণী !
সাজে তোমা হ'তে তৃতীয় রাণী।

কিন্তু ইন্দুমতী এ-হেন অঙ্গরাজের পাণি প্রত্যাখ্যান করিলেন—কারণ :

অথাঙ্গরাজাদবতার্য্য চক্ষু
র্যাহীতি জন্যামবদৎ কুমারী।
নাসৌ ন কাম্যো নচ বেদ সম্যক্
দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ ॥

নামায়ে নয়ন "চল"—বালা কহে
নহে—সে দেখিতে শেখেনি ব'লে,
কাম্য ছিল না রাজা—তা-ও নহে
ভিন্ন-রুচি যে লোক ভূতলে।

কালিদাস

অতঃপর আরও কয়েকজন পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ইন্দুমতী কলিঙ্গরাজের সম্মুখে উপনীত হইলেন। তাঁহার মহিমা ব্যাখ্যানে সুনন্দা সোচ্ছ্বাসে বলিলেন :

যমাত্মনঃ সদ্মনি সন্নিকৃষ্টো
মন্দ্রধ্বনি ত্যাজিত যামতূর্য্যঃ।
প্রাসাদ-বাতায়ন দৃশ্যবীচিঃ
প্রবোধয়ত্যর্ণব এব সুপ্তম্।

যাঁর প্রাসাদের বাতায়ন-তলে
অদূরে মন্দ্র তূর্য্য স্বরে
উর্ম্মিলহরী কল উচ্ছলে
ভাঙায় নিদ্রা আদর ভরে !

তাঁহাকে ও আরো অনেককে প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্রমে ক্রমে ইন্দুমতী রঘুপুত্র অজকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহাতে সুনন্দা পরিহাস করিলেন :

তথাগতায়াং পরিহাস-পূর্ব্বং
সখ্যাং সখী বেত্রভৃদাবভাষে।
আর্য্যে ব্রজামোঽন্যত ইত্যথৈনাং
বধূরসূয়া কুটিলাং দদর্শ ॥

ব্রীড়ানতা তারে দেখি' হাসি' ধনি
কহে : "এত কেন দেরী হেথায় !
আর কারো কাছে চলো না সজনী।"
ভ্রূভঙ্গে বধূ ফিরি' তাকায়।

কালিদাস

শিশু সর্ব্বদমনকে দেখিয়া নিজের পুত্র বলিয়া চিনিতে না পারিয়া ("শকুন্তলা"য়) দুষ্মন্তের স্বগতোক্তি :

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ
রব্যক্ত বর্ণরমণীয়-বচঃ প্রবৃত্তীন্ ।
অঙ্গাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যস্তদঙ্গরজসা মলিনী ভবন্তি ॥

মরি থাকি' থাকি' দীপি'
কলিকাদশন
হাসে অকারণ সুন্দর !
শিশু কার গো এমন মনোহর !
ওই আধ আধ কথা
মুখে নাহি ফুটে,
তবু কথা ছুটে সুন্দর !
বাধ অপরূপ টুটে মনোহর !
ভবে ধন্য সে-পিতা
স্নেহকোলে যার
সন্তান তার উছসি'
উঠে গো অঙ্গ তাহার পরশি'
লইয়া নিজ অঙ্গের
ধূলিবালি রাশি
অশঙ্কে আসি' উছসি'—
জনকে দেয় কলহাসি পরশি'
আদরে পরশি' ।

কালিদাস

বিরহিণী শকুন্তলাকে দূর হইতে দেখিয়া দুষ্মন্তের খেদোক্তি :

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি

হায় ধূসর মলিন বসনে কেমনে
একবেণীধৃতা
শুদ্ধচরিতা
বিরহ আমার যাপিছে
দীর্ঘ বিরহ একেলা যাপিছে !
হেন ব্রত উপবাসে শীর্ণ আননে
আচরণ মম
অকরুণতম
স্মরিয়া কেমনে কাটিছে
তাহার দিবস কেমনে কাটিছে !

কালিদাস

নগাধিরাজ হিমালয়ের নানা গৌরব-বর্ণনা প্রসঙ্গে
(কুমার সম্ভব)

দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু
লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্ ।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে
মমত্বমুচ্চৈঃ-শিরসাং সতীব ॥

দিবাভীত গুহালীন তিমিরেরে হিমালয়
দিবাকর হ'তে করে রক্ষণ নিত্য ;
আশ্রিত সাধু-অসাধুরে দানি' বরাভয়
ভরে সম-মমতায় মহতের চিত্ত ।

গৌরীর যৌবন বর্ণনায় :

অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টে
রনাসবাখ্যং করণং মদস্য
কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং
বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে ।

অতনুর কুলহীন বাণ—নারী যৌবন,
অনামী সে-মদিরায় হিয়া চির-উন্মন ;
না-চাহিতে মন্মথ দানি' ফুলপল্লব
উমাদেহে ঝঙ্কল বসন্ত-উৎসব ।

কালিদাস

মদনভস্মানন্তর রতিবিলাপ :

রতি সহমৃতা হইবেন বলিলেন, কিন্তু বলিয়াই তাঁহার
মনে পড়িল :

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ
ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং
রমণ ত্বামনুযামি যদ্যপি ।

ক্ষণকালও রতি মদন বিহনে
ছিল প্রাণ ধরি' ধরা 'পরে,—
সহমৃতা আজি হ'লেও ভুবনে
এ-কালিমা র'বে চিরতরে ।

তবু রতি সহমরণে যাইবেন, কেন না :—

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে
প্রমদাঃ পতি-বর্ত্মগা ইতি
প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি ।

শশির অস্তে জ্যোছনা মিলায়
মেঘ বিনা কোথা দামিনী ?
জড় ত্রিভুবনও নিয়ত শিখায়
সতী—পতি-অনুগামিনী ।

কালিদাস

ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপে গৌরীকে পরীক্ষাছলে শিব নিজেই মহেশ্বরের নামে অকথ্য কুকথ্য ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি কহিলে গৌরীর রোষোক্তি : (কুমারসম্ভব)

বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং
নিষেব্যতে ভূতি-সমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ
কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ ॥

অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ ॥

তদঙ্গ-সংসর্গমবাপ্য কল্পতে
ধ্রুবং চিতা-ভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।

কালিদাস

বিপদে যে-জন খুঁজে প্রতিকার
চাহে যে বিভূতি-সিদ্ধি,—
মঙ্গল-তৃষা জাগে প্রাণে—তার,
যাচে—সে ধনসমৃদ্ধি ;
জগত যাহার আশ্রয় মাগে—
নিরাশী যে-ভব চিত্তে,—
আশা-নিরাশার ঐহিক-রাগে
তার হৃদি কভু দীপ্তে !

সম্পদ যার নাহি ত্রিভুবনে,
সম্পদ যার ভৃত্য ;—
শ্মশানে বিহরি' রহে নিজ মনে
ত্রিলোকেশ্বর—দীপ্ত ;
বাহিরে যে-হর ধরি' ভীমরূপ
অন্তরে শিব—শান্ত ;—
ত্রিলোক জানেনা তাহার স্বরূপ—
তুমি কী জানিবে ভ্রান্ত ?

জানো কি ছুঁইয়া অঙ্গ তাহার
চিতার ভস্ম নিঃস্ব
হয় পূতরজ—পরশ যাহার
যাচে এ-নিখিল বিশ্ব ?

কালিদাস

তথা হি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্ ॥

অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
প্রভিন্ন-দিগ্বারণ-বাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা
বিনিদ্র-মন্দার-রজোঽরুণাঙ্গুলী ॥

বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাত্মনা
ত্বয়ৈকমীশং প্রতি সাধু ভাষিতম্।
যমামনন্ত্যাত্মভুবোঽপি কারণং
কথং স লক্ষ্য-প্রভবো ভবিষ্যতি ॥

কালিদাস

জানো কি বিপ্র, নটরাজ যবে
করে তাণ্ডব-নৃত্য,—
দেবগণ ধরে শীর্ষে গরবে
সে দেহরজ পবিত্র ?

নিন্দিলে বলি'—"বৃষভ বাহন" !
জানো কি স্বয়ং ইন্দ্র
গজ হ'তে তার নামিয়া ধারণ
করে সে-পদারবিন্দ ?
জানো কি যখন শক্র তাহার
নমি' শির পদ বন্দে,
কেশের তাহার রাঙা মন্দার
সে-চরণ রাঙি' নন্দে ?

শুধু নিন্দকবর, হে সুজন,
একটি ক'য়েছ সত্য :
হাসিলে যখন—"জানে না ভুবন
মহেশ-জন্ম-তত্ত্ব !"
সত্য।—যাহার আদেশে প্রথম
জনম লভে স্বয়ম্ভূ—
ভুবন জানিবে তাহার জনম—
যে অনাদি—শিবশম্ভু ?

ভবভূতি

সীতা সম্বন্ধে রামের স্বগতোক্তি (উত্তর রাম চরিতে) :—

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো
রসোবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যাঃ ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ ॥

জ্বলে সে গেহে মম— লক্ষ্মীস্বরূপিণী, নয়নযুগলের অমৃতবাতি,
চন্দনেরি সম অঙ্গনন্দিনী, কান্তা জীবনের শান্তি-সাথী।
তার সে-ভুজমালা কণ্ঠে যেন রাজে— শিশির-নিরমল মুকুতা-হার,
সকলি তার আলা বিছায় চিতমাঝে, অসহ গো কেবল বিরহ তার।

সীতাকে সম্বোধন করিয়া রামের উক্তি :

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমাহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণা
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ ॥

বুঝিতে নাহি পারি সুখ বা দুখ বাজে পরাণে মোর!
মোহ বা তন্দ্রা লো! বিষ বা মদিরার ধারা অঝোর!
পরশে তব জাগে বিভল ইন্দ্রিয়ে আবেশ-সুর!...
চেতনা শিহরিয়া অমনি মূরছিত—সুধা মধুর!

ভবভূতি

সৈন্যবেষ্টিত বালক লব একাকী যুদ্ধোন্মুখ, তাহার অপরূপ বীর্য্য স ন্ধে বিদ্যাধরের বর্ণনা :

অয়ং শিশুরেককঃ সমরভারভূরিস্ফুরৎ
করালকরকন্দলীকলিতশস্ত্রজালৈর্বলৈঃ ।
ক্বণৎকনককিঙ্কিণীঝনঝনায়িতস্যন্দনৈ
রমন্দমদদুর্দ্দিনদ্বিরদবারিদৈরাবৃতঃ ॥

ক্বণিয়া অর্ব্বুদ কনক-ঝঞ্ঝনা গর্জ্জি’ স্যন্দনে বাহিনী ধায়,
বাহন কুঞ্জর জলদ-সন্নিভ মত্ত বৃংহিতে গগন ছায় ;
শস্ত্র খরসান দীপ্তি’ অনীকিনী করাল সংহার-সমর চায় ;
বেষ্টি অসহায় শিশুরে আহ্বানে—ধনু সে টঙ্কারি’ একা দাঁড়ায় ।

“মালতীমাধবে” সূত্রধার গ্রন্থকার ভবভূতি-শ্রীকণ্ঠকে দর্শকদের কাছে পরিচয় করাইয়া বলিতেছেন যে তিনি নিজের রচনা সম্বন্ধে এই গর্ব্বোক্তি করিয়াছেন :

যে কেচিদিহ নাম প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥

যাহারা আমার ললিত-সৃষ্টি বিদ্রূপভরে নিন্দি’ লভে আনন্দ—
তাদের অসার হ্রস্ব দৃষ্টি তর্পণ-তরে নহে মোর বাণী ছন্দ ;
আমি স্বপি—পরে উজ্জ্বলে যদি সুদূরের কূল কেহ মম সম-মর্ম্মী—
বুঝিবে সে মোরে ; কাল নিরবধি, পৃথ্বী বিপুল মিলিবে সমানধর্ম্মী ।

Heine

Anfangs wollt' ich fast verzagen,
Und ich glaubt, ich trug es nie :
Und ich hab' es doch getragen,—
Aber fragt mich nur nicht : wie ?

———o———

Es liegt der heisze Sommer
Auf deinen Wängelein ;
Es liegt der Winter, der kalte,
In deinem Herzchen klein.
Das wird sich bei dir ändern,
Du Vielgeliebte mein !
Der Winter wird auf den Wangen,
Der Sommer im Herzen sein.

———o———

In den Küssen, welche Lüge !
Welche Wonne in dem Schein !
Ach, wie süsz ist das Betrügen,
Süszer das Betrogensein !
Liebchen, wie du dich auch wehrest,
Weisz ich doch, was du erlaubst !
Glauben will ich, was du schwörest,
Schwören will ich, was du glaubst.

অভাবনীয়

দিয়েছিনু ছাড়ি' হাল নিরাশার ঝটিকায়
ভেবেছিনু ডুবিলেম—সে-অসহ লগনে,
সহিল···সহিল···তবু সবই—শুধু মোরে হায়,
শুধায়ো না—অসহেরে সহিলেম কেমনে !

———o———

চুক

তোর)   গাল দু'টি গ্রীষ্মের তুল লো
ভায়)   তপ্ত—গোলাপসম দীপ্ত,
শুধু)   ছোট্ট পরাণী তোর ফুল্ল
হায়)   শীত-হিম সম মধু-রিক্ত !
যায়)   উল্‌টিয়ে যদি এটা—যাক্ না,
ওলো)   পিয়ারী আমার—চির নিদয়ে !
হিম)   গাল দু'টি 'পরে তোর থাক্ না,—
রঙ্)   গ্রীষ্মের তাপুক ও-হৃদয়ে ।

———o———

ঠাট

চুম্ তোর লো নাগরী ! মিথ্যেয়-ভরা !
ঠাট তোর ঠিক্‌রায় ঠমক—সে কত !
ছল বঞ্চনা ঢং তোর মধুঝরা,
আরো মধু—আঃ—! হই বঞ্চিত যত !
লো পিয়ারি ! যতই করিস্—"না না না না"—
আমি জানি তোর আছে অনুমতি তত !
করিস্ দিব্যি যত—মোর আছে জানা—
কর্‌ব দিব্যি—তোর জানা আছে কত ?

অবিস্মৃতা

যবে ছিলে তুমি দূরে—
মম প্রাণপুরে
বাজাতে বরণ-বাঁশরী ?
আজি ফিরে-পাওয়া খনে
শুধু ভাবি মনে :
কত না সহজে পাসরি !

কবে কোন্ কিঙ্কিণী-কম্পন-সুরে
গাহিলে যে-গান—স্মৃতির মুকুরে
বিম্বি' সে-বিভা
লো নলিনী-নিভা !
ঝরালে সুবাস-বিজরি ;—

আজি বুঝিলাম সখি,
তোমারে নিরখি'
গোপনে গাহিত বাঁশরী ।

আমি ভেবেছিনু—তোরে—
লো স্বয়ম্বরে !—
ব্যবধান দেছে ভুলায়ে,
হেথা বিরহের ঘায়
মিলন-মালায়
গন্ধ রহে কি জড়ায়ে ?

আজি চকিত চমকে চরণ চপল
হারা-যৌবনে করিল উতল,
সুপ্ত জোয়ার
জাগায়ে আবার
স্বনিলে সরনী শিহরি' ;—

বুঝি জাগর-লগনে
স্বপন স্বননে
বাজাতে গো ভোলা বাঁশরী ?

গজল্ *

দরিয়াসে হুবাব কহে ইয়ে সদা : "তু
ঔর নহি ময় ঔর নহি ;
মুঝকো ন সমঝ্ অপ্‌নেসে জুদা—তু
ঔর নহি ময় ঔর নহি।"

গুন্‌চা যো চমন্‌মে সুবো খিলা—তব্
কানমে গুলসে য়ে কহনে লগা :
"আজ য়ে উগ্‌দা মুঝপে খুলা—তু
ঔর নহি ময় ঔর নহি।"

হয় তেরি জাত্‌সে মেরি বকা—হো
যাউ অভি ময় তুঝ্‌মে ফণা ;
বন্দা হুঁ তেরা অয় বারে খোদা—তু
ঔর নহি—ময় ঔর নহি।

সম্‌ঝা হয় কিসে তু গৈর বতা
অপ্‌নে রুএ জেবাকো তু ন ছুপা :
পর্‌দেকো উঠা জরা সাম্‌নে আ—তু
ঔর নহি ময় ঔর নহি।

অভিন্ন

সিন্ধু শীকর গায় : "হে সাগর,
আমরা দোঁহে ভিন্ন নই ;
তোমার প্রেমের রঙ্গে ঢেউয়ের
সঙ্গে বাঁধা নিত্য রই।"

কইল কলি নয়ন মেলি' :
"ওগো গোলাপ—ফুল্লদল !
তুমি আমি দিবস-যামী
এক পরাগই বক্ষে বই।"

তোমার রসে রং-রভসে
আজ উছসে চিত্ত মোর
সুকূলে আমার যে-চেতনায়
চাই দিতে তায় ডুব অথই।

সৃষ্টি বিলায় একই লীলায়
ফুট ও অফুট ছন্দ সুর,
আড়াল খানি লও মা টানি',
মিলন দানি' বরাভয়ী !

* গ = উর্দ্দু Guttural গ। জ = ইংরাজী Z। ক = উর্দ্দু Guttural ক।

গজল্

মেরে দিল্‌মে দিল্‌কো পিয়ারা
হয়, মগর্ মিল্‌তা নহি।
চষ্‌মোমে উস্‌কা নজারা
হয়, মগর্ মিল্‌তা নহি।

ঢুঁঢ়্‌তা ফিরতা হুঁ উস্‌কো
দর বদর ঔর কু—বকু,
হর জগহ্ রো আশকারা
হয় মগর মিল্‌তা নহি।

মেরে দিল্‌মে রোহি খেলে
ঔর খিলারে মুঝকো রো
ঘরমে দুল্‌হন্‌কা দুল্‌হারা
হয় মগর্ মিলতা নহি।

ক্যা করে কুছ্ বস্ নহি
অন্‌দর যহাঁ লাচার হয়
বজ্‌মমে দিল্‌বর হমারা
হয়, মগর মিল্‌তা নহি।

চির-গোপন

অন্তরে মোর রয় সে প্রিয়
তায় তবু হায় মিল্‌ল কই?
নয়নতারায় রাজে—নয়ন
দেখ্‌তে সে তায় শিখ্‌ল কই?

ঢুঁড়্‌হু দিবস-রাতি সারা
বিশ্বে চিরসাথী-হারা;—
সব দেউলে তার প্রতিমা—
প্রাণ প্রতিমায় দীপ্‌ল কই?

লুকিয়ে প্রেমের দীপ্ত ঝুরি
ঝরিয়ে করে চিত্ত চুরি;—
গহন হিয়ায় রয় মনচোর—
মন তবু তায় চিন্‌ল কই?

ভোর কি আমার হবে নিশা?
রইবে কি নীরবে দিশা?
নিখিল ঘেরি' রয় সে-প্রিয়—
তায় তবু হায় মিল্‌ল কই?

কবীর

জিন কে হৃদিমে সিরি রাম রসে—
উন সাধন ঔর কিয়ে ন কিয়ে!
জিন সন্ত চরণ রজকো পরসা—
উন তীরথ-নীর পিয়ে ন পিয়ে!
সব ভূত-দয়া জিনকে চিত্তমে—
উন কোটন দান দিয়ে ন দিয়ে!
নিত রামরূপ জো ধ্যান ধরে
উন রাম নামন লিয়ে ন লিয়ে!

কী আসে যায়?—

কৃষ্ণ যাহার ঝঙ্কারে হৃদে মিলন স্বরে—
কী আসে যায় সে সাধন-ভজন যদি না করে?
শরণ লয় যে প্রেমভরে সাধু-চরণ 'পরে—
কী আসে যায় সে তীর্থ-সলিল যদি না বরে?
নিখিল জীবের প্রতি দয়া যার পরাণে ঝরে—
কী আসে যায় সে কোটি কোটি যদি নাহি বিতরে?
শ্যামলের রূপ যে-জন সতত ধেয়ানে ধরে—
কী আসে যায় সে নাম জপে যদি নাহি শিহরে?

মীরাবাঈ

সুনি ময় হরি-আবন্‌কি' আবাজ।
মহল চঢ়ি চঢ়ি যাউঁ মোরি সজনি
কব্ আবে মহারাজ॥
দাদুর মোর পপিহা বোলৈঁ
কোয়েল মধুরৈ সাজ।
গরজে বাদররা মেঘা বোলৈঁ
দামিন্ ছোড়ি লাজ॥
ধরতি রূপ নবা নবা ধরিয়া
পিয়া-মিলনকি কাজ।
মীরাকি চিত ধীরা ন মানৈ
বেগ মিলো মহারাজ॥

আগমনী

শুনি সখী ঐ শ্যামলের আগমনী।
ঐ বুঝি মোর আসে চিত-চোর
রাজরাজ নীলমণি॥
নাচে শিখী মেলি' বর্হ, পাপিয়া—
পিক গাহে মূরছনি'।
ফেলে গুণ্ঠন দামিনী খুলিয়া,—
মেঘ উঠে গরজনি'॥
তরঙ্গে ধরা নব রূপে গানে
প্রিয়ের মিলন ধ্বনি'।
মীরার চিত না ধৈরয মানে
এসো ত্বরা নীলমণি॥

রূপান্তর

Talent alone cannot make a writer. There must be a man behind the book : a personality which, by birth and quality is pledged to the doctrines there set forth and which exists to see and state things so and not otherwise.

.........EMERSON.

শুধু মনীষার মালা ?
তাহে কোথা সৃষ্টি আলা,—
কোথা রূপরেখা ?

রূপের নেপথ্যে যদি
মালাকর নিরবধি
নাহি দেয় দেখা ?

স্রষ্টার মূর্চ্ছনা-মণি
জীবনে তাহার খনি'
উঠে ধ্যান-পুটে :

তার নিষ্ঠা-আরাধনা-
ডোরে হ'লে স্বপ্ন বোনা
তবে ফুল ফুটে ।

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীঅরবিন্দ চরণে—

কত পথ অতিক্রমি' গেছ গুরু ভাবি'—নমি
চরণে তোমার ভক্তিভরে ;
যবে হৃদে মেঘ লুটে তব সূর্য্য স্মরি' ফুটে
নবোদয়-ভরসা অন্তরে।
মলিন ধূলিকা নিত্য করে চিত্ত গ্লানি-তিক্ত,
ফুল্লমালা হয় সূত্রসার ;—
থামে গতি, নামে নিশা,— মিলে না তো লক্ষ্য-দিশা
পঞ্জরের পিঞ্জর-মাঝার ;—
ঊর্দ্ধ-রশ্মি হয় ম্লান, ক্ষোভে করি খান খান
মরমের নিগূঢ় নির্দ্দেশ ;—
সে-ক্ষণে তোমার দীপ্তি ঝরায় প্রত্যয়-তৃপ্তি,—
দানি' তব নীলিমা-উদ্দেশ।
যে-পথে কণ্টক ব্যথা সর্ব্ব আলো-সার্থকতা
করে ব্যর্থ তীক্ষ্ণ বেদনায় ;—
যে-পথে শৈবাল-পঙ্ক রোধে নদী কলশঙ্খ
অমল তরঙ্গে আবিলায় ;—
যে-পথে সঙ্কটবৃষ্টি ঢালে লক্ষ অনাসৃষ্টি
সৃজি' নিরাশার বিভীষিকা ;—
সে-পথে মরুভূ ধূ ধূ পরে তব বরে শুধু
ভালে ফুল-বৈজয়ন্তী-টীকা।

পিপাসায় 'কাঙ্ক্ষি' যারে না মিলিলে অশ্রুধারে
তিতি' ধরা করি হায় হায়!
"কত কী পাবার ছিল! অর্দ্ধপথে কে হরিল?—"
মুহ্যমান্ পরাণ শুধায় :

সে-ক্ষণে দ্যুমণি তব বিনাশি' ত্রিযামা নব
প্রভাতীর বাজায় বাঁশরী ;
"যাহারে হারাও আজি মৃত্যুহীন রূপে সাজি'
দিবে দেখা"—গাহে সে-অমরী।
"দিবে দেখা?—হায়! কবে?" পুছি যেই,—বজ্ররবে
কালো গরজায় আলো দুরি',—
সে-ক্ষণে শিখর তব ধ্বান্তে করে পরাভব
স্বনি' অভ্রচুম্বী জ্যোতিতূরী।
সে-শৃঙ্গে বাজাও বাঁশি : কাঁটা দলি' পুষ্পহাসি
ফুটায়েছ প্রাণ মধুকোষে—
জীবনের সর্ব্বনাশে রূপান্তরি' প্রেমোচ্ছ্বাসে
দীপ্যমান্ শাশ্বত সন্তোষে।
সাধনে জেনেছ তুমি কোন্ কল্পতরু চুমি'
ধূলিকণা হয় স্বর্গফুল,
কী সে মন্ত্র—যার বরে অয়সে স্বর্ণিমা ক্ষরে,
আঁখিজলে ফুটে তারাফুল।

শ্রান্ত জীবনের পথে যেদিন পুষ্পকরথে
নামে গুরু, তব অরুণিমা,—
সে-মাহেন্দ্র সন্ধিলগ্নে কত না আদরে যত্নে
বিছাও উদয়-মধুরিমা।
তোমারে চিনেছি প্রাণে তাই দৈববাণী কানে
পরিচিত মন্ত্রে ঘোষে ভেরী ;
যবে তব পদধূলি গর্ব্বে লই শিরে তুলি'—
অন্তরাগে আগমনী হেরি।

তব কোজাগর সাজে   লুকায় ম্লানিমা লাজে
পাষাণেও বহে নির্ঝরিণী ;
তোমার ময়ূখ-কান্তি   ঘুচায় কুহেলি-ভ্রান্তি
প্রভঞ্জনে রণিয়া কিঙ্কিণী ।
তোমার মলয়-গন্ধে   প্রবাহে মন্থর ছন্দে
চিত্তকুঞ্জে সুপ্ত শ্যামলতা ;
তব চরণারবিন্দ   বন্দি' শুনি সে-অনিন্দ্য
পরাগের কানে-কানে কথা ।
তব রূপভেলা বাহি'   অরূপ বেলায় চাহি
উত্তরিতে—নিহিত নির্ভরে ;
তব শুভাশীষে নিতি   তরি ক্ষুব্ধ অম্বুনিধি,
তব ধ্রুবতারা আলো ধরে ।

স্বল্প-দৃষ্টি মুগ্ধ নর   মদভরে নিরন্তর
কহে গুরু-দীক্ষা সে না চায় ;
রত্নাকরে পায়ে ঠেলে   তৃপ্ত সে গোষ্পদ পেলে,—
এ কী প্রহেলিকা—বল, হায় !
ডাকিছে অলখ বীণা   অন্তরে অন্তরলীনা
তাহারে সে শুনিতে না চাহে ;
আপনার আঁখি-ঠুলি   বারেকো না ল'বে খুলি'
আঁধা-হ্রদে নন্দি' অবগাহে ।
সংশয়-তুফানে আশা   ডুবে, নিভে তারাভাষা
তবু সে না প্রার্থিবে পরাণে
তব বরাভয় বাণী ;   রহিবে সে-অভিমানী
আঁকড়িয়া অন্ধ অভিমানে ।
স্তব্ধ পুঁথি-পাতে চায়   চিন্ময় স্পন্দন-ভায় !
চিরন্তনে—আকস্মিক মাঝে ;
জীবন্তে সে নাহি যাচে   ধায় হর্ষে তারি পাছে
যেথা বিজ্ঞ বচন বিরাজে ।
অহঙ্কারে নাহি মানে—   গুরুরূপে সদা প্রাণে
প্রাণাতীত উঠেন ধ্বনিয়া,
প্রদীপ্ত অমরা-বাণী   ব্যঙ্গভরে অবমানি'
দিশারীরে চলে সে হেলিয়া ।

গুরুবাদী তোমা ঘেরি'   গাহে স্তব, নিত্য হেরি'
তোমার মুকুরে তাঁর ছায়া ;
হৃদয়ের ধূপাধারে   পূজা রচি' বারে বারে
তিলে তিলে গড়ে স্বপ্নকায়া ।
বলে না সে—"ইন্দ্রধনু   ক্ষণিকের ছায়াতনু,
রূপায়ণ সকলি অসার",
বলে না সে—"রেখা-কায়া   ক্ষণধ্বংসী মিথ্যা মায়া,
বৈদেহী কি খুঁজে দেহাগার ?"
বর্ণ-ডোরে মালা গাঁথি'   হয় বর্ণাতীত-সাথী
নিত্য-নব বাসর-মিলনে ;
আরাধিত প্রতিমায়   নিত্য-নব ছন্দে পায়
জাগরণে শয়নে স্বপনে ।
জানে সে—তোমার হাসি   সর্ব্ব ঊষরতা নাশি'
অলক্ষ্যে বহায় সুধাধারা ;
মরত প্রেমের থালে   অমর্ত্ত্য আরতি জ্বালে
যা'র লাগি' বিশ্ব আত্মহারা ।
সান্ত জল-কণা-ছন্দে   বিন্দুরে সে নাহি বন্দে
সিন্ধু শুধু হিয়া তার ভরে ;
পল্বলে সান্ত্বনা নদী   যাচে কবে ? নিরবধি
তৃষা তার অসীমার তরে !

—স্নেহধন্য দিলীপ ।

Dedication

To "Mother":

I bow to thee, O Guru! How arduous is the path that you have trod:

When the soul is clouded, it is your sun that radiates the new dawn—of hope:

When the sterile heat of diffidence sears the heart:

When the fresh garland of adoration fades into a loveless string:

When the rush of hope is arrested and the night of doubt closes in:

When the vision of the Far-off seems a fatuity to the inner heart, imprisoned in its skeleton-cage:

When the ray from aloft becomes wan and the soul's secret urge is broken to pieces by mortification:

In that hour your starry effulgence sheds the certitude of faith with the harmonies of your azure expanse of attainment.

When, in the pain of an unquenched thirst, tears of regret inundate the earth:

When the heavy-laden soul asks who robbed it midway of all that it was to achieve:

In that moment your sun vanquishes the night and awakes the flute-music of a new sunrise.

And the immortal herald sings: "All that you forfeit today shall flash forth hereafter in deathless hues".

"But when,—O when?" I ask,—for masses of anguished darkness hurl along chasing away the last traces of light!

In that hour your summit defeats the gloom by the bugle-blare of its cloud-kissing light.

And your clarion sings from the summit : "I have triumphed over the desert to bear the laughter of blossoms in the secret chalice of the heart :

"I have transformed the wreck of life with the ecstasy of love and attained the Realisation :

"I have known the talisman that can transmute earthly mire into the fruit of paradise :

"I have discovered the alchemy that kindles lead into gold :

"I have known the rain-bow glister that makes tear-drops gleam like starry pearls".

In the path where thorns and weeds crowd out flowery fulfilment :

In the path where muddy moss stops the conch-music of the river polluting its crystal currents :

In the path where the legion menaces of Danger create the night-mare of despair :

In that path, O Guru, by the gift of your grace, the bleak brow of the desert shines with the flowers of victory.

In life's weary journey, O Guru, when your Dawn-Goddess descends in her elysian chariot,

She deluges the heart's meadows with the fiery flood of your snow-white nectar ;

And the oracle of heavenly prophecy sounds like a familiar trumpet,

And I glimpse the advent of a new harmony in the passing away of the old.

At the touch of your boon-giving smile pallid dejection hides in shame and cascades spring forth on the driest rock.

And the dash of your sunbeams slays misty uncertainties and their anklets of joy ring in the dust of the storm-winds.

The voice of your fragrant zephyr rouses the sleeping verdure in the subterranean arbour of the soul.

And impregnated with the lotus-pollens of your message the heart breaks forth into immaculate buds of whispering worship.

In the boat of your beauteous form I aspire, in an abiding faith, to row across to the shore of the formless,

And with the compass of your blessing I cross the raging sea—the polestar of your peace lighting the voyage.

Vain Man—with his limited vision boasts in ignorance that he wants no initiation from a Guru.

He ignores the sea and is content with a stagnant pool—an enigma indeed !

The unseen vina calls to him from the depth of his heart, but he will not hear !

He will not put off the bandage from his eyes, but joyously bathes in the slimy quagmire of darkness !

The surging waves of doubt drown his hope, the voice of the stars is extinguished—yet he will not pray for your life-giving message.

He clings, in his limited vision, to blind inordinate pride.

He seeks for the throbbing irradiation of consciousness in the pages dead books ;

He looks for the eternal in the ephemeral and the accidental.

He thirsts not for what glows with life, but runs in joy to embrace the sterilities of learning.

In his vanity he will not see that the One beyond life flowers in life in the person of the Guru.

He insults the luminous call of the Empyrean and wanders in aloof contempt of the Supreme Guide.

রূপান্তর

The Guruvadi sings his hymn round you, O Guru, seeing daily the shadow of the Impersonal in the mirror of your Personality.

He seeks to worship you again and again in the temple of his soul to fashion in himself ever more faithfully the image of your perfection.

He says not that the rainbow is the shadow-form of a moment, nor that all forms are undivine.

He says not that all embodiments must needs be transient and chimerical because the incorporeal could never seek a finite mansion.

He weaves his vari-coloured garland to wed in ever-new ways the One beyond all colours.

He touches his adored image in ever-new rhythms in sleep and dream and wakefulness.

He knows that your smile, O Guru, cures all sterility and makes the stream of nectar flow unseen.

In the fane of his earthly love he lights all the candles of heavenly worship—the worship for which the universe is hungry.

He adores not the atom in the rhythm of a water-drop, for none but the infinite can satisfy his soul.

The river thirsts not after the lake but only after the limitless ocean.

DILIP.



রূপান্তর

রূপান্তর

জেনেছি জীবনে সবে যারে বলে প্রেমের পীযূষ ছায়া-অতৃপ্তি,
জেনেছি তাহার কল-উল্লাসী নির্ঝরগতি উছল-দীপ্তি ;—
জানিলাম যবে তোমারে মা ভবে—বুঝিলাম ছিল কোথায় সুপ্ত—
প্রাণমূলে খল প্রতারণা ছল আত্মআদর বচনমুগ্ধ ।
ভেবেছি বিজনে—ছিল এ-জীবনে আপনা-বিলানো প্রেম উপাস্য,
বাস্তব ঘাতে ভেঙেছে স্বপন—নিভেছে মোহন বিজলী-লাস্য ।
কহিয়াছি : "চাই প্রেমের সদাই ইন্দ্রধনু-পবিত্র বর্ণ",
গোপনে চেয়েছি প্রতিদান-সুখ,—নহে বিশুদ্ধ দানের স্বর্ণ !
প'ড়ে গেল ধরা নিকষে তোমার যত খাদ মোর—আলেয়া-ভ্রান্তি,
চ্ছুরিল আভাষ প্রেম কারে বলে—ঝলকিল যবে মা তব কান্তি ।

জেনেছি জীবনে সবে যারে বলে শিল্পের কম চমক-গন্ধ
জেনেছি তাহার কীর্ত্তি উড্ডান ক্ষণ-লীয়মান চপল ছন্দ ;
জানিলাম যবে তোমারে মা ভবে—বুঝিলাম ছিল কোথায় গুপ্ত
অন্তরতলে সৃষ্টির ছলে লেলিহ রসনা লালসা-লুব্ধ !
প্রেরণার হল-ফলকে ভেবেছি—করিব স্নিগ্ধ সুষমা-কৃষ্টি
স্বর্গের বীজ রহিল বন্ধ্যা—গরব-গগনে কোথা মা বৃষ্টি ?
শ্লাঘাভরে ঘোর ঘোষিয়াছি : "মোর রয়েছে নয়ন স্বচ্ছ—মুক্ত !"
দেখেও দেখিনি ত্রিদিব-রাগিণী পদে পদে মোর হ'য়েছে ক্ষুব্ধ !

রূপান্তর

তব অমলিন মুরতি যেদিন ভাতিল সেদিন হ'ল মা শিক্ষা :
প্রতিষ্ঠাকুতি উদগ্র যার নাহি কভু তার শিল্পদীক্ষা।

জেনেছি কাহারে বলে অভীপ্সা, বলে অভিসার—উর্দ্ধমন্ত্র,
ভেবেছি শুধুই স্বপেছি স্বপন তারকাছন্দ অলকামন্দ্র ;
জানিলাম যবে তোমারে মা ভবে—প'ড়ে গেল ধরা চর্ম্মচক্ষে
কোথা যে লুকায়ে ছিল বঞ্চনা নটভঙ্গিমা নিহিত বক্ষে।
প্রতিপদে যবে গেয়েছি সরবে : "অনাগত কোন্ বাণীরে বন্দি'
ভগীরথ-সম আহ্বানিব মা ধরা-সনে রচি' স্বর্গ-সন্ধি।"
আরাধ্য আলো নামিলে—চেয়েছি নন্দিতে যবে স্বপ্নাদর্শে—
বার বার হায়, মন্দার-দল মুদিয়াছে মোর বাসনাস্পর্শে।
তোমারে হেরিয়া বুঝেছি—ঘেরিয়া ছিল মোরে কী তমস্বী দর্পে,
ত্যাগেরে বরণ করিবার ছলে দিয়েছি কোল আসঙ্গ-সর্পে।

করি না ঘোষণা ছন্দোবন্ধে—"লয়েছি জানিয়া পরম সত্যে",
কহি না স্পর্দ্ধি'—"পড়িব না কভু পুন চাতুরীর ক্রূর আবর্ত্তে।"
সত্যের পথ নহে তো সুগম, কুসুমাস্তৃত—সহজ লভ্য,—
ফাটে নিতি কত ছায়াকন্দর—দংষ্ট্রাকরাল ব্যাদিতগর্ভ!
পদে পদে লভি আপনার সাথে নব-পরিচয়—নহে তা নিত্য
প্রাণারাম, স্বাদু, যেমনটি-চাই, দিব্যগন্ধী, মলয়-দিগ্ধ।
শুধু এ-হিয়ার উপছি' দুকূল বহে সুবিপুল দীপ্রগর্ব্ব :
তুই আবাহনি' নিলি মা-জননী কোলে তোর আজি ক্ষমিয়া সর্ব্ব

মানবতা মোর, লক্ষ অশুচি পঙ্ক কালিমা—হ'য়েছে পূর্ণ
সব ক্ষতি তাই ও-প্রেম পাথেয়ে দূরে গেছে যত তিমির তূর্ণ।

আজি এ-হৃদয় গেয়ে ওঠে গান : "পেয়েছি পেয়েছি বাঁধন-মুক্তি!"
মুছে যায় কালো যবে তুমি ঢালো বরাভয়-ধারা—তর্ক যুক্তি
শঙ্কা ক্লান্তি লভেছে শান্তি!—এ কী রোমাঞ্চ, এ কী মাধুর্য্য
কাঁপি' তৃণ হ'তে ছায় ছায়াপথে ধমনীতে বাজে বিজয়-তূর্য্য।
নাহি গণি আর সীমা-কারাগার, যুগপুঞ্জিত ক্লৈব্য দৈন্য,
রক্তবীজের সম এ রক্তে জাগে নারায়ণী আলোক-সৈন্য ;
সেই অভিযানে শিহরে মা প্রাণে নব প্রত্যয় শ্রদ্ধা পুণ্য :
যে-ধরায় হেন অনবগুণ্ঠা নেমেছে দীপ্তি সে নহে শূন্য।
দিঠি হাসি যার আশার-আসার নমি' পায়ে তার কত যে গর্ব্ব!—
যার কৃপাবরে ধূলামুঠি করে স্বর্ণমুঠির মহিমা খর্ব্ব!

আজি মা নেত্র হেরে নব আলো প্রেমে অভিসারে ত্যাগে আদর্শে,
নব যুগরবি হৃদি-দিগন্তে উঁকি দেয় নব স্বপ্ন-হর্ষে!
ভূলোকে স্বনিয়া দ্যুলোক মুরলী করিলি মানব-জনম ধন্য!
স্পর্শমণির স্পর্শে মা তোর অয়স্ লভিল হীরক-বর্ণ!...

অভিনয়

কেন) চিতশাখে তব ডাকে
ফুল সদা ফুটে না ?—
সদা) নদীপথে এ-মরতে
বানধারা ছুটে না ?

বল) হে দয়িত, পরিচিত-
চির তুমি গো যদি,—
কেন) চেনা-সুর ও-নূপুর
হৃদে রণি' উঠে না ?

ও গো) এ কী রীতি তব নিতি
নিঠুর এ কী খেলা ?—
দিলে) শতধারে আপনারে
আড়াল তো টুটে না !

বুঝি) প্রাণে চাই নাকো—তাই
পথে পুরে না ক্ষতি ?
হায়) অভিনয়ে নহে নহে
পাথেয় তো জুটে না !

মোর) চাওয়া-মাঝে যে গো রাজে
অভিনয়-চাতুরী,
ছলে) খুঁজি নিতি স্তুতি-গীতি
তাই ফুল ফুটে না !

প্রাণসাধনায়

প্রেমে বরণ না করিলে মা, প্রাণসাধনায়
তুমি মিটাবে কেমনে তৃষা অঝোর-ধারায় ?

যদি মেলি' আঁখি তব তরে
কভু এ-জীবন ভরে,
কিরণটি ছুঁতে-ছুঁতে চকিতে লুকায়,
সে যে চাহি নি' তোমারে বলি' প্রাণসাধনায় ।

মোরা হৃদে না তোমারে বরি'
বাহি' প্রেমহীন তরী
চাহি পেতে তোমারে মা, এড়ায়ে কাঁটায়,
যারে মিলে শুধু কাঁটাপথে—প্রাণসাধনায় ।

নাহি নীরবিলে কলরব
দীপালি-মদিরোৎসব—
তোমার পরশখানি ফোটে না যে কায়
যারে মিলে শুধু ঘরছাড়া প্রাণসাধনায় ।

না না তব আশাপথ চেয়ে
যাব তরীখানি বেয়ে
ধ্রুবতারা নাহি যদি জ্বলে মা উষায়
ঝলি' উদিবে নিশিতিমিরে প্রাণসাধনায় ।

পলকেতে হয় অতিকায়

তুচ্ছেরে চাহি গণিতে তুচ্ছ
        পলকেতে হয় অতিকায়,
প্রাবনের সম ছাপি' ধরিত্রী গরজায়।
দ্রুত গড়ি' তুলে দানবীয় মায়া
নভোবিদ্রোহী প্রাচীরের কায়া
নয়নের পাশে কালো হ'য়ে আসে
        জ্যোতিরুচ্ছল ছন্দ,—
মেঘ ছেয়ে আসে প্রাণাকাশে নিরানন্দ।

রুন্দি' চিত্ত মহীরুহ নিভ
        শত শাখাবাহু বাড়ায়ে
ডাকে বাঞ্ছিত দুর্লভে,—মাটি কাটারে
বিথারিতে নাহি পারে অম্বরে
পৃথ্বী-নিগড়ে মাথা কুটি' মরে
বারবার, তার নীলিমা-দুরাশা
        পড়ে নুয়ে প্রতি পলকে ;
কেন ?—উত্তরে বিদ্রূপ শুধু ঝলকে !

কালি যে-কলিকা গন্ধ বিলায়ে
        ক'রেছিল ধরা সরসা,—
কোন্ সুগুপ্ত তক্ষক-বিষে সহসা
গেল ঝ'রে আজি লালিমা তাহার ?
কোথা কাল-নাগ ? দিশা নাহি তার !
কখন যে আলো-কবচ পরিতে
        গিয়েছিল ফুল ভুলিয়া,—
দংশিল ক্রূর আঁধারের ফণা ছলিয়া !

ক্ষোভের ছদ্ম অভিমানে বিষ
        পীযূষের সম মনে হয় !
এ কী উপহাস !—লভে থাকি' থাকি' পরাজয়
        চিৎপদ্মের মধুবৈভব
গরলের পাশে ! ছায়া-গৌরব
কায়ারে আবরে !···দূর দিগন্তে
        এতটুক মেঘখানি ওই···
দেখিতে দেখিতে তপনেরো 'পরে হয় জয়ী !

মা না—বুঝি তব করুণা-নিছনি
        কত অপরূপ বুঝাতে—
ক্ষণে ক্ষণে চাহো মেঘের আড়ালে লুকাতে ?
মৃত ফুলদলে পুন প্রাণ দিতে,
ঝরার বিষাদ নাশি' বিঘোষিতে
চাহো বিকাশের কীর্ত্তি তোমার ?
        তাই বুঝি রহি' রহি' মা,
অস্ত-অচলে গুণ্ঠ' উদয়-গরিমা ?

অথবা মা যেই ম্লানিমা-রাগিণী
        ধুপছায়া তালে বাজালে,
তারি অঞ্জনে দৃষ্টিরে মম জাগালে ?
তব মূরতির যে-ছবি ফুটালে
কত যে পেলব !—এ-ছলে শিখালে,
অর্চ্চিতে হয় প্রাণমন্দিরে
        তারে কত পূজা-যতনে !
ধূলিকণা হ'তে আগুলিয়া প্রতি চরণে !

প্রতি পদে পাই—হেলায় হারাই
        পরে ক্ষোভে তোমা দূষি মা !
ফাঁদে পা বাড়াই—বন্দী হইলে রুষি মা !
বিষ-বিটপীরে রোপি' আনমনে
অমৃত-ফল না ফলিলে রোদনে
লুটাই,—তবুও শিখি না তুচ্ছ
        নহে কো তুচ্ছ সাধনায়,
মিথ্যার বীজ পলকেতে হয় অতিকায় !

মৃদুল

মাগো সুরখানি তোর এতই মৃদুল !—একটু কোলাহলে
ডুবে যায় সহসা ডাকটুকু তার অশ্রুত অতলে।
সদা শুন্‌তে সে-সুর পরাণকাড়া
না চাই যদি—হয় সে হারা—
হাটের কলরবে যেমন বাঁশির মূরছন ;
ফুটে নীরবতার অন্তরে তোর গহীর আবাহন।

মাগো কী পলাতক চাউনিটি তোর ! একটুও আন্‌মনা
হায় হ'লেই নিভে যায় কি আলো !—হয়না জানাশোনা,
তোর ঐ নয়নপাতে যখন সুখী
চিত্তবনের সূর্য্যমুখী
মঞ্জরি' তার দলগুলি চায় ঊর্দ্ধলোকের পানে,—
হই বঞ্চিত কি সেই নিমেষেই বিকাশ-বরদানে !

তোর ঐ পরশটি মা, এতই পেলব,—উজাড়ি' প্রাণমন
দিতে হয় যদি ভুল পায়—যবে তোর করি আরাধন,
তারে পেতে-পেতে হয় না পাওয়া
আধপথে তার হারিয়ে-যাওয়া
বাজায় বিদায়-বিসর্জ্জনী আগমনীর বায় ;
উষার অমল হাসি ফোটার মুখেই নামে সাঁঝের-ছায়।

মোরা আশায় থাকি জোর ক'রে মা পাত্‌বি তোর আসন,
ভাবি: রাজবে বিমুখ উষর হৃদে প্রেমের বৃন্দাবন !
যেন শূন্য ধূপ-আরতির ছলে
প্রেম মিলে মা মর্ম্মতলে,
হেলায় যদি রয় তোরে হায় ভুলে মনপ্রাণ
কাটি' বিস্মরণের সে-আঁধিয়ার জলে কি আহ্বান ?

মোরা ভাবি মা—তোর রীতিনীতি বুঝি মোদের মত,
মোদের গানের স্তবে তাই তো বেসুর বাজে অবিরত !
ভুলি : আপ্‌না হ'তে চাইলে পরে
তবেই মা তোর পীযূষ ঝরে,
কান পেতে যে না শোনে তায় পাশ কাটিয়ে চলি'
তুই লুকাস্ ত্বরিৎ যেমন লুকায় বারিদে বিজলী।

মাগো চিন্‌ব কবে ঐ ভাষা তোর ?—জান্‌ব হেথায় কবে—
যে তোর দানের বাণী ঘোষে না হায় কভু অট্টরবে ?
আমি শিখ্‌ব কবে করপুটে
হৃদ্‌খানি মোর দিতে লুটে
সঙ্গোপনে ?—হ'বি কবে প্রাণের মধ্যমণি ?
কবে প্রতিপদে শুন্‌ব মা তোর মৃদুল চরণধ্বনি ?

Sa Douceur ! *

(1)

O la douceur de ton accent, Mère chérie !

Le moindre bruit le fait perdre—le fait perdre au plus profond de l'abîme, pour ne jamais plus l'entendre.

O cet accent, qui pénètre le coeur jusq'à son plus intime secret !...

Mais si jamais je suis las de l'écouter, il s'évanouit—il s'évanouit comme une note frêle dans le grand tumulte de la foire.

Seul le silence épanouit ton appel, douce Mère chérie !

(2)

O le regard discret, fuyant de tes yeux, Mère !

Sa lumière disparaît, et je ne sens plus rien de ta présence, quand le moindre oubli vient égarer mon esprit.

Au moment où mon coeur ouvre ses pétales aux caresses de son Soleil, et, plein de joie, s'apprête à tourner son regard vers d'autres cieux......

Elle ne s'y trouve plus, hélas ! la grace que verse ton sourire radieux !

(3)

O la magie de ton toucher, Ma Mère !

Le connaître et pourtant oublier de le chérir, de tout coeur et de toute âme,

C'est avoir un trésor et ne pas le garder, c'est le porter un moment pour le perdre aussitôt......

Tel parfois le Départ qui sonne, alors qu'on devrait entendre le chant de l'Arrivée,

Tel l'ombre du soir qui descend avant que l'aube soit levé !

---

* "মৃদুল" কবিতার অনুবাদ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত কৃত।

(4)

Tes enfants, Mère, vivent dans l'espérance que tu forceras le coeur même le plus endurci, et qu'au sein d'un désert stérile tu feras fleurir un jardin du Paradis.

Oui, il s'éveillera ce coeur au toucher des rayons qu'émane ta Présence, O Lumière de la lumière !

Si même nous manquons de chanter ta glorieuse bienvenue,

A travers les plus épaisses ténèbres d'oubli, ton appel resplendira jusqu'à nous !

(5)

Nous croyons encore, Mère, que tes habitudes sont pareilles aux notres :

N'est-ce pas pour cela que toutes les louanges que je formule pour toi sonnent toujours si creuses et si fausses ?

Nous oublions que seul lorsque l'âme en a vraiment envie, l'Amour coule de ton sein.

Mais celui qui ne prête point son ouïe pour t'écouter, tu t'éloignes de lui et disparais sans t'attarder—comme l'éclair qui s'évanouit derriére le nuage.

(6)

Mère, Mère ! Quand connaîtrons-nous ce langage qui est le Tien ?

Quand reconnaîtrons-nous ta voix—oh, ce don génereux de Toi-même-qui ne s'elève jamais dans le tumulte ?

Quand saurons-nous saisir notre coeur à deux mains et le jeter tout entier en offrande dans l'alcôve secrète d'un parfait recueillement ?

Quand, oh quand sentirons-nous, Mère, que tu es le coeur de notre coeur ?

Quand entendrons-nous à chaque pas le silence de ton pas qui s'avance ?

নেপথ্যে বাঁশরী—সর্ব্বনাশা !

নেপথ্য-বাঁশরী ওগো ! অকূলের ডাক তব ভবে কূলকামী শুনিবে কেমনে ?
যে-আহ্বানে তার দীন সঞ্চয়েরে বিসর্জ্জিতে হবে,— তাহে সাড়া দেয় কি কৃপণে ?
স্পন্দিত আহ্বানে তব কাঁপে দুরু দুরু মর হিয়া, সান্ত যার আকাঙ্ক্ষা-পরিধি
সে হেরিবে স্বপ্ন অনন্তের ?—ক্ষুদ্র কক্ষে প্রদক্ষিয়া ক্ষুদ্র গৃহ তৃপ্ত যার হৃদি !

রচে বুদ্ধি যুক্তি-উর্ণা, কহে : "ওর নিগূঢ় নির্দ্দেশ যারে কহ, সে আলেয়া-মায়া।"
হায় দিব্যজ্ঞানে যার পড়ে খসি' শৃঙ্খল অশেষ সেই শুধু অবাস্তব—ছায়া—
আর সবই সত্য ?—যেই অনাগত বার্ত্তা বাসো ভালো অয়ি সর্ব্বহারা কল্লোলিনী !
সে-নর্ম্মশিঞ্জনে মর্ম্মে স্ফুরৎকম্পনে এ কী ঢালো ঘরছাড়া সুধা উন্মাদিনী !"

ত্রস্ত বুদ্ধি কহে : ভুলিয়ো না ওর মিথ্যা প্ররোচনে শূন্যগর্ভ ও যে—মরীচিকা !
যাহা নাই—তার পিছু বৃথা ধাও—জ্বালি' প্রলোভনে অতৃপ্তির লেলিহান শিখা।
হায় বাক্যবেড়া ! যেন ফাঁকি দিয়া যায় ফাঁক ভরা ! যে-মূর্চ্ছনা শুধুই কল্পনা,—
সে-অধ্রুব তরে কেহ ছাড়ে ধ্রুব—বিলাসমুখরা মোহপুরী—কনকবরণা ?

নহে। ওগো বাঁশরিকা ! মন্দাক্রান্তা তালে তুমি গাও— মন্দ্র ছন্দে—ছদ্ম ফল্গুধারে,
তবু ম্লানিক্লিষ্ট মর্ত্ত্যে তুমিই ত জাহ্নবী বহাও নিত্য নব আবাহনাসারে
হে বিদ্যুৎপর্ণা সুরধুনী ! সদা ঝঙ্কৃত তোমার অলখ অঙ্গুলে বিশ্ববীণ,
নশ্বর অমর হয় যাবে ভালে পরাও তাহার তব জয়টীকা—মৃত্যুহীন।

শুধু তব নিমন্ত্রণ, স্বয়ম্বরে ! তারে না পাঠাও পায় ভয় যে তারে রাখিতে,
অশঙ্ক প্রার্থীর কণ্ঠে তব বরমাল্যটি পরাও— প্রাণ শুল্কে যে চাহে বরিতে।
কয়জনা দেয় সেই শুল্ক, হায় ! স্বল্পের কাঙাল পেলে কৃপা—রচে কারাগার,
বামন দেউল ; গণ্ডী-উপাসক গণে যে করাল ব্যোমপ্লাবী উদাত্ত ওঙ্কার।

অর্থার্থী দেবতা গড়ে, পূজে—শুধু অন্ধ বাসনার যোগাইতে ক্লেদাক্ত ইন্ধন,
সৃজে যারে তারই মাঝে পড়ে বাঁধা, তাই ত তোমার প্রেমাহ্বানে শুনে বজ্র স্বন।
নিষ্প্রাণ প্রতিমা চূরি', দূরি' যুগপুঞ্জিত অমায় ঝলকিতে নব স্বপ্ন-আশা
ভাঙো অনাগত-সৃষ্টিময়ী ! শুনে ভীরু শুধু তায় রুদ্রের তাণ্ডব সর্ব্বনাশা।

এইটুকু ? *

"মনের কথা মনের মতন ক'রে
　　কইবে" শুধুই কান্না হাসির ফাঁকে ?—
হায় রে, যখন পথের প্রতি বাঁকে
　　সুদূর নিতুই ডাকে···ডাকে···ডাকে !
কবিরে কি শুধুই সমীপ চাহে ?
　　ছায়াপথও দেয় না কি ডাক তারে ?
ঊর্দ্ধলোকের দুরভিসার-দাবী
　　নয় কি তাহার জন্ম-অধিকারে ?
হৃদির অতল রত্নাকরের তলে
　　মুক্তা মাণিক জ্বল্‌ছে থরে থরে,
মন ডুবুরি ডুব দিয়ে না তুলি'
　　রইবে ব'সে আলস-বেলা 'পরে ?
পরিয়ে "হিয়ার কুসুম প্রিয়ার চুলে"
　　সারা জীবন মিট্‌বে কি আশ তার ?
অভীপ্সা যার রচ্‌তে তারা-ফুলে
　　প্রাণ-দিশারীর উছল স্তব-হার ?

জন্ম-বেদূইন যে—গৃহছাড়া
　　হয় নিয়ত উধাও মরুপারে ;—
পাথার তরি' ধায় যে স্বপ্ন-চোখে
　　নিত্য-নূতন ভুবন-আবিষ্কারে ;—
বিন্দুমাঝে সিন্ধু-নূপুর শোনে
　　যে শ্রুতিধর প্রতি চরণ-পাতে ;—
নন্দনেরি মন্দারে যে যাচে
　　মর্ত্ত্য হিয়ার মালঞ্চে ফুটাতে ;—

লঙ্ঘে গিরি দলে আগুন, বাঁধা
　　রয়না লাখো পিছুটানের জালে ;—
বিদ্যুতেরি বহ্নিঝলকে যে
　　অঙ্কিতে চায় তিলক মর ভালে ;—
যুগে যুগে অন্তর যার ঘোষে :
　　"অল্পে কোথাও নেইরে সার্থকতা" ;—
দুর্গমী-সে রইবে ধরি' প্রিয়ার
　　আঁচল—কহি' আধ-আধ কথা ?

বদ্ধ সীমায় শাপ সম যে গণে,
　　রূপ-মাঝারে অরূপে যার রতি ;—
লব্ধ ধ্রুবে বুক না যাহার ভরে,
　　অধ্রুবেরেই নিত্য করে নতি ;—
সগৌরবে যে-জন নটের ঢঙে
　　মাখে না হীন অগৌরবের কালি ;—
অশ্রুরে না রঞ্জে মায়া-রঙে
　　মিথ্যা অর্ঘ্যে সাজায় না তার ডালি ;
উদ্‌গাতা যে অলথ চিরন্তনীর,
　　মানুষ ব'লে নেইকো গরব যার ;—
পদে পদে মানুষ সে,—এই ছাপ
　　যার জীবনে চরম তিরস্কার ;—
যার দুরাশা-দর্পণে দেবতা
　　দেবাতীতের ছায়া হেরি' ডরে ;—
মনস্‌-পারের সেই ধ্যানী কি শুধুই
　　কইবে কথা মনের-মতন ক'রে ?

---

* শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতা (পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৮) "মনের কথা মনের মতন ক'রে কইবো আমার মনের মতনকে...
প্রিয়ার কেশে পরিয়ে হিয়ার ফুল জানিয়ে যাবো পূর্ণ পরিচয়" পাঠান্তে।

Ne Plus Ultra ?

A madrigal to enchant her—and no more ?
With the brief beauty of her face—drunk, blind
To the inexhaustible vastnesses that lure
        The song-impetuous mind ?
Is the keen voice of tuneful ecstasy
To be denied its wing'd omnipotence,
Its ancient kinship to immensity
        And the swift suns ?
When mystic grandeurs urge him from behind,
When all creation is a rapturous wind
Driving him towards an ever-limitless goal,
Can such pale moments crown the poet's soul ?

Shall he—born nomad of the infinite heart !
Time-tamer ! star-struck debauchee of light !
Warrior who hurls his spirit like a dart
        Across the terrible night
Of death to conquer immortality !—
Content with little loves that seek to bind
His giant feet with perishing joy, shall he
        Remain confined
To languors of a narrow paradise—
He in the mirroring depths of whose far eyes
The Gods behold, o'erawed, the unnamable One
Beyond all Gods, the Luminous, the Unknown ?

(RENDERED BY AMALKIRAN).

ত্যাগ-পন্থী

কী বলিছ হে সন্ন্যাসী ? সর্ব্বত্যাগ তরে
জীবনের চির-অভিসার ?—হায়, ভরে
হৃদয় কি কভু সর্ব্ব ত্যজি' ? সর্ব্বনাশা
দীন-শূন্যতায় হেথা প্রাণের পিপাসা
মিটে কভু জীবনের পথে ?—বন্ধু, নহে।
নিগূঢ় অন্তর-তলে মিলনে বিরহে
বাজি' উঠে কোন্ সান্দ্র মৃত্যুহীন গীতি ?
জীবন-দেবতা কোন্ বাণী বল নিতি
করেন ঘোষণা প্রতি লীলা-লাস্যে তাঁর ?
কোন্ লক্ষ্য-পানে ধায় অর্ব্বুদ তারার
কোটি রশ্মি ? কী-তৃষ্ণায় গ্রহ-শশীরবি
করে ব্যোম পরিক্রমা ? গীতি গন্ধ ছবি
নিত্য নব ছন্দে কারে বন্দে ?—ত্যাগে শুধু ?
অন্তহীন, গতিহীন, সুরহীন ধূ ধূ
মরুশুভ্র নিষ্পাপতা সর্ব্ব সাধনার
শেষ লক্ষ্য ?—অন্য সব বৃথা ? বর্ণসার ?

এই কি জীবন বন্ধু ? হৃদি-দেবতার
বাঁশরী গেয়েছে গান এই রিক্ততার
যুগযুগান্তর ধরি' ? অমরা-রাগিণী
বাজিছে যে চিরদিন : "জীবনেরে জিনি'
খুঁজিয়া লইব পথ—প্রাপ্তির মাঝারে ;
নহে ত্যাগ—পাওয়া-মাঝে ঝরে ধারাসারে
সব সার্থকতা।"—তাই সর্ব্ব নিবেদন,—
নহে বিসর্জ্জিতে। ধরা বারিদে যেমন

অশ্রু-পন্থী

কী বলিছ অশ্রু কবি ? ব্যথার গৌরবে
সর্ব্ব সার্থকতা রাজে ?—দুঃখের সৌরভে ?
ব্যথা-পূজা ? ওগো কাব্যময়, সে যে ফাঁকি।
অমৃতের পুত্র আনন্দেরে পিছে রাখি'
চলিবে অন্বেষি' পথ অন্তর্দ্দাহ মাঝে
স্বপন-পসরা বহি' ? জপি'—শান্তি রাজে
শুধু কাব্য-অশ্রু-মাঝে ? জীবনের কাছে
চলিবে সে ভিক্ষু সম ভিক্ষা চাহি'—পাছে
নহিলে না মিলে মুষ্টি ভিক্ষা ? থাকি হায়,
"অলপ লইয়া" বলি' যাহা চ'লে যায়
ত্যজিব তাহার তরে শুধু দীর্ঘশ্বাস ?
চাপি ধরি' বুকে—কাব্যকুয়াশা হুতাশ ?
কুহকে আঁকড়ি' র'ব অশ্রু আরতিয়া ?
মোহ ইন্দ্রধনু বর্ণে তাহারে রঞ্জিয়া ?
রহিব আগুলি' হেথা যতটুকু পাই—
ব্যয়ভীত কার্পণ্যেরে ধেয়াই' সদাই ?

এই কি জীবন বন্ধু ?—শুধু কাব্যমায়া ?
সর্ব্ব মহীয়সী প্রাপ্তি অবাস্তব—ছায়া ?
সত্য শুধু—দুরাশার ম্লান পরাভব ?
মিথ্যা—অন্তরালে দীপ্ত বিজয় গৌরব—
যার তরে নরজন্ম ?—চরম সান্ত্বন—
শুধু আঁখিলোর-সিক্ত ভাব-বিলসন ?
হেন ব্যর্থ অভিনয় লাগি' এ-জনম,
এই উপহাস তরে ?—নহে। প্রাণ মম

ত্যাগ-পন্থী

অর্পে ব্যক্তিতার পুন পাইতে ফিরিয়া
লক্ষগুণ প্রতিদানে,—যাহা দেয় হিয়া
সেই মত পায় ফিরি'। দেয় নয় তাঁরে
তাই তার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য,—সর্ব্ব কালিমারে
ঘুচাইতে। লক্ষ্য হেথা রিক্ততা-বরণ ?
আত্ম-নিবেদন চাহে ধূসর বর্জ্জন ?
নিষ্প্রভ ক্ষতির পূজা ?—হায়, সে-কামনা
আত্ম-প্রতারণা বন্ধু, নহে তো সাধনা।

ব্যথাবিলাসী

"মোর বেদনারে করি' কেন্দ্র এ-জগত
করে যেন পরিক্রমা—" এই সাধ চিতে
জ্বলে নিষ্পলক ; তাই মোর প্রেমরথ
পদে পদে পায় বাধা। অন্তর নিভৃতে
অশ্রু-ইন্দ্রধনু-মুগ্ধ মেঘ অহমিকা
অন্বেষু বুভুক্ষু ঘুরে। চাহে ব্যথাহুতি
প্রেমের অঙ্গার ঢাকা অভিমান শিখা।

চাহি হায়—প্রতারণা প্রশ্রয় প্রসূতি,
নট ভঙ্গিমার তৃপ্তি, বেদন-প্রচ্ছায়
আপন প্রতিষ্ঠা,—নহে আত্মসমর্পণ,
সরল আনন্দ হেলি' দীর্ঘশ্বাস ধায়
লেলিহ বিষাদ-হোমে ঢালিতে ইন্ধন।

এলে ব্যথা ঝড়—যেন হয় তার ত্রাসে
অশ্রু-মেঘ-বিভীষণ দীর্ণ চিত্তাকাশে।

অশ্রু-পন্থী

অশ্রে নাহি উঠে ভরি'। পদে বিধাতার
স্বপ্ন-বর তরে নাহি ঢালি নীরধার
কৃতজ্ঞ উচ্ছ্বাসে। দেবত্বের অধিকারে
দাবী মোর প্রতিপদে। তাই আপনারে
নিঃশেষে স'পিতে চাহি। আত্ম-নিবেদন
নহে অশ্রু-নিবেদন—করিতে বরণ
বিপুল বৈভবে। ব্যথা ? হায়, সে-কামনা
আত্ম-প্রতারণা বন্ধু, নহে ত সাধনা।

কাব্যবিলাসী

"বেদনা চাহিনা"—কহি ; হায়, প্রবঞ্চনা !
চিরানন্দ-স্বয়ম্বরা হিয়া মোর ?—মরি !
আঁখিলোর-ছলে মাগি রঙ্গ-আলিম্পনা
চাহে মন—হা-হুতাশ-সান্ত্বনার তরী !

শুধু অন্তর্যামী ! তুমি জানো—এর তরে
যারে কহি কাব্যগন্ধ, বিষাদ-বন্দনা,
পেলব দীর্ঘশ্বাস—কত দায়ী ! ভরে
কত মিথ্যা মধু তাহে মায়াবী কল্পনা !

তুমি জানো—আশৈশব কত মিথ্যা স্তব-
লালিত আমরা অশ্রু-কবির মন্দিরে ;
তাহারাই শুনি ঋষি !!—(দুঃখ কা'রে ক'বে ?)
সত্য ছাড়ি' মুগ্ধ যারা আলেয়া মঞ্জীরে।

পেলে ব্যথা সে-আঘাতে যেন মোহস্তবী
হেন দিশারীর "বাণী" হ'তে মুক্তি লভি।

চাওয়ার ভাষা

চাওয়াতে মোর নিয়ত হয় ভুল,—
তাই কি মাগো মিলে না তোর দেখা ?
শুধাই তোরে : ভুল বিনা কি হেথা
চাওয়ার-ভাষা শিশুর হয় শেখা ?
তবুও ভুল ভুলই ?—কে না জানে ?
চলার পথে আছেই আছে বাধা ?
জানি মা। স্বর কণ্ঠে না উছলে
সুরেতে গলা না যদি থাকে সাধা ?
তাহাও জানি।—তথাপি গীতি যদি
উপছি' চাহে প্লাবিতে হিয়া-কূলে
সুরেতে গলা সাধায়ে ল'বি নাকি ?—
দূরিয়া বাধা ল'বি না কোলে তুলে ?
করিবি কি মা দিশারী, দিশাহারা ?
গগনভালে শান্ত ধ্রুবতারা
ফুটিবে না কি—যবে উরধপানে
পান্থ চা'বে—শ্রান্ত—পথহারা ?

চাহি না তাই মিলে না ?—হায়, বল্‌
চাহি কী সুরে ?—চাওয়া কি এত সোজা ?
নামাতে নাহি হবে কি আগে তা'র
যত বাসনা অভিমানের বোঝা ?
কিরণ বল্‌ পশিবে কোন্‌ পথে
বিদ্রোহী নিরুদ্ধ হৃদি-কোণে ?
রাজিবি অয়ি সিত-কমলাসনা,
কেমনে মোর মলিন প্রাণাসনে ?

প্রতিমা পাশে শুধু কি যথাবিধি
মন্ত্রারতি-বাদ্যে জাগে দেবী ?
মিলে কি কভু চরণ তোর—শুধু
পদাম্বুজ গন্ধধূপে সেবি' ?
তাই তো ডাকি : "কী সুরে মাগো তোরে
চাহিতে হয়—শিখায়ে নে না"—বলি',
এ-চাওয়া নহে সত্য চাওয়া যদি
চাহিতে শেখা—তিমির উজ্জ্বলি'।

সে-করুণার দীপ্ত ভাসে মোর
সকল ফাঁকি যাবে যে পড়ি' ধরা,
সকল প্রতারণার অবসানে
সত্য-রূপ চিনিব প্রাণভরা।
কেমনে তোর বেদিকা চিত্ততলে
বিছাতে হয়—সেদিন ল'ব শিখি';
সহসা যদি তুফান ঘন উঠে—
চলিব ল'য়ে নামটি তোর লিখি'
পরাণ পুটে ; গরব সাধনার
ত্যজিব যবে—উগ্র সাধনাতে
তোরে মা কভু মিলেনা, হবে বোধ—
উদিবি সেই নিরভিমান রাতে।

সে-সুলগনে ভাষার যত ভুল
ক্ষমি' মা তুই তৃষিতে দিবি দেখা,
শিখিব যবে তুই ভাষার পারে—
সেদিন হবে নিভুল চাওয়া শেখা।

ছুঁলে

চাহিনি'—তবুও কেন দিলে হাতে তুলে ?
খুঁজিনি তবুও মাগো, কেন বল ছুঁলে ?
চিরচেনা সাথে নিতি
এ কী পরিচয়-রীতি ?
বিমুখতা-ঘুমে ছিনু তোমারে মা ভুলে,
সোনার কাঠিটি দিয়া তাই বুঝি ছুঁলে !

চেয়েছিনু কত কিছু,—ভেবেছিনু তৃষা
মিটিবে মা তাহে বুঝি—মিলিবে বা দিশা ;—
হেথা নিতি চেয়েছি যা,
পেয়েও কি পেয়েছি তা ?
ঢেলেছিনু সুধা ভাবি' যারে প্রাণমূলে,
মরীচিকা শুধু তাহা—বুঝাতে কি ছুঁলে ?

তোমারে চেয়েছি যদি নিথর নিমেষে,
নিমেষে গেছে সে-চাওয়া কলরবে ভেসে ;
তোমারে না চাহি' মিছে
আলেয়ার পিছে পিছে
আশা বাসনায় ছুটে চ'লেছিনু ভুলে,—
ভাঙিতে সে-অধীরতা বুঝি মোরে ছুঁলে !

শিখালে ছলনাময়ী, বরিতে কি তাহে—
রহে যা নিহিত—দিঠি-আড়ালে লুকায়ে ?
নারে মন ছুঁতে যারে—
রাজে যা তমসা-পারে,
তারি অভিসার লাগি' এ-মরু-অকূলে
চাহিলে পাঠাতে মোরে,—তাই বুঝি ছুঁলে !

তাই

মাগো চাই না তোরে
প্রেমের ডোরে
তাই তো বাধা বাজে ;
আজো কালোয় ভালো-
বাসি—আলো
তাই তো লুকায় লাজে ।
আজো গহীর সুরে চিত্তাকাশে
চাই না তো কই তারার ভাষে !
মেঘের ছায়া
পাষাণ কারা
হয় মা, সয়ে না যে !
কবে সে আবরণ
ঘুচ্‌বে ?—কিরণ
হাস্‌বে মনোমাঝে ?

মাগো তোর ইসারায়
পাতায় পাতায়
আগমনী রটে,
চুমি' তোরি আভাষ
ছুটে সুবাস
ফুলের হিয়া-তটে ;
তোরি গোপন চরণছন্দে নিতি
নিখিল হিয়ায় নন্দ-গীতি !
মৌন যারা
দেয় মা সাড়া
সেই অরূপেই যাচে,
শুধু মুখর আমার
নূপুর বাধার
শিকল হ'য়ে বাজে ।

আড়াল

এ কবিতাটি সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার আছে। ২১শে জুন, ১৯৩১ "মা"-র সঙ্গে আমাদের কথা হয়—সেই থেকেই এ-কবিতাটির প্রেরণা পাওয়া।

আর্জবানন্দ (ওরফে জে. এ. চ্যাডউইক) মাকে জিজ্ঞাসা করেন : "Is the Western demand for proof and substantiation of phenomena and realities legitimate ?" অর্থাৎ—"প্রতীচ্যে লোকে সত্যের সত্যতা সম্বন্ধে যে-ধরণের প্রমাণ দাবী করে তা কি সঙ্গত ?"

মা তাতে বলেন : "Not of psychic and spiritual realities" অর্থাৎ—"অন্তর্গহনের বা আধ্যাত্মিক সত্যের বাহ্য প্রমাণ দাবী করা সঙ্গত নয়।"

তাতে আমি জিজ্ঞাসা করি : "But why not ? Suppose the realists or scientists were to put this question—as they are putting it sceptically everyday—that if any reality be real why can it not be tested objectively ?" অর্থাৎ "কেন নয় ? বৈজ্ঞানিক যদি এ-প্রশ্ন ক'রে বসেন যে কোনো সত্য পরীক্ষাসহ হবে না-ই বা কেন যদি তা সত্য-ই হয় ?"

মা বলেন : "All realities are not of the same nature The psychic is always veiled". অর্থাৎ—"সব সত্য সমপ্রকৃতির নয়। অন্তর্গহনের সত্য সর্ব্বদাই আড়াল থেকে কাজ করে—আড়ালে থেকে সক্রিয় হয়।"

——"But how to convince people about this ?" অর্থাৎ—"লোককে এ কথা বিশ্বাস করানো যাবে কেমন ক'রে ?"

মা বলেন: "There can be no question of convincing or proselytising here. True, one who has realised convinces, but also in a veiled way—through the silent power of realisation which radiates faith. He stands still like a beacon-light—like a peak whose flashing snowy ranges, fold behind fold, irradiate the light that kisses them. But the peak does not trouble to convince others—least of all those who have had no taste of the heights—of the magic of the noble altitudes. The way in which Truth realised effectuates itself and becomes contagious and dynamic is also a veiled way".

অর্থাৎ—"অপরকে বুঝিয়ে দলে টানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এ ক্ষেত্রে। যে সত্য উপলব্ধি ক'রেছে সে অপরকেও তার প্রত্যয়ের খানিকটা দান করতে পারে বটে, কিন্তু নিহিত ছন্দে, আড়াল থেকে—উপলব্ধির নিঃশব্দ শক্তি দিয়ে—যে-নৈঃশব্দ্য প্রত্যয়কে বিকীর্ণ করে। সত্যদ্রষ্টা বিরাজ করেন আলোক-স্তম্ভের মতন—অভ্রশিখরের মতন। তুষারদীপ্ত শৈলমালা চুম্বনানত ঊর্দ্ধরশ্মিকে প্রতিফলিত করে: কিন্তু শিখরের কাজ নয় উপরের আলোর তথ্য বা তত্ত্ব সম্বন্ধে অপরকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করা—বিশেষ ক'রে তাদেরকে যাদের তুঙ্গ স্তরের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই—যারা উত্তুঙ্গ মহিমার ইন্দ্র-জালের কোনো খবরই রাখে না। যে-সত্য একবার উপলব্ধিগত, অস্থিমজ্জাগত হ'য়েছে তা নিজেকে ছড়িয়ে সার্থক করে সংক্রামকও হয়—সত্য;—কিন্তু তার ছন্দ স্ফুট নয় অস্ফুট, দৃশ্যমান নয় নিহিত।" *

* কথাগুলির রিপোর্ট মাকে পাঠিয়ে দিতে তিনি অনুমোদন ক'রেছিলেন।

আড়াল

উষর মরুভূমির তলে
রস উথলে,
তারি গহন মৌন দানে
ছড়ায় শ্যামলতা ;
উপরে তার চিহ্ন নাই
তবু সদাই
দৃষ্টিহারা ফল্গুধারা
বহায় সরসতা।

প্রাবৃটে যবে ঘনায় কালো
অমল আলো
বদন ঝাঁপে, তরাসে কাঁপে
নিখিল থরথরে,—
শরৎ তারি অন্তরালে
আরতি জ্বালে,
দ্যুমণি-দ্যুতি স্বরগাকুতি
মরতে ভরভরে।

চলার পথে দখিনে বামে
যখন নামে
হরিতহরা করকা-ঝরা
শীতের হিম পাখা,—
কুসুমাকর তারি আড়ালে
মলয়-থালে
সাজায় চুপে গন্ধ ধূপে
পৌর্ণমাসী রাকা।

ধরায় যবে নয়ন-পুটে
সন্ধ্যা লুটে
রুদ্ধপ্রায় হৃদয়ে ছায়
নিবিড় গতি-তৃষা,—
অস্তপারে রক্তাধরা
উন্মুখরা
উষসী গাহে—"কাটিবে নিশা,
মিলিবে পথ-দিশা।"

চিত্তব্রজে বাজায় বেণু
পরাগ-রেণু
হাটের মাঝে নিরালে রাজে
একেলা গৌরবে ;
লক্ষ ধূলি-সাক্ষ্য তারে
অস্বীকারে,
নিহিত রেণু একেলা ধূলি-
চমূরে পরাভবে।

বিজনে শুনি পাতিলে কান :
—কে গাহে গান—
"নেপথ্যেরি বিবাগী পথে
চল্‌রে পথহারা,
পায় না আঁখি আভাষ যার,—
যবনিকার
পারে লুকায়ে প্রাণে ফুটায়ে
তুলে সে ধ্রুবতারা।"

তিমির দলিয়া চরণে

আজি এসো মা বিজয়া, আলো-বরাভয়া !
তিমির দলিয়া চরণে।
মোর হৃদয়-কমল ঝরে যে বিকল
তুলে ধর প্রেম-কিরণে।
তার যতবার দল মেলে তব ভায়,
আঁধার-তুহিনে পুন মূরছায়,
যতবার তব জ্যোতি-বৈভব
ধেয়াই উরধ স্বপনে,
ঝড় ঝটিকা-ধূলায় স্বপন মিলায়
মেঘ আসি ছায় গগনে।

হৃদে আলোর রাগিণী নভো-কিঙ্কিণী
তালে তালে কেন স্বননে ?
যদি মাটির নিগড়ে রাখিবে মা ধ'রে
লুটাবে ব্যর্থ বেদনে ?
যদি তৃষিত অধরে নীর নিরমলে
পরশি' টানি' মা ল'বে হেন ছলে,
কেন পিপাসায় বারিদ-বিভায়
রচিলে মেদুর বরণে !—
সৃজি' চাতকে ধরায় করিলে মা, হায় !
ধরা-বৈরাগী জীবনে ?

যেই জলধরু ঝুরে অম্বরে দূরে
ঝরে সে বিবাগী নয়নে !
তার বাঁশরী পেলব সুরে নব নব
ডাকে যে স্বপনে শয়নে !—
গাহে : "সুদূরের রূপভাতি নহে মায়া,
"জপি' তারি নাম ছায়া ধরে কায়া,
"লক্ষ যোজন দূরের তপন
জাগায় তাহার চুমনে
"বুকে বুকে জয়গান, জীবনাভিযান
ঘোষে প্রাণ—দলি' মরণে।"

যেন কাঁটার ভ্রূকুটি অবহেলি' ফুটি'
উঠে হিয়া ফুল-লগনে।
যেন শৃঙ্খল-তালে শুনি মা নিরালে
মুক্তি-নূপুর-রণনে।
যদি পড়ি বার বার ধরণীর টানে
তবু হৃদি মানা যেন নাহি মানে,—
উপলেরি ঘায় বেগ লভি' ধায়
সরিৎ সিন্ধু-মিলনে,
এসো উষা-স্রগ্ধরা, আলো-অপ্সরা !
তিমির দলিয়া চরণে !

গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে

মাগো—

পাই না তোরে যখন মর্ম্মমাঝারে
খুঁজি তখন বাইরে তোরে কত যে !···
চাই যখনি চন্দ্রকিরণ সুধারে
পাই না তারে—বজ্র ভীষণ গরজে।

আঁধার তখন নামে ত্বরিৎ ঘনায়ে—
যাচি যখন নীলাম্বরের বরাভয় ;
মলয় যখন প্রার্থি—পরাণ কাঁপায়ে
বর্ষে প্রলয়-করকাপাত হিমময়।

ভাবি তখন—কভু কি আর বসুধায়
ফুট্‌বে আবার কান্তারুণের শান্ত হাস ?
নিকষ-কালো এলোকেশীর তমিস্রায়
কেমন ক'রে ওঠে যে বুক···জাগে ত্রাস !

ক্রন্দি' কহি : "হারালাম যা ছিল সব—
মিল্‌বে না যা মিথ্যা তারি তরে মা !"
বিদায় যখন মাগে চপল কলরব
মুগ্ধ হৃদয় 'যাও' বলিতে ডরে মা !

দিঠির মোদের কতটুকুই পরিধি ?
বিস্তৃতে মা চাই না তবু তাহারে,
নিতুই কাড়াকাড়ির তরে ধায় হৃদি,
চায় না নয়ন দিগ্বলয়ের ওপারে।

প্রতিপদেই লাভ ও ক্ষতির ঠিক্ দিয়ে
চাই চলিতে—বিজ্ঞ জ্ঞানের ভাণ্ডারী ;
সুধায় কড়াক্রান্তি ব্যয়েই মোর হিয়ে :
"সুদ আখেরে মিল্‌বে তো হে কাণ্ডারী ?"

এম্‌নি ক'রেই কাটে মা দিন—প্রতিদিন,
একটু ছেড়েই চাই ক্ষতিটির পূরণ মোর :
প্রবল করি দাবী—চাওয়া হ'লে ক্ষীণ
দেওয়ার-বেলায় ভুল হ'য়ে যায় পাছে তোর।

যদিই কভু চাই মা হৃদয়-অতলে
তোর-দেওয়া ধন অঞ্জলিতে তোর পায়ে,
অম্‌নি আকুল সাব্‌ধানী মোর মন বলে :
"কর্‌ছ কিগো শেষ পুঁজিটুক্ খোয়ায়ে ?"

জানে না হায় !—একটুও তোর চরণে
উৎসৃজিলে পায় লাখোগুণ ফিরায়ে ;
জান্‌বে মা বল্ তোর লীলা সে কেমনে ?
গৃধ্নু শুধুই বোঝে নগদ-বিদায়ে।

মুক্ত হাওয়া তাহার কভু রুচ্‌বে কি
বদ্ধ কারার গণ্ডী মাঝেই নন্দে যে !
মণ্ডূকে নীল নভের ভাষা বুঝবে কি—
তৃপ্ত আবিল কূপটুকুরি গন্ধে সে।

আশাতুর

প্রাণ-গহনে যে-সুর নিতুই উথলায়
কাণ পেতে তায় শুন্‌বে কি হায় আন্‌মনা ?
ধেয়ায় নি যে কায়াহীনা অসীমায়
শুন্‌বে সে-জন ছায়াবীণার মূর্চ্ছনা ?

তাই তো ভুলে থাকি নীরব তোর সে-বর,
মঞ্জীরে যার ছায়াপথও ছন্দিত,
তাই তো ভুলি শুন্‌তে বাণী তোর নিথর,
প্রোল্লোলে যার বিশ্বহিয়া কম্পিত।

তাই বুঝি এই শঙ্কা জাগে চিত্তে মোর—
লব্ধ ধনে বঞ্চিত হই পাছে গো,
তাই কাটে না বুঝি চলায় নেশার ঘোর
নিলয় এত নিগড় সম বাজে গো !

বুঝ্‌ব যেদিন—এমন পাওয়া জীবনে
নিত্য ডাকে বাঁশির-সুরে উভরায়,
বারেক যাহার ময়ূখকণা-হিরণে
যুগের-আঁধা এক লহমায় উজলায় ;—

বুঝ্‌ব যেদিন সকল ক্ষতির বাড়া লাভ
দীপ্তে মা তোর একটি দিঠির কিরণে,
ছাড়্‌ব সেদিন হারাই-হারাই-মনস্তাপ
অকূল স্রোতে ভাস্‌ব জিনি' মরণে।

কভু বা···কোন্ একটি পূত পলকে
সেই দানেরি খেলে যেন বিজ্‌লি-ভাস
তখন তিমির পলায় তোর এক ঝলকে,
চোখের-ঠুলি লুন্তি' পড়ে চোখের পাশ।

তার পরেতেই গুটিয়ে আসে চক্রবাল,
আবছা আলো আর পারি না বন্দিতে,
আচম্বিতে অস্ত হোলির ইন্দ্রজাল
মূর্চ্ছাহত যেমন লগ্ন-সন্ধিতে।

এই ভরসায় কেবল মা বুক বেঁধেছি :
যে-দান লভি' মত্ত সাগর আশ্বানে,—
গোষ্পদেরও গর্ব্ব তাহাই—চেয়েছি
তাই তো সাহস ক'রে তোর ঐ মুখপানে।

নইলে ভেবেচিন্তে কি কেউ ও-পদে
সঁপ্‌তে পারে যা আছে তার আপনার ?
যে-অবদান তোর দেওয়া নয় বরদে,
দেয় তোরে তা ফিরিয়ে—হেন সাধ্য কার ?

যে-বারিধার ভরে তড়াগ-নদী হ্রদ,
তারেই ফিরায় বারিদ-রূপে ধরাতল ;
যে-রশ্মিটি বক্ষে ধরে কোকনদ
ফুটায় তারেই গন্ধরূপে সমুচ্ছল।

ধন্য হব প্রাণটি আজি ঢেলে তাই,
তোর-দেওয়া-দান তোর পদে সমর্পণে,
আর কিসে বল্ পূজ্‌তে পারি ?—সর্ব্বদাই
গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলের তর্পণে।

The Paradox

Mother, I was faring through life enamoured of its high-toned plaudits and the lights of its revelries, but you sent your messenger of the heavenly Ray, crowned with a halo of shadows and fires.

Mother, more and more I was losing consciousness amidst the heady fumes of silvery orgies ; you came and encircled me in sombre darkness, you smote me with the pain of disillusionment to unseal my eyes.

With the touch of pain you shattered my mortal hopes that you might give them the magic form and hue of quenchless dreams ; you swept away in storms my narrow nest to give me the wide haven of the illimitable blue.

I was clinging to the earth of attachment ; you set me adrift from my moorings. I lived forgetting you in desert sands ; you sounded there the clarion of your River of the Triple Ways.

I was rippling along with the sails of my life full-set when you came rushing with ocean-voice to annihilate the last trust in an earthly shore.

But strange was that ocean, stranger the ways of its waves ; even when they sent my boat down into perilous depths no atom of hope perished.

They rushed in the dark gurgling tumult of their currents only to destroy the pageant march of desires, they submerged the pomp and procession of the day to deepen the shadowy message of the Galaxy.

Mother, when at the call of that Milky Way I emerged out of the river to the sea, I sighted at a strange bend the stranger turns of your lila :

—There the Guide flashed not forth, yet the streaks of his light on the black waters lingered and shimmered ; extinguished was the strident voice of the world, yet the deep pulsing of the waves died not down.

—There no perfection of sunrise illumined the horizon, yet from the East came wafted a fragrance from the Unknown with a familiar beckoning :

—There the flower of the moon lay veiled in its arbour of cloudlets, yet its pent-up aroma stirred into a poignant nostalgia the soul's nectar-yearnings :

বিচিত্রা

যবে চলিতেছিনু মা জীবনের
উলু-মুগ্ধ—প্রমোদ-দীপ্ত···
তুমি পাঠালে অলকা-কিরণের
দূতী—ধুপছায়া-অভিষিক্ত ! ··

চিত কাঁপিল উছসি' সঘনে
দুলি' বিচিত্র আশা-দ্বন্দ্বে···
ত্রাস শিঞ্জিল মৃদুচরণে,
প্রেম ধ্বনিল মুরজ-মন্দ্রে !···

যবে দীপালি-আসব মাঝারে
ক্রমে হারাতেছিনু মা চেতনা,—
তুমি ঘেরিলে নিশুতি আঁধারে
আঁখি ফুটাতে হানিলে বেদনা !···

শুধু সে-বেদনে মর আশাটি
ভাঙি' ভাতিলে দুরাশা-বরণে···
ঝড়ে উড়ায়ে ক্ষুদ্র বাসাটি
দিলে নিলয় নিসীম গগনে !···

ছিনু মমতার মাটি আঁকড়ি'
তুমি সহসা নোঙর কাটালে ;···
ছিনু মরুচরে তোমা পাসরি'
সেথা ত্রিপথগা-তুরী বাজালে ! ··

পাল তুলি' চলেছিনু যবে গো
মোর মেলি' হিয়াখানি সরসা,—
তুমি সহসা সিন্ধু-রবে গো
মোর লাঞ্ছিলে তটভরসা।···

শুধু বিচিত্র সেই সিন্ধু,
আরো বিচিত্র ঢেউ-সরণী,···
পথ হারায় না আশা-বিন্দু
যবে সে-ঢেউয়ে মগ্ন তরণী !···

শুধু তিমির-তুফান বিথারি'
সে যে চূর্ণে বাসনা যাত্রা,—
শুধু দিবা-অভিযান নিবারি'
কানে ঘোষে ছায়াপথ-বার্ত্তা।···

যবে সে-ছায়াপথের ডাকে মা,
নদী ছাড়ি' লভি নিধি-অঙ্ক,—
হেরি অপরূপ সেই বাঁকে মা
আরো অপরূপ লীলা-ভঙ্গ :

—সেথা দিশারী উঠে না দীপিয়া,
তবু কালোজলে আলো মুছে না···
যায় মুখের কাকলি নিভিয়া,—
তবু কলকল্লোল ঘুচে না !···

—সেথা দিগন্তে নাহি বিভাতে
কোনো নিটোল উদয়ানন্দ···
তবু অস্ফুটে চাহে বিলাতে
কোন্ অচিন-চেনা সুগন্ধ !

—সেথা চাঁদিমা রহে অতৃপ্ত
ঢাকা মৌন মেঘ-নিকুঞ্জে,···
তবু তারি মৃগমদে নিত্য
বুকে মধুভৃঙ্গিকা গুঞ্জে !

—সেথা মরুত-বাঁশরী গাহে না
তবু মূক নহে গীতি-ছন্দ···
কেহ কামনা-ক্ষেপণী বাহে না,—
তবু নহে খেয়া নিস্পন্দ !···

—সেথা ধরা-রলরোল সুপ্ত
তবু উথলে তাহার আবাহন···
সেথা দ্যুলোক—অলখ···গুপ্ত,
তবু চুম্বে সে প্রাণ-বাতায়ন !···

এ কী বিচিত্রা তুমি ভাবিয়া
মাগো পাইনা কুহেলি-শিয়রে !
মোরা রহি কার পথ চাহিয়া—
যাচি' কোন্ মায়াভ্র-শিখরে ?

যাহা বর মা স-লীল বেলা'পর
যদি লীলা-পারে হয় অভিশাপ—
তবে কেনই বা বাঁধি খেলাঘর
কেন পদে পদে করি পরিমাপ—

হেথা কতটুকু ভালোমন্দ ?
হেথা কতটুকু পাপ পুণ্য ?
কী বা বন্ধন—কী আনন্দ ?
কী বা সার্থকতা—কী শূন্য ?···

আজি করি গতিসাথে সন্ধি
উঠি উলসি' লহরী-ভঙ্গে,—
কালি ফিরায়ে আনন বন্দি
কোন্ ধূসর নিস্তরঙ্গে ?···

পূজা ভকতি-দেউলে লভে নীড়
তবু সংশয় কেন যায় না ?
হিয়া- মূলে মুহুমুহু ক্ষরে ক্ষীর—
কেন রসনা সে-স্বাদ পায় না ?···

যারে ছাড়ে—সে তারেই স্মরিয়া
কেন আকুলে থাকিয়া থাকিয়া ?
তাহে উঠেনি চিত্ত ভরিয়া,—
তবু মরে তাহারেই মাগিয়া ?···

বড় অভিমান প্রাণে ছায় মা,
তুমি আছ—তবু জাগে ধন্দ ?
নিতি নীলাম্বরে যে চায় মা
জুটে তারি শৃঙ্খল-বন্ধ ?···

যদি মিথ্যা প্রশ্ন ভ্রান্তি
দাও প্রেম-নির্ভরে থামায়ে,
ছায়া মরীচিকা যদি—শান্তি
দাও আলোক-গঙ্গা নামায়ে।—

—There earthly music was mute, but not hushed were the rhythm and song of its call. There none plied the oars of desire, yet the boat was not at a stand-still :

—There the discord and clangour of the earth was asleep, yet their appeal flowed in the air. There the Beyond was concealed, yet its rays kissed the windows of the soul :

I could not find, Mother, the meaning of thy riddle, I was enveloped as in mists : Whose advent do we look for all the while ? What cloudy dream-peak of magic do we for ever seek ?

If, Mother, what is a blessing in the *lila* of the shore becomes a curse beyond it, why then do we build this doll's house ?

Why all this care to weigh so meticulously the measures of sin and virtue, of bondage and freedom, of fulfilment and frustration ?

To-day we patch up a treaty with motion and are in ecstasy over the spectacle of its wave-dances ; to-morrow we turn our backs on it to salute some grey amorphous quiescence.

Worship finds still a refuge in the temple within : but doubt too persists···Honey trickles at the unseen roots of the heart, yet the palate receives no taste !···Why must the heart hanker again and again after what it has eschewed for good ? Why must it always crave for what has given it no sense of fulfilment ?

Why, Mother, this cruel humiliation of doubt when you exist ? Why keep a chain on one who yearns for the skies ?

If question and error are unreal, set them at rest by your gift of unwavering faith. If darkness is but the shadow of a chimera, shed then thy peace in an avalanche of light.

কথা—কথা—কথা !

কথা—কথা—কথা দিয়ে প্রাণের শূন্যতা আজো চাহি
ভরিতে মা—চলি নিত্য বাত্ময়ী তরণীখানি বাহি'।
দিন আসে···দিন যায়···বর্ষ পাছে বর্ষ নিত্য ছুটে···
বাক্যদাবদগ্ধ বুকে উষর অতৃপ্তি জেগে উঠে···
তবু ভাবি : রিক্ত বাক্যবীজে বুঝি ফলিবে ফসল···
হৃদি পুষ্পাধারে বুঝি সাজাইয়া কুসুম নকল
উপচিবে পদ্মগন্ধ !···ভাবি—বুঝি কথা-মাল্য গাঁথি'
মিলে তোরে !···হায় !···শুধু কথা হয় পুঁজি—চিরসাথী !

সে দীন-সম্বল সাধ্যে যবে পরে তৃপ্তি নাহি আসে,—
বারিদের দীপ্তি যবে নাহি জাগে শুষ্ক হৃদাকাশে
মেদুর বরণে,—যবে তৃষ্ণা জাগে প্রাণের নিরালে,—
অস্বীকার করি তারে ভুলি' বচনের ইন্দ্রজালে !
ক্ষোভে চাহি মিটাতে মা, অন্তরের গূঢ় পিপাসায়
শব্দভেদী শরধারে : রচি শুধু শরশয্যা হায় !

হেন নটভঙ্গী ছাড়ি' তোরে আহ্বানিব প্রাণভরা,
নীরব অঞ্জলি-অর্ঘ্যে কবে—ছাড়ি' কথার পসরা ?
কবে মুখরতা-ফণা নম্রশীর্ষ হবে মাগো তোর
মৌনস্পর্শে—মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গম সম ? কবে মোর
চিদাকাশে তরঙ্গিয়া যাবে তোর অরূপ কল্লোল ?
কবে হবে স্তব্ধ—বৃথা কথা—কথা—কথা উতরোল ?

Words ! Words ! Words !

Words, words, always words ! Still I long Mother, to cover with words the emptiness of my heart ! I steer still my boat with its load of words towards aimless shores !

Days follow days—years tread in the wake of weary years :

A barren dissatisfaction oppresses my soul burnt with the fire of words :

Yet still I persuade myself that dead seeds of words shall grow into a noble harvest, paper lotuses in my heart's vase send out the dewy fragrance of waking blossoms.

As if one could win thee with a garland of words—I keep on weaving it, and words are left to me as my only resource and my perpetual companions.

And when the poverty of their companionship leaves me without satisfaction :

When in the arid sky of my soul no cool hue and glory of clouds appears :

When only a longing thirst wakes in the secrecy of my heart :

I deny it and beguile my yearning with a rainbow iridescence of words. In my trouble I would slay that secret thirst with arrowy shower of words, but can make with them only a poignant couch for my unease.

Why must it so be Mother, when in the recesses of my heart is thy priceless wealth and it comes shining up in lavish heaps the moment I call to thee with a deep note of prayer ?

Why, then, do I pack my soul with words ?

How can I remain content composing such an empty glitter of song ?

When—O when Mother—shall I leave these attitudes of the actor and invoke thee with silent offerings full from my heart laying aside my pedlar's pack of words ?

When shall my speech bow humbly down at the touch of thy Silence like the bright hood of a serpent tamed by the music of the charmer ?

When shall there surge in the heavens of my consciousness the vibrant cry of thy in coming tides ?

When shall be stilled this vain tumult of words ! words ! words !

রূপান্তর

ইতিহাস

হায় প্রতিপদে কেন অন্তরমাঝে
নামে মন্থর তন্দ্রা ?
কেন গুরু গুরু ছায়া-মৃদঙ্গে বাজে
শঙ্কা-জীমূত-মন্দ্রা ?
কেন প্রতি পদে এত দুর্দ্দম অরি
উচ্ছ্রিতফণা গর্জ্জে ?—
যারা বাঁধিতে যাইলে হাসি' যায় সরি'
হাসিলে ফিরিয়া তর্জ্জে !
রাজে মর্ম্ম-আগুনে বন্ধনরিপু
পাতায়ে ছদ্ম মিতালি ;
হয় চিত্ত-দীপাধারে শিখা নিবু-নিবু
অকারণ—নিস্তে গীতালি !
আসে লক্ষ ঝাপটে লক্ষ শীকরে
নিতি নব আঁধা নাচিয়া,—
হায় কত সাধনায় প্রাণ-কন্দরে
প্রদীপটি রহে বাঁচিয়া !
হেন মনে লয়—এই বিশ্ব প্রবীণ
লভে না শান্তি-বিন্দু—
যদি কোথা এতটুক বিভাসে নবীন
স্বল্পায়ু কম ইন্দু !

গণে নিখিলের অমাবস্যা প্রমাদ
সুধায় নিয়ত ফুঁসিয়া :
"কেন তন্দ্রিত হিয়া-মন্থনে চাঁদ
উদিবে বিষ না উঠিয়া ?"
"হের মন্দিরে ঐ শঙ্খ স্বনিল,
অপ্রেম তারে সহিবে ?
"ভবে কণ্টক হায়, গুমরি' মরিল
ফুল কেন তারে দহিবে ?"
তবু উলসে ক্ষণদা চন্দ্রসনাথা
কৃষ্ণার করি' তমোনাশ,
গাহি' বসুধা-বাসর তরে আলোগাথা
শুক্লায় রচি' বরবাস ;
তবু সুরেলা কণ্ঠে সুরহারা বাধা
ঝঙ্কারে উঠে বাজিয়া,
হয় ভকতির রাগে মূর্চ্ছনা সাধা
মরু হাসে তৃণে সাজিয়া ;
তবু অঙ্কুর রেণু বন্ধ্যা পাতালে
লাখো কঙ্কর লুটায়ে
ফুটে সঙ্গীত-মধুছন্দে,—আড়ালে
পঙ্কে পরাগ ফুটায়ে।

শুধু মুঞ্জরণের ফল্গুদ্বন্দ্ব
উপরে না হয় পরকাশ,
হায় ভুবন ভুঞ্জে কুসুম-গন্ধ,
কে পুছে ফোটার ইতিহাস ?

[illegible]

অহৈতুকী

দাও সেই প্রেম—যারে
চিনিলে মা আপনারে
সত্যরূপে নিত্য যায় চেনা :
যে-প্রেম আপনা-দানে
পূর্ণ সার্থকতা জানে,
সাবধানী-মানা যে মানে না।
করি' আপনারে ক্ষয়
যে-প্রেমের চিরজয়,
চিন্তাহীন যে—নিঃশেষ-ব্রতী ;
তীব্র আলো যে আলোর
পাশে হয় অমা ঘোর
শ্রেষ্ঠ লাভ যার পাশে ক্ষতি।
যে-প্রেম নির্ভরে ফুটে
আপনার বেগে ছুটে
উদ্বেলিত নির্ঝরিণী সম :
আপনার কলনৃত্যে
পথ কাটি' ধাই' চিত্তে
বিরচে সুরভি নিরুপম :
নাহি গণে লাভালাভ,
নাহি যার মনস্তাপ,
নির্ভাবনা যার উৎসধারা :
হৃদি-লহ অর্ঘ্য গণে,
সঞ্চয়েরে প্রাণপণে
আগুলি' যে ভয়ে নহে সারা :

পিছু টানে ধরণীর
যে-প্রেম না নমে শির
স্বপি' নিজ নীলিমা-গৌরব :
যে-প্রেম ধূলিকা-পঙ্কে
বিলায় মা নির্ব্বিশঙ্কে
পঙ্কজের বিকচ সৌরভ :
অকল্যাণ মরু-মাঝে
যে-প্রেম কল্যাণে রাজে
সৃজিয়া আপন রসধার :
যে-প্রেম নির্ভীক-দীপ্তি—
দলে পায়ে ধ্রুব ঋদ্ধি
যাচি' অধ্রুবের অভিসার :
কস্তুরী-মৃগের ছন্দে
আপন গোপন গন্ধে
যেই প্রেম বিভোর—উন্মনা—
ভরে যে স্বপন-রেশে
জাগরণ মুগ্ধাবেশে
ধেয়াইয়া অচিন মূর্চ্ছনা :
আপনার মুঞ্জরণে
আলোকিত গুঞ্জরণে
যে-প্রেম উচ্ছলি' দেয় সাড়া :
কুহেলি-আবিল বক্ষে
আপনার চিত্তপদ্মে
রাখে অমলিন—প্রাণকাড়া

তোমার ও পাছুখানি ;
সে-আশীষে নিত্য জানি'
জীবনের সুধা-সারাৎসার ;
প্রতিদান চাহে যদি
সে শুধু মা নিরবধি
তোমারে শুনাতে গীতি তার—
প্রাণের অমিয়-কোষে,
যেথানে কভু না পশে
হাটের শ্রীহীন কোলাহল,
যেথানে তারার আলা
নৈঃশব্দ্যের গন্ধঢালা
বিভাসে নিরালা অচঞ্চল।
বাহিরের না-পাওয়ারে
যেই প্রেম অস্বীকারে,
মর্ম্ম-মণি-মঞ্জুষায় তার
র'য়েছে যে জ্যোতিষ্মান্
সম্পদ নিরভিমান
আড়ম্বর গণে সে অসার :
যে-প্রেম পশ্চাতে রহে
সম্ভাষিলে কথা কহে,
না শুধালে রহে যে নীরবে :
তুমি তারে চাহো কিনা
নাহি করে প্রশ্ন, বিনা
পুরস্কার তৃপ্ত তব স্তবে।
তবে যদি কভু তুমি
শোনো গান তার—চুমি'
ও-পদ-যুগল সে-উৎসবী
যোমাকে পুলকে—সত্য,
শুধু তাহা নহে মত্ত
জনতায় ; প্রশান্ত অটবী
রচে সে আপন মনে
কেন্দ্রে যার নিরজনে
গড়ে পূত মন্দির তোমার ;—
সে-মন্দিরে অট্টরবে
নাহি করে সগৌরবে
ঘোষণা মা তব প্রতিষ্ঠার।
বাহিরে সে সুগম্ভীর
শান্ত অব্ধি সম স্থির,
অন্তরে সে কল্লোল-আরাবী ;
সে-মন্দ্র বন্দন স্থির
শুনে শুধু সে-সুধীর
নাহি যার কাড়াকাড়ি-দাবী।
সবচেয়ে সুকঠিন
নৈবেদ্যে না গণি' ঋণ—
আপনারে দেওয়া পূজাদানে ;
দাবী না করার লাগি'
ছদ্ম সূক্ষ্ম দাবী জাগি'
উঠে গূঢ় কামনার টানে !
হেন দাবী যেন—ছলে
কভু মা অন্তর তলে
নাহি বাঁধে বাসা সঙ্গোপনে ;
দাও সেই প্রেমাভয়
দিয়ে যে না ফিরে লয়
আপন অঞ্জলি ; মনে মনে

জপে না যে বেচাকেনা ;
জিজ্ঞাসে না—তার দেনা
        কভু তুমি শুধিবে বা কি না ?
নহে তো সে মহাজন
তার প্রাণ-মূলধন
        অহৈতুকী ভকতির বীণা ।
সে-বীণায় যেই মীড়
ফুটে, তার সুগম্ভীর
        ঝঙ্কার মূরছে ঝটিকায় ;
প্রমত্ত সভার মাঝে
বীথিকা-মঞ্জীর বাজে ?—
        ইন্দ্রধনু মরু-নীলিমায় ?
প্রার্থনা তোমার পদে—
এই কোরো মা বরদে,
        যেন শুধু তোমা চিরসাথী
জীবনে লভিতে পারি,
সিংহনাদে অস্বীকারি'
        অশ্রুতের তরে কান পাতি' ।
যে-সংশয় স্নিগ্ধ ক্ষেম
শান্ত শিব কান্ত প্রেম-
        বারতারে হাসিয়া উড়ায়,
রম্য আপাতের লোভে
শত দুঃখ গ্লানি ক্ষোভে
        তারে যেন পরাণ না চায় ।

ধূলিহীন রুক্ষ পথ
উজলি', অরুণরথ
        মোহি' রাগে যে-শ্যামল নামে,
সম্বল উজাড় করি'
যেন মাগো তারে বরি
        তব লীলোচ্ছল ব্রজধামে ।
প্রতি পদে সে-মুরলী
শুনি' তারি ডাকে চলি
        তাহারি নির্দ্দেশে—তারে স্মরি',
নিথরতা ধূপাধারে
আত্মোৎসর্গ-উপচারে
        অর্চ্চি তারে শঙ্কা পরিহরি' ।
তব কৃপা তরে নহে
এ-বন্দনা—কৃপা বহে
        নিখিলে তো কোটি ছন্দ-ভায়,
আলো নীলাম্বর ভরা
সে তো চিরোচ্ছল ! ধরা
        না চাহিতে অফুরন্ত পায় ।
রূপ-লাস্য-স্তব বুনি'
নন্দে নৃত্যে সুরধুনী,—
        ভূলোক দ্যুলোক-মীড় সাধে,
যত তার শ্রেষ্ঠ ধন
করে প্রেমী নিবেদন
        প্রেম-রাখী ধূলি-ফুলে বাঁধে ।

এ কবিতাটি মনস্বী নিরভিমান নলিনীকান্তকে উৎসর্গ করছি—যাঁর একান্ত তদ্গত প্রশান্ত আত্মসমর্পণ থেকে এর প্রেরণা পাওয়া। এর দু'একটি ভাবও লেখা থেকে গৃহীত। সেজন্য সকৃতজ্ঞে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

গ্রন্থি

কুয়াশায় গ্রন্থি পড়ে···খুলিয়াও নাহি খুলে···লাজে অংশুমালী মুখ ঝাঁপে ;
সরল তরল ধারা ফুঁসি' চলে বক্রভঙ্গে···আলোবিম্ব আবিলায়···কাঁপে ;
যত তারে করি ঋজু, ততই সে বাঁকে রুষি'···যত বাঁধি তত গরজায় ;—
বাধার উপল-শিলা মুহূর্ত্ত-প্রশ্রয়ে হয় হিমাদ্রির সম অতিকায় !

উদাত্ত সুধাব্ধি বুকে বহে জ্যোতির্ম্ময় স্রোত···তবু যবে তামস গুণ্ঠন
দশদিশি দেয় ঢাকি', হৃদি দেয় করতালি···অন্ধতায় আনন্দমগন !
দূরপারে যায় কত স্বপ্ন অভিসারী তরী···ভাবি ওরা ভ্রান্ত পথহারা !
নিষ্প্রেম সৈকতে বসি' বাস্তব বালুকা গুনি' চিত্ত হয় দৃপ্ত হর্ষে সারা !

যারে শুধু একবার ডাকিলেই আসে কাছে··· বিনা কড়ি করে পার,—তারে
ডাকিতেও লক্ষ বাধা কোটি ছায়াময় মান-অভিমান ফুলে আঁধিয়ারে !
অণু-সম অন্ধকার অণুসম ক্ষোভ পুষি' গ্রন্থি পরে গ্রন্থি নিত্য টানে,—
এক ঊর্ণা না খুলিতে পলকে অদৃশ্য নব ঊর্ণনাভ নব ঊর্ণা আনে।

শুধায় ভ্রূভঙ্গে হিয়া : "গ্রন্থি বিনা রূপ কোথা ? রিক্ত মুক্তি ? সে যে অভিশাপ !"
—শিশুর সরল প্রেম তরজি' প্রবীণ জ্ঞানী স্বখাত-সলিলে দেয় ঝাঁপ।
বার বার একই বাধা নব নব প্ররোচনা—নব নব ছদ্মবেশে জ্বলে !
একই ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত রচে একই পাক,—একই অশ্রু নব নব ছন্দেতে উথলে !

রূপান্তর

সহজ নির্ভর ত্যজি' কহে বিজ্ঞ : "নাহি মানি গ্রন্থিহীন মূঢ় সরলতা।"
প্রাণকুঞ্জে প্রতি তৃণে উপজে প্রচ্ছন্ন সুধা তারে অস্বীকারে শ্যামলতা !
বিশ্বোৎসব-রোমে-রোমে মলয় সঞ্চারে নিত্য জীবনের বসন্তবারতা,—
তির্য্যক্ সুবুদ্ধি মিতা কানে কানে কহে : "মূঢ় ! শোনো কেন মলয়ের কথা ?

"শুধু আমি সত্য ভবে···দেখ না কী সূক্ষ্ম ছন্দে কুয়াশায় গ্রন্থি দেই আজি !
"গ্রন্থি বাধা পৃথ্বীতলে ? মূর্খ !—শুধু, গ্রন্থি-ছাঁদে সৃষ্টির মূর্চ্ছনা উঠে বাজি'।
"নির্বাধা আলোকস্পর্শে গ্রন্থি যদি খসে—হবে লীলার বৈভব নিরুৎসব ;
"বর্ণহীন একাকার মরুভূ-মাঝারে কোথা সৃজনের রঙ্গিমা-সৌরভ ?"

মনোহর বাক্যফাঁদে অভীপ্সা হারায় লক্ষ্য··· জেনেছে সে—নাহি সার্থকতা
শূন্যগর্ভ নটলাস্যে—তবু গাঙ্গবারি ত্যজি' বরিবে সে ধূ ধূ নীরসতা !···

....

—সহসা নির্ঝর নামে গুপ্ত ঊর্দ্ধ-উৎস হ'তে !···শুষ্ক বেলা প্লাবিল নিমেষে !
শব্দ-ইন্দ্রজাল-মুগ্ধ নয়ন সম্ভ্রমে পুছে—কে উরিল মূর্ত্ত স্বপ্ন-বেশে ?

গর্জ্জিল প্রেমের সিন্ধু চূর্ণিল ধূলিকা-অদ্রি ছিন্ন-ভিন্ন মোহ-আবরণ !
যাদুকর ! বল কোন্ যাদুদণ্ড পরশিয়া বিনাশিলে গ্রন্থি অগণন !
একেলা নিরালে কোন্ অলক্ষিত মর্ম্মকোষে ছিলে মগ্ন প্রেমে তরঙ্গিতে ?
শর্ব্বরীরে ক'রেছিলে দৃষ্টিহারা তাই গুণী ?—লক্ষ-আঁখি ঊষারে নন্দিতে ?

তমিস্রায়

প্রেমের নির্ঝরধার শুষ্ক হৃদে যবে নাহি ছুটে ;—
নাহি হেসে উঠে
শ্রদ্ধার বিকচ কলি তোমার সম্ভাষে
মুহ্যমান মর্ম্মকোষে ;—নন্দি' মাগো আকাশে বাতাসে
নাহি গুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে আলো মধুকর
মুঞ্জরিত চিৎপদ্মের চারিপাশে ;—মঞ্জু, ভর ভর
সুগন্ধে কান্তার নাহি ছায় ;—
উদাসিনী তারামালা ক্লান্ত সান্ধ্যবায়
শর্ব্বরীর অশ্রুবিন্দু সম উঠে জ্ব'লে,—উতরোল
বারিধি-কল্লোল
বাহি' আনে যবে এক মরু-উচ্ছ্বসিত
শূন্যতা-সঙ্গীত ;—
দিগন্ত-বিতত নীল অম্বরে যখন
অহনার অরুণ বরণ
স্নেহ-ঢল-ঢল দ্যুতি মনে হয় শ্রীহীন, নির্ম্মম
উপহাস সম ;—
অঙ্গে স্নিগ্ধ মলয়হিল্লোল সমুচ্ছল
আর নাহি জাগায় চঞ্চল
চির-চেনা পুলক-রোমাঞ্চ তার ;—
সকল প্রাপ্তির বাণী, সকল আশার
নিমন্ত্রণ প্রেয় সুমধুর
মনে হয় দূর···কতদূর···
হৃদয় সুধায় : "কার তরে
শ্বসে রুদ্ধস্বরে
সুগভীর মৌন ব্যথা ?
কী বা সে বারতা
যার লাগি' ছাড়ি' ধ্রুব ধন—করি' পণ
অলথ-উন্মন—
ধায় হৃদি অধ্রুবের পানে ?—"
যবে মাগো পরাস্ত পরাণে
ভরসা পাণ্ডুর হয়
অবসাদ গাহে জয় ;—
আনন্দের স্মৃতির কাকলি
লভে ম্লান জরামাঝে শ্রান্ত অন্তর্জলী ;—
যৌবনের সর্ব্ব গীতি যায় থামি'···
আসে নামি'
দিগ্বলয়ে ধূলিম্লান ধূমাকীর্ণ ক্রন্দসী গোধূলি
তার স্বর্ণাঞ্চল ভুলি' ;—
আলোর কমল
মুদিলেও নাহি জাগে সান্দ্র টলটল
আঁধারের তারকা-স্রগ্ধরা কান্তি ;
ল'য়ে স্বপ্ন শান্তি।

সেই ক্ষণে যেন প্রাণে ডাকিতে তোমারে পারি ;
নাহি হারি
সে-দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মা, তমিস্রার রিক্ত ক্লান্তি পাশে ;
যত শক্তি রহে সুপ্ত অন্তরের তলে—চিদাকাশে
যেন ওঠে জ্বলি', দীপ্ত জ্যোতিষ্কের সম
নিরুপম
প্রত্যয়-স্ফুলিঙ্গ-স্পর্শে প্রেমের স্পন্দনে ; নাহি ডরি'
তব হাত ধরি'
চাহি মা চলিতে নিত্য ধেয়াই' তোমারে গূঢ় মনে,
ক্ষোভেরে সতত—প্রাণপণে
না পুষিয়া রাখি' !
থাকি' থাকি'
যে-ক্লৈব্য হৃদিরে চাহে হৃতবীর্য্য করিতে গোপনে
তাহারে চিনিয়া লই পৌরুষের সুতীক্ষ্ণ প্রেক্ষণে !
আলোকের জয়-উদ্ভাসিত রূপ তব
প্রণিপাতি' চলা—সে ত সহজ মা, একান্ত—সুলভ
সে-আভাষ।
দাও আজি সেই দিব্যাঞ্জন
যার বরে আঁধারেরও কোলে এ-নয়ন
হেরে সত্য, বন্দে সত্য, সত্য তরে জ্বালে পূজারতি
বিষাদেরও অর্ঘ্য রচি',—সকল শকতি
নিঃশেষে উজাড়ি' দেয় সে-রূপ হেরিতে
মিলে দেখা যার শুধু সূচিভেদ্য নিশুতি নিশীথে
প্রাণ সাধনায় ;
সে-নির্ভরে সে-বিশ্বাসে আলোক-বঞ্চিত চিত্ত
যেন না হারায়।

দানলীলা

কেন ব্যথা দাও মোরে ?—ল'য়ে যেতে শুধু আনন্দলোক মাঝারে ?
কেন বঞ্চি' রাখো মা দিবালোকে ?—দিতে তারকাঙ্খিত আঁধারে ?
হেথা দীর্ঘ পথের শ্রান্ত চলায়
ধূলিশাপে যবে প্রসূন শুকায়
হানিলে শাখায় ঝরে সেই ধূলি—উপচে কুসুমে নবরস ;
হানো অমর বেদনা তাই কি—ঘুচাতে মর বেদনার অপযশ ?

কেন অশ্রু ঝরাও থাকি' থাকি ? বুঝি উজলি' তুলিতে কমহাস ?
রচ' বৃষ্টি বধূরে—রৌদ্রে পরাতে ইন্দ্রধনুর বরবাস ?
হেথা জীবন-হাটের উতরোল মাঝে
যে-পেলব গীতি অস্ফুটে বাজে
চঞ্চল মদমত্ততা দেয় ডুবায়ে বলি' সে-মূরছন,
দাও নিভায়ে দীপালি-মদিরোৎসব ফুটাতে তোমার গূঢ় স্বন ?

বাহি' তরীখানি পাড়ি দেই যবে—মাগো সম্বলি' কৃপাবিন্দু,
তুমি সহসা জাগাও ঝঞ্ঝা-তুফান তোলো গরজিয়া সিন্ধু ;
যবে ভাঙা-হাল, ছেঁড়া পাল—নিরাশায়
ভাবি তরীখানি ডুবে বুঝি—হায় !
উর মা ঝটিকা-ধ্বান্ত বিদূরি' মুহূর্তে লীলানন্দে,—
তব দানলীলারীতি নহে ত গাঁথা মা মোদের ধারণা-ছন্দে।

Your Rhythm of Lila

Why do you give me pain, Mother ?—Is it to lead me into a world of bliss ?
Why keep me deprived in the daylight ?—
Is it to give—in the thrill of a starry midnight ?
In our weary treading on life's long path,—
When the desert winds wither the flower of the heart,—
You smite the branches to purge them of the dust,
And fresh sap is infused into the drooping petals :
You give us immortal pain, Mother, to blot out the stigma of mortal sorrow.

You make us to shed tears—
that the smile of our bliss may shine out through them the brighter :
You fashion the shower as a bride—
that the sunbeam may wear the bridal robe of the rainbow :
The delicate chords of your music that vibrate muffled
amid the din of life's market,—
Because their secret riches are drowned
in the restless madness of our revels,—
You extinguish the lights of the festival to bring out that deeper strain.

When I put out my boat with a little drop of your grace
for my only possession,
You rouse suddenly the stormblast and the thundrous wrath of the ocean.
Helmbroken, sails torn, when in despair I feel my boat sinking,
You descend in the radiant joy of your play
and in a moment dispel the roaring darkness :
The rhythm of your Lila is all yonr own, Mother,
and is not tied by the measures of our mind's thinkings.

অভীপ্সা *

দিনমণি-কিরণ নীলাম্বর
ছায় সুন্দর,
দুরি' শর্ব্বরী-অমাপুঞ্জে ;
অরুণ-বীণায় জ্যোতি-সঙ্গীত
ফুটে নন্দিত,
আশা-কম্পিত হৃদি-কুঞ্জে ।

লহরীর বুকে যার অঞ্চল
চল-চঞ্চল
লুটে উচ্ছল কল-হাস্যে ;
গাহে প্রাচী তারি স্তোম-বন্দনা,
রচে মূর্চ্ছনা
মরীচি-মৃদঙ্গের লাস্যে ।

বিরহে যাহার নিশি বঞ্চিত
ছিল শঙ্কিত,—
আজি ঝঙ্কৃত সে দিগন্তে ;
আরোহি' সে-উদয়-তুরঙ্গমে
উষা-সঙ্গমে
ধায় হিয়া দুরাশা দুরন্তে ।

উম্মিল যে হিরণ্য স্যন্দনে
ধরা-নন্দনে,—
স্বজে সেই যত প্রাণ-ছন্দ ;
তাহারি বরণ উলু-উল্লোলে
ফুল-দোল্-দোলে
মিলে দিশা—ঘুচে পথ-ধন্দ ।

গাহে সে সারথী : "হের পান্থ গো !
জিত ধ্বান্ত গো !
ক্রমদল জ্বলে বৈদূর্য্যে !
"কাটে ধরণীর বাধা-বন্ধন,
আঁধা-খণ্ডন
ঘোষে অর্য্যমা—জয়-তূর্য্যে !

"নিরালোক যত মরু কন্দর
হ'ল উর্ব্বর
সে-আলো-আসারে ওগো যাত্রী !
"শতদলে লভিল রূপান্তর
ধূলি কঙ্কর—
উদিল অহনা বরদাত্রী ।"

---

* জয়দেবের "দিনমণিমণ্ডল মণ্ডন
ভবখণ্ডন"
মুনিজন মানস হংস"
—ছন্দের অনুকরণে ।

Aspiration

(The New Dawn)

The rays of the sun clothe the blue heaven with beauty ;
the darknesses of the Night are driven far :
There breaks from the lyre of the dawn a song of light and felicity,
and the soul in its groves responds with quivering hope.

One whose hem trails over the dancing crests of the waters,
and touches them to ripples of musical laughter,
Comes chanted by the Orient in hymns of worship,
and twilight on its gleaming tambour beats dance-time to the
note-play of the rays.

She whose absence kept Night starved and afraid in its shadows,
a vibrant murmur now are her steps on the horizon :
As in a saddle of sunrise the heart of tameless aspiration
rides to its meeting with the Queen of Light.

One who descends in her golden chariot to the garden ways of earth to create
her many rhythms of life,
her every voice now hails in a long cry of welcome :
The flowers toss on the swings of delight :
the goal beacons, the pathless riddle is dispelled for ever.

Loud sings the shining Charioteer : "Look up, O wayfarer :
vanquished is the gloom of ages :
the high tops are agleam with sheen of the jewelry of sunlight.
The impediments are shattered, the bonds are broken :
Day's trumpets of victory blare the defeat of Darkness.

Ravine and lightless desert are fertile with rain of Light, O Pilgrim !
Earth's dust and gravel are transmuted into the glory of the lotus :
for the Dawn-Goddess has come, her hand of boon carrying fulfilment".

জাতিস্মর

কোথায় যেন কুল হ'তে মোর
ঝুমৃত অঘোর
গন্ধ অলখ— হিয়ায় পুলক
বিছিয়ে—গেয়ে গান ;
কোথায় যেন ধরার বীণা
অন্তলীনা
সুর-উজানে গগন-তানে
কাট্‌ত মাটির টান !

কোথায় যেন কাড়াকাড়ির
তরে হৃদির
তলে চুপে ছদ্মরূপে
জাগৃত না পিপাসা,
কোথায় যেন না চাহিতে
নিখিল গীতে
উঠ্‌ত ফুটে পরাণ-পুটে
পরম পাওয়ার ভাষা !

কোথায় যেন আবছা সুরে
মন মুকুরে
মিলন-রেশে বিয়োগ ভেসে
উঠ্‌ত না তরাসি' ;
স্বপ্ন কোথায় পথের-চলায়
রক্ত কাঁটায়
ছিন্ন-দলে পৃথ্বীতলে
ঝরৃত না নিরাশী !

কোথায় যেন ধ্যানের মূলে
উঠ্‌ত দুলে
রূপের রঙে অরূপ ঢঙে
উছল রসের বান ;
কোথায় যেন আশে পাশের
সব পথিকের
কণ্ঠে ধরা স্বয়ম্বরা
করৃত মালা দান !

কোথায় যেন দিগন্তরে
দিত ভ'রে
নিত্য-নতুন ছন্দে অরুণ
নিত্য-নব উষা ;
কোথায় যেন মেঘের মায়া
চাঁদ্‌নি-কায়া
ছাইত না হায়, ঢাকি' ধরায়
আলোক-উছল ভূষা !

আজকে মনে জাগে হেন
প্রশ্ন কেন :
"কে হরিল মোর যা ছিল
আজ যেন কী নাই !
কোথায় সবই পেয়েছিলাম
কেন দিলাম
বিসর্জনি' তার এমনি"—
আজকে শুধাই তাই !

[illegible]

বেলা-প্রদোষে
REVERIE

হৈমন্তী সন্ধ্যার আজি দূর বেলাভূমে
পড়ে মা তোমারে মনে। পুলিত কুঙ্কুমে,
ক্ষণে-ক্ষণে-শিহরিত চূত-বীথিকায়,
ঝুরে তব মধু গন্ধ কান্ত সান্ধ্য বায়।
অদূরে আলোকমুগ্ধ বকুল কাননে
ঘনশ্যাম পাতাগুলি হর্ষিত প্রেক্ষণে
কার পানে চেয়ে? স্বচ্ছ নভের আড়ালে
গাঢ় নীলকান্ত দ্যুতি কে কল্যাণী ঢালে
ধরার মাটির থালে—অনিন্দ্য-মধুরা!
চলোর্ম্মি-শিঞ্জিত নিধি পিই' সেই সুরা
মাতোয়ারা সম যেন টলি' টলি' চলে।
দিগন্ত-বিতত চূর্ণ অভ্রে জ্ব'লে জ্ব'লে
উঠে যাযাবর শিখা; এখানে—ওখানে
থাকি' থাকি' আবীরের তীব্র শর হানে
কনক-কার্ম্মুকে তার রক্ত দিবাকর,
ব্রীড়ারাগে সাড়া দেয় রক্তিম অম্বর
সে-শর-চুম্বনে। বুঝি তার সম্ভাষণে
ফুটে মা পরশ তব সৈকত বিজনে
তাই ফিরে ফিরে চায়?

* * * * *

শুধু ভাবি—হেন
স্নিগ্ধভাবখানি তব পাই না মা কেন
এমন সৌগন্ধী ছন্দে উৎসবে, মিলনে,
দীপমালা-বিহসিত রজ-সভাজনে?

কোটী রশ্মি ঠিকরিয়া পড়ে, প্রাণ তায়
ক্ষণতরে উঠে দুলি',—পরক্ষণে হায়,
যাচে নির্জ্জনতা ফিরে। কেন? সে-লগনে
দেখা দাও বলি' বুঝি?—তাই পড়ে মনে?

* * * * *

নিথর ধেয়ানে শোনে কোন্ গূঢ় রেশ
কান পাতি' স্তব্ধ হৃদি? দিবসের শেষ!..
ময়ূখ ময়ূরকণ্ঠী ধূসরায়মান
ধারাধরে বুনে কার বিদায়ের গান
ফাঁকে ফাঁকে নীলাকাশ গাঁথি'? মীড় শুনি
ছন্দিত কল্লোলে—কার? উঠে গুণগুণি'
কাহার বিস্মৃত গাথা নিখিল আবহে?
অম্ভোধি-উরসে অংশুমালীর বিরহে
কোন্ জাতিস্মর সুর জাগে?—সিতাম্বর
কার মৃগমদ-গন্ধে আজি ভর ভর?
বিথারি' তৃষিত বাহু দীর্ঘ বনস্পতি
কার তরে ঊর্দ্ধায়িত?—ধূপ-দীপারতি
স্বনে কার গোধূলি-মঞ্জীর? উদাসিনী
বেলাভূমি কার তরে দূর-বিসর্পিণী?
নিষণ্ণ নীরধি-নীড়ে নীরদের ছায়
বৃত্তাকার দ্বীপ রচি নিশ্চিন্তে ঘুমায়।
অলকার ঝরকায় গৃহলক্ষ্মীসম
তারকা-মণিকা-বাতি জ্বালি' নিরুপম
সন্ধ্যালক্ষ্মী "আয় আয়" ডাকে। ক্ষণে ক্ষণে

মরমর বান যায় ডেকে তালীবনে
শাখাশাখী করিয়া উতলা,—বুঝি তারা
কার আগমনে দেয় উলু!···পথহারা
দু'টি গাভী তাহে দেয় সাড়া থাকি' থাকি'।
দিনান্ত দিগ্‌বধূক্রোড়ে ক্লান্ত মাথা রাখি'
প্রতীক্ষা-মগন। কোন্ অচেনা সুবাস
হৃদয়ে বহিয়া আনে কী সুর উদাস!···

*　*　*　*　*

যাহা এতদিন ছিল প্রেয়, সুমধুর,
আজি যেন মনে হয়—দূর—কত দূর!
দুঃখ সুখ, যার সাথে বিজড়িত হিয়া
ছিল কত সূত্রে—কবে গেছে যে সরিয়া!···
বিচ্ছিন্ন দ্রষ্টার সম যেন আপনায়
মনে হয়।—শুনি এক নব বারতায়!

*　*　*　*　*

নব বারতায়? তাই দেয় না ক দোল
পুরাতন জীবনের লক্ষ উতরোল
চির পরিচিত ছন্দে? তাই আঁখি মোর
নির্লিপ্ত অঞ্জন পরে? শ্লথ মায়া ডোর
পড়ে খসি' নির্ম্মোকের সম? তাই আজি
সুদূর নেপথ্যে রহি' রহি' উঠে গাজি'
নূপুর-নিক্কণ কর্ণে বীতভৃষ্ণা-তালে?
নব রেশ জাগে বলি' হৃদি-অন্তরালে?

*　*　*　*　*

সবই বাজে নবরেশে—সত্য। শাখা মাঝে
উঁকি দিয়া যুগ্ম তারা কত রঙে নাচে—
বহুরূপী রঙ্গে যেন! কভু বা রূপালি,
কভু রক্ত, কভু শ্বেত—কখনো সোনালি!···
মেঘের মৌনতা! ছিল যা কিছু অস্থির
ধরে এ কী ধ্যানমূর্ত্তি—নিমীল—গম্ভীর!
বারি ব্যোম ব্যাপি' যেন রহে থমকিয়া
অশরীরী ছায়া এক—পক্ষ বিস্তারিয়া!
মন্ত্রমুগ্ধ হিয়া তারে উঠিয়া প্রণমে
রোমাঞ্চিত হয় তনু সে-স্পর্শে—সম্ভ্রমে!

*　*　*　*　*

সে-রোমাঞ্চে দশদিকে ফাটে নব দ্যুতি
বিচিত্র ব্যঞ্জনা সাথে—অপূর্ব্ব আকুতি
জাগে হৃদে—যেথা ওই মেঘের সিঁথায়
সোনার সিন্দুরবিন্দু নিঃশব্দে মিলায়···
যেথা দূর হতে কোন্ বংশীরব আসে
ভাসি গাঢ়—অশ্রুপ্লুত...পীতাভ আকাশে
ধীরে ছেয়ে আসে যেথা ছায়ার রাগিণী···
সেথা ডাকে নব সুরে মুক্তি বিমোহিনী।
পাসরিয়া পূর্ব্ব স্মৃতি, অশ্রু-সান্ত্বনায়,—
ঘরছাড়া অভিসার পানে ছুটে যায়
বিবাগী পরাণ।—নহে বিতৃষ্ণা বরিতে :—
নবীন প্রাপ্তির কণ্ঠে বর-মাল্য দিতে।

*　*　*　*　*

অভিসার? কার? হায়, প্রাণ কি তা জানে
জীবন-দেবতা তার বলে কানে কানে
শুধু এক কথা : যাহে ছিল এতদিন
তৃপ্ত, তারে বিসর্জ্জিয়া দ্বিধা-সর্ত্ত-হীন

ঝটিকার তাড়নায় জলদের মত,
ধাইতে হইবে ত্যজি' চিরাভ্যস্ত যত
আমন্থর স্বস্তিসুখ, আকাঙ্ক্ষা বামন
ব্যর্থ-আঁখিলোর-দিগ্ধ ব্যথা-আলিম্পন ;
বিজয়-তোরণ যেথা দিগন্তের পারে
দেয় হাতছানি, তারই তরে পারাবারে
দিতে হবে পাড়ি। খেয়া ?—প্রাণের নির্দ্দেশ।
পথের পাথেয় ?—পথে মিলিবে অশেষ।

*   *   *   *   *

আর যদি মিথ্যা হয় আশার নির্দ্দেশ
মৃগতৃষ্ণিকার সম ? তাহে ক্ষোভলেশ
নাহি কোনো। যার তরে করি হাহাকার,
কাড়াকাড়ি প্রাণপণ, এমনই কী তার
অপূর্ব্ব সঙ্গীত ? অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া
জলের অঞ্জলি সম যায় নিঃশেষিয়া
দেখিতে দেখিতে। বিন্দুসম জ্যোতি যায়
আঁধার-পাথারে ডুবি'। তারে নাহি চায়
উচ্চাশী পরাণ। সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা বৃহত
আকাশকুসুম যদি,—যদি এ জগত
শুধু জড়, বস্তু-সার, তবে তারে ল'য়ে
কী বা হবে করি' ঘর ?—ব্যর্থ বোঝা ব'য়ে
দুদিনের তরে ? যদি জীবনে অমৃত,
সর্ব্বক্লান্তিহরা শান্তি, অনবগুণ্ঠিত
স্থায়ী জ্যোতি নাহি মিলে ;—যদি চিরশেষ
বুদ্বুদের সম হেথা সব গীতিরেশ ;—
বর্ষ-কতিপয় মধ্যে সকল স্বপন
নিশ্চিহ্ন মুছিয়া যায় ;—তবে এ-জীবন
'কাঙ্ক্ষি কোন্ লোভে ? হেন অপূর্ব্ব সৃষ্টিরে
নাহি অভিনন্দি'—দিব বিদায় অচিরে।
গাহিয়া এ-হেন শুষ্ক ছন্দহীন গীতি
সুরহীন রিক্ত কণ্ঠে—কভু প্রেমপ্রীতি
লভে সার্থকতা ?

কভু নহে। সত্য যদি
শূন্যময়—মরুরেই তবে নিরবধি
পূজিব বঞ্চনা ত্যজি'। মহত প্রয়াস
যদি বৃথা বিড়ম্বনা,—বিফলতা পাশ
চাহিব অতৃপ্তি চির ; তবু স্বল্পজয়
নহেক ঈপ্সিত মোর—মলিন সঞ্চয়।
যে সুদূর-তৃষ্ণা প্রাণে মাহেন্দ্র-লগনে
দিয়েছিল দেখা—ক্ষণতরে—সঙ্গোপনে—
যদি নহে মিটিবার—যদি সে স্বপন
স্বপন-চারণে তবে রহিব মগন।

*   *   *   *

এ-সৌরজগতে যদি জীবন কেবল
ক্ষণধ্বংসী ফেন সম চমকে চঞ্চল,
সব আগমনী-গীতি হেথা আসে বাহি'
ঝরাফুলদলপথ,—তবে নাহি চাহি
মাতৃহীন মৃত্তিকার উঞ্ছবৃত্তি ম্লান,
দিনগতপাপক্ষয়—কৃপণের দান।
তার চেয়ে যাক্ কল্লোলিয়া কল্পনায়
অনিকেত নীলকণ্ঠ-স্তোত্র—যার পায়
নমিয়াও গর্ব্ব আছে ; তবু বরমালা

বামনে না দিব কভু; প্রেম প্রাণঢালা
নাহি নিবেদিব ক্ষুদ্রে। রিক্ত জীবনের
দ্যূতাগারে কোনমতে ত্রস্ত ঘুঁটিদের
আগুলিয়া ছক পরিক্রমা? ছিছি, হেন
অবসন্ন জীবন না যাপি কভু যেন।
যদি রিক্ত ধরা—মিথ্যা ধূপারতি-স্তবে
অপদার্থ পদার্থেরে পুজিব না ভবে।
যদি তুমি নাহি—

*   *   *   *   *

কিন্তু মাগো, চিন্তা এ কী
অসম্ভব আসে মনে? কেন শূন্য দেখি
চারিধারে মুহূর্ত্তেরও তরে? মর্ম্মতলে
যেই গূঢ় স্বর ফুটে—তারে কোন ছলে
করি অনাদর?—হায়! যুক্তির আদেশে?
চেতনা তাহার কাছে পাতে হাত শেষে
যে তাহারই স্পষ্ট? খোঁজে জোনাকীর পাশে
ছায়াপথ পথের ইঙ্গিত? হাসি আসে।—
প্রতি পদে ক্ষুণ্ণ হয় দিশা যার—তারি
মুখ চেয়ে রবে অনুভূতির দিশারী?
যার জ্যোতিকণা চুম্বি' মার্ত্তণ্ড প্রোজ্জ্বল
যাহার স্ফুলিঙ্গে নেত্রে বিস্ময়-বিহ্বল
দিব্য দৃষ্টি জাগে, প্রেম হয় আত্মহারা—
তারি অন্তঃপুরে দিবে সংশয় পাহারা?
বুদ্ধি হবে রাজ্ঞী? অতীন্দ্রিয় বারতায়
ভেটিব ইন্দ্রিয়-পথে? লভিব আত্মায়
দেহব্যবচ্ছেদাগারে? অপূর্ব্ব যুকতি!

যেই ধ্যানলোক-বর্ণচ্ছটার আরতি
প্রেমে দেয় ত্যাগ, ত্যাগে ভোগ, ভোগে কায়া,
যার তেজে বস্তু লভে বাস্তবতা—মায়া,
শূন্য সেই—সত্য শুধু জড় পরমাণু?
অমরতা-স্বপ্ন মিথ্যা—সত্য শুধু স্থাণু?
বীণার মূর্চ্ছনা মিথ্যা—সত্য শুধু তন্ত্রী?
সত্য—যন্ত্র দারুসার,—মিথ্যা তার যন্ত্রী?
আমি মিথ্যা—সত্য শুধু বিশ্লেষণ যায়
করি মোর ছায়াময়ী চেতনার ভায়?

*   *   *   *   *

বাক্য-বেড়াজাল মাগো কতই ধাঁধায়
ফেলে বাক্যব্যাগীশেরে! কত না ঘুরায়!
প্রাণের অতল বাণী, আকাঙ্ক্ষা শাশ্বতে
যুক্তির ব্রহ্মাস্ত্রে বধি' বলে: 'এ জগতে
একমাত্র সত্য—শুধু যাহা ক্ষণতরে
উপরে ভাসিয়া উঠে।' যেন তাহে ভরে
গহন-অন্তর-তৃষ্ণা! ডুব নাহি দিয়া
দুর্লভ শুক্তির মুক্তা চাহে লুব্ধ হিয়া।
দণ্ড দুই হেথা হোথা করে সন্তরণ
দু'চারিটি ঝিনুকেরে করে পরীক্ষণ,
তাহে হ'লে ব্যর্থ, রচে যুক্তি অপরূপ!
বলে: 'মুক্তা কোথা?—ও যে ঝিনুকেরি স্তূপ!'
যুক্তির মন্থনে বুদ্ধি নাহি লভি' সুধা
প্রাংশু পাণ্ডিত্যের হলাহল তুলি' ক্ষুধা
চাহে মিটাইতে।

মাগো, হেন আস্ফালন
বরজি' তোমারে চাহি করিতে অর্চ্চন
প্রেমের কুসুমে ধূপে, ভক্তির চন্দনে,
আর্জ্জবের দীপে—নহে পাণ্ডিত্য-বন্দনে।
দূরে যাক্ দ্বিধা—দাও শ্রদ্ধা অচপল ;
ফুটিয়া উঠুক সুপ্ত চিত্ত শতদল।······
চাহিতে না চাহিতে মা, নূতন জোয়ার
প্লাবি' সব পলকেতে করে একাকার !

* * * *

সব একাকার।······
মন সংশয়েরে ছাড়ি'
প্রেমের প্রত্যয়-মাঝে খুঁজে শান্তিবারি।
মনে হয় অতীতের যত ক্ষতি-লাভ,
যত দুঃখ-সুখ, তৃপ্তি-ব্যথা, পুণ্য-পাপ
সমশীর্ষ হ'য়ে গেছে ;—পর্ব্বত-চূড়ায়
আরোহিলে সানুমূলে যেমন দেখায়
ব্যাপী-হ্রদ তরু-তৃণ······
আজি সান্ধ্যবায়
তেমনি অতীত-স্মৃতি ছায়াবাজি প্রায়
মনে হয় :
কত আশা নিরাশায় দোলা,
জয়ের ঝিলিক-দীপ্তি পরাজয়ে ভোলা,
ক্ষণিক বসন্তে হওয়া নিয়ত উতলা,
মনে পড়ে মিলনের বিদ্যুৎ-চঞ্চলা
মাদকতা, বিরহ আকুল প্রশ্ন শত,
এক ভেবে আর করা, শঙ্কা হর্ষ কত !
বারবার স্বপ্নভঙ্গ, নিত্য ওঠাপড়া,
অতৃপ্ত কামনা কত, কত ভাঙাগড়া
জীবনের সন্ধিলগ্নে।···প্রথম যৌবন !···
মনে পড়ে সেই মুগ্ধ বেদন-পূজন
দীর্ঘশ্বাস-গাঁথা ; হিয়া লুণ্ঠিত ব্যথায়
ঝরিতে দেখিলে কুসুমেরও কলিকায়
তুহিন-সম্পাতে ; কাব্যে নিঠুর শিশিরে
নিতি অভিশাপ দেওয়া তিতি' আঁখিনীরে।
মনে পড়ে সেই প্রতি প্রিয়-সমাগমে
আসন্নবিচ্ছেদ-ভীতি বিঁধিত মরমে
কী অদৃশ্য কাঁটা হ'য়ে ! অশান্তি সরবে
কত না গৌরব নিত্য ! কাড়াকাড়ি-স্তবে
কী উৎসাহ ! কত ক্ষুণ্ন হ'ত অভিমান
এতটুকু পরাজয়ে ! জয়ে কী সম্মান
দিত হৃদি !
কিন্তু পরক্ষণে জয়মালা
যেতে যবে শুকাইয়ে—খুঁজিত নিরালা
আশ্রয় এ-প্রাণ। প্রতি পলে হ'ত মনে :
কেন প্রতি মিলনের মুখর লগনে
আশঙ্কা ঘনায়ে উঠি' করে প্রতিক্ষণে
সকল উল্লাসে ম্লান ?" সুধাইত হিয়া :
"জীবনের ফাঁকগুলি লিপ্সায় ভরিয়া,
কর্ম্মধূমে বুজাইয়া, তরীখানি বাহি'
চলিলেই পাব তারে যারে সত্য চাহি ?"
মনে হ'ত : "শেষ হ'য়ে এল কলরব

আলোক-আসব-মত্ত যত্ন বৈভব
ক্ষণিকের ; তিমিরের ব্যাদিত গহ্বরে
সর্ব্ব জয়দীপ্তি লভে লুপ্তি চিরতরে।"
মোহ-মহোৎসব মাগো বরণ করিয়া
চলিতাম নিত্য হায় তোমারে ভুলিয়া,—
কিন্তু থেকে থেকে মনে হ'ত : "সব দান
যেন স্বর্ণমৃগ সম মায়া! স্তুতি-গান
ব্যঙ্গ অভিনয়! আসঙ্গের আঁধিয়ার
কত গাঢ় দেখাইতে—ক্ষুদ্র বর্ত্তিকার
দণ্ড দুই জ্বলা!" দয়িতারে বুকে যত
ধরিতাম চাপি' স'রে স'রে যেত তত।

*　*　*　*　*

এ ছলে ছলনাময়ী, চাহিলে বুঝাতে
তোমা বিনা কত অসহায় এ-ধরাতে
মোরা নরনারী? হায়, মোদের আশার
ডালি—সে ত মরীচিকা! তাই বারবার
প্রতি হাসিফুল জীবনের মালাটিতে
বুঝি দু'টি অশ্রুমাঝে গাঁথ'? লুব্ধচিতে
সেই মালাজপ যবে করিতে মা ধাই,
হাসিরে জপিতে অশ্রু নিত্য পাসরাই!
অন্ধ মোরা ভুলে যাই—বিকচ কলিকা
দেখিতে দেখিতে ঝরে!—নিকম্প দীপিকা
ফুৎকারে নিভিয়া যায়। পুষ্পিত গৌরব
দু'ফোঁটা শিশিরে হয় বিগত-সৌরভ!—
বুঝেও বুঝি না : তাই উপহাস করি
প্রাণের এষণা গূঢ় তোমারে পাসরি'।

চাহি'—পাই ; সত্যি' দেখি পেয়েছি যা যারে
গভীর অন্তরতলে চাহি' নাই তারে।
যাহা সত্য চাই—তাহা কাড়াকাড়ি মাঝে
চকিতে গুণ্ঠন তুলি মুখ ঢাকে লাজে।

*　*　*　*　*

কিন্তু মাগো যেই সুধা এ-অস্ত-ছায়ায়
উপচি' উঠিতে চাহে প্রাণ-পিয়ালায়,
হেন পলাতক কেন সুরভি তাহার—
মুহূর্ত্তে উবিয়া যায়—বৃথা বার বার?
মনে প্রশ্ন জাগে মাগো—আজ আয়ু যার
মনে হয় চিরন্তন, কাল কেন তার
চিহ্নও না পাই খুঁজি?—যত অলি গলি
অন্বেষি না কেন—তবু উঠে না উজলি'
জয়যাত্রা তার নাশি' তামসী আঁধার!
দিব্যাঞ্জন হয় অন্তর্হিত ; হেরি সার—
স্বখাত-সলিলে-ডোবা, বোঝা অর্থহীন ;
তব বর পাওয়া যায়—রাখা সুকঠিন।

*　*　*　*　*

হৃদয়ের এক অংশ যাচে আত্মদান,
অপরাংশ খোঁজে গণ্ডী, গর্ব্ব, অভিমান,
একজনা প্রার্থে নিত্য অকূল-শরণ,
অন্যজনা মাগে হায় করিতে বরণ
আপন স্বার্থের কূল। তুচ্ছতম দায়
কত ছলে হ'য়ে ওঠে নিত্য অতিকায়!
হৃদয়ের মর্ম্মকোষে ফুটে যে-নির্দ্দেশ।
কুটিল বিচূর্ণ উর্ম্মিঘাতে তার রেশ

পলকে ডুবিয়া যায়। একান্ত সরল
যেই পথ—যে-পাওয়ার অভাবে বিহ্বল
হয় প্রাণ—শত সূক্ষ্ম বাধা বর্ত্ম তার
চকিতে অগম্য করি' তুলে বারম্বার।
যেই আধ-আলোহাসে উল্লাসে পরাণ,
উষাপাতে নিশা সম,—হয় খান খান
নিমেষের সংশয়ে মা। একক্ষণে হায়,
গণি যারে সারাৎসার—স্তিমিত বিভায়
প্রতিভাতে পরক্ষণে।—লুকোচুরি ছলে
এ-হেন নিষ্ঠুর খেলা, ছি! খেল কী ব'লে?

*　　*　　*　　*　　*

এ-ও তবু সয় প্রাণে। কিন্তু মা গো, হায়
সবচেয়ে দুঃখ এই—হয় অন্তরায়
সাধনাই সাধনার পথে—থাকি' থাকি':
যে-প্রেমবর্ত্তিকা দিবে আলো—সেই ঢাকি'
দেয় যদি পথ অভিমান রূপ ধরি'
উগারি' অজস্র কালি, বল তবে বরি'
কোন ধ্রুবতারাটিরে কনকবরণী
ক্রুদ্ধ পারাবারে হৃদি বাহিবে তরণী?
অক্ষেম লুকাবে যার ক্ষেমস্পর্শে, করে
সেই যদি সন্ধি মিথ্যা সনে—চিরতরে
কোথায় দাঁড়াব? পড়ি যদি—কারে ধরি'
উঠিব আবার—যদি তব কৃপাকণা
জাগায় সাধনা-গর্ব্ব?—এ কী বিড়ম্বনা!—
যে-করুণাপাতে মোহ লজ্জিত চরণে
পলাবে—তাহারি নিয়ে যদি সঙ্গোপনে
বিরক্ত মন বাড়ে আত্মপ্রতারণা
ছদ্মবেশে—তবে মাগো, কোথায় সান্ত্বনা?

*　　*　　*　　*　　*

তব প্রেমাস্বাদ কভু যেই অভাজন
পায় নাই—তার কাছে রিক্ততা তেমন
নহে মা দুঃসহ। আপনার চারিধার
বিরচিয়া স্রোতোহীন পঙ্ক-পরিখার
স্বল্পায়ু সান্ত্বন—করে শুষ্ক দুর্গে বাস;
সুরেলা কণ্ঠের গান নাহি শুনি'—আশ
মিটে তার শুনি' সুরশ্রীহীন সঙ্গীত;
জন্মদুঃখী মুষ্টিভিক্ষা তরে লালায়িত।
কিন্তু মা, সুকৃতিবশে মাত্র একবার
পেয়েছে যে স্বাদ তব সুর-মূর্চ্ছনার,—
সে যদি বঞ্চিত হয় উপচীয়মান
তোমার পীযূষ হ'তে—ঊর্দ্ধের সোপান
সহসা হারায়—বল দাঁড়ায় কোথায়?
নিরাশার মেঘ যে মা পলকে ঘনায়!
অসহ সংশয়-আঁধি সকল গভীর
দৃষ্টিরে মলিন করে; নিহিত হৃদির
উৎসারিত ভক্তিধারা হয় রুদ্ধ-প্রায়;
কভু কি পেয়েছে কিছু?—ব্যাকুলি' শুধায়।

*　　*　　*　　*　　*

এমনি মা ঘটে হায়! মনগড়া ছাঁদে
ও-মূর্ত্তি কল্পিয়া চলি—তাই প্রাণ কাঁদে;
তাই হই হতোদ্যম থাকি' থাকি' হেন,
বুদ্ধি রচে লক্ষ তর্ক-লূতাতন্তু—যেন

সে-ঊর্ণায় তোমারে মা কভু ধরা যায় !
আড়ম্বর-ফাঁদ পাতি' প্রেম-বৎসলায়
ধরিতে কামনা !...হায়, ঠেকি অনুক্ষণ
বুঝেও বুঝে না তবু এ-অবুঝ মন।
হৃদয় শরণাগতি প্রার্থে—বারবার ;
বুদ্ধি চাহে নিজ সর্ত্তে দরশ তোমার
আপন যোগ্যতা করি' ঘোষণা নিয়ত,
যত করে দাবী—তুমি সরে যাও তত।

*   *   *   *   *

স'রে যাও ?   কিন্তু সে-ও নিমেষের তরে ;
ছেড়ে কি মা যেতে কভু পারো হেলাভরে ?
কুলিশকঠোর তুমি—কুসুমকোমলা,
মানস-বচনাতীতা—তুমি প্রেমোচ্ছলা।
হারাই তোমারে যদি বিজ্ঞতায়, ভানে,
তর্ক-বাহ্বাস্ফোটে, অভিনয়-অভিমানে,—
ত্বরিত-পাখায় যদি যাও মা উড়িয়া
প্রেম-মধুহীন প্রাণপ্রসূনে ত্যজিয়া ;—
সরল প্রার্থনা সুরে যে-ই তোমা ডাকি
অমনি উর মা হৃদে পদাম্বুজ রাখি'
সিত-সরসিজাসনা সন্তাপহারিণী !
অমল-আলোক-উৎসা অবনী-হ্লাদিনী।
স্তবমূঢ় তনুমন বন্দে সে-আসার
সিতাংশু-শিঞ্জিত বাঁশরীর প্রেমধার
বন্দে ব্রজ যথা।   বুদ্ধি ভাবিয়া না পায়—
যে-রূপের এতটুকু আভাষ বহায়
কালিন্দী-কল্লোল হেন তার কোথা শেষ ?

না না—ভাবে না সে কিছু—শুধু নির্নিমেষ
রহে চেয়ে।   নাচে প্রাণ প্রেমের নূপুরে,
দেহের সকল মন্থরতা যায় দূরে,
ধূলিদীন মর্ত্ত্য ছন্দ বাজে উল্লসিত
অমর্ত্ত্য কিঙ্কিণী-লাস্যে প্লাবি' স্তব্ধচিত।
নগণ্য আলেখ্যে ফুটে নূতন মঞ্জিমা,
তুচ্ছতম তৃণে হেরি অদৃষ্ট ভঙ্গিমা।
প্রতিপদে গণি যারে বাধা—কারাসম
তারও পৃথ্বীটান-গ্লানি অনুপ পরম
যতিভঙ্গহীন ব্যোমছন্দের রভসে
লভে নব সার্থকতা—অন্তরে উছসে
উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি-স্তোত্র ; হৃদি যায় দলি'
সকল সংশয়তমঃ ; মুহূর্ত্তে মুরলি'
উঠে সর্ব্ব সীমা নব সম্ভাবনা ভায়
অয়স্কান্তি রূপান্তর লভে স্বর্ণিমায়
পথরোধী বিপ্লবের চমূ-পুঞ্জীভূত
বালার্ক-আহত কুজ্ঝটিকা সম ভীত
পলায় নিমেষে।   অমলিন চিদাকাশে
নূতন জ্যোতিষ্ক বিভা যেন পরকাশে।
ধমনীতে পদধ্বনি, শোণিতে ডমরু
বাজে ভেরী-স্বনে—চক্ষে লুপ্ত হিমমরু।
যে-আনন্দ স্বপনেও চিত্ত-চক্রবাল-
চতুঃসীমামাঝে দেখা দেয় নাই কাল,
আজ শঙ্খে চিরপরিচিত ছন্দে নাচি',
সর্ব্বসখা আপনারে মনে হয় আজি।
শীতবন্ধ্যা প্রাণ পুন বসন্ত-আগমে

নবীন বল্লরী সম তোমারে মা, মেয়ে।

* * * * *

এ বেলা-প্রদোষে তব এই অপরূপ
লীলাছন্দ আসে ভাসি' জাগায়ে অরূপ
স্বপন সুন্দর গন্ধ! আগত ছাড়িয়া
অনাগতে সম্ভাবিতে চাহে আজি হিয়া।

* * * * *

সব ক্ষোভ যায় মুছে আজি ধীরে-ধীরে।
তারকা-নিচোলা সন্ধ্যা সায়াহ্ন-সমীরে
তব পরিমল বহি' আনে; হৃদিপুর
উদ্বেলিত সেই গন্ধে; কোন্ চেনা সুর
অর্দ্ধ-পাসরিত উঠে কিঙ্কিণি' অস্ফুটে,
কী অমিয়া উপজে মা, প্রাণের সম্পুটে!

* * * * *

প্রণমি' তোমার পদে শুধায় এ-মন:
কোন্ ইন্দ্রজালে ঘটে হেন অঘটন?
যারে কভু দেখি নাই, শুনি নাই—তার
সূক্ষ্ম স্পর্শে সব হেন হয় একাকার
কোন্ মন্ত্রে? স্থূল বাস্তবেরে স্বপ্নসম
নিরখি এ চর্ম্মচক্ষে? স্বপ্ন দূরতম
একান্ত বাস্তব হয়? ও রূপ-স্মরণে
সব কাড়াকাড়ি-রোল ত্বরিত-চরণে
পলায়। নয়নে মোর উঠে উদ্ভাসিয়া
এক নবরাজ্য যেন তিমির ভেদিয়া
স্বপ্ন সম্ভাবনা ছাপি'; কোন্ কোজাগর
পৌর্ণমাসী আভাষে মা, চিত্ত ভর-ভর?...

* * * * *

পশ্চিমে হ'য়েছে লীন শেষ অস্তরাগ
বনস্থলী-শীর্ষে; ইন্দু লেপে পীত ফাগ
পূর্ব্বাচলে বারিধির বক্ষে টানি' তার
লক্ষ হেম বিম্ব; আন্দোলি' সে-মণি-হার
কম্র-কণ্ঠে নাচি' সন্ধ্যা তরঙ্গে তরঙ্গে
পাল তুলি' যায় চলি' কটাক্ষ বিভঙ্গে।
জ্যোতিষ্পথে হয় ম্লান নক্ষত্র-দীপালি
চন্দ্রোদয়ে।...ফুটে আভা—উচ্ছল...সোনালি।
দূরে...দু'টি মেঘসখী স্বর্ণকিরীটিনী
স্বর্ণ-ঝারি হতে ঢালে স্বর্ণ-প্রবাহিনী।
দূরে যায় সব ধন্দ...স্বপন বিভ্রান্তি,
পাণ্ডুর হইয়া আসে মোহ কামকান্তি।
তরু, তৃণ, বেলা, বীথি, ছায়াপথ ব্যেপে
শান্তি আসে ছেয়ে ধ্যানমৌন পদক্ষেপে...
বাসন্তী যামিনী তারা-চন্দ্রাতপতলে
দুলায় খদ্যোত-মালা গন্ধবহ-গলে,
সরিৎ-উৎসঙ্গে, কুঞ্জছায়া-কটিতটে!...

যাহা ছিল দূর...আসে এত সন্নিকটে!...
সে সামীপ্যে সব পরাভব লভে লুপ্তি
অবর্ণ্য পূর্ণতা মাঝে!...বিছায় সুষুপ্তি!...
বিস্মৃত স্তন্যের স্বাদ রসনার 'পরে
ফিরে আসে...এ-নিখিল সেই স্বাদে ভরে!

শিখর-দুরাশী

আলোদীপ্ত গিরিচূড়া চলে পান্থ সেই পথে···আঁখি তার ধাঁধে সে-আভায়!···
মায়াভ্র-মুরলী-তানে হৃদে ক্ষুধা উঠে জাগি'···তবু লুব্ধ ফিরে ফিরে চায়—
যেথা নিম্নে আর্দ্রমূলে রাজে নব দূর্ব্বাশ্যাম পুষ্প-বিহসিত হৈমধাম,
শৃঙ্খলের ঝণঝণা বীণার নিক্কণ নিভ কণিত যেথায় অভিরাম!

নাহি সেথা গতিবেগ?—উত্তাল উচ্ছ্বাস নাহি?—নাহি সঙ্কটের অভিসারে
উদ্দাম আনন্দ ব্যথা?—আসে যায় কতটুক?—স্বস্তি-তরু ছায়া তো বিথারে!
নাহি সেথা যতিহীন নিরুদ্দেশ-অভিযান—অকূলের ব্যাকুল বাঁশরী?
কী বা আসে যায়?—ক্ষুব্ধ পথিক উত্তরে কহে মধ্য পথে—আহ্বান পাসরি'।

আহ্বান?—কিসের? কোথা? শুধায় সে থাকি' থাকি' সত্য কি সে শুনেছে তাহারে?
ওই দীপ্যমান্ উগ্র মেঘচুম্বী মৌলি 'পরে কভু কেহ বাঁচিতে কি পারে?
তথাপি তারেই চাহে, যুক্তি-মানা নাহি মানি' গহনেই পশিবে বিদ্রোহী,
তুঙ্গ শৃঙ্গ ডাকে···ডাকে···অধিত্যকা পিছে ফেলি' চলে চাতকের তৃষ্ণা বহি'।

পথে মেঘ ছায় তার হৃদাকাশ পলে পলে···ভাবে থামি' প্রতি সানুদেশে:
ছায়া যদি পদে পদে আলোজয়ী—তবে সে কি চলে আলেয়ার মোহে ভেসে?
ঝঞ্ঝাভীত পক্ষ দু'টি গুটায়ে আশ্রয় মাগে সেই নীড়ে—বিদায়েছে যাহে,
হাসে যে-মমতাময়ী গৃহাঙ্গনে সন্ধ্যা জ্বালি' ফিরে তারে বাহুপাশে চাহে।

কিন্তু এ কী পরিহাস! যারে হায় ফিরে চায় সেও যে আলেয়া সম ভায়—
সেই দিন হ'তে—যবে বাজিল শিখর-বাঁশি: "ওরে যাত্রী, মোর কাছে আয়।"
সে-বাঁশি না শুনে যবে—সংশয়ে ঘনায় ব্যথা—দৃষ্টি আবিলায় বারম্বার:
ঊর্দ্ধ-স্বয়ম্বরা আশা তবু চলে ঊর্দ্ধদিঠি নিম্নে তৃষা মিটে না যে তার!

ত্রিযামার দিগ্বিজয়

(THE CONQUEST OF SILENCE)

(ALLEGORY)

বাজিল দামামা—"যাবে কে গো নিরুদ্দেশ-পথে ?—অজানার দিগ্বিজয় তরে ?"
সাড়া দিল কত রথী দেশ দেশান্তর হ'তে—কম্পিত অনামা আশা-ভরে !
বাহিরিল রাজবর্ত্মে মর্ম্মতলে স্বপ্ন রচি',—নমি' সেনানীরে পুরোভাগে—
নিস্তল নয়ন যাঁর নক্ষত্রের নিমন্ত্রণ !···প্রাণে তার দীপ্তি এসে লাগে !

চলে···চলে···তুরঙ্গমী···ঢাকে দিক্‌-চক্রবাল লক্ষ-ক্ষুরোৎকীর্ণ ধূলিধূমে···
"অজানার আবাহন ! !"—উল্লাস-গরবে তারা ধূলিকারে পূর্ব্বরাগে চুমে।···

ক্রমে স্বপ্নসভা ছাড়ি' পথ-ব্যাপ্তি হেরে আঁখি···কেহ কহে : "আর কতদূর ?"
"যাত্রা কেন মন্দাক্রান্তা ?"—পুছে কেহ, কেহ কহে : "শুনি কই পথান্তের সুর ?"

বাহিনীপতির মৌন সান্দ্র বৈজয়ন্তী ভাতি শ্রান্তি-গ্লানি স্পর্শিতে না পারে,
শুধু বাহিনীর নেত্রে প্রশ্নের ম্লানিমা নামে···ধীরে···দীর্ঘায়িত ছায়াধারে !

বহু লুব্ধ এসেছিল···কেহ প্রার্থি' মুক্তা মণি, কেহ যাচি' কীর্ত্তি উগ্রতপা,
কেহ পূর্ণ রাজ্য, কেহ—অর্দ্ধেক রাজত্ব সাথে রাজকন্যা অলোকসম্ভবা।
রহে তারা পিছে পড়ি'···নায়ক চাহে না ফিরে···দৃষ্টি তার দূর অনাগতে···
বিশ্রব্ধ স্বপনী সঙ্গী সাথে ল'য়ে কতিপয় চলে···চলে···নিরুদ্দেশ-রথে।

অগণন গুপ্ত অরি ত্যজে লক্ষ গুপ্ত বাণ···বিষদিগ্ধ শিলীমুখ ঘুরে
অন্তরীক্ষে জলে···স্থলে···বাধা-অনীকিনী চাহে লক্ষ্যেরে ঠেলিতে শুধু—দূরে।

সে-অদৃশ্য-শরাহত দুর্ব্বল পদাতি এক নিরুৎসাহ লয় যেন মানি'···
ধূসরিমা সাথে তার হৃদয়ে বিপ্লব লুটে···ভুলে সূর্য্য-দুন্দুভির বাণী।

রূপান্তর

"অজানার অভিসার ? কেন ?"—বুঝে না সে —তবু কণ্ঠভরা জাগে তারি তৃষা,
প্রান্তের বৈদূর্য্য-তূর্য্য সায়াহ্নে অনচ্ছ কেন ?—ভাবিয়া না পায় তার দিশা !
কার পানে ধায় তারা ? দিশারীর আঁখি শুধু কহে : "ত্রিযামার দিগ্বিজয়ে।"
ত্রিযামা ?—পরাণ কাঁপে !···অরূপ সার্থক তবে নহে কি রূপেরি পরিচয়ে ?

দ্বন্দ্বের শ্রীহীন জয়ে বসে এক বৃক্ষতলে ; সহসা কে মর্ম্মরিয়া উঠে ?
—"চিন্তাকুল কেন পান্থ ?"—কহে তরু স্নেহানত।···"সংশয়ে"—সৈনিক মুখে ফুটে।
—"চিনি সে প্রচ্ছন্ন দৈত্যে, আমারেও একদিন দহিত সে তুষের দাহনে।"
—"কোন্ শান্তিজলে তারে নিভাইলে বল বল—বড় তৃষ্ণা বহি আরাধনে !"
—"রহি' শুধু ঊর্দ্ধপাণি নীলিমায় মাল্য দানি' পথান্ত-ভরসা বুকে ধরি'।"
—"সে-ভরসা যদি হায় ! দিনান্তে ডুবিয়া যায় ?"—"রহি প্রাণ-দেবতারে স্মরি',
"জপি'—যাহা অন্তলীন মগ্নছন্দে বাজে আজি মুঞ্জিবে চেতনে একদিন।"
—"হায় কোথা সে-চেতন ? কোথায় দেবতা বন্ধু ? কোথা বাজে তব মগ্ন বীণ ?"
—"অণু-হ'তে-অণু-হৃদে কুহেলি-মঞ্জীরে বাজে কবি-হৃদে বাজে স্বপ্ন-দলে ;
"ঋষি হৃদে শ্রুতি-ছন্দে বাজে জাগরণে—যাহে কল্পলোক নামে চলাচলে।"
—"কেমনে শুনিলে তারে কহ সেই ইতিহাস :"—"পাতি' কান দীপ্র ত্রিযামায়।"
—"হায় ! তুমিও কি বন্ধু, প্রহেলিকা বাসো ভালো ?—নহে 'দীপ্র' কহ তমসায় ?"
—"ত্রিযামা তামসী !!—তার দেখেছ স্বরূপ কভু।"—"স্বরূপ ?—না, তবে—" দ্রুম কহে :
—"তবে পান্থ তার কাছে শুন—যে দেখেছে তারে—তার মাধ্বীধারা বুকে বহে।

"উষালোকে ফুটে যাহা বীজ রস উপ্ত তার ত্রিযামারই মর্ম্মকোষ-মাঝে।
"সাজহীন ফেনপুঞ্জ বুদ্‌বুদের আস্ফালন ত্রিযামারই বিস্ফারণে নাচে।
"অসহ্য অনল-অব্ধি ব্রহ্মাণ্ডে তরঙ্গায়িত ত্রিযামারই বিচ্ছুরণে শুধু।
"ত্রিযামারই বহ্নি-বাণী শুনি' ব্যোম তারাঙ্কিত পুষ্পাঙ্কিত পৃথ্বীপীঠ ধূ ধূ !
"রূপায়ন-পারাবারে সংক্ষুব্ধ বাসনা-ঝড়ে ঊর্মিবুকে জাগে আচম্বিতে
"লক্ষ শান্তি-মণিহারা লিপ্সা-ফণী—হয় তারা মন্ত্রশান্ত—ত্রিযামা-ইঙ্গিতে।

"করাল দানবী চমূ প্রেমের সঙ্গীত-সদ্ম উৎসাদিত করে হাহাকারে,
"সে-ক্ষণে ত্রিযামা সেই শ্মশানে নন্দন রচে মৃত-সঞ্জীবনী সুধাসারে।

"যে-স্তোম বাহিরে মন্ত্রে স্বরিত উদাত্ত ছন্দে পল্লবিয়া সুষমা অতুল,
"উৎস তার নাহি রাজে উচ্চারিত স্বরগ্রামে,—পাতাল-সাম্রাজ্যে তার মূল।
"ত্রিযামা সম্রাজ্ঞী একা শাসে সে অলখ-রাজ্য ধরি নিত্য নব ছদ্মবেশ ;
"শব্দহারা রাজদণ্ডে নিয়ন্ত্রে স্তনিত সৃষ্টি নামরূপ ঝঙ্কারি' অশেষ।

"প্রবাহে সে জ্যোতিষ্পথে কোটি জ্যোতি-উর্ণাজাল প্রতি উর্ণা কোটি স্পন্দ বহে,
"প্রতি স্পন্দ বেড়ি' কোটি রূপের নিগড়ে—একা ত্রিযামা-উর্ণায়ু মুক্ত রহে।
"সংখ্যাহারা লূতাতন্তু কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে বিদ্যুত্বান্ জলদ্-গর্জ্জনে ;
"ত্রিযামা সে-বজ্রদোল করে উপশান্ত হাসি' মুহূর্ত্তের তর্জ্জনী-হেলনে।

"ক্ষুরদ্-বিলীয়মান সীমাহীন সমারোহে ধায় কোটি ভঙ্গিমা মুখরা
"নটরঙ্গে ;—কেন্দ্রে তার বিরাজে ত্রিযামা একা নটেশ্বরী নিসঙ্গা নির্জ্জরা।
"আসঙ্গে যে আত্মহারা, বহিরঙ্গ বিশ্বোৎসবে অপ্রমত্ত রহিতে না চায়
"তারে না ত্রিযামা চাহে—যে না বরে লীলোৎসবে অন্তরের অন্তঃপুরিকায়।
"অনাসক্ত দিগ্বিজয়ে পাঠায় সে যাহাদের—পড়ে তারা বাঁধা নিজ জালে—
"কল্লোলে সমাধি রচি', সিংহনাদে নাহি শুনি' ছায়াশঙ্খ আলো-অন্তরালে।
"সে-আধ্মান শুনে যে-ই—শব্দ-ভ্রান্ত নাহি হয়,—ত্রিযামা-শঙ্কায় নাহি কাঁপে ;
"শুনে না যে—হয় সে-ই হৃতধ্বজ মন্ত্রহারা, প্রাণ-মধ্যমণি মুখ ঝাঁপে।

প্রোল্লোল মর্ম্মরে তাই গণি না চরম বন্ধ, প্রার্থি বর্ণ-রলরোল-পারে
"হেরিতে সে নিরঞ্জনা নিখিল-বিজয়-মন্দ্রা দিবা-উৎসারিণী ত্রিযামারে।"

বহি-স্তবী
THE EXTRAVERT

খুঁজি পুলক-পাথেয় নিতি পথের চলায়,
মাগি বাহিরে ভরসা—যবে মরম-কুলায়
প্রেম উপজে মধুর
যাচি সতত সে-সুর
হায়, যেন মদ-উদ্বেল জনতা-সভায়!
পরে কাঁদি যবে ধ্বনি-ধূমে আলো আবিলায়।

রুষি' মুছি দিব্যাঞ্জন নয়নকোণে,
তাই শ্যামলে না হেরি হৃদিকুঞ্জবনে;
প্রাণ- বাসব-ধনু
তার স্বপন-তনু
যদি বিছায় ধেয়ান-নভে পূত লগনে,—
তারে টানিয়া লভিতে চাই ধূলি-আঙনে!

কেন চাহি না সে-মূর্ছন রেশটি যাহার
নাহি মন্দ্রে জীমূত রবে—চমক-বাহার?
মৃদু মিড়টি কানে
নাহি শুনি'—উজানে
চলি পাল তুলি' কলকলি', করি' হেথা সার
হায়, মুখর রঙ্গছটা তরঙ্গধার!

চাহি উচ্ছাসেরে সাথী নিতি-নূতন রূপে,
আসে নিভৃতি দেউলে যেই অতিথি চুপে—
তারে ভুলি পূজিতে,
ছুটি সমর্চ্চিতে
যেই প্রতিমা বন্দে ভিড় গন্ধে-ধূপে,
হায়, মধু-উৎকোচ সদা যাচে মধুপে!

নিতি তাহারে মাপিতে চাই—অমেয় যে-জন,
কহি— 'ধ্রুবতারা-জ্যোতিদিশা করিব ওজন';
যাহা প্রাণসাধনে
ফুটে নিগূঢ় স্বনে
তার নিহিত পীযূষ-স্বাদ চাহি অনুখন
এই খেয়ালী রসনা 'পরে বিনা আরাধন।

হায় সে-স্বাদ যাচি না কেন যাহা উপচে
ঘন গোপন গহন প্রাণে?—নীরবে রচে
রতি যার সুরভি
মোরা বহি-স্তবী
খুঁজি বাহিরে প্রমাণ নাহি গহীরে ম'জে,
লাজে অতল দিশারী ডুবে—আঁধা গরজে।

পড়ি শূন্য বচনজালে নিয়ত বাঁধা,—
বুঝি তাই তারে পদে পদে হয় না সাধা—
যাহা বাতাস চেয়ে
রহে পরাণ ছেয়ে—
তারি মিলনের পথে উঠে লক্ষ বাধা;
তাই বিরহে অলখ-রূপ রহে না গাঁথা।

মোরা চাহি না তৃতীয় আঁখি; জাগরে স্বপন
তাই উঠে না ঝলকি'; নারি করিতে বরণ
যারে না চিনি' জানি
যারে না হেরি' মানি,
হৃদি নিতল তলের সেই মোহন রতন,
যার লাগি' ঝাঁপ দিলে মিলে মরণে জীবন।

অভিমান

চেয়েছি তোমারে আমি অন্তরে অন্তরযামী !
জানো—জানো তুমি ;
ধেয়ান তোমার কম পরাণ-পুলিনে মম
উঠেছে কুসুমি' ।
বায়ু সেথা আঁধি হানে, অঙ্কুর কঙ্কর-টানে
বন্ধ্যা নিরন্তর ;
তুফান তরণী রুধে আলোর কমল মুদে ;
জলদ ডম্বর
ডাকে সেথা গুরু গুরু,— ত্রাসে করে দুরু দুরু
কলিকার বুক ;
শূন্য ধূসরিমা আছে, স্খলন-দুঃস্বপ্ন রাজে,
বিশ্বাস বিমুখ ।—
তবু সেথা গানে গন্ধে তোমারি চরণছন্দে
চেয়েছি তো আমি
রচিতে মন্দির তব চিত্তব্রজে—মহোৎসব
ঘোষি' অন্তর্যামী !

বিঘ্ন বাধা নিরুৎসাহ ? তার তরে অন্তর্দ্দাহ
নহে নাথ মোর ;
মোর এই অভিমান : কর' বলি' প্রত্যাখ্যান
—ছিন্ন—মালাডোর ;—
রহ' বলি গুণ্ঠি' নিতি জাগে না চেতনে গীতি
প্রতিমায় প্রাণ,
অরূপ না মূর্ত্তি ধরে বাস্তবের ব্যঙ্গ 'পরে
স্বপ্ন খান খান !
যে-তৃষ্ণায় ধরা-দান তেয়াগি' বৈরাগী প্রাণ
নীলিমায় যাচে ;—
যে- দুর্ব্বার দুরাশায় উন্মুখ চাতক ধায়
অম্বুদের পাছে ;—
যে-উর্দ্ধ-অভীপ্সা-টানে বিথারে সূর্য্যের পানে
অটবী—অধর ;—
যে-উধাও প্রেমভরে গগনে প্রাসাদ গড়ে
স্বপনী—ভাস্কর ;—

সে-আশারে অবমানি' ওগো সর্ব্বশক্তি, মানী !
কী তব গৌরব ?—
তোমারে যে আবাহনে তারি ভালে সযতনে
আঁকি' পরাভব ?—
যে তোমায়ে চাহে নাকো তারে বেশ সুখে রাখো,
দাও যদি ব্যথা
স্ফুরিয়া আলেয়া-দীপ্তি,— তবু রচো মোহ-তৃপ্তি
মায়ার বারতা ।
তোমার মিলন লাগি' নহে ভবে যে বিবাগী
সে যদি বা সয়
লক্ষ ক্ষোভ স্বপ্নভঙ্গ জ্বালামুখী শোক-সঙ্গ
লক্ষ পরাজয় ;—

তাহে তব তারাকান্তি   বারেকও দুরাশা-ভ্রান্তি
ভাতে না তো তার
প্রাণাকাশে প্রেমরাগে,   ধূমায় সে দৃপ্তযাগে
বাসনা-সংসার।
অসীমার নিমন্ত্রণ   লভে নি যে—তার পণ,
দৃষ্টির পরিধি
সঙ্কীর্ণ, নিশ্চিতক্ষুধা   শোনে নি যে মর্মে সুধা-
কল্লোল-বারিধি,
সে সদা কাঞ্চন-ভ্রমে   কাচের কন্দুকে রমে—
জনম-বঞ্চিত,
তবু তার হিয়াতলে   সান্ত্বনা-দীপালি জ্বলে,
নিখিল সঙ্গীত
বাজে না বেসুরা সুরে,   কল্পনার অন্তঃপুরে
পায় মধু-স্বাদ,
বিরহে যে জাগি' রাতি   তোমারে চাহে নি সাথী
মিটে তার সাধ;
হারানো মন্দার-গন্ধ   তার মনে নিরানন্দ-
ঢেউ নাহি তুলে,
সমীপে সে যারে চায়   আঁকড়ি' থাকিতে পায়
দূরবাণী ভুলে।

রিক্ত ক্ষুণ্ণ পৃথ্বী-ধনে   কোনমতে প্রাণপণে
রচে সে কুটীর,
ভাঙে যদি সে-রচনা—   তাস সৌধ-আলিম্পনা,—
নয়নের নীর
ঢালিয়া ক্ষণিক—পরে   অপর কুটীর গড়ে
নব আশা পাতি'
সে চাহে না তব দেখা,   তাই রহে না সে একা,
তার লক্ষ বাতি।
লুণ্ঠে এক স্বপ্ন যদি—   কুটীর ত্বরিতগতি
নব স্বপ্ন-ফুল,
নিয়তি যতই দলে,   কাব্য রচি' টলি' চলে
ভাঙে না তো ভুল।
এক হাতে মুছি' আঁখি   গাঁথে সে কামনা-রাখী
অন্য হাতে নিতি;
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে   তবুও সে নাহি স্মরে
তব প্রেম-প্রীতি।

শুধু—যে তোমারে চাহে   তাহারি বেদনা বাহে
নির্লক্ষ্য তরণী,
সে-ই কাঁপে ঝঞ্ঝাস্বনে   কারণে বা অকারণে,
শ্যামল সরণী
মুহূর্তে মরুভূ-নিভ   ধূ ধূ করি' উঠে—দীপ
মূর্চ্ছে কুঞ্জবনে;
যে তব আশ্রয়-কামী   নিরাশ্রয় অন্তর্যামী
সে-ই এ ভুবনে। *

---

* এ-কবিতাটি পূতচরিত্র ভাবুক সাধক অশেষ শ্রদ্ধাভাজন অনিলবরণকে উৎসর্গ ..দিলীপ।

রূপান্তর

অভিমান ?

আজিও তোমারে আমি   চাহিতে নারিনু, স্বামী !
সর্ব্ব প্রাণে মনে,
চলিতেছে অবিরত   লুকোচুরি খেলা কত
আপনার সনে !
হৃদে বড় হয় সাধ   রূপ কান্তি তব, নাথ !
পূজি দিবাযামী,
তোমারে আড়াল ক'রে   আজো নানা মূর্ত্তি ধ'রে
আসে মোর আমি !
যে শুধু তোমারে চায়   আপনি খসিয়া যায়
তার সব বন্ধ.
শত দিকে আমি ধাই   তাই দিশা নাহি পাই
নাহি ঘুচে দ্বন্দ্ব ।
বসি সুধাসিন্ধু-তীরে   চাহিতেছি ফিরে ফিরে
মরীচিকা পানে ;
রুদ্ধ অন্ধ বাসনায়   প্রাণ করে হায় হায় !
প্রবোধ না মানে ।
তোমা ছাড়া কিছু আমি   দেখিনা, অন্তর্যামী !
যবে মেলি আঁখি,
তবু মায়া-স্বপ্ন দিয়ে   রচিত বাস্তব নিয়ে
বেশ ভুলে থাকি !
করুণার অবতার   আপনি লয়েছ ভার
তথাপি সংশয় !
জননীর স্নেহভরে   রাখিয়াছ বক্ষে ধরে
তবু নিরাশ্রয় ?
ছিনু মত্ত মোহ ঘোরে   টানিয়া লইলে মোরে
আপনার ঠাঁই,
বন্ধু তুমি, প্রিয় তুমি,   তোমার চরণ চুমি'
তবু তৃপ্তি নাই ?

রহিয়াছ প্রতীক্ষায়   দিতে ধরা আপনায়
প্রেম-প্রতিদানে,
নয়ন বাঁধিয়া রেখে   দেখিয়াও নাহি দেখে
ভাসি অভিমানে !
তব অভিসারে আছে   যে সুখ—তাহার কাছে
তুচ্ছ সর্ব্বধন,
রহি' চেয়ে তোমাপানে   বিকশিছে মর্ত্ত্য-প্রাণে
মন্দার-স্বপন ;
কাঁটা ফুল হয়ে ফুটে,   তটিনী উল্লাসে ছুটে
অসীমের পানে,
হ'য়ে ঊর্দ্ধ-স্বয়ম্বরা   অটবী উজলে ধরা,
পাখী মাতে গানে ।
তোমারে চাওয়ার স্বাদ   যে পেয়েছে—পরমাদ
সাজে কি তাহার ?
আনন্দের পাল তুলি'   যাবে সে দুঃস্বপ্ন ভুলি'
তমসার পার ।
সংসারে রয়েছে যারা   তুচ্ছ সুখে আত্ম-হারা
তোমাতে বঞ্চিত,
এই কোরো, দয়াময় !   শিরে যেন নাহি হয়
সে-শাপ বর্ষিত ।
পাইনি তোমারে ব'লে   তিতি সদা আঁখিজলে
সেই মোর ভালো,
তোমা ছাড়া প্রাণ মম   হোক্ মরুভূমি-সম
নিভে যাক আলো ।
প্রতি রক্তবিন্দু মোর   তব প্রেমে হোক ভোর
আপনা-বিস্মৃত—
জানি প্রভাতিবে নিশা   তুমিই মিলাবে দিশা
মরণে অমৃত । *

---

* সাধক, কবি, সুন্দর-শিল্পী, বন্ধুবর দিলীপকুমারের উৎসর্গ—"অভিমান" কবিতার প্রতি-উৎসর্গ—অনিলবরণ ।

নিষ্ঠাহীন

তোমারে চেয়েছি নাথ ঢালি' তনুমন
আজিও একান্ত ছন্দে কহিতে তো নারি
অঙ্গীকার! চিত্তে দ্বিধা কাঁপে অনুক্ষণ···
তথাপি আলোকবর কেন যে নিবারি!···
লক্ষ লূতাতন্তু বুনে মায়া উর্ণনাভে
কামনার ইন্দ্রধনু ধরিবে···আশায়,
ধরা পড়ি' ইন্দ্রধনু তারে অভিশাপে,
কাঁদে,—তবু পুন ফাঁদে চরণ বাড়ায়।

বঞ্চনা-বেদনে পুছি: "তোমার পরশ
বাতাসে মিশায় কেন ছুঁইতে ছুঁইতে?
হিয়ার আরতিপাত্রে প্রেম-ধূপরস
সহসা মিলায় কেন দেখিতে দেখিতে?"

কে কহে: "উৎসর্গ-ঘট শতছিদ্র যার
কেমনে রাখিবে ধরি' সুধা সে অপার?"

সম্বন্ধ

কহিল কাঁটা: "ফুলের দাম
উজলি বলি' আমার নাম
রটিল কবি—বিধাতা বাম
তবু গো মোর প্রতি!"
কহিল ধাতা: "যদি না কবি
ফলাতো তোর মহিমা ছবি
কুসুম হ'ত আরো গরবী
সরলে করি নতি।"

নতিহীন

পরশ তোমার আজো ইন্দ্রিয়-জগত
সম নহে সত্য কেন—সংশয়-অতীত
পূর্ব্বাহ্ণে যে-প্রত্যয়ের শুভ্রধ্বজ রথ
জয়ডঙ্কে বাধা দলি' চলে উল্লসিত—
অপরাহ্ণে হয় শ্লথছন্দ?—ভাস যার
অন্তর-নীলিমা-সূর্য্য—হৃদির স্পন্দন—
নয়নের তারামণি—কেন বারম্বার
লুকায় সে আচম্বিতে—শুকায় নন্দন?

কে কহে: "নির্ভর-নতি বরজি' অধীরে
সর্ত্ত রচি' বিতর্কিয়া চাহো অভিমানে
আত্মনিবেদন-শিখা নিবাত মন্দিরে
নাহি জ্বালি' ঝাঁপ দাও বাসনা-তুফানে।"

কাঁপে তাহে প্রেমদীপ কুণ্ঠিত-শরণ
তাই তব রূপ রহে গুণ্ঠিত-বরণ?

বিভক্ত

কলিকা কহে: "আকাশে আলো
মরম মম বাসিল ভালো,
মরুতে সুধা যখনি ঢালো
বিকচি উলসিয়া।"
বাঁকিয়া মরু কহে: "কী তাতে
প্রমাণ হ'ল? বাধার সাথে
নাহি যুঝিলে রুধির পাতে
কী হবে ফুল দিয়া?"

আত্মসমর্পণ

প্রতি পদে কেন জাগে ক্ষোভ হেন   চেতনে ?
"দিলে না"—বলিয়া উঠি উছসিয়া   বেদনে ?
বুঝি না মা—কেন অহমিকা-পাক
দেয় হাতছানি যবে—শুনি' ডাক
গা-ভাসায়ে চলি,
মুখে শুধু বলি :
"চলেছি তোমারি   চরণে ?"
কারে ফাঁকি দেই ভাবি না কেন সে-   লগনে ?

চাহি বলি' প্রীত রহি মা নিহিত   গরবে ;
"সাড়া কই, হায় !"—চিত্ত শুধায়   সরবে !
বুঝেও বুঝিনা—তব গূঢ় স্বন
শুনিবার তরে তৃতীয় শ্রবণ
আছে অপেখিয়া
উঠিতে ফুটিয়া
যাচিব যখনই   নীরবে ;
স্বাবলম্বন ত্যজি' প্রেম-নতি-   বিভবে।

কোথা সে-বিভব ?—অন্তরতলে   বিজনে
বিরাজে প্রেমের উন্মেষ-মণি   কিরণে ;
বাসনা-বেলার বন্ধ কাটিয়া
চূর্ণ-উর্মি-রঙ্গ দলিয়া
তলহীন নীর-
নির্দ্দেশ থির
যাচিয়া অভয়   শরণে
দিলে ঝাঁপ—মিলে ইন্দ্রিয়াতীত   গহনে।

মিলে ঝাঁপ দিলে—না মানিয়া বৃথা   যুকতি,
ত্যজিয়া দৃপ্ত তুষ্ট আত্ম-   শকতি ;
বরজি' বারেক বন্ধ্যা বিচার
কহিলে আরাধি' : "লহ মাগো ভার
আজিকে আসিয়া"—
উঠে বিকচিয়া
নীলিমা-বিভল   ভকতি ;
বিবাহি' পাতাল রহি তবু—ছাড়ি'   মুকতি।

চিরদিন যে মা এসেছি জীবনে   শুনিয়া :
"তারি হয় লাভ—চলে যে গুনিয়া   গুনিয়া,"
শুনেছি—মোদের বুদ্ধিরতন
কত অসাধ্য ক'রেছে সাধন,
শরণাগতির
রাগিণী গহীর
শুনি নি তো কান   পাতিয়া :
বৃথা পৌরুষ-বোঝা চলি তাই   বহিয়া।

পৌরুষ ? মাগো, হাসি পায় ! ভবে   তুমি না
ধেয়ান-ধাত্রী, জীবন-দাত্রী ?—   চুমি না
ও-পদযুগল প্রেম অরচনে ?
কহি না উছলি' : "তব মূরছনে
প্রাণে মম সুর
মন্দ্রে মধুর ?"
"দাও"—বলি' নিতি   নমি না ?
তবু কহি : "যেন পৌরুষ-চ্যুতি   ক্ষমি না !"

আপনারে দেওয়া কত যে কঠিন   শিখালে,
নমি' তোমা তাই প্রার্থি আজি মা   নিরালে :
"উষর বিচার তর্কের হেন
ছাড়ি' আঁধা—বরি জ্যোতি তব যেন"
শুধু আঁখিজলে
পুছি : "কোন্ ছলে
ব্যথিলে জাঙাল-   আড়ালে ?
যবে তুমি আসি' ত্রিপথগা হাসি'   বহালে ?"

বুদ্ধি-দিশারী চাহে যদি বাতি   ধরিতে
সহজ পন্থা শিথায় না কেন   বরিতে ?
উপহসি' কোটি কূট মন্ত্রণা
তেয়াগি ঘূর্ণী, বিষ-যন্ত্রণা ?
কেন বল হায়
চাহিলে যা পায়
তারে ত্যজি' ধায়   সহিতে
শূন্য-গর্ভ বেদন-গর্ব্ব   মহীতে ?

বিশ্বাস*

(স্বর-মাত্রিক ছন্দ)

"বেদন দিলে···বেদন দিলে···বেদন দিলে"—
এই কথা
আমায় যেন কেন্দ্র নাহি করি'
সদাই ঘুরে,—বিষাদ হিয়া আজ লভিলে
হোক্ নতা—
তোমারি এই বিধান বলি' ; স্মরি'—
ব্যথাই তো মা পাইনি—কত পুলক-সুলগনে
হরষ প্রীতি প্রেমের গীতি বুনেছি আমনে !

"এমন কেন···এমন কেন···এমন কেন
দান-রীতি"—
প্রশ্ন যেন জাগে না মোর মনে,
আঁধার-কোলে নির্ঝরেরি সূর্য্য যেন
ভায় নিতি
তুফান মাঝে স্বীকারি প্রেম স্বনে :
"মেঘের রোলই বাজাও নিতো পাড়ির পথে প্রাণে
কত না দিন গগনে বীণ বেজেছে নীল গানে।"

"মিলবে কবে···মিলবে কবে···মিলবে কবে"—
এই ব'লে
মনটি যেন ক্রন্দে না অধীরে,
সুরটি সাধা না হ'লে হায়, বেসুর-রবে
কোন্ ছলে
তোমার কাছে চাইব রাগিণীরে ?
গানটি প্রিয় ব'লেই আগে সুকণ্ঠ চাহি সাধা,
তবেই প্রাণে শুভ্র তানে ফুটবে প্রেম-গাথা।

"আজিই চাহি···আজিই চাহি···আজিই চাহি"—
এই দাবী
গরব-ভরে নিত্য করি কেন ?
অহঙ্কারে মিথ্যাপালে নাওটি বাহি'
হায় ভাবি :
চরণ-পারে উত্তরিব !—হেন
শূন্য রাঙা ভেলায় দুলে তোমায় নাহি বরি'
ঝড়ের তালে বিশাল হালে রই যেন আঁকড়ি'।

* স্বরমাত্রিক ছন্দের প্রথম ব্যাখ্যাতা বাংলার অদ্বিতীয় ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনকে উৎসর্গ।

সহজিয়া

তুমি জানো অন্তর্যামী !—কত সুকঠিন
সহজিয়া ছন্দে চলা জীবন সাধনে—
খুলি' কুয়াশার গ্রন্থি আনন্দ-মিলনে
পিক সম গাহি' গান বাধাবন্ধহীন।

তুমি জানো—যুগে যুগে কত আবরণ
কত মিথ্যা বাসনার মুগ্ধ মায়াজাল-
উত্তরাধিকারী মোরা—দুর্ভেদ্য আড়াল
সূক্ষ্ম তন্তু কত ছলে রচে অনুক্ষণ।

তুমি জানো—ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত-চক্রমাঝে এলে
এক পাক হ'তে মুক্তি করে সমর্পণ
অন্য পাক হাতে। তবু তা-ই আকিঞ্চন
করে চিত্ত—স্বভাব-আনন্দ-বর ঠেলে !

অশ্রু মাঝে নমস্কার করে তোমা হিঁয়া :
সহজ কঠিন কত বুঝালে বলিয়া।

করভ্রষ্ট

শিশুর সুরে ডাকিব তোরে
স্বাগতি' প্রেমে পরাণ ভ'রে
করুণা ওই আঁকড়ি' ধ'রে
থাকিতে প্রাণ চায়,
কেন যে হয় কুসুমমুঠি
বজ্রসম—অমনি ছুটি,
পলাস্ তুই—আধেক ফুটি'
ময়ুখ মুরছায় !

কঠিনিয়া

কহে কবি কঠিনিয়া হাসি' তীক্ষ্ণ স্বনে :
"হা রে মূঢ় ! কেন তুই জনমিলি তবে ?
"গালে হাত দিয়া ভাবি—কী যে তোর হবে !
"বীর্য্যশুল্কা বসুন্ধরা—ভুলিলি কেমনে ?"

লজ্জায় রক্তিমভাল—সহজিয়া কহে :
"নমি হে দিশারী কবি—কঠিনকিঙ্কিণী !
"বহু ভাগ্যে পেনু দেখা—র'নু চিরঋণী,
"রোমাঞ্চিত বাণী তব প্রাণ যেন বহে।"

হাসে খুসি' কঠিনিয়া : "আশা তোর আছে,
"সাবধান ! ছি ছি ! শেষে অমৃত বিহ্বল !!
"নীলকণ্ঠনিভ যাকে পিইয়া গরল
"অমর হইতে হবে—ছুটি' ব্যথা পাছে !!!"

যুগ যুগ কাটে রহে বুভুক্ষু পরাণ…
"তবে কি ?"—তর্জ্জিয়া ও কে উঠে : "সাবধান !"

লক্ষ্যভ্রষ্ট

জীবনভোর সতত জপি :
"লক্ষভেদী হ'ব—গরবী,
উত্তমারে না যদি লভি
জনমে ধিক্কার" :
সভার মাঝে ধনুক ধরি'
টঙ্কারিয়া বীর্য্য বরি,
করতালিতে শুধু পাসরি
মালাটি বরদার।

দুয়ার খোলা

আলো-অলক্ত-চরণ চিহ্ন
আঁকি' মেঘবুকে কে যায় দীর্ণ
করি' অমা—কার চুম্‌কি-আঁচল
লহরে লহরে লুটে ?

জীমূত-মন্দ্র ছাপি' ওই কার
কিঙ্কিণী কণি' উঠে বার বার ?—
অন্তবিরহী ধ্বান্ত-গগনে
ঝলকিয়া রাকা ফুটে ?

তিমির-তুহিন-কাঁপন-মাঝারে
শমিয়া ঝটিকা মলয়-আসারে
কে রূপালি হাসি' বিষাদ বিনাশি'
বাজালো ডঙ্কা ঐ ?

ঝরা ফুল পাতা এক সাথে করি'
দানিয়া জীবন কে এলো অমরী
ঝঙ্কারময়ী ঐন্দ্রজালিকা
নন্দিনী বরাভয়ী ?

উগ্র রক্ত-কণ্টক ত্রাসি'
মরুভূমে শ্যাম কুঞ্জ বিভাসি'
মৌন মলয় স্বনিল বলয়-
কঙ্কণে যাদুকরী !

চমকি' ভুবন মেলিল নয়ন
কাটিল অশ্রু-জড়িমা, হিরণ
হাস্য চ্ছুরিল নিশীথে উরিল
কে অহনা মরি মরি !

গুরু-গম্ভীর লৌহ কক্ষে
ছিল হৃদি চাপি' বেদনা বক্ষে,—
হেন ক্ষণে হাতে স্বর্ণ-দীপিকা
কে খুলে চিত্তপুরে

বদ্ধ-তোরণ ? কুহেলি-অবনী
হৈমবরণী স্বর্গসরণী
হেরি' উদ্বেল হ'ল ? পথহারা
কাঁপিল দিশা-নূপুরে !

কেন ছিল আঁখি আলো-বঞ্চিত ?
তমসার বাধা ছিল সঞ্চিত
কেন কেন কেন—লক্ষ প্রশ্ন
জাগে না তো আজি কই ?

খসিল গ্রন্থি, হ'ল সন্দেহ
স্বচ্ছ, আজি যে উন্মুখ গেহ
চিরন্তনীর গৃহপ্রবেশে
হ'ল শূন্যতা-জয়ী !

অসহ শিহরে মরম লভিল :
জন্মস্বত্ব চিরদিন ছিল
দীপ্তিময়ীর অন্তঃপুরে
কুঞ্চিকা ছিল হাতে !

উদ্দেশ শুধু পায়নি, সহসা
পরীর প্রাসাদে প্রবেশে ভরসা
হয়নি তাহার—ওগো দানময়ি !
কে জানিত—সাথে সাথে

সোনার কাঠিটি দিয়ে রেখেছিলে ?
অভয় শঙ্খ জনমে দানিলে ?—
ছিল মোরই হৃদি-নন্দন-বনে
এত চন্দন-ধূপ ?—

কে জানিত—গূঢ় সম্বিৎ শুধু
জাগে নি বলিয়া—নৈরাশ ধু ধু
ছিল বুক জুড়ি'—প্রাণ-উৎপল-
বাস ছিল নিশ্চুপ ?

কে জানিত হিয়া-মন্দিরে মোর
ছিল কুসুম গন্ধ-অঝোর
ছিল কত রঙা অর্ঘ্যোপচার
থরে থরে থরে থরে !

কে জানিত শুধু বাহির হইতে
সংহরি' দিঠি চাহিলে নিভৃতে
ফুটে ধ্যানলোকে অর্ক্ক্দমণি,
কোলাহল লাজে মরে ?

ওগো চিরবাঞ্ছিতা ! আমি বুঝি
সহজিয়া সুরে ডাকি' নাই ?—খুঁজি'
পাই নি তাহাই ?—হৃদি-বাপী তাই
ছিল শৈবাল-সার ?

শিশু সুরে মাগো ডাকি নি বলিয়া
বিকচ কলিকা শিশিরে লুটিয়া
পড়িত ব্যর্থ—বন্ধ্যা—নিভুই
এক ভাবি হ'ত আর ?

ইঙ্গিতাধীন ছিল মোর সবই ?
বিস্ময়ে প্রাণ নাচে গৌরবী !
সম্পদ মোরই করতলে—দ্বার-
কুঞ্চিকা—তা-ও ছিল ?

ছিল ডালিভরা রক্ত কুসুম
মধু আয়োজন দীপ্তি নিধুম,
বর্ণ-বিভল সহস্রদল,
ভৃঙ্গ, মন্দানিল,

রূপ-উদ্যোগ নয়নানন্দ,—
প্রাণে পূত পূজাকম্প্র ছন্দ ?
নির্ঝর ছিল প্রবাহ-ব্যাকুল
গহন শৈল-বুকে ?

শুধাই কেবল—হাসি' মুখ টিপি'
ছিলে চুপি' কি মা, বর্ত্তিকা দীপি' ?
ললাট চুমিয়া ছিলে অপেক্ষিয়া
উদ্যতবরা—সুখে ?

জানিতে—দিব্য অঞ্জন মোর
ছিল পল্লবে ? ছিল প্রেম ডোর ?
গাঁথিতে কেবল শিখিনি বলিয়া
হয়নি মালিকা গাঁথা ?

বিস্ময় জাগে—জাগে সংশয় :
ধূলির ধরায় এ-ও তবে হয় ?
ইন্দ্রজালের যুগ নহে তবে
রাঙা কল্পনা-গাথা ?

স্থূল বাস্তবই জেনেছি জননী,
সহসা এ কোন্ শঙ্কা-হরণী
অলকনন্দা ঝরালে ধরায়—
স্বপ্নিত ধূপছায়া ?

তব দানবরে সবই সম্ভবে
হেন উল্লাস গ্রহীতা-গরবে
ফুটাতে পিছনে রেখেছিলে কি মা
অঘটন-ঘটা মায়া ?

নহে মায়া ।—শুধু শিখালে শরণে
চাহিলেই মিলে—চকিত চরণে
বিঘ্ন পলায়—বরদা বিভায়
মন্দির স্নেহে দোলে,

শিখালে—সরল বরণ ছন্দে
প্রার্থিলে প্রেমে—সহজানন্দে,
দিতে প্রতিদান প্রতিমা পাষাণ
দেবী হ'য়ে দ্বার খোলে ।

Fulfilment.

The Sound of Krishna's anklets has put to shame the toneless voice of the earth :
The heart sings : "Don thy bridal robe to celebrate the festival advent of the Lover".

In the slow bower of life bursts out a revelry of song,

And a bee-hum of welcome tones the fragrance-hymn of spring.

There is a chant in the soul : "Swing in the swing of joy, push care and toil away :

Plunge into the play of the Dance, bathe in the swirling rapids of the universal symphony :

Relumed is the bonfire of adoration, the heart of the world is satisfied :

The hand of once empty dreams are now flushed with the wine of fulfilment."

The sky melts in a passion of sweetness, the barren seeds bear by the millions :

The bird of paradise soars toward her skies—the dance of the blue glistering on her wings :

The heavy haze of slumber has fled, the embankments are broken :

The flower of the heart has budded in a dewy ecstacy of Love.

Today, O Beautiful. O Beloved, thy loveliness is like a fragrant breeze,

And the glories of the world fade before it and are turned into a garish pallor.

All doubts are dispelled, the gardens of paradise flower in the dust of earth,

Before the sunshine of Love's liberation darkness, and bondage are ashamed and have hidden their faces.

আশাপূরণ*

(স্বরমাত্রিক ছন্দ)

কুঞ্জের মঞ্জীর মাঝ
      সুরহীন স্বর পায় লাজ
            অন্তর গায় : "সাজ্ সাজ্   উৎসব-রব-ছন্দে" ;
মন্থর প্রাণকুঞ্জে
      মূর্চ্ছন মিড় মুঞ্জে,
            ভৃঙ্গের আশ গুঞ্জে—   ফাল্গুন স্তব-গন্ধে।
"দোল্ দোল্"—গায় মর্ম্মে,
      "দূর কর্ দায় কর্ম্মে,
            "তোল্ নর্ত্তন-নর্ম্মে   সঙ্গীত-স্রোত-চঞ্চল
"ভক্তির রং দীপ্ত,
      "বিশ্বের হৃদ্ তৃপ্ত,
            "স্বপ্নের দল রিক্ত   ভরপুর রস-উচ্ছল।"

অম্বর ঐ গল্‌ল,
      অঙ্কুর লাখ ফল্‌ল,
            খঞ্জন মন টল্‌ল—   পাখ্‌নায় নীল নৃত্য!
সুপ্তির ঘোর টুট্‌ল,
      সিন্ধুর বাঁধ ছুট্‌ল,
            চিত্তের ফুল ফুট্‌ল   বিহ্বল প্রেম-সিক্ত।
আজ সুন্দর বল্লভ!
      শিঞ্জন-রূপ-সৌরভ
            বায়—পাণ্ডুর বৈভব   ঐহিক সাজ-সজ্জা!
সংশয় সব কাট্‌ল,
      নন্দন বন জাগ্‌ল,
            মুক্তির ভায় ঝাঁপ্‌ল   মুখ—বন্ধন-লজ্জা।

---

* স্বরমাত্রিক ছন্দের প্রবর্ত্তক ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ।

দিশাহারা

(কৃষ্ণের প্রতি গোপী)

কে বাজায় বাঁশি পরাণ উদাসি' ?
"তোরে ভালোবাসি"—
শপথি' ডাকে ?
ফুটায় গোপন স্বপন-বরণ
রতি-আবাহন
জাগর-শাখে ?
ধায় বিরহিণী দুরভিসারিণী
কাঁটা-কিঙ্কিণী
চরণে পরি' :
শোণিতের ঘায় নৃত্য মিলায়···
বঞ্চিতা ধায়
শপথ স্মরি' ।

শপথীর ভাতি গাহে না প্রভাতী
সুরে আর···সাথী
ভরসা ঝরে !···
বিরহ পাথার শ্বসে অনিবার···
বারতা তারার
আঁখি আবরে ! ··
সুর-উৎসবী রহিল নীরবি'···
বিজলী-বিভবী
নিভে আকাশে ··
তারা-মূরছন থামে···উন্মন
রাখি' তনু মন—
দিশা-পিয়াসে !

দিশারী

(গোপীর প্রতি কৃষ্ণ)

কী কহ' মানিনী ? নৃত্য-রাগিণী
আধ নিক্কণি'
হয় বিলীন ?
অভিসারে তার শ্বসে অনিবার
বিরহ-পাথার
তারকা-হীন ?
সুর-উৎসবী জানে···জানে সবই···
শপথী নীরবি'
রহে না ছায় ;—
শুধু—জীবনের বেসুরা হাটের
মাঝারে ব্রজের
বেণু মিলায় ।

কান পাতি' ধনি ! শুন'—লাখো মণি
পরিয়া রজনী
গাহিছে ওই !···
জনতার রোল সে-মিলন-বোল
ঝরায়,—নিটোল
মৌন বই—
প্রেম কি কুসুমে অমাপটভূমে ?—
বাসনার ধূমে
শান্তি ভায় ?
বাজিছে বাঁশরী ! ধ্বনি-ধূম তরি'
চলো অনুসরি'
তারি দিশায় ।

মান

(কৃষ্ণের প্রতি রাধা)

শ্যাম চাহে···পায়   দিকে দিকে ধায়
শিখী যে সে !···ভায়
রঙ্গ-রাসে :
রাধা পায়···নীড়ে···   গহনে···গহীরে···
নিতি নাহি ফিরে
নূতন-আশে ।
শ্যাম চাহে সদা   ব্যাপ্তি-বারতা
ঠেলি' প্রেমলতা
ভকতি-ডালা —
বহুবল্লভ   ঘোষে উৎসব
গাথি' নিতি-নব
বরণ-মালা !

রাধা এক-সুর   প্রেমের নূপুর-
নৃত্যে বিধুর
নিষ্ঠা-বিভা
ছুরি' আপনার   উরধ-আসার
যাচে বার বার
চাতকী-নিভা ।
শ্যাম পায় ধনে   নব নব স্বনে
বিজয়ে·· মিলনে
রব-গরবী :
রাধা স্মৃতি জপে   নিরালে···নীরবে···
তারে বুঝে কবে
স্বরোৎসবী ?

মানভঙ্গ

(রাধার প্রতি কৃষ্ণ)

কেন এত মান ?   তোর কোটি দাম
পাসরিতে প্রাণ
পারে কি রাধে ?
শিখিনী-বিহনে   বর্হ-বরণে
শিখী কবে ভনে
রঙ্গ—সাধে !
তোর এক-সুর   প্রেমের নূপুর
শুনি' যে বিধুর
হ'ল ধরণী !
প্রাণনিধিতলে   লো অচঞ্চলে !
তোরি প্রেমে জ্বলে
মুকুতা মণি ।

তোরি মালা জপি'   হ'ল সৌরভী
হিয়া লো—গরবী—
নিষ্ঠা-বরে :
তোরি মধুরিমা-   দীপ্ত-প্রতিমা-
ধ্যানে মর সীমা
আরতি তরে ।
দিকে দিকে ধাই···   ব্যাপ্তি সদাই
চাহি লো—ঝরাই
জীবন-গীতি :
শুধু—তার মিড়   গহন · গহীর···
রচে তোরই নীড়
নিভৃতে নিতি ।

Worship

There was a wise, devout man who is called, in the Catholic Church, St. Philip Neri, of whom many anecdotes touching his discernment and benevolence are told at Naples and Rome. Among the nuns in a convent not far from Rome, one had appeared, who laid claims to certain rare gifts of inspiration and prophecy, and the abbess advised the Holy Father, at Rome, of the wonderful powers shown by her novice. The Pope did not well know what to make of these new claims, and Philip coming in from a journey, one day, he consulted him. Philip undertook to visit the nun, and ascertain her character. He threw himself on his mule, all travel-soiled as he was, and hastened through the mud and mire to the distant convent. He told the abbess the wishes of his Holiness, and begged her to summon the nun without delay. The nun was sent for, and, as soon as she came into the apartment, Philip streched out his leg all bespattered with mud, and desired her to draw off his boots. The young nun, who had become the object of much attention and respect, drew back with anger, and refused the office ; Philip ran out of doors, mounted his mule, and returned instantly to the Pope : "Give yourself no uneasiness, Holy Father, any longer : here is no miracle, for here is no humility."

EMERSON

রূপান্তর

ইন্দ্রজাল

গ্রামে গ্রামে জাগে ভরসা—কে
ভৈরবী এলো সহসা রে !—
হাতে লাখো ভূতি সিদ্ধি ইন্দ্রজাল !
—"পরশপাথর ! ?"
—"কোথা লাগে :
মরুভূমে ওর ডাকে জাগে
শিখী খঞ্জন নিত্যি অমিয়তাল ।"

—"সেদিন শুনবি ?—বিষধর
এলো ভাই ফুঁসি' ;—ভয় ডর ?—
দূর—বাজালো রে বাঁশিতে কী সুধা সুর—
মন্ত্রমুগ্ধ নাগরাজ
ছল্ ছল্ চোখে পেয়ে লাজ
পড়্‌ল লুটিয়ে মাটিতে প্রেম-বিধুর ।"

—"শুধু তাই ?—যবে বনদিয়ে
যায় ভিন্ গাঁয়ে ছন্দিয়ে
ঠমক-সুঠাম তনু—ও : হেরি' সে-ভায়
থম্‌কায় বাঘ—জানিস্ কি ?"
—"বাঘ ! ?"
—"সিংহও,—ভাবিস্ কী ?
রঙে যার রামধনুও লজ্জা পায় ।"

—"মা-কালীর যবে চারধারে
করে ও আরতি : প্রতিবারে
দেবী জেগে উঠে—দীপ্তা— ওরে বাখানে :
ওর-দেওয়া ভোগ মাঝে মাঝে
রূপ ধ'রে ব'সে ওর কাছে
সেবা ক'রে হ'ন তৃপ্তা— সবাই জানে ।"

—"সত্যি ! ?"
—"তবে কি রঙ্গ এ ?
পেল ও অভয়শঙ্খ যে !"
—"অষ্ট—? !"
—"লক্ষ সিদ্ধি ইন্দ্রজাল
পোষা যে রে ওর করতলে !—
মেনকা রম্ভা কত ছলে
ওর কাছে নাচে নিত্যি— অমিয়তাল !"

শুনি' তপোবনে ঋষি কহে :
"দেবদাস, দেখে এসো ত হে—
সত্য কি হরি পেয়েছে ধন্তব্রতা ?"···
মনে ফাঁদ পেতে দেবদাস
উত্তরে—যেথা করে বাস
পূজারিণী—সেথা মেতেছে মহাজনতা ।

ভিড় ঠেলি' ভেটি' সাধিকায়
কহে দেবদাস : "মোর পায়
কাঁটা এক ঘোর দুষ্ট বিঁধেছে হায় !
সযতনে দে ত তারে তুলে,"
বলি' পা বাড়ালো,—রাগে ফুলে
চেলারা,—তাপসী রুষ্ট মুখ ফিরায় ।

গুরু হাসি' কহে : "দেবদাস,
হরি নাই—নাই—ওর পাশ,
নাহিক প্রেমের দীপ্তি ইন্দ্রজাল :
বাঁধা অভিমান-বাঁধনে যে—
কেমনে দীনতা সাধনে সে
সাধিবে ভকতি-সিদ্ধি উর্দ্ধতাল ?"

জন্মান্তর

নবজন্ম

(ALLEGORY)

জেলিহা কণিকা-শিখা মহোল্লাসে
ঝলকে জীমূত-মন্দ্রে কৃষ্ণাকাশে ;
থর থরে জল, স্থল মুখ ঝাঁপে
ঊর্ম্মি-ঘায় চরাচর ত্রাসে কাঁপে ;
কত কল্প-কল্পান্তের ক্ষুব্ধ ম্লান
জড়িমার বাঁধে হয় খান খান
অগ্নি-অভিযান, দহে আবর্জ্জনা ;
ধরণী-ধমনী-মর্ম্মে বহ্নিস্বনা
কল্লোলিনী জাগে কালী রৌদ্র রোলে
সংহার-তাণ্ডবা ক্ষিপ্তা—দীপ্ত দোলে।

করালী-ব্যুত্থানে স্মরি' উৎপেক্ষিয়া
লক্ষ জ্বালামুখী লাভা—বিঘূর্ণিয়া
সাজিল জরায়ু-লীন অমাদল—
রোধিতে লুলিত-লাস্য আলো-ঢল।

....

শুনিল মরত স্বর্গ-আবাহন,
বাসনা তথাপি পরে মোহাঞ্জন ;
মেলিল অভীপ্সা-শাখা বনস্পতি :
মূল তবু করে অমাগর্ভে নতি ;
ধায় বীর্য্য-তুরঙ্গম আলো পানে :
রোধে বল্গা শঙ্কা-লোভ—পিছু-টানে।

লক্ষ গুপ্ত অরি করে মিতালির
ষড়যন্ত্র : বারে সবে অবনীর
ঊর্দ্ধায়িত অভিসার, পদে পদে
কুণ্ঠা বিঁধে কোটি-কাঁটা,—ক্রূর ক্রোধে

মর্ম্মরে নিযুত লিপ্সা প্ররোচনা
কানে মিথ্যা-ত্রাস—লোল আলিম্পনা-
ইন্দ্রধনু-মায়াবর্ণে ; রক্ত-মাঝে
পাতালের উন্মুখরা ব্যথা বাজে :
নবোদয়-গোধূলির সাথে হায়,
ধূসর প্রদোষ সন্ধি নাহি চায়।

যুগ যুগ ধরি' বহু বীজ তার
ধূলি-শেজে খুঁজিয়াছে বারবার
স্থাবর বিক্লব-তৃপ্তি, যাচিয়াছে
বারবার বরাভয় তারি কাছে—
সম্বল যাহার মিথ্যা-নামাবলী,
তারে জপি' গেছে নামাতীতে ছলি' ;—
সত্য—আত্মা তার লতা ফলে ফুলে
বহুদিন উঠেছিল দুলে' দুলে',—
তবু ঊর্দ্ধমূল স্বপ্ন স্বর্গমুখী
মিথ্যা স্তোকে হ'ত নিত্য অধোমুখী।

সহসা—সে-স্বপ্ন অর্দ্ধ বিস্মরিত
নন্দে পরিচিত ছন্দে বিস্ফারিত :
সেই দুন্দুভির সান্দ্র স্মিত স্বরে
সচকি' ধরিত্রী জাগে আশাভরে।

....

সেক্ষণে শঙ্কিল পঙ্ক—ছত্রপতি-
আধিপত্য সুরক্ষিতে—কূটমতি।

....

ঝঙ্কিল দ্বৈরথ—আলো-তমিস্রার,—
কম্পিল অতীত : "কোন্ মহিমার

অপ্রস্তুত এলো ল'য়ে কী বারতা !"
অন্ত সুখ কহে : "ওগো অনাগতা !

"কেমনে তোমারে হায়, লঁভি বরি'
জানিব তোমারি কুঞ্জে সুধাঝরী
বাঁশরীর বাজে রাগ অনির্বাণ—
যবে তুমি শিলীমুখ তিগ্ম বাণ
রুধির-তূণীর হ'তে তব আজ
বরষিছ লো নির্মমে,—বিশ্বমাঝ ?
কেমনে জানিব তুমি নহ' মায়া
আলো-অঙ্গীকারী ছদ্মবেশী-ছায়া ?
যাহা ছিল—ছিল তো আশ্রয় তাহে,
শূন্যতার তরী কে বাহিতে চাহে ?"

"অনাগত-বিভাষিকা !"—স্বস্তি কহে :
"লো চামুণ্ডে !   এ-সজ্ঘাত নাহি সহে
শিবপ্রিয়া যদি তুমি—তবে বলো
অশিবের ব্যূহ সৃজি' কেন ছলো
চিরদিন ?   পঙ্ক যদি মিথ্যা মায়া
পঙ্কজিনী কোথায় মূর্তিবে কায়া ?"

....

কত ক্ষুণ্ন যুক্তি হেন · অতীতের
বিজীর্ণ উদ্বিগ্ন কালো নির্মোকের
সাশ্রু প্রারথন কত...নাহি শেষ :
চাহে না সে—চাহে না সে নব বেশ ।

"নবজন্ম তবু তোমারে পেতে হবে"—
ঘূর্ণিল অর্ঘ্যের শুভ মহোৎসবে ।

....

কাটিল ত্রিবেণী কোটি সূর্য্যধারে···
শুনিল হিমাদ্রি-স্তোম পারাপারে···
বসুন্ধরা-রোমে-রোমে রোমাঞ্চিয়া
তোত্রিল আরতি-দীপ উদ্ভাসিয়া
দশদিশি :   মজ্জামাঝে রসাতল-
স্বর রুদ্ধ—স্তব্ধ কামকোলাহল ।

....

সহস্রারে ফুটে পদ্ম মহীয়ান্
অসহ্য অনিন্দ্যবিভা···বিবস্বান্ ।

ছন্দিল মুরজমন্দ্রে ব্রহ্মতাল :
মৃত্তিকার স্বস্তিটীকা তার ভাল
নাহি যাচে আজি আর, ক্লিন্নরতি
সরীসৃপ-ভঙ্গী নহে·· তুঙ্গব্রতী
বৈদূর্য্য-জ্বলৎ-চূড় চুম্বি' আঁখি
খধূপ-উধাও আজি—প্রেমরাখী
পরিতে সমূর্দ্ধে, পদে লুপ্ত বাধা
তমস্বিনী—কণ্ঠে হয় সুর সাধা
আপনি আনন্দ স্তবে :
আজি ধরা
ভুলে ব্যথা—নবজন্ম-স্বয়ম্বরা ।

প্রবৃত্তি

প্রবৃত্তি ইঙ্গিত দিবে—কারে চাহে মন ?
অনুসরি' সে-অঙ্গুলি মিলেছে কি দিশা ?
নিভেছে আহুতি লভি' কভু হুতাশন ?
দিগ্বিজয়ে শমিয়াছে লেলিহ জিগীষা ?

সিঞ্চিলে সলিল—ফুঁসে আরক্ত বাসনা ;
দাবী করে পুন—চল-স্ফুলিঙ্গ-বাহার,
ইন্ধনের আশীর্বর্ণে যাচে সে সান্ত্বনা—
উষায় দাহনা, সাঁঝে—ধূসর অঙ্গার।

বারিহীন মরুপথে ডাকে মরীচিকা,
ব্যর্থতার মায়াচক্রে চির-আবর্ত্তন !
দীর্ণ করি' কামনার ক্লিন্ন যবনিকা
চাহিব চুম্বিতে কবে নির্ধূম গগন ?

চঞ্চলা ! প্রশান্তি-বাণী ফুটাও জীবনে ;
আলেয়া ! তারকা-বার্ত্তা বিভাত' গগনে।

প্রবঞ্চিত

আঁধার যারে কামনা করে
মিলায়ে সুর তাহার স্বরে
বুদ্ধি গাহে দর্পভরে :
"স্বাধীন মোর আলো।"

বাসনা হায় পরায় তারে
কুহেলি-বেড়ী—বুঝিতে নারে !
নন্দি' কহে সে কারাগারে :
"তুমিই মোর ভালো।"

স্বপ্নভঙ্গ

বেসেছি নির্ভয়ে যায় ভালো, অন্তর্যামী,
সেই প্রিয়জন যদি তারে অবমানে—
কেন ব্যথা বাজে আজো ?—কেন দিবাযামী
স্নেহস্মৃতি ব্যঙ্গবাণ সম বিঁধে প্রাণে ?

কবে…কবে…এ-পেলব হৃদি ত্যজি' তার
ব্যথারক্ত রাগ হেন স্বরিবে গৌরবে
বীতশোক পৌরুষের শুভ্র গীতিধার
স্বপ্ন-'আশা-ভঙ্গ জিনি' মুক্তি-মহোৎসবে ?

কে কহে : "এ-জাগরের সত্য পরিচয়
স্বপ্নভাঙা দিব্যাঙ্গনে লভে এ-ধরণী ;
নির্ভয়ে বাজিছে ব্যথা—যবে গাহে জয়
কালকূট কেতু : চিনি অমৃত-সরণী।"

বাহিয়া স্বপন-হারা বেসুরা সোপান
সুরেলা জাগ্রৎলোকে উত্তরে পরাণ।

প্রত্যাশা

—"সুরেলা বীণকার যে আমি
তবুও কেন দিবসযামী
তন্ত্রী মোর জীবনস্বামী,
মুরছে সুরহীন ?"

—"নিয়ত তোর আলাপ-পাছে
সাড়ার তৃষা ছন্ন রাজে
আত্মদানে—তাহারি লাজে
বেসুরা বাজে বীণ।"

অপূর্ণিতা

কারা এসে কথা
কয় মোর কাণে কাণে…
প্রবঞ্চনা
পেলব তানে ?…
প্রাণসাধনা-
ভ্রষ্ট করিতে
চায়…কেন ?—কে বা জানে ?…

জিনি যত…কা’রা
এসে বার বার নাশে ?…
বাসব-ধনু
ম্লান আকাশে
বর্ণ-তনু
চকিতে হারায়…
ধূলি-ধরা বাঁকা হাসে !…

নীহারিকা-আঁখি
ডাকে তার…ডাকে…ডাকে…
শুধু গুণ্ঠন
তারে যে ঢাকে…
অস্ফুট স্বপন-
মঞ্জরী হায়,
হাসে না চেতন শাখে !…

ঐন্দ্রজালিনি !
তোর এক চাহনিতে
বন্যা তুলে
মরু-তৃষিতে,—
কেমনে ভুলে
সে-প্লাবন হিয়া
পলকে ?…মিলন-গীতে—

আরতি-জাগর
সার্থক হয় কই ?
প্রেম-স্পন্দন
হয় না জয়ী…
আলো-চুম্বন-
দৌত্য পাঠায়ে
কোথা রয় ছায়াময়ী ?

উন্মেষি’ কলি
কেন মা, অপূর্ণিতে !
নাহি বিকচি’
লুকালি চিতে ?—
গগনে খচি’
তারা-মণি-কারু
মিলালি আচম্বিতে ?

লঘুগুরু ছন্দ

বহুরূপী, দিশা, বোধন, লক্ষ্মী, গৌরী শিব, বাণী ও তারা এ কয়টি কবিতা সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত—কিন্তু হুবহু সংস্কৃত ছন্দ নয়। তাই এ ছন্দকে সংস্কৃত ছন্দ না ব'লে "লঘুগুরু" ছন্দ বলাই ভালো। দ্বিজেন্দ্রলালের "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে," "নিখিল জগত সুন্দর সব," "এ কি মধুর ছন্দ," "এসো প্রাণসখা মম প্রাণে," প্রভৃতি গান এই ছন্দে রচিত। সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে এর মিল এইখানে যে এ-ছন্দে দীর্ঘ স্বরবর্ণ আ ঈ উ এ ঐ ও ঔ—সংস্কৃত ছন্দের মতনই দু মাত্রা। অমিল এইখানে যে যুক্তবর্ণের আগের স্বরবর্ণ সংস্কৃতে সর্বত্রই গুরু—দ্বিমাত্রিক—হ'য়ে থাকে, আর বাংলা (লঘুগুরু) ছন্দে হয় বিকল্পে। যথা "তারা" গানে—"গাহে প্রেমে নিখিল সঘনে কম্পি ত্রাসে করালি" পড়বার সময় "ত্রাসে" বাংলা মাত্রাবৃত্তের মতনই পাঠ্য "কম্পি"-র ই-কে গুরু না ক'রে। পক্ষান্তরে "বহুরূপী" কবিতায়—"প্রার্থি প্রিয় হে তব উৎস দহে" পড়বার সময় "প্রার্থি"-র "ই" গুরুত্ব পেয়েছে—প্রবোধচন্দ্র যাকে বলেন metrical liaison মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, যথা—"গুরু গুরু গুরু মেঘের ডমরু বাজিছে ক্ষণে ক্ষণে" (রবীন্দ্রনাথ)। এখানে প্রথম "ক্ষণে"-র এ-র সঙ্গে দ্বিতীয় "ক্ষণে" যেন গ্রথিত হ'য়ে গিয়ে প্রথম "ণে" দ্বিমাত্রিকতার মর্যাদা পেয়েছে। বাংলা মাত্রাবৃত্তে এ-ধরণের বৈকল্পিক প্রয়োগে বাঙালী পাঠক অভ্যস্ত ব'লে কোথায় গুরু হবে আর কোথায় লঘু—বুঝতে একটুও অসুবিধে হবার কথা নয়। তা ছাড়াও এক্ষেত্রে আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে বাংলায় লঘুগুরুতে এ-যাবৎ যত কবিতা রচিত হ'য়েছে তাতে এরকম বৈকল্পিকতার চল আছে। যথা—"বিমুগ্ধ মোহে যুবতীর চিত্ত। মধু ক্ষরে রে উপযাতি নিত্য"—(বিজয়চন্দ্র) এখানে ধু দুইমাত্রা। তথা—"পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে" গানে "বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব" (দ্বিজেন্দ্রলাল) এখানেও ষ দু মাত্রা। কিন্তু ঐ গানেই—"করি সুশ্যামল কত মরু-প্রান্তর" এখানে রু প্রা-র আগে আসা সত্বেও ও সমান হওয়া সত্বেও একমাত্রা। আবার "একি শ্যামল সুষমা মধুময় বিশ্ব শিশির-ঋতু অন্তে"—তে "কি" তথা "কার প্রেম মধুর মৃদু অস্ফুট বাণী জাগে প্রাণে"—তে "র" দুমাত্রা।

আর একটি কথা। লঘুগুরু ছন্দে আমি অতিপর্বিক (hypermetric) শব্দগুলিকে দ্বিজেন্দ্রলালেরই মতন বাংলা মাত্রাবৃত্তের ওজনই দিয়েছি যথা—"প্রেম কুণ্ঠিল লালস পরশে"—তে (বহুরূপী) "প্রেম" সংস্কৃতের মতন ত্রৈমাত্রিক নয় বাংলা মাত্রাবৃত্তের মতন দ্বিমাত্রিক। দ্বিজেন্দ্রলালের "একি মধুর ছন্দ," "এসো প্রাণসখা মম প্রাণে" প্রভৃতি লাইনের অতিপর্বিক শব্দগুলি দ্রষ্টব্য। এতেও পাঠকের পড়তে কিছুই কষ্ট হয় না—অথচ এগুলি সংস্কৃত ছন্দের modification মানতেই হবে।

এখানে বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে আমি সংস্কৃত ছন্দের হুবহু প্রবর্তন বাংলায় চাই না। এমন কি স্থান বিশেষে দীর্ঘস্বর প্রচলিত প্রথামত হ্রস্ব উচ্চারিত হ'লেও আমার খুব আপত্তি নেই—যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে বহুস্থলে হয়। তবে এ সম্বন্ধে পরে বিশদ ক'রে কিছু বলার ইচ্ছে রইল। আমি শুধু বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের গুরু স্বরের উদাত্ত কল্লোলটুকু চাই মাত্র। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতে ক'রে বাংলা ছন্দে এক নতুন ধরণের গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য আসবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ অনেকে ব'লেছেন যে সংস্কৃত ছন্দের গুরু স্বরবর্ণ বাংলা ছন্দে অস্বাভাবিক শোনাবে। আমার মনে হয় একথা অসঙ্গত। কেন অসঙ্গত সে নিয়ে কল্পনাকুমারের পত্রে বিশদ আলোচনা ক'রেছি—"পত্রগুচ্ছে" দ্রষ্টব্য। এখানে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত যুগ্মধ্বনির পরিবেষণে সংস্কৃত গুরু-স্বরের ক্ষুধা মিট্‌তেই পারে না। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেই :

| ॥ | ॥ ‖ | | | | ॥ ‖ | ॥ | ॥
সংস্কৃত রুচিরা = প রি ত্র ম ন্ ‖ ত্র জ রু চি রা ‖ জ না স্ত রে……(ছন্দোমঞ্জরী)
স্বরমাত্রিক " = ত থন্ প ব ন্ ‖ ভ রি ছে গ গন্ ‖ নূ তন্ মে ঘে……(সত্যেন্দ্রনাথ)
লঘুগুরু " = ফু লো চ্ছ লে ‖ তু হি ন দ লে ‖ বি মূ র্চ্ছি য়া……("লক্ষ্মী" দ্রষ্টব্য)

| ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥
সংস্কৃত পঞ্চচামর = ধ্ব নি ক্র ম প্র ব র্ত্তি ত প্র চ ণ্ড তা ণ্ড বঃ শি বঃ…(শিবতাণ্ডব স্তোত্র)
স্বরমাত্রিক " = ম হৎ ভ য়ের্ মূ রৎ সা গর্ ব রণ্ তো মায় ত মঃ শ্যা মল্…(সত্যেন্দ্রনাথ)
লঘুগুরু " = সু দূ র দী প্তি বি হ্ব লা হি র ণ্য গ র্ভ ব ন্দি তা…("গৌরী" দ্রষ্টব্য)

॥ ॥ ॥ ॥ ‖ | | | | | ॥ ‖ ॥ | ॥ ॥ ‖ | ॥ ॥
সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা = সো যং শৈ লঃ ‖ ক কু ভ সু র ভি ‖ র্মা ল্য বান্ না ‖ ম য শ্মিন্…(ভবভূতি)
স্বরমাত্রিক " = পি ঙ্গল্ বি হ্বল্ ‖ ব্য থি ত ন ভ তল্ ‖ কই গো কই মেঘ্ ‖ উ দয় হও…(সত্যেন্দ্রনাথ)
লঘুগুরু " = বি দ্যুৎ ভ ঙ্গে ‖ ঝ ল কি ঝ ন নে ‖ অ ম্ব রে কে ‖ অ ন ঙ্গা…("তারা" দ্রষ্টব্য)

| | ॥ | | ॥ | | ॥ | | ॥
সংস্কৃত তোটক = প্র ণ মা মি শি বং শি ব ক ল্প ত রুম্…(শঙ্করাচার্য্য)
স্বরমাত্রিক " = ও ই ফুট্ ল গো ফুট্ লো দি গ স্ত ভ রি…(সত্যেন্দ্রনাথ)
লঘুগুরু " = জ য় শ ঙ্ক র শ ম্ভু ভু জ ঙ্গ ধ র…("শিব" দ্রষ্টব্য)

॥ ॥ ॥ | | ॥ | ॥ | | | ॥ ‖ ॥ ॥ | ॥ ॥ | ॥
সং শার্দ্দূলবিক্রীড়িত = গো বি ন্দ স্ব ম নো র থে ন চ স মং ‖ প্রা প্তং ত মঃ সা ন্দ্র তাং…(জয়দেব)
স্ব, " = সি ন্দুর্ রোল্ মে ঘে ভিড়্ ল আজ্ গ র জে বাজ্ ‖ বি দ্যুৎ বি লোল্ র ক্ত চোখ…(সত্যেন্দ্রনাথ)
ল, " = ন ন্দে যে বঁ ধু ঝ ঙ্কৃ য়া নি র ঞ্জ নে ‖ বং শী উ চ্ছা সে ব নে…("দিশা" দ্রষ্টব্য)

॥ | | ॥ | | ॥ | | ॥ | | ॥ | | ॥ | | ॥ | | ॥
সং, মদিরা = মা ধ ব মা সি বি ক স্ব র কে শ র পু ষ্প ল স ন্ম দি রা মু দি তৈঃ…(ছন্দোমঞ্জরী)
স্ব, " = বং শী উ ছল্ হি য়া র ঙ্গ উ তল্ প্রে ম স ঙ্গ যে চাই পে তে ব ক্ষু চ পল্…(স্বরচিত)
ল, " = শি ল্প ব নে র মি চি ত্ত তু র ঙ্গ মি ধা ই ল ভা র তি ব র্ণ ত্র তী…("বাণী" দ্রষ্টব্য)

এ তুলনা থেকে আমার প্রতিপাদ্য শুধু এইটুকু মাত্র যে বাংলায় সংস্কৃত গুরু স্বরবর্ণ না আন্‌লে সংস্কৃত ছন্দের কল্লোল আস্‌তেই পারে না। বৈষ্ণব পদাবলীর বহু চির-স্মরণীয় চরণ একথার বোধহয় সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

বহুরূপী

(লঘুগুরু ছন্দ)

তুমি উচ্ছলিলে টুটি' বাধা-বন্ধে
বিচিত্র ছন্দে
কত শত বর্ণে গন্ধে !
ফুটি' জীবন-প্রাতে স্বাগত হাস্তে—
জনকাশীষে জননী-আস্তে,
সহচর-গেহে
স্বজন-স্নেহে,
সজনী-ক্রীড়ারঙ্গে !
চোখে কনক-কুসুম-কর বুলিলে কত না !
অম্বুদ-ডম্বরু রণিলে—রচনা-
রাগে—শ্যাম-মৃদঙ্গে !

শিশু- কল্পন-কম্পন-মাঝে,
পরী- কথা ছন্দি' কত সাজে,
কত স্বপ্নারম্ভে
গল্পাসঙ্গে
উল্লসি' বীর্য্য-বিভঙ্গে !—
রাজ- কন্যা সুপ্তা
রাক্ষস-গুপ্তা
উদ্ধরি' সঁপিলে অঙ্কে !

কত কলহে সখ্যে
মর্ম্মরি' বক্ষে
পাঠে তর্কে দ্বন্দ্বে,
কত উজ্জ্বল উৎসব
শুভার্থি-সৌরভ
পরিজন-প্রীতিচ্ছন্দে !—
কত প্রয়াস-বিফলে, উদ্যম-রোলে
মঙ্গল-ডঙ্কে—নিন্দা-বোলে,
হিংসা-দোলে
শান্তি-হিন্দোলে
মত্ত মদির-জয়গানে
মোর মুগ্ধ-নেত্র-তুলি
হাসি' দিলে খুলি'
দলি' বন্ধ্যা অভিমানে !

কত মঞ্জুল রঞ্জিত ছায়ে
মৃদু বায়ে
উদি' আধ-স্বপনে
জাগর-লগনে
সাঁঝে কম্পি' মিলায়ে ;—
কত মেদুর নীরদ-অঙ্কে
কত সিন্ধুর মন্থর শঙ্খে
প্রিয়, দীপি' নিমেষে
নিমন্ত্রি' হেসে
মুছিলে চিহ্ন লুকায়ে !
কত হর্ষ-বিষাদে চচ্চুরিলে অরূপ কান্তি,
ছলে পেলব পরশে রচিলে স্বপন-ভ্রান্তি !

মধু মুরলী স্বনিলে গো,
প্রাণ- পুলিনে দুলিলে গো,
মালা গাঁথি' স্বয়ম্বরি'
হাস্তে জরজরি'
কটাক্ষ বিঁধিলে গো !—
পরে যাদুদণ্ড তব
নিভাল উৎসব
ফুলদল ঝরিলে গো !

শুধু রহিল উদাসী গীতি
পথ- হারা বুভুক্ষু প্রীতি,
প্রেম কুঞ্চিল লালস-পরশে
কাঁদি' লুণ্ঠিল হৃদি নির্ভরসে
কভু পূরবছন্দে
পশ্চিম নন্দে
সবিতা যদি না রভসে ?

হৃদি বঞ্চিত বিহ্বল বিরহে,
মোহে মুছি' দিব্যাঞ্জন প্রিয় হে !
মম যৌবন-দর্পিত দর্পণ-হিরণে
আশা-কিরণে
লখি' নিজ সংহত শক্তি
হায় বিদায় দানিনু ভক্তি !
নব নিষ্ঠা ধর্ম্মে
উচ্ছ্বসি'—মর্ম্মে
অপর লক্ষ্য বরি' বিজনে,

স্বরি' শিহর-চমক-চল-চরণে—
নাথ সার্থকতা কণি'
অতৃপ্তি গোপনি'
জপি' শুধু বিলাস-ভুক্তি
জলে জলাঞ্জলি' স্তব-মূর্তি,
মুখে বিঘোষি' : "নিতি নব
বন্ধন-গৌরব
বহি' জিনিয়া ল'ব মুক্তি !"
হায়, শুধু সে-গরবে
বৈভব-পরবে
ক্ষুধা ত হ'ল না পূর্ত্তি !

তা-ও লইনু দান তব বলিয়া
মনে জপিয়া :
"তুমি উদিবে শেষে
অস্ত-নিমেষে
নবারুণে পুন ছলিয়া।"
পরে থরথরি' দয়িতা-গানে
এলে তুমি বাসবধনু-তানে,
কত আলিঙ্গন-মধু-রাতে
আসি' ব্যথিলে নিঠুর-ঘাতে,
কত বিরহে মিলনে লাস্তে লোরে
তিতিলে শয্যা, চুম্বন-ডোরে
বাঁধি' সখী সম— দেহ-রসে কম
মদালসা অভিসারে
ডাকি' বারে বারে বারে।

পরে হে নট-খঞ্জন!
গন্ধিত নন্দন
মূর্চ্ছিল—লুণ্ঠিল মালা;
হায় নিষ্ফলিলে ফুলডালা:
যবে বিথারি' ভুজ রতি-আশে
'উচ্ছ্বসি' ধাইনু বল্লভ-পাশে
তুমি সঙ্কম উচ্ছলি'
তনু মন বিহ্বলি'
নিভাইলে তব আলা!

হৃদি ক্রন্দিল ব্যর্থ পিয়াসে
কহি': "মৃগতৃষ্ণা! তব আশে
আমি ধাইব কত···কত···দূরে?"
হেন বিষাদ লগনে গো
প্রাণ- ব্রজে মুরছনে গো
বাঁশি ঝঙ্কৃত অন্তর গূঢ়ে!

শুনি' মীড় মনোহর
কম্পিত-অন্তর—
নামিনু নব পথ-বাঁকে—
যেথা বাঁশরিয়ালা ডাকে···
তারি স্বর-উদ্দেশে
ধাই' নিমেষে
হ'ল তামস-নিশি আলা,—

যবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে
নীরব মন্ত্রে
ভরিলে প্রীতি অরালা!

তুমি পদে পদে ছলনা হে
চিরবঞ্চক! করিলে—তাহে
মোর নাহি ক্ষোভ বঁধু প্রাণে,
তুমি নব নব গমকে গানে
মম জীবন রঙিলে
সহসা নিঙ্গিলে
ঝলিতে নব অবদানে।

খেয়া 'যাব আজি শুধু বাহি'
তব গঙ্গোত্রী-বর চাহি',
যদি পরে তরণি মম
ফিরে প্রিয়োত্তম!
তুহার আশিষ-গানে—
যেন আহ্লাদর সব
পাসরি' সৌরভ
বিলায় সে তব তানে,—
আজি প্রার্থি প্রিয় হে
তব উৎসদহে
ডুবিতে গাহন-স্নানে।

তারা

(লঘুগুরু ছন্দ — মন্দাক্রান্তা)

বিদ্যুৎভঙ্গে ঝলকি' ঝণনে
অম্বরে কে অনঙ্গা ?—
ঝঞ্ঝা-রাগে শ্বসিত পবনে
ঝঙ্কছে কে অশঙ্কা ?

মন্দ্রে ঐ কে শুরু গরজনে
দোলরঙ্গে সমুদ্রে ?—
হু-হু-উচ্ছ্বাসে ডমরু-স্বননে
বজ্র-ডঙ্কে সমূর্চ্ছে ?

ধারাসারে তখনি গগনে
ঝর্ঝরে কে রমা গো ?
ভক্ত-প্রাণে নিথর লগনে
শান্তি-মাতা সমা গো ?

গাহে প্রেমে নিখিল সঘনে :
"কম্পি' ত্রাসে করালি !
কৃষ্ণা-জ্বালা-গমক-রণনে
দীপ্তি এ কী ঝরালি !"

Sound

Who is she, the Formless, gleaming and hurtling
through the sky in the flashes of the lightning !
Who is She, the Fearless, clanging in the breath
of the storm-wind and the music of the tempest ?

Who is there dancing sombre in the roar
and the swaying orgies of the ocean ?
Who is there resonant in the ululation on high
and the monster drum-beats of the thunder ?

Who is the ravishing One that comes pouring
as rain in a melodious murmer and patter ?—
Like unto a Mother of Peace responding to the
child-soul of her devotee in his heart's still hush ?

All the world breaks into a chant of love :
"While still fear trembles, O Thou Terrible,
What radiance elysian rainest Thou on us
after the anguish of the outcry
and the black flame of the burning ?

Lakshmi

At the mobile passion of thy tread the cold snows faint and fail,
Hued by thy magic touches shimmering glow the horizons pale.
The heavens thrill with thy appeal, earth's grey moods break and die ;
In nectarous sound thou lav'st men's hearts with thy voice of Eternity,
All that was bowed and rapt lifting clasped hands out of pain and night,
How hast thou filled with murmuring ecstasy, made proud and bright !
Thou hast chosen the gratefull earth for thy own in her hour of anguish and strife,
Surprised by thy rapid feet of joy, O Beloved of the Master of Life. *

দিশা

(লঘুগুরু ছন্দ—শার্দ্দূলবিক্রীড়িত)

নন্দে যে-বঁধু
ঝঙ্কয়া নিরজনে
বংশী উছাসে বনে,—
লুণ্ঠে যে হৃদি
মুঞ্চিয়া মুরছনে
ডাকে দুরাশে মনে,—
প্রেমে নূপুর
শিঞ্জিয়া বিলসনে
রক্তে দুলায়ে তৃষা,—
দানে সে—রতি
বঞ্চিয়া দরশনে
গানে মিলায়ে দিশা ।

বোধন

(লঘুগুরু ছন্দ)

মাগো মূরতি বল' তব উচ্ছল
এ কি বরদ বেশে !
তার মঞ্জিমাটি ভেসে
দিল প্লাবি চিত্ত গীতি-নৃত্য-
ছন্দে নব রেশে !
আজি পড়ি' মূরছি প্রাণ উপছি'
শুভদা তব আলা
দূরি' ধ্বান্তপুঞ্জ প্রেমকুঞ্জ
রচিল গন্ধ ঢালা !
তব ধ্যানমগ্ন জিষ্ণু লগ্ন
বিহ্বল দিন-শেষে
ল'য়ে অতনু কান্তি স্বপন-ভ্রান্তি
উরিল মধু হেসে !

* Translated by Sri Aurobindo.

লক্ষ্মী

(লঘুগুরু ছন্দ—রুচিরা)

ফুলোচ্ছলে তুহিন-দলে বিমূর্চ্ছিয়া—
দিগন্তরে মলয়-করে স্থুরঞ্জিয়া—
নিরুৎসবে বিদলি'—নভে নিমন্ত্রণি'
সুধা-স্বনে বহিলি মনে চিরন্তনি !

নিশাবৃতা নতি নিভৃতা দুখক্ষরা
তব স্তবে হ'ল গরবে কলস্বরা !
ব্যথাক্ষণে চল-চরণে হরিপ্রিয়া
স্বয়ম্বরা ! বরিলি ধরা কৃতজ্ঞিয়া ।

আঁধর

ফুলোচ্ছলে তুহিন দলে···স্থুরঞ্জিয়া
(ঐ এলো বনবীথি বিহসি' কে গীতি-ভঙ্গা
রূপে মূরছি' মরত—ঝঙ্কারে থর-তরঙ্গা
ভরা গঙ্গা ?
হাসি- ডঙ্কা
ঘোষি' মরুপথে ক্ষেমরথে এলো প্রেমশঙ্খা ?)

নিরুৎসবে বিদলি'—নভে···চিরন্তনি !
(অমা বিদলি'
রমা উছলি'
এলো মৌন তিমির উজলি' !
ওই প্রেম-বঞ্চিত যুগ-সঞ্চিত
বাধার বাহিনী বিরলি' ?
ডাক দিল গো !
তার মাধুরীতে মুখরিল গো !
আলো- উলু উথলায় সুষমা-সভায়
নিখিলে নিমন্ত্রিল গো !
সেই নিথর নিশুতি অবনী-আকুতি
মুরছনে ঝঙ্কল গো !
শুনি' সেই আবাহন নিমীল-নয়ন
উষা উরি' শিহরিল গো !)

নিশাবৃতা নতি নিভৃতা···কলস্বরা
(কেগো কল কল স্বনে চপলাচরণে
কণিল কম্পি' হিয়া ?
তাহে বিরহী পরাণ মিলন-উজান
বহিল কল্লোলিয়া !)

ব্যথা-ক্ষণে চলচরণে···কৃতজ্ঞিয়া
(ধরা ভরসা-বিধুরা নীরব-নূপুরা
ছিল যবে মুখ ঝাঁপি',—
তার হারানো-বাসর চল-জলধর
স্মৃতিটুকু বুকে চাপি'—
পুন তারি বরষণ চাহি'
হিয়া শ্বসিত : "আশা তো নাহি !"
সেই বিধবা অধর চুমনি' লহর-
লাস্তে কে এলো গাহি' ?
বুনি' মরতে মোহন স্বরগ-স্বপন
তরণী-তারণ বাহি' !
মাগো দুরি' সে-বেদন এলি—
তৃণে তৃণে কোটি আঁখি মেলি',
লয়ে পরাগ-পসরা বরণ বিভোরা
ফুলে ফুলে করি' কেলি ।)

গৌরী

(লঘুগুরু ছন্দ···পঞ্চচামর)

সুদূর-দীপ্তি-বিহ্বলা !
    হিরণ্যগর্ভ-বন্দিতা !
অমাতটে সমুজ্জ্বলা !
    অদৃশ্য-রশ্মি-রঞ্জিতা !
বসুন্ধরা সদা স্বপে
    স্ফুলিঙ্গ যার গৌরবে ;—
মরীচি যার উৎসবে
    যুগান্ধতা পরাভবে ;—
প্রবাহি' যে ধরাঙ্গনে
    দ্যুলোক-পদ্ম মঞ্জরে ;—
ধিয়ান সিংহ-আসনে
    পরার্দ্ধ দৈত্য সংহরে ;—
পরার্দ্ধ কণ্টক-ক্ষতে
    ভুলে বিনিদ্র রাধনে ;—
ধন-ধ্রুবে পদে পদে
    ত্যজে অসাধ্য-সাধনে ;—
তপঃ-স্বয়ম্বরা চিতে
    বিলাস বিস্ময়ে ভবে ;—
অসীম স্বপ্ন ঝঙ্কৃতে
    অমূর্ত্ত মন্ত্র যে জপে ;—
পদে নমামি তার মা
    তব স্তবে হিয়া নতা ;—
দুরাশিনী ! তিলোত্তমা !
    শুভা ! অনাগতব্রতা !

The Priestess of The Unseen Light.

O thou inspired by a far effulgence,
    Adored of some distant sun gold-bright,
O luminous face on the edge of darkness,
    Agleam with strange and viewless light !
A Spark from thy vision's scintillations
    Has kindled the earth to passionate dreams,
And the gloom of ages sinks defeated
    By the revel and splendour of thy beams.
In this little courtyard Earth thy rivers
    Have made to bloom heaven's many-rayed flowers,
And, throned on thy lion meditation,
    Thou slayest with a sign the Titan powers.
Thou art rapt in unsleeping adoration
    And a thousand thorn-wounds are forgot ;
Thy hunger is for the unseizable,
    And for thee the near and sure are not.
Thy mind is affianced to lonely seeking,
    And it puts by the joy these poor worlds hoard,
And to house a cry of infinite dreaming
    Thy lips repeat the formless word.
O Beautiful, Blest, Immaculate !
    My heart falls down at thy feet of sheen,
O Huntress of the Impossible,
    O Priestess of the light unseen. *

---

* Rendered by Khitish Chandra Sen, Corrected and recast by Sri Aurobindo.

রাধা

এ গানটি নৃত্যসঙ্গীত। এর ভার আদ্যন্ত "মা"-র কাছ থেকে পাওয়া। মা ব'লেছিলেন রাধা সম্বন্ধে তাঁর মনে এই চিত্রই উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের কাছে শ্রীরাধার পূর্ণ আত্মসমর্পণের অপূর্ব্ব প্রার্থনাটিও মা ইংরাজি ও ফরাসীতে নিজে হাতে লিখে দেন। প্রার্থনাটি এই :

"O Toi, que j'ai à première vue, reconnu comme le seigneur de mon être, comme mon Dieu, accepte mon offrande !

"A Toi toutes mes pensées, toutes mes émotions. tous les sentiments de mon cœur, toutes les sensations, tous les mouvements de ma vie, chaque cellule de mon corps, chaque goutte de mon sang. Je suis tienne, absolument, intégralement tienne, tienne sans réserve. Ce que tu voudras de moi, je le serai. Que tu décides—ma vie ou ma mort, ma bonheur ou ma peine, mon plaisir ou ma souffrance, tout ce qui me viendras de toi sera le bienvenu. Chacun de tes dons sera toujours pour moi un don divin apportant avec lui la Felicité Suprême."

ইংরাজী প্রার্থনাটি ১৯৭ পৃষ্ঠার শেষ স্তবক।

Surrender of Sriradha

The lonely temple of my body has not yet heard the singer of singers who shall chant in it the eternal melody···

The drooping bower of my hope has not yet found the guest of guests who shall touch it into an ambrosial flowering···

Every atom of my body weeps in barrenness...

Day by day evening falls before its hour ; time flows stanchlessly...

There rings subdued a strain of far-off anklets that lures, but does not fulfil...

It enthrals,···but only to awaken a longing heavy with sighs churned out of a sea of tears...

I look around, wistfully groping...But I glimpse not the one whom I thirst for.

Always, always, in the forlorn cavern of the heart, flickers shyly the timid candle of my prayer.

Whatever my hungry bosom strains to it as the glimmer of His beacon-light withers in the twinkling of an eye...

The gold that I clutch at vanishes...into dust...For the King of kings has not yet come to claim my fealty...I go about in quest of the opening bud that breaks into its flame of love...the luminous love-bud whose nameless pollens pervade those haunts divine with their elusive fragrance.

But what is there ?...hear I not a distant flute playing softly, softly ?...It touches the lost chords of my heart, that once were vibrant and alive, but they swooned, alas, they had place only for throbbing torment !...

A strange message is whispered into my ears...the message of the Unknown !

Ah...it calls...it calls louder...louder...palpitating...it beckons even as the muffled strains of those shadowy anklets !...Are they then kin ?...

My imprisoned dream bursts its bonds...it quivers to take the mad plunge, to cut away from its moorings.

For irresistibly the flute sings : "It is time, O beloved, to weigh anchor and put out to sea".

রাধা

আজো শূন্য এ দেহ- মন্দিরে কেহ
গাহে নি তো সেই বন্দন!
মোর আশা-বীথিকায় এলো না তো হায়
সে-অতিথি কুলনন্দন!···
রহে প্রতি তনু-অণু বন্ধ্যা···
নিতি অবেলায় নামে সন্ধ্যা···
কোন্ দূর বিস্মৃত
নূপুর নিভৃত
বাজে লো উদাসী-রঞ্জন···
তাহে পঞ্জর তলে
কী তৃষা উথলে
অশ্রু-পাথার মন্থন!···

শ্বসি' ইতি উতি চাই··· তারে তো না পাই
যাহার মিলন-বঞ্চিত
মোর মর্ম্ম-অতলে নির্জ্জনে জ্বলে
প্রার্থন-দীপ শঙ্কিত!···
তারি ইঙ্গিত-দ্যুতি ভাবি' যায়
করি বরণ···পলকে আবিলায়...
হয় সোনামুঠি হায়
ধূলামুঠি প্রায়
বিনা মোর চিরবাঞ্ছিত!...
খুঁজি কোথা সে-কলিকা
জ্বালে প্রেমশিখা···
যে-পরাগে ব্রজ গন্ধিত?

(আঁখর)
আমি ইতি উতি চাই পাই না···
সখি পাই না···
যদি আছে হৃদে মণি পাই না···
কেন চাহিলে অমনি পাই না?···
তার বাঁশি আলো বাজে
অন্তর-মাঝে
ধরিতে ধাইলে পাইনা
কেন শুনিতে চাইলে পাই না?

না না ওই বুঝি ওই বাজে বাঁশি সই
বিরহে যাহার যন্ত্রণা
মোর বিথারে পরাণে জাগরে ধেয়ানে
দেয় ও কী কাণে মন্ত্রণা?
ও কী ঘর ছাড়া রাগে ঝঙ্কল?···
কোন্ ছায়া-মঞ্জীর শিঞ্জিল?···
মোর বন্দী স্বপন
কাটে বন্ধন···
কাঁপে অভিসার-উন্মনা!···
যবে— "কূল তেয়াগিয়া
আয় আয় প্রিয়া"—
গায় মুরলিয়া মূর্চ্ছনা!···
(আঁখর)
কত মূর্চ্ছনা···
সুর- আল্পনা
আঁকি' দেয় অভিসার-মন্ত্রণা!···

যায় ধীরে ধীরে আঁধা কেটে—এ কী! বাধা
শৃঙ্খলও হয় কিঙ্কিণী!
কোন্ অচিন পুলকে নিখিল ঝলকে···
পথে ধায় রাজনন্দিনী!
বাঁশি আরো কাছে উঠে বাজিয়া!···
ধরা নীলে নীলে যায় প্লাবিয়া!···
ওকে শ্যামল মোহন!···
থমকে চরণ!···
ডাকে: "আয় লীলাসঙ্গিনী!"
আজি লভিল কি কূল
বরিয়া বিপুল
মুক্তিরে চিরবন্দিনী?
(আঁখর)
প্রভু, এ কী লীলা তব হেরি অভিনব
মোরে ডাকো—"রাধে সঙ্গিনী!"
নাথ, কমল-চরণ বন্দি' শরণ
মাগিছে হে চির-বন্দিনী।
মোর যাহা আছে হায়, লহ' লহ'—পায়
রেখো শুধু শরণার্থিণী।
আমি ধন্য কেবল আজিকে শ্যামল
অভয়-চরণ-বন্দিনী;
প্রভু লুণ্ঠে শ্রীপদে বন্দিনী:
প্রিয় ধন্য চরণ-অর্চ্চিণী;
ওই রাতুল চরণ স্বপিত গোপন
শৃঙ্খলে-বাঁধা বন্দিনী;
আজ সফল স্বপন রাধিকা-জীবন!
মুক্তি লভিল বন্দিনী;

হ'ল কিঙ্করী লীলা-সঙ্গিনী
তব করুণায় সে অশঙ্কিনী।
যত চিন্তা-সাধন হৃদয়-রাধন
চেতনে কাঁপন স্পন্দে··
যত উছাস উছল চলচঞ্চল
দীপ্ত তোমারি ছন্দে···
প্রতি দেহকণা···লঘু বিন্দু
শুধু তোমারি—হে দানসিন্ধু!
তুমি হরষ বেদন
জীবন মরণ
যাহা দিবে—সে-আনন্দে
মোর লুণ্ঠিত-ভূমি
চিত্ত কুসুমি'
উঠিবে অমৃত গন্ধে!
(আঁখর)
মোর চেতনা-রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
শুনি! তোমারি ছন্দ মন্দ্রে,
মম নন্দনে বঁধু ক্ষরে প্রেমমধু
তোমারি মলয়-চন্দ্রে!
প্রভু দিবে যায়···
প্রিয় যাহা দিতে তব প্রাণ চায়···
তুমি দিও তায়···
আমি নাহি করি কোনো প্রশ্ন—বরণ
করিব নমিয়া তব পায়
গীতি ছন্দে···
তব শরণ-বরণানন্দে।

Slowly...the darkness silvers into light...and now my very shackles become spurs.

An ineffable ecstasy lights the way...I have come out alone into the open...hastening after vagrant strains...Oh...they sound louder...nearer...see...see !...the earth is suddenly bathed in what blue effulgence !...

There, there, who is the beautiful flutist under the tree at the heart of the aureole ?

The flute sings : "Come Radha...the mate of my lila...come unto me"...

"O Lord ! shall the derelict ship reach at last her haven...the chained prisoner achieve her eternal liberation ?

"O Charmer ! that you should hail me, a simple maid...as the mate of your lila...you, so divinely beautiful !

"Master of me ! I bow to you in wonderment !...I seek refuge at your feet.

"But, O Enchanter of my heart ! how shall a poor devotee adore you ?

"Take all I possess...take these flowers...these jewels...all my wealth...everything I lay at your feet...

"Blessed am I, O Beloved, to have at last nothing to call my own...

"Blessed am I, O Lord...made fearless by the touch of your feet...the ineffable touch I have yearned for night and day like the caged bird for its nest in the skies...

"I prostrate myself before you, O Life of Radha ! who have given to a dreamer what was beyond her dreams...

"Utterly I give myself to you...irrevocably...

"O Beloved ! every thought of my mind, each emotion of my heart, every movement of my being, every feeling and every sensation, each cell of my body, each drop of my blood...all...all is yours, yours absolutely...yours without reserve...you can decide my life or my death, my happiness or my sorrow, my pleasure or my pain ; whatever you do with me, whatever comes to me from you will lead me to the Divine Rapture,"

শিব

(লঘুগুরু ছন্দ—তোটক)

জয় শঙ্কর শম্ভু ভুজঙ্গধর !
শশি মৌলি স্মরান্তক ! নাশ' হর !
সব কামকলা তব রুদ্র শরে,
জ্বল' কৃষ্ণ নভে খর দীপ্র করে
যুগপুঞ্জিত কম্পিত গ্লানি দলি'
রণি' দুঃসহ দীপক রাগ—ঝলি'
মর অন্ধ অমা—চিত্ শঙ্কিত যে !
শিব ! বহ্নিবরে কর' নন্দিত হে ।

তব প্রাংশু-ঘনাবৃত পাংশু জটা
লখি' ভ্রান্তি-বিলাস হিমাংশু-ছটা
হ'ল নীরব—নৌমি, শ্মশানরতি !
মরি ধ্যান-হিমাচল ! দান-ব্রতি !

তব রিক্ত রজে ধন পাণ্ডুরতা
চিরলুপ্ত কপর্দ্দি ! হিয়া প্রণতা
তব পাদতটে জপিছে বিধবা
সম বল্লভ তার কঠোর তপা ।

প্রতিভাত' অরিন্দম ! দুঃখ ভরি',
রিপু-ডম্বর সংহর' শূল ধরি' ;
তব নৃত্য স্বয়ম্বরি উল্লসিয়া,
সব ক্লৈব্য উপপ্লবি' দুন্দুভিয়া
দুলি' উর নটেশ্বর ! সূর্য্যসুরে
স্বনি' ব্যোম-মহোৎসব প্রাণপুরে ;
যত কুণ্ঠিত গুণ্ঠিত লাজ-গতি
কর' ধ্বংস দিগম্বর ! মুক্তিপতি !

বাণী

(লঘুগুরু ছন্দ—মদিরা)

তব শিল্পবনে রমি' চিত্ত তুরঙ্গমি' ধাইল ভারতি ! বর্ণ ব্রতী !
এসো কাব্যরথে তব লুণ্ঠি' অগৌরব—নিম্ন হৃদে ফলি' উর্দ্ধরতি ।
রচ' কোকিল কণ্ঠ, মরাল, শিখণ্ড ময়ূরশিখে সৃজ'—সৃষ্টিরমে !
বাহি' গাঙ্গ-বিভঙ্গ কলধ্বনি-রঙ্গ কলঙ্ক বিমোচনি' শুভ্রতমে !
আজি স্থাবর জঙ্গমি' উর—তমঃ ক্ষমি' মা, রসনে স্ফুর' চঞ্চলিয়া ;
এসো শঙ্খি' সিতাম্বর ডঙ্কি' চরাচর —ধূলি-ধরাধর সঙ্গমিয়া ।
মূক নন্দন ঝঙ্কৃত নর্ত্তনি'—বন্দিল বাঙ্ময় বৈভব বিষ্ণুবধূ !
তব মন্ত্র প্রবাহিল ছন্দ—পরাজিল নীরসতা মরু-জিষ্ণু মধু ।
একী স্বপ্নিত-সৌরভ উচ্ছলিলে ! তব ক্ষেমমণি স্তবি' হেম হিয়া !
একী বিস্ময় বাজিল বিহ্বলি'—জাগিল রূপ নিরুৎসব উত্তরিয়া ।

কৃষ্ণ

আজি শঙ্কিত গান
বঞ্চিত প্রাণ
আশা বিরহিণী পারা···
অলি পিক অনঙ্গ
কূজন-রঙ্গ-
গুঞ্জনে নহে সারা···
আজি ম্লান যত তৃণ মঞ্জরী···
আর বহে না নিঝর ঝর্ঝরি'···
লুটে ধূলায় ধরণী
নহে দিনমণি
উদয়-আত্মহারা···
ঢালে না তো ঢল ঢল
প্রেম-বিহ্বল
চন্দ্রমা হেমধারা।

আজি মরু-হিয়া·কূলে
দোলে না দোদুলে
নন্দন-বন-বীথি···
আজি মূরছে চেতনা
মন্থর-স্বনা
বীণা ভুলে তার গীতি
ধূলি আজি যে শুধুই ধূলি
তার তারকা-স্বপন ভুলি'···
ছায়া- অধোমুখী কলি ··
যায় তারে দলি'
তুহিন·পরশ নিতি···
শুধু মর্ম্মে গুমরে
তন্দ্রিত স্বরে
পথ ভোলা কোন্ স্মৃতি।···

Descent of Krishna

To-day all song is fled,
And the heart starved and dead,
While hope is like a lover all forlorn ;
The bees no more rejoice,
And in the cuckoo's voice
The note of ecstasy no more is born.
All wan and sere the grass lies strewn,
The running spring has lost its tune ;
The earth is dust-asleep,
And o'er the azure deep
The sun in pride bejewels not the morn.
While the cold moon above,
Sripped bare of all her love
Pours not the old gold honey from her horn.

No paradisal bower
Leaps dancing into flower,
Along the dead heart's lonely desert-sand ;
The consciousness grows mute
Even as a broken flute,
The song-forgetful lyre drops from the hand.
To-day the dust begins to brood
Heavily in star-widowhood ;
The shadow-haunted bud
Drops drooping in the mud,
Pierced by the freezing blasts ere it expand ;
While deep within me hums
What memory and comes
Way-lost, like spring's own cry, from what strange land

সবে পুছে : “দিশা কোথা ?—
গগন-বারতা
দীপ্তিবে না কি প্রাণে ?
কবে অলখ অতিথি
মন্দার-প্রীতি
ফুটাবে মরত-ধ্যানে ?”
আজি পৃথ্বী কাতরা···ক্রন্দসী
ডাকে বাঞ্ছিতে তার উচ্ছ্বসি’
যার চুম্বন-রাগে
কঙ্কর জাগে
নীল-উৎপল তানে···
বলো দয়িত বিহনে
কেমনে জীবনে
ধৈরয ধরা মানে ?

“We seek the way,” they cry,
“Will not the heavens reply,
“And with their message life’s deep dark relume” ?
“Will not the guest unseen
“Scatter His sweet serene
Oe’r earth’s dim meditation in the gloom” ?
The world is wrapt within a shroud,
The sky is calling from a cloud
To Him whose kiss can make
The little pebble break
Into the music of blue lotus-bloom ;
In separation’s grief
Life finding no relief
Broods with the darkness of a lampless tomb.

ওই পুঞ্জ তিমির
ধাঁধিয়া নিবিড়
করুণায় উঠে ভাতি’
কোন্ রূপ-রলরোল
কাঁপে ফুলদোল
কাটে কি নিশুতি রাতি ?
ও কী আলো-ঝারি ঝরে ঝঙ্কয়া !···
উঠে শিহরি’ সিন্ধু ছন্দিয়া
সেই দ্যুলোক-ঝলকে
ভূলোকে পলকে
চপলা উঠিল মাতি’···
আজি দলিয়া মরণ
অরুণ-চরণ
কে এলে স্বপন-সাথী ?

In His compassion kindled,
The jet black night has dwindled,
His Beauty rises like a trumpet-blast.
The herbs and buds again
Rise from a dream of pain
O ! has the longed-for morning come at last ?
Cascades of splendour ring and shower,
The whole world trembles into flower ;
In one ecstatic sweep
The lightnings run and leap
Like golden messages out of the vast.
Dream-comrade ! in your tread
Of fiery morning-red
Death is a naked nightmare which has passed.

আজি এলে কি শ্যামল !
করিতে উজল
যুগনিরন্ধ্র আঁধা ?
এলে করুণা-ভেলায়
তরিতে হেলায়
দুস্তর হিম-বাধা ?
আজি কী চেনা-অচিন ছন্দিমা
তব কিঙ্কিণ গো ত্রিভঙ্গিমা ?—
এ কী জল-তরঙ্গ
লাস্য-ভঙ্গ
মুহূরতে হ'ল সাধা ?
গুণি, এ কী যাদুভায়
দীপিলে ধরায়
প্রেমের-প্রতিমা রাধা ?

O Shyamal' with your spark
You come to cleave the dark
Of ages into which the Soul was hurled
To set us all afloat
Safe in your mercy's boat
O'er chill, forbidding waters, sail-unfurled.
What known yet unfamiliar call
Comes through your radiance, Lord of all !
All things both near and far
In rhythmic rapture are
To unpremeditated dances whirled.
What colours strange and splendid
Magician ! have you blended
In Love's own Image, Radha, for the world !

ওগো হৃদি-বল্লভ !
গীতি-গৌরব
উৎসারো ধূলি-মাঝে,
যত মিথ্যার জাল
তোমারে আড়াল
করি' যে বেসুরো বাজে !···
নীতি- নীবিবন্ধন খসায়ে
ভবে নির্বাধা প্রেম বহায়ে
বুঝি এলে টুটি' বাঁধ
মর-মনসাধ
মিটাতে অমরা-সাজে,
নাথ উদ্বেল হিয়া
তাই লুণ্ঠিয়া
তোমারি চরণ যাচে।

Divine heart-comforter !
Let your high glory stir
The deadness of this yet unkindled clod.
Since, round you, Radiant One !
Untruth has closely spun
Its centuries of webbing, blind and odd.
With your unfettered love you come
To free us from its martyrdom—
Leading our yearning soul
Toward the final goal—
O Lover ! in the garment of a god !
And that is why I bend
Before your feet, O Friend !
Which have beyond all universes trod.

কাটো নাগপাশ-বন্ধন
ওগো চিত্তনন্দন !
দানি' দিব্যাঞ্জন, বঁধু !
ঘোষি দৃষ্টির-গৌরব
সৃষ্টি-মহোৎসব
বৃষ্টি' বংশীরব- মধু।
দাও ভুলায়ে যে মোরা চির-বন্দী,
আলো হাসি-ভাতু বরাভয়-নন্দী,
হোক্ ত্রিভুবনে আজি প্রেমসন্ধি,
হোক্ উর্ব্বর উষরতা ধুধু,
সব মুখে তব আগমনী
উঠুক জয়ধ্বনি'
মিলনেরে মূরছনি' শুধু।

O burst these choking chains which thrall
Like coiling serpents full of gall.
Let them to the last fetter fall O Friend !
Deluge our sight, with godly power
In fresh creation's festive hour.
And let your flute's rich honey-shower Descend,
Bring us, pale captives, news of our release—
Let laughter burn the dusk of centuries—
And warring worlds sign an unbroken peace ;
Let deserts bloom from end to end !
And every voice proclaim
Your advent and your name—
Let bridal torches flame And blend.

হের বাসনা-উর্ম্মি যত
প্লাবিল লক্ষ শত
কোটি আবর্ত্ত স্রোত- পাকে
ডুবে যায় প্রেমবিন্দু-সে
মন্থিয়া সিন্ধু হে
মায়াময় ইন্দু যে ডাকে !
প্রতি পারিজাত-হিল্লোল-ছাপায়ে
নামে করকা বসুন্ধরা কাঁপায়ে,
পড়ে পরাগ পঙ্ক-পায়ে লুটায়ে
নাচে বিকচ কলিকা প্রাণশাখে—
হেরি' মত্ত তুফান আসে
অস্ফুট বিভব নাশে
অবনী আনন ত্রাসে ঢাকে।

The world is swallowed up in dire
Relentless whirlpools of desire
Which hum with every whirl of fire Death's tune :
The drop into the ocean dies
Out of whose churning doth arise
With Maya's death-enchanted eyes, The moon.
See, how fierce hailstroms strike terrific doom
Flooding your gardens with death-scattering gloom
In dust is strewn
Stark-bleeding, tempests leave no trace
Of any bud's half-opened grace
And trembling earth doth hide her face
And swoon.

নাথ, রৌদ্র নিনাদে এসো আজিকে ভবে
করো ধ্বংস দৈত্যচমূ ঝঞ্ঝাহবে
ত্যজি' বংশী চক্র ধরো অট্ট রবে
হও শ্যামল অগ্নি-রাঙা ত্রিলোক ব্যাপী,
ভীম দুর্ব্বার অন্তক মূরতি ধরো
হাসি' ফুৎকারি' বাধাদ্রি লুপ্ত করো
হরি, হর রূপে এসো স্বনি' বজ্র-স্বর,
তব কার্ম্মুক হোক্ টঙ্কার-আরাবী।

O come into this world with your voice of thunder,
Destroy the demon-hosts, rend them asunder,
Forget your flute, take up your wheel of wonder,
Let your blue aureole flame to a fiery Rose.
Mow down black mountains at a blow, and render
All things to utter dust, O mighty Ender !
Come in your proud Destroyer's garb of splendour
And strike the deep twang on your Bow of bows !

শুধু ভক্তে শিখাও দেব করিতে রাধন
তব তাণ্ডব নর্ত্তন ক্লৈব্য পাবন,
খর খর্পর-ভায় হোক্ মুক্তি-সাধন
হেরি উদ্দাম সংহারে অভয়ভাতি।
যেন গর্জ্জিত ভীম তরঙ্গ মাঝে
তব মন্দ্র শান্ত দ্যুতি হৃদয়ে রাজে—
শুনি বহ্নির বক্ষে যে-শৃঙ্গ বাজে,
তব শুভ্র সৃজন-রাগে সত্য-সাথী।

O teach your devotee to bend in trance
Before your holy all-destructive dance,
And reap out of your sword-blade's naked glance
Fulfilled harvest-joy of liberation ;
To feel the ocean's peace all wide-awake
Under its water hissing like a snake ;
And hear from out the heart of fire, break
The clarion music of a new creation.

শঙ্খটি তব পরে
বাজায়ে চরাচরে
কোরো হে মুগ্ধ আনন্দিত···
দক্ষিণ মুখ তব
ফিরায়ো ধরাপানে
রুদ্র যবে হবে তর্পিত···
বিদ্যুদ্দাম-দাহে
ভস্ম হ'লে গ্লানি
মেদুর-ধারে এসো বর্ষিয়া···
কম্পিত ধরাচিত
করিয়ো উল্লসিত
মুরলী মঞ্জীর ছন্দিয়া।

Then when your anger cease,
Blow your conch of peace,
And flood the world with beauty rebegun—
O turn your face again
Toward the earth and rain
Sweet quiet when your fiery dance is done :
When by your lightening-flashes
You have reduced to ashes
Life's dreariness and weariness and care,
O let your flute once more
Sound as it did before,
Your anklets tinkle sweetly everywhere.

বন্দিতে নারি তোমা
তবুও তব পদ-
চিহ্ন অনুসরি হৃদয়'পর···
উন্মনা গিরিনদী
জানে কি বৈরাগী
কেন সে···ডাকে তারে কাহার স্বর ?
বৃক্ষ কি জানে কভু
ধরিতে কারে তার
লক্ষ শাখা বাহু বিস্তারে ?—
অঙ্কুর ফুটে কোন্
রহস রাগিণীতে
পাতালে রসধারা সঞ্চারে ?

Although I know not how
To worship you, I now
Go led by your foot-prints in the heart, undaunted,
O ! does the mountain-stream
Divine, or guess, or dream
By what sea-voice she is for ever haunted ?
And can the tree which tries
To reach toward the skies
Tell us for whom it spreads its myriad arms ?
And does the springing seed
Know how its flower is freed
From the earth's dark womb by what heavenly charms ?

চাহি না জানিতে
শুধু প্রার্থিতে
চাহি গূঢ় চিতে
নিত্য :
তোমার পরশে
যেন হে রভসে
মরম উলসে
তৃপ্ত,
যেন অমলিনা
মম প্রাণবীণা
রহে স্তবলীনা
বন্দি'—
যত রূপ তব
ভকতি-বিভব
রচে নিতি-নব-
ছন্দী।

I crave no knowledge, Friend !
I only need to bend
In worship without end
At the heart's shrine :
To feel you day and night
Bless with your touch of light
My body and my sight
O Love Divine !
Then tenderly caress
My life's lone harp and bless
Its self-forgetfulness
To deathless rhyme
And Ever-living song
Of all your forms which throng
The world, and dance along
The edge of Time. *

---

* ইংরাজী অনুবাদ স্বনামধন্য কবি শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত।

উৎসর্গ

এ কবিতাচতুষ্টয় একটা পর্য্যায় (series) হিসাবে পাঠ্য—এদের প্রকৃতি পুরোপুরি লিরিকাল নয়—খানিকটা ড্রামাটিকও। এরা চারটি credo—একটা কথোপকথনের মতন যোগসূত্রে বাঁধা।

এ-কবিতাচতুষ্টয় লিখ্‌তে গিয়ে আমি সানন্দে ও সগৌরবে বাংলার বরেণ্য কবি মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি—যদিও অনুকরণ না, অবশ্য। এ-সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি কথা এখানে বল্‌তে চাই।

মধুসূদন অমিত্রাক্ষরে যে শুধু ইংরাজীর প্রবহমানতা (enjambement) আন্‌বার চেষ্টা ক'রেছিলেন তাই নয়—তাঁর একটা মস্ত লক্ষ্য ছিল—সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্যের ওজস্‌, কল্লোল ও কাঠিন্য-গৌরব (austerity)। কিন্তু যে কারণেই হোক্‌ মধুসূদনের প্রবর্ত্তনা তাঁর পরবর্ত্তী কবিগণ প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল সজাগভাবে কঠিন ওজস্বান্‌ অমিত্রাক্ষরের দিকে যথেষ্ট পরিমাণ ঝুঁকেছিলেন। (মধুসূদনের প্রতি ভক্তি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ও গভীর—দ্বিজেন্দ্রলালের অকালমৃত্যু না হ'লে বাংলা ছন্দের এ-দিক্‌টা বোধহয় আরও সমৃদ্ধ হ'ত) মনে পড়ে তাঁর শেষ নাটক "ভীষ্মে" ভীষ্মের সেই ওজস্বিনী প্রতিজ্ঞা :

রমণী ! তোমার এই নিষ্ফল প্রয়াস।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এই অটল অচল।
নহে ইহা ভীরুর ভঙ্গুর অঙ্গীকার,
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ইহা ত্যাগীর শপথ :
গ্রহ যদি কক্ষচ্যুত হয়, চন্দ্র যদি
অগ্নিবৃষ্টি করে, নক্ষত্র নিভিয়া যায়,
পর্ব্বত ভাঙিয়া পড়ে বালুস্তূপ সম,
শুষ্ক হয় সিন্ধুবারি গোষ্পদের মত,—
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না কদাপি।
ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তন মাঝে, বিক্ষোভিত
সংসারের আলোড়ন মাঝে, মানুষের
মিথ্যাবাদ মাঝে—এই প্রতিজ্ঞা ভীষ্মের
অটল উজ্জ্বল, সব নক্ষত্রের মাঝে
যেমতি ভাস্বর ওই স্থির ধ্রুবতারা।

বর্ত্তমান যুগে তরুণ কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেবের অমিত্রাক্ষরে ও মোহিতলালের মিত্রাক্ষরে এই ওজস্‌ ও কাঠিন্যের পরিচয় পাই। এতে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করেছি, কেন না বাংলা কাব্যে অতিলালিত ঝঙ্কারের ছত্রপতিত্বে শব্দ-সঙ্ঘাতের দুন্দুভিধ্বনি প্রায় চাপা প'ড়ে গেছে বল্‌লেই হয়। কাব্যে ঝঙ্কারের নিশ্চয়ই মূল্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু মহৎ কাব্যেরএ কটা খুবই বড় গুণ এই ওজস্‌—কাঠিন্য। এদিকে যে বাংলা কবিরা কত পেছিয়ে—তা দান্তে এস্কাইলাস গেটে শেক্সপীয়র শ্রীঅরবিন্দ ভবভূতি ওয়র্ডসওয়র্থ প্রভৃতি কবির কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হ'তে না হ'তে প্রতীয়মান হয়। বাংলা কাব্যের এই অভাব সব চেয়ে গভীর ভাবে অনুভব করেছিলেন মধুসূদন ও বিবেকানন্দ (সাধে কি স্বামীজি মধুসূদনের নামে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌তেন ?) দুঃখ এই, মধুসূদনের "মেঘনাদ-বধে" ও স্বামীজির "বীরবাণী" প্রভৃতি কবিতায় যে দীপ্ত ওজসের তাঁরা আভাষ দিয়ে গিয়েছিলেন তার পূর্ণ পরিণতি হয় নি তাঁদের অকালমৃত্যুর জন্য। সে যাই হোক্‌ এ-শ্রুতিসুখামোদী অতিলালিতকাব্য-যুগে বাংলার-অর্দ্ধবিস্মৃত-কবি, ওজস্বিতার-প্রতিমূর্ত্তি মধুসূদনের কাছে সকৃতজ্ঞে আমার ঋণ স্বীকার করছি—এ-কবিতাচতুষ্টয় তাঁর পূত স্মৃতির চরণে উৎসর্গ ক'রে। দান্তে ও এস্কাইলাসের ওজস্‌ ও austerity বলতে কি বোঝায় তার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটি অনুবাদ দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত মনে করলাম credo কয়টির আগে—কারণ বাংলাদেশে দান্তে ও এস্কাইলাস প্রায় অজ্ঞাত বল্‌লেই হয়। শ্রীঅরবিন্দের অনুপম ওজস্বিনী কবিতা "ঋষি"-র কিয়দংশ "পত্রগুচ্ছে" দ্রষ্টব্য শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনের অনুবাদ সমেত।

Prometheus (alone)

O holy Aether, and swift-wingéd winds,
And River-wells, and laughter innumerous
Of yon sea-waves ! Earth, mother of us all,
And all-viewing cyclic Sun, I cry on you,—
Behold me, a god, what I endure from gods !
Behold, with throe on throe,
How, wasted by this woe,
I wrestle down the myriad years of time !
Behold, how fast around me,
The new king of the happy ones sublime
Has flung the chain he forged, has shamed and bound me !
Woe, woe ! to-day's woe and the coming morrow's
I cover with one groan. And where is found me
A limit to these sorrows ?...Because I gave
Honor to mortals, I have yoked my soul
To this compelling fate. Because I stole
The secret fount of fire, whose bubbles went
Over the ferrule's brim, and manward sent
Art's mighty means and perfect rudiment,
That sin I expiate in this agony,
Hung here in fetters, 'neath the blanching sky...
Zeus filled his father's throne, he instantly
Made various gifts of glory to the gods
And dealt the empire out. Alone of men,
Of miserable men, he took no count,
But yearned to sweep their track off from the world
And plant a newer race there. Not a god
Resisted such desire except myself.
I dared it ! I drew mortals back to light,
From meditated ruin deep as hell !

শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রমেথিয়ুস—একাকী

ওগো পুণ্য জ্যোতিষ্পথ! হে বিদ্যুৎপর্ণ প্রভঞ্জন!
স্রোতস্বিনী-উৎস কোটি! অদূরে অম্বুধি-বক্ষে অয়ি
অর্ব্বুদ লহরী-হাসি! বসুন্ধরা নিখিল-প্রসূতি!
হে সাবিতা সর্ব্বসাক্ষী কক্ষপথচারী! হের মোরে—
দেবজন্মা হ'য়ে যেই দেবরোষে সহে সাজহারা
দুর্ব্বিষহ দুঃখদাহ;—কোটি মন্বন্তর-সাথে যেই
রক্তরণে যুঝি' ডুবে তিলে তিলে বিলুপ্তি-ব্যাদানে;—
হের সবে: সুধাসুখী নিরঙ্কুশ ত্রিদশ-অধিপ
নিগড়-অঙ্কুশে মোরে হানে কোন্ উদগ্র লাঞ্ছনা!
ক্লিন্ন গ্লানিজ্বালা!—হয় নিত্য যারে লুকাতে গুমরি'!—
হেন বেদনার পথে পূর্ণচ্ছেদ প'ড়বে না কভু?···

নরে দিয়েছিনু দিব্য বর বলি' লভ্‌-লিপ্ত শ্বসি
এ-শৃঙ্খল যূপে,—চেয়েছিনু মর্ত্ত্যজনে উপহৃতে
স্বরগের কলালক্ষ্মী—করি সেই পাপক্ষয় হায়,
নিরালম্ব এ-বন্ধনে ধূসরায়মান ব্যোমতলে।···

যবে পিতৃসিংহাসনে আরোহিল বিবুধ-ঈশ্বর—
দেবে দেবে বিত'রল কৃপাবর তার লক্ষরঙা,
সাম্রাজ্য-বণ্টন হ'ল সমাপন। শুধু দীনহীন
মলিন মানব পানে বারেকো সে চাহিল না ফিরে;
অভিসন্ধি ছিল তার—মানবের চিহ্ন পৃথ্বীপীঠে
নিঃশেষে মুছিয়া সেথা উদ্ভাসিবে নব সৃষ্টিদীপ।
চাহিল না দেব কেহ নিবারিতে হেন অবিচার:
একা আমি স্পর্দ্ধিলাম; একা আমি চাহিলাম—যেই
নিস্তল নিরয় লোলদংষ্ট্রা রহে প্রতীক্ষিয়া নরে
তাহ'তে ফিরায়ে তারে আলোক উৎসঙ্গে দিতে সঁপি'।

সেই প্রত্যবায়ে হায়, ভগ্নমেরু সম সহি এবে
ভয়াল ভ্রূকুটি হেন নিয়তির—দৃশ্যও যাহার
আঁখি নাহি সয় : জীবে করুণা ক'রেছি বলি'—মুখ
করুণা ফিরায় আমা হ'তে ; নিঃসহায় আমি শুধু
টঙ্কারিত বেদনায় প্রতিধ্বনি যন্ত্রণা-ঝঙ্কার
কাঁপে যাহা মোর প্রাণবীণে তার দম্ভোলি-অঙ্গুলে ।*

বিশ্ববারা

হে চিরকুমারী মাতা ! আত্মজ-আত্মজা শুভা ! জীবনের ছায়াহীন উত্তুঙ্গ-শিখরা !
পুরুষোত্তম-সাথে মিলন-মহিমা-দীপ্রা শুচি অবনম্রতায় তব কান্তি-ঝোরা
স্ফুরৎস্ফটিক-বিশ্বকান্ত জিনি' বিহসিতা ! পরাপ্রজ্ঞাবরে তব করুণা মানবী
উত্তরিল ঊর্দ্ধে হেন—যাহে লীলাতীত মহাস্বপনী অরূপ হ'ল—স্বপতি উৎসবী ।

গরীয়ান্ অতনু সে-ধ্যানী তব বরতনু রচি'—সে-লাবণীমুগ্ধ—আপনি আগ্রহে
মাগিল মৃন্ময়াধারে রূপায়িতে আপনার দিব্যসত্তা—বিন্দুমাঝে সিন্ধু তাই বহে ।
ধন্য দেবি, গর্ভ তব—রহস-প্রচ্ছায় যার করিলে লালন পুণ্য মন্দিরের প্রায়
সর্ব্বস্রষ্টা প্রেমে—যার নিষ্কল ময়ূখে শান্তি-চিরন্তনী-হৃৎসরোজ মঞ্জরিয়া ভায় ।

বৈদূর্য্য-ঝলক-ঝুরি জ্যোতিস্তম্ভ নিভ জ্বলো চিরদিশারিণি মাগো, করুণা-তারিণি !—
নশ্বর মানব নেত্রে মৃত্যুহীন-মূরছনা আসা-উৎসা সম ঝঙ্ক' চির-উৎসারিণি !
অয়ি বৃন্দ-বিভাবসু-বিনিন্দিতে ! ও-পাদ্মকে পাবন না লভে যদি মর-দেহধারী—
আরোহিবে কেমনে সে বন্দিত বৈকুণ্ঠে তব ?—পর্ণহারা কেমনে মা হবে ব্যোমচারী ?

ব্যথায়ত অভীপ্সারে ও-চরণে নিবেদনে না সহো বিলম্ব-বাধা ত্বরিত-দায়িনি !
না-চাহিতে জীবনের গরল-সম্পুটে ঢালো আনন্দ-অমৃত-আলো দুরিত-হারিণি !
নিম্নমুখী মর্ত্ত্যহোত্রে স্বর্গসত্ররাগশিখা স্ফুলিঙ্গেও যদি কভু জাগে ঊর্দ্ধসাধে,
অনন্ত-বিথারী তব মঙ্গলা করুণা-হিয়া সূর্য্যদীপ্ত করি' তারে তুলে আশীর্ব্বাদে ।

---

* এ কবিতাটি উদীয়মান বহুমুখী-প্রতিভাশালী কবি শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গ। আমায় বাংলা অনুবাদের দু'একস্থলে আমি মিসেস ব্রাউনিঙের (উদ্ধৃত) ইংরাজীর অনুগামী হই নি—কেন না সেখানে প্রোফেসর গিলবার্ট মারের অনুবাদ আমাকে বেশি স্পর্শ করেছিল ।

For which wrong, I am bent down in these pangs
Dreadful to suffer, mournful to behold,
And I, who pitied man, am thought myself
Unworthy of pity ; while I render out
Deep rhythms of anguish 'neath the harping hand
That strikes me thus

(AESCHYLUS)

St. Bernard's Supplication In Behalf Of Dante.

(Translated from the Italian by Amalkiran)

"O Virgin Mother, daughter of thy Son !
Life's pinnacle of shadowless sanctity,
Yet with the lustre of God-union
        Outshining all in chaste humility—
Extreme fore-fixed by the supernal Mind,
Unto such grace rose thy humanity
        That the Arch-dreamer who thy form designed
Scorned not to house his own vast self in clay :
For thy womb's sacred mystery enshrined
        The omnific love by whose untarnished ray
Now flowers this rose-heart of eternal peace !
A beaconing magnificent mid-day
        Art thou to us of saviour charities,
To mortal men hope's ever-living fount !
So great thy power that save its fulgences
        Shed purifying gleam whoso would mount
Unto this ecstacy might well desire
Wingless sky-soar ! Nor dost thou needful count
        Grief's tear, but even ere its soul aspire
Comminglest with its bitter drop thy bliss !
Whatever bounteous world-upkindling fire
        Sparkles below, thy heart-infinities
Hold in full blaze...

...Here kneels one that has viewed
All states of spirit from the dire abyss
To heaven's insuperable altitude :
I, who have never craved the rapturous sight
With such flame-voice of zeal for my soul's good
As now for him implores thy quenchless light,
Beg answer to this orison : O pierce
The last gloom-vestige of his mortal night
By the miraculous beauty that bestirs
The sleeping god in man with its pure sheen :
Disclose the immeasurable universe
Of ultimate joy, O time-victorious Queen !
Quench the blind hunger of his earth-despair
With flood of glory from the immense Unseen !

(DANTE)

দেখেছি ভুবনে আমি সর্ব্ব সম্ভাবনা, সিদ্ধি, আশা-সমারোহ, স্বপ্নভঙ্গ—জীবাত্মার,
করাল কন্দর হ'তে দ্যুলোক-দুরভিসারী সংখ্যাহারা সঞ্চরণ তার বারম্বার ;
হেন বহ্নিচ্ছ্বাসে তবু চাহি নি মা কোনোদিন আপন-কল্যাণ'তরে সে-রোমাঞ্চ-রাস
সে-অঙ্গারহীন দৈবী দ্যুতি—যাহা জানু পাতি বিমুগ্ধ বসুধা তরে প্রার্থি তোর পাশ।

অন্তর্গূঢ় এ-প্রার্থনে দে মা সাড়া যাদুকরি ! দীর্ণ করি' ধরিত্রীর পার্থিব রজনী
রূপ ইন্দ্রজাল-শরজালে—যাহে জাগে দেহে সুপ্ত শুভ্র দেহাতীত দেব জয়ধ্বনি'।
লো ত্রিকালজিৎ রাজ্ঞি ! চক্রবালহারা তোর সৃষ্টিলীলা-পরানন্দ তোল্ সমুদ্ভাসি'—
অপার অলখ আলো-মন্দাকিনী-বন্যাধারে অবনী-আর্ত্তির অন্ধ বুভুক্ষা বিনাশি'।*

---

* এ কবিতাটি মনস্বী সুকবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারকে উৎসর্গ। এ অনুবাদে আমি ইচ্ছা ক'রেই স্থানে স্থানে ভারতীয় চালচিত্র ও ঐতিহ্যের অনুগামী হ'য়েছি এবং দান্তেকে ধর্ম্মীয় প্রতীক হিসেবেই অনুবাদ ক'রেছি, যেহেতু তাঁর "Paradiso" পড়লে মনে হয় যে দান্তের উদ্দেশ্যও তাই ছিল।

সন্ন্যাসী

(মায়াবাদী)

লীলা ? নাহি চাহি তারে ওগো অন্তর্যামী !
তোমারে আবরে যেই তারে নাহি পূজি।
জনম লভেছি আমি মিথ্যা উপকূলে—
সত্যের নির্বর্ণ বেলা বরিতে জীবনে
তরিয়া মোহিনী মায়া। সাধনা আমার—
পুন নাহি জন্মি যেন দ্বৈতমায়া তটে।
লহ প্রভু ফিরাইয়া শূন্যগর্ভ তব
রঙ্গ-প্রসাধনী কুহকিনী মঞ্জিমায়
বাষ্পধনু-বিরচিত—ক্ষণ-লীয়মান।

চাহি আমি দীপ্র সত্য, নহে মঞ্জুলীলা—
মিথ্যা যার ভিত্তি, মিথ্যা যার উপাদান,
মিথ্যা যার সৌধচূড়া, মিথ্যা অঙ্গীকার,
মিথ্যায় প্রতিষ্ঠা যার, মিথ্যায় বিকাশ,
অবিদ্যা যাহার উৎস—নহে মন্দাকিনী,
স্বপ্ন যার পটভূমি—নহে জাগরণ।
আমি নাহি চাহি সৃষ্টিকান্তি মুগ্ধকরী
লক্ষ্য যার—বিলাসিনী অপ্সরার সম
তপোভ্রষ্ট করা প্রতি সত্যের তাপসে
অতৃপ্তি-অঙ্গারসার লোল প্রলোভনে।
নাহি ডরি আমি প্রভু বঞ্চিত হইতে
হেন বর-ছদ্মবেশী শাপ-অবদানে :
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
মুক্তি-স্বাদ—নহে নাথ বাঞ্ছিত আমার।

মহানন্দ !—ধিক্, যত বাসনা-তাড়নে
প্রলোভন-ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে মোহ-ঝটিকায়
ছিন্নপাল ভগ্নহাল উড়ুপের সম
দণ্ড দুই উর্ম্মিশীর্ষে করি' আবর্ত্তন
অন্তিমে নিম্নের টানে ত্রস্তযাত্রী সম
হাহাকারি' নিমজ্জন অতলে তামসে—
প্রার্থি' ভাসমাস কূলে : "কর গো তারণ"—
ছি ছি ! মৃত্তিকার ধূপাধারে লক্ষ দীপে
এই কি আরতি তব—পূজা-উপচার ?
আকাশ-কুসুম কবে মঞ্জরে মরতে ?
অসূর্য্য শর্ব্বরীলোকে তোমার অর্চ্চন ?—
ভোগের কঙ্কাল-হাসি স্বাগতি'—? বিলাসি !
এরে কহো মহানন্দ ? হায় বিড়ম্বনা !
ও সকলি মোর কাছে কথা—কথা—কথা !

ইন্দ্রিয়ের পরিখার অলঙ্ঘ্য বেষ্টনে
বদ্ধ থাকা চিরতরে—চারিধারে সদা
লক্ষ কোটি ক্রূর ছদ্ম রিপুর সঙ্কেতে
নিয়ত উৎক্ষিপ্ত হওয়া—কাঁদিয়া হাসিয়া
ভেসে চলা কোনমতে, অনামী অঙ্কুশে
নিত্য হওয়া ধাবমান দিকে দিকে দিকে—
স্বপ্নভঙ্গ পদে পদে—(তবু অন্ধ আঁখি !)
নাহি জানি' কেন ফাঁদে নিত্য পড়ি ধরা—
নাহি জানি' আসি কোথা হ'তে—যাই কোথা—
গণিকা খেলনা রঙে ক্ষণিকা-অর্চ্চনা—
লক্ষ ছায়া উপহাস-ব্যর্থতা বহিয়া
কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী-ইন্দু গণি' ধ্রুবতারা—

নহে। আমি চাহি মুক্তি বৈরাগ্য সাধনে।
বৈরাগ্য আমার কাম্য—নহে ছলাকলা,
নহে পয়োমুখ তীব্র-গরল-গহ্বর !

না চাহি উৎকোচ-মধু বিষ-পরিণাম
না চাহি আসব যাহে আচ্ছন্ন চেতনা
হয় নিত্য।   "যাহে নাহি হইব অমৃত
কী করিব তারে ল'য়ে ?"—এই মন্ত্র মোর।
সখীর সখীত্ব মিথ্যা—চাহে যে সতত
ভুলায়ে রাখিতে চিত্ত ; পরিজন-স্নেহ
অমুক্ত প্রত্যাশা-ভরা ; দেহ দয়িতার
প্রেমস্তোকে যাচে নিত্য ইন্দ্রিয়-ইন্ধন ;
বন্ধুর মিতালি—ভিত্তি যার অভিমান,
প্রশংসে যে প্রশস্তির প্রতিদান-আশে ;
কবির কল্পনা—মিথ্যাচারী তুলি যার
কাচেরে কাঞ্চনবর্ণে আঁকে লজ্জাহীন !!
কাঞ্চনা-সাধনা-পরাঙ্মুখ শিল্পী যেই
কহে—লোষ্ট্রে স্বর্ণ তত্ত্ব চিরদীপ্যমান্ !!
কহে রূপকার মিথ্যা সত্য হয়—রূপে !!

মিথ্যা চালচিত্রে দীপে প্রতিমায় প্রাণ ?
লোষ্ট্রে পরব্রহ্ম !!—গন্ধধূপে ধ্যানাতীত !!
হায় আত্মপ্রতারক !   ফাঁকি দিয়া কভু
যায় ফাঁক ভরা ?—মিটে পবনে পিয়াস !!
সঙ্গীত-গৌরব ?—মুগ্ধ ইন্দ্রিয়বিলাসী !
লক্ষ্য যার শ্রুতিসুখ—তুচ্ছ—কম্পসার
সে করে ঘোষণা—(আত্মসুখে পঞ্চমুখ !) :
বিভ্রান্ত পটহ-পথে তার অভিসার
অশ্রুত অভ্রান্ত-লোকে ?

হে ইন্দ্রিয়াতীত !
তুমি শুধু কাম্য মোর—নহে মিথ্যা তব
ইন্দ্রিয়মেখলা এই ভ্রান্তি-ইন্দ্রপুরী
তমসা-বিহ্বলা।   তার রূপে গন্ধে রসে
সান্ত্বনা নাহিক মোর—ভরে না অন্তর।
ক্ষণধ্বংসী যাহা ভবে—না চাহি তাহারে।
চাহি নিষ্করুণ সত্য নির্দ্বন্দ্ব অরূপ,
কেন্দ্রীয় বাস্তব চাহি—চাহি না এ-লীলা—
মিথ্যাই পঞ্জর যার, মিথ্যা যার ঠাট,
মিথ্যা যার রক্ত মেদ বসা ত্বক্ ভূষা
বুভুক্ষু বিরহী সম পরবাসী যেথা
রহি'—শুনি স্বর কোন্ :   "নহে এ-লীলায়—
লীলাতীত লোকে মোর পরা পরিণতি।
নিকেতন নহে মোর দেহের পিঞ্জর।"
ইন্দ্রিয়ের সন্তর্পণ-সুখ-কারাগার-
কবাটে হানিয়া শির শ্বসে হৃদি মোর
রক্তাপ্লুত দিবাযামী।   প্রশ্ন জাগে শুধু :
জন্মেছি সেথায় হায় কেন যেথা প্রাণ
আকুলে আমার বন্দী বিহঙ্গম সম ?

যারে সবে দৈবী জানে আমি জানি মায়া
যাহে সবে মুগ্ধ—তাহে আমি মুহ্যমান্ ;
ধূলিক্ষিন্ন দ্বৈত-ধাঁধা-বিদ্রূপ-ছলনে
অষ্টপাশে বাঁধা ; মুক্তি দাও—দাও মোরে
নিরাকাশ স্বিন্ন ক্লিন্ন মর্ত্ত্য-কারা হ'তে।
সকলে বিস্মিত যাহে—পুলক-উচ্ছল—
মোর কাছে মনে হয় গড্ডালিকা সম,
তারাবাজি-দীপ্তি সম, মায়া-যন্ত্রারূঢ়
ভ্রাম্যমাণ নট সম—দণ্ড দুই যারা
হাসে কাঁদে নাচে গায়, পরে অকারণ
তেমতি সহসা থামে যেমন সহসা

ক'রেছিল যাত্রারম্ভ কামনা-কল্লোলে
জীবন-সংগ্রামে—নাহি জানি' কোথা হ'তে
এসেছিল হেথা, শেষে কোথা যেতে হবে !—
(জীবন-রহস্য তারা চাহে না ভেদিতে !)
আমরণ কায়া-কারারুদ্ধ—তবু রহে
তৃপ্ত—উচ্চারিয়া : "অবরোধে তব 'লীলা' ।"
লীলা ! লীলা ! লীলা বটে ! ভূগর্ভে যেমন
আঁখিহীন সরীসৃপ নন্দে লীলোচ্ছল
পূতিগন্ধ পঙ্কমাঝে ! এই কি বর্ত্তিকা ?
আনন্দ-লহরী এই ? হেন লক্ষ্যহারা
সংসারের লীলায়নে আত্মহারা সবে ?
চিরদিশাহারা—দিনগতপাপক্ষয়ে !

নন্দে যারা রঙ্গালয়চণ্ডী নৃত্যোচ্ছ্বাসে—
কলকল গীতালির চূর্ণ ঢেউ 'পরে—
বঞ্চক মিথ্যার কম্প্র দীপালি-উৎসবে—
আসন্ন-বার্দ্ধক্য দেহে—কামকান্তি কামে—
নির্ব্বীর্য্য কৃপণ গেহে—মুষ্টিভিক্ষাব্রতী ?
প্রস্ফুটিয়া যে-নন্দন তুহিন-সম্পাতে
ঝরে পরক্ষণে—তারে করিব বরণ ?
বারেক ফুৎকারে যাহা নিভে চিরতরে
জীবন-ভাস্কর বলি' পূজিব তাহারে
অরুণ-মন্দিরোৎসবে ?

দুঃখ-সুখ, হর্ষামর্ষ, আনন্দ-বেদনা.
ধূপছায়া—এই তব বাণী—তা'রা কহে।
কা'রা ?—যারা হ্রস্বদৃষ্টি, তব স্বর তরে
পাতে নি যাহারা কান, দেয় নাই ডুব
তোমার বারতা তলে।—তারাই দিশারী !
(চিররুগ্ন পঙ্গু শুনি ভবে ধন্বন্তরী !)
দিশা ! ওগো সর্ব্বোত্তম. পায় সে কি কভু
চাহে নি নির্জ্জর সত্য যে নিগূঢ় প্রাণে ?
যাহা নাহি কাঙ্ক্ষ প্রতি রক্তবিন্দু দিয়া,
ধমনীর প্রতি স্পন্দে, অন্তর আবেগে,
চিন্তার উন্মুখ তন্তুজালে যে-সত্যেরে
চাহিনা করিতে বন্দী—তারে নাথ ধরা
যায় কি জীবনে কভু ? করিব বরণ
অন্ধের আলোকস্তম্ভ উত্তাল অর্ণবে ?
তাদের নির্দ্দেশ হবে হেথা ধ্রুব-ভাতি

হায় মৃত্যুঞ্জয় !
এরই তরে এত গর্ব্ব, এত কাড়াকাড়ি—
ফেনময়ী লোলুপতা—বিনিদ্র প্রয়াস—
ময়সভা-সভাসদ-পদবীর লাগি'—
স্ফাটিক প্রাসাদ যার তাস-দুর্গ সম
পলকে ধ্বসিয়া পড়ে ? রাবণ-নির্ম্মিত
স্বর্ণ-কিরীটিনী লঙ্কা সম—ফুল যার
শুকায় বিকচোন্মুখ, ধূলায় দেউটি
মূরছে ধূমল ?—যার কামনা-মালিকা
ম্লান হয় অবেলায়—ব্যর্থ—সূত্রসার ?—
গন্ধ যেথা না ফুটিতে লুণ্ঠে ধরাতলে ?—
নিদাঘে শিশিরসম মিলন মিলায়
চিরবিরহের ধ্বজা উড়াইয়া নিতি !
তবু সবে এরই তরে রহে চিরদিন
তোমারে বিস্মরি'—নাহি যাচি' অনির্ব্বাণ
সত্য-সূর্য্য তব—যাহা জাগর স্বপন
জয় পরাজয় ঊর্দ্ধে···বহু ঊর্দ্ধে তায়

নিবাত আনন্দলোকে শান্ত···অচঞ্চল
অক্ষত···অব্রণ ··শুদ্ধ···বাক্যমনাতীত !

রূপায়ন-বেলাভূমে মৃগতৃষ্ণা কভু
দানিবে না পূর্ব্বাভাষ সে-ধারার—যাহে
মিটে তৃষা চিরন্তনী ? দিবেনা বেদনা
দিশা তার—দীপে যাহা কৃষ্ণ বাসনায়
ক্রন্দিত সৈকতপার ? মৃত্যুশেল হেথা
দিবেনা সঙ্কেত—কোথা বিশল্যকরণী
বিরাজে প্রদীপ্ত লুপ্তিজয়ী মহিমায় ?
হিরণ্ময় পাত্র অপসরি' অপাবৃণু !
অপিহিত সত্যানন ফিরাবে না তব
কভু কি গো পৃথ্বীপানে ? শিখাবে না কারে
শ্রেয়ঃ বলে—আপাতমোহন প্রেয়ঃ কেন
তাহারে আচ্ছন্ন করে ভবে ?—প্রেয় ? হায় !
মিথ্যার কঙ্কালে যার রচিত মন্দির,
মিথ্যা আরাত্রিক যার, মিথ্যা শঙ্খবাঁশি,
মিথ্যা হবিঃ, হুতাবহ, পূজা, পুরোহিত—
সে-বিস্বাদ প্রহসন ত্যজি' এ-জীবনে
চাহিব না উত্তরিতে অখণ্ড যেথায়
সত্যমূর্ত্তি-মন্ত্রে বাজে কল্লোল-অতীত
নীরব-নির্ঘোষে—উদয়াস্ত অস্বীকারি'
দ্বন্দ্বহীন মহানন্দে ? চমকে না যেথা
অলীক আলেয়া সম লক্ষ রবিশশী ?
কোটি ধূমকেতু যেথা খধূপের মত
মায়াদীপ্তি মনে হয় ? চাহিব না তারে
পদনখে লুঠে যার নিত্য অগণন
জ্যোতিষ্মান্ নীহারিকা রেণুকণা সম
স্তম্ভিত সম্ভ্রমে তুঙ্গ হিমাদ্রি-বিস্ময়ে
রোমাঞ্চিত প্রেম-স্পন্দ রোমে রোমে বহি' ?
কবে—কবে—কবে প্রভু, শিখিবে মেদিনী
তব মায়া অপসারি' উত্তরিতে তব
অক্ষয় সত্তায় ?—

কিন্তু হেন প্রশ্ন কেন ?
রূপ-হোমায়ন ল'য়ে রহুক না তা'রা
তৃপ্ত যারা ধ্বনি ধূমে ; যার চক্ষে ভবে
বিদ্যুৎবিলোলা চলশিখা জ্বালে আলো
রহুক্ না সে তাহার ক্ষণপ্রভা বরি' :
ভঙ্গুর বুদ্বুদতরী বাহি' চাহে যেই
সার্থকতা—চলুক্ না মোহভেলা বাহি' ;
জলধনু-উর্ণাজালে মত্ত যে-উৎসবী
করুক্ না সে রমণ বাষ্পীয় সঙ্গমে ;
প্রপঞ্চ-বোঝারে বহি' যে চাহে রহুক্
পতন-উন্মুখ গৃহে ; মিথ্যা সন্ধ্যাবাতি
পূর্ণশশী গণি' যদি সুখী হয়—হোক্ ।

প্রার্থনা আমার শুধু : যেন প্রভু মোর
নাহি চায় চিত্ত সেই রিক্ত বাতায়ন
স্বল্পজ্যোতি,—মিথ্যা স্নিগ্ধতায় নাহি ভুলি,—
আতপ্ত উরসে নগ্ন, অতৃপ্তি-সম্বল
বুভুক্ষু চুম্বনে, অন্ধ আহিম প্রত্যয়ে ।

মোরে দাও দেবদেব, শৌর্য্য কেশরীর :
নির্মূলি' ফেলিতে যত পেলব প্রশ্রয়
সন্ধি যারা করে নিত্য উন্মার্গের সনে ;—

দিতে জলাঞ্জলি হেথা যারে সবে চাহে ;—
দলিতে বর্ণের কান্ত বিমুগ্ধ ভঙ্গিমা ;—
ভাঙিতে আসক্তি-বেড়ী মমতা-বিহ্বল ;—
দানিতে বিদায় আশাপূরণ-পিয়াসে
(যাহা পূরিয়াও নাহি পূরে ভোগ-যাগে)।
নাহি চাহি অশ্রুলীলা-বিভ্রম-বিলাস,
কবিত্ব-কুয়াশা, গ্লানিময়ী কায়া রতি,
কটাক্ষ-ঈক্ষণ, উষ্ণ আশ্লেষ-শীৎকার।
শ্যামল কান্তার, রম্য প্রান্তর কানন
মঞ্জুল নিকুঞ্জ, স্নিগ্ধ রঞ্জিত গোধূলি
—(অন্তর অভীপ্সা যাহে নিয়ত পাসরি)—
দৃপ্ত স্তু্ত বিত্তমদ, বাসনা সন্ধানী
দেহসুখ-সুরভিত গোলাপী আবেশ
ভাব-ঢুলুঢুলু—নহে প্রভু, লক্ষ্য মোর
নাহি হোক্ হেন উঞ্ছবৃত্তি ক্লীবপ্রিয়—
অপমান যার কণ্ঠমালা।

মোরে নাথ
শুনাও তোমার শুদ্ধ অরূপ মঞ্জীর :
নৈঃশব্দ্য ছানিয়া যার উচ্ছল শিঞ্জন,
নক্ষত্র ছানিয়া যার স্ফুলিঙ্গ-লাবণী,
তুষার ছানিয়া যার সুশুভ্র বিভাস,
দ্যুমণি ছানিয়া যার সহস্র কিরণ!
মোরে শুধু দাও সেই সত্য বিশ্বাতীত
বিজীর্ণ নির্মোক, নিষ্করুণ, ছায়াহীন—
আলোক-আঁধার পারে যার স্বর্ণপীঠ ;
দাও মোরে সেই ধ্বনিহারা বর্ণহীন
নিস্পন্দ নিথর শান্ত অব্ধি অকল্লোল

সর্ব্ব দ্বন্দ্ব সর্ব্ব দ্বৈত সর্ব্ব প্রতিভাস
যাদুদণ্ড-স্পর্শে যার হয় একাকার
মুহূর্ত্তে ভুবনে, লখি ময়ূখে যাহার—
কত কোটি অমাচমূ আলো-ছদ্মবেশে
চেয়েছে ধরিতে বর্ত্তি জীবনের পথে।

অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে তব পথচিহ্নহীন
মরু-পারে সঙ্গমিব সেই মোহানায়
তব সনে প্রাক্‌সৃষ্টি রূপাতীত লয়ে
তুরীয় সম্বিতে—যার তর্জ্জনী-হেলনে
ব্রহ্মাণ্ডে উচ্ছলে দুর্নিবার বিস্ফোটনে
সংখ্যাহারা প্রাণমায়া চমক চঞ্চল
অর্ব্বুদ সীমার সদ্মে বর্ণে গন্ধে গানে—
ধাঁধিয়া ইন্দ্রিয় যারা আবরে তোমায়।

তোমার রূপালি রোল স্তনিত ভুবনে
তড়িৎ-তরঙ্গ-দোলে পরার্দ্ধ প্রবাহে—
যুগে যুগে কালে কালে বিমুগ্ধে বাঁধিতে
মায়াময় আলো-ছায়া-রেখা-ধ্বনি-বাসে।
সেই মায়াজাল টুটি ঊর্দ্ধ-স্বয়ম্বরা
যাত্রা মোর তোমামুখী হোক্ এই বর
দাও, করো বীর্যাব্রতী—নিষ্ঠুর—নির্ম্মম :
শপথ রাখিতে দৃঢ় পারি প্রভু যেন—
রূপ-গাঙ্গধারা ছাড়' স্নানিতে তোমার
অরূপ গঙ্গোত্রী-উৎসমুখে—যেথা গাহো
নৈঃশব্দ্য-রাগিণী তুমি চিত্রার্পিত তালে—

অবর্ণ্য অবর্ণ ছন্দে—চির-শান্ত—স্থির—
নিস্তরঙ্গ—স্বয়ংপ্রভা—উদাত্ত-মঞ্জীর!

বৈষ্ণব

(অবতারবাদী)

নিরাকার একাকারে ডুব দিতে মোর
কাঁদেনা পরাণ কভু ওগো অন্তর্যামী !
জন্মেছি যে-রূপতটে তার অন্তরালে
নৈঃশব্দ্য-লহরী-তত্ত্ব জানিতে না চাহি ।
চাহি না বিলয়—কৃষ্ণ নির্ব্বাণ মাঝারে,
সে-অতলে কী রহস্য—তুরীয়—অমেয়—
চাহি না-সে-পরিমাপ । প্রাণ-পারাবারে
দৃষ্টিহারা রত্নমণি চাহি না সেঁচিতে ;
নহি চির-মৌনী—স্থির—স্বভাব-বৈরাগী—
নরলীলা-পরাঙ্মুখ ।

আমি শুদ্ধ চাহি
রাতুল চরণে তব লুটায়ে স্বাদিতে
'প্রত্যক্ষ', 'অনুগা' রতি—প্রতীকেরে জানি'
শাশ্বতে জ্বলন্ত সত্য—পরশিলে যারে
অশুদ্ধ পবিত্র হয়, শুদ্ধ—শুদ্ধতর—
যে-বিগ্রহ-বিন্দু-মাঝে মন্ত্রে সিন্ধুবাণী—
কণিকায় দীপে বিশ্ব । বুঝি না অরূপ,
কল্লোল-অতীতা গাথা নীরব-নির্ঘোষ,
নিস্তরঙ্গ, স্বয়ংপ্রভা, উদাত্ত-মঞ্জীর :
ও সকলই মোর কাছে কথা—কথা—কথা !
বৈরাগ্য-সাধন তরে—তিমির-কন্দরে
নির্ব্বাক্ নিষুপ্তি তরে—কোনোদিন প্রাণ
কাঁদে নি আমার নাথ ! হৃদয়-স্তম্ভন
ব্রহ্মের অক্ষর রূপ 'নেতি'-দীপ্যমান্—
নহে প্রভু । তান্ত্রিক-সাধন ? তাও নহে ।
যুগে যুগে তুমি কতভাবে কতরূপে
বৃন্দ কল্প সৃজি'—প্রলয়ের উপপ্লবে

নবতন মন্বন্তর বুনি' সযতনে—
কতভাবে বিশ্ব ভুল বুঝেছে তোমারে—
কেমনে সে-ভুলবোঝা হবে সংশোধিত—
কেমনে তোমার লীলা হবে পূর্ণতম—
ছিল না ভাবনা মোর কোনোদিন । আমি
কখনো বিনিদ্র নেত্রে কাটাই নি রাতি—
কেমনে তোমার হ'ব প্রতিনিধি ভাবি' ।
তব পূর্ণলীলা-বার্ত্তা থাকুক তোমার :
আমার ঔৎসুক্য নাই তাহে,—জাগরণে
কুহেলি-স্বপন নাহি চাহি ।

আমি শুধু
প্রার্থি তব পদে দেব, লভিতে শরণ
সত্যের প্রতিষ্ঠা সহ সহজ সাধনে :
'সমর্থা' ভকতি-নিষ্ঠা—নর-লীলাপায় ।
প্রার্থনা আমার : যেন সে-লীলা-মরীচি
মুগ্ধে তনুমন মম অর্ব্বুদ বিভায়,—
জীবে-দয়া, সহিষ্ণুতা, নাম-সঙ্কীর্ত্তনে :
তুমি আমি র'ব যেথা দেবতা-পূজারী ;
মোর ব্যথা ক'ব যবে—মুছাবে নয়ন,
অভীপ্সায় দিবে সাড়া ; মোর প্রেমডালা
অর্পিব চরণে যবে সেবা-আরাধনে—
ঠেলিবে না তারে কভু ; ক্ষমিবে বল্লভ,
লক্ষ-অপূর্ণতা-ভরা কালিমা আমার ।—
যোগ্য আমি নহি—জানি ; (যে বলে—জীবনে
যোগ্যতায় প্রেম তব লভিয়াছে—সে কি
নহেক অযোগ্যতম ?) বলি না স্পর্দ্ধিয়া :
"তুমি আমি একাসন ! অমর-লাঞ্ছন

'সোঽহমের' শ্লাঘা টীকা কোনোদিন মোর
ছিল না ঈপ্সিত। আমি চাহি দাস-বেশ,
শুধু, লুব্ধ দাস নহে ;—বাক্যকায়মনে
চাহি তব সেবা শুধু—নিতি-নব রূপে
অর্চ্চনা বন্দনা ; চাহি দিতে পুষ্পাঞ্জলি
পদে দাস-অধিকারে ; চাহি সখ্য যবে
প্রভু তুমি সখারূপে বসাবে তোমার
শিখরিণী বেদিকার মূলে ; চাহি তব
মধুর চুম্বন—যদি বন্ধু বঁধু-রূপে
দাসে কভু দয়িতার সম কোলে তব
স্থান দিতে চাও তব প্রেমের শ্রাবণে
স্নিগ্ধি' এ-ধূলির তনু—কোজাগরী রাতে
প্রেম-স্পর্শমণি-রাগে স্বর্ণিয়া অয়সে।

তব প্রেম তব স্বেচ্ছাবরে যদি চাহি
হেন নানা রূপে রসে—তাহা অহঙ্কার ?
কভু নহে। হে বল্লভ, নহ শুধু প্রভু,
বন্ধু তুমি, সখা তুমি, সারথী, দয়িত—
নিত্য যে গো পদাশ্রয়ী বৈষ্ণবের কাছে।
তব প্রেম নানারূপে ভুঞ্জিবার মম
জন্মস্বত্ব দেছ প্রভু তুমিই জীবনে ;
তাই প্রতি দেহ-অণু করে অঙ্গীকার :
"তোমার সঙ্গীতে মোর কণ্ঠ ধন্য হবে,
বিম্বি' তব রূপ-ইন্দু সার্থকিবে আঁখি,
তব-প্রেম ভাষে হবে বিমুগ্ধ শ্রবণ,
শিহরিবে শির পদধূলির গৌরবে,
প্রতি নিঃশ্বাসের মাঝে নিঃশ্বাস তোমার
ঝরাবে কুসুমানিল—মূরতি তোমার

বল্লরী পল্লবে তৃণে মন্দার-মঞ্জিমা
বিছাবে—যখন র'বে আঁখির আড়ালে।"
তোমার অরূপ কান্তি নিত্য নব রঙে
আঁকিব—গাহিব গান শুনাতে তোমায়—
স্বীকারিবে সে-নৈবেদ্য প্রেমের গ্রহণে,
পড়ি যদি—হাতে ধরি ল'বে কোলে তুলে,
ক্ষোভবশে না চাহিলে—শিখাবে চাহিতে,
বিমুখ-প্রার্থনা হ'লে দেখাবে কেমনে
মাথা নত করে প্রেমী প্রেমের সম্ভ্রমে।
নররূপে হে দিশারী, হবে ধ্রুবতারা
ধরিয়া বর্ত্তিকা প্রেমে—নিত্য নব আলো
প্লাবনি' জীবনপথে—এই ধ্যান মোর।

অশ্রান্ত কর্ম্মের যজ্ঞ, বিশ্বমানবতা
করুণ সাম্যের বার্ত্তা, বন্ধ্যা ধূলি পূজা—
(অশ্রুমুখী কুজ্ঝটিকা রটি') কাব্যবাণী,
অনন্ত বিস্তৃতি তব, অফুরন্ত জ্যোতি,
টঙ্কারিত বীর্য্যধ্বনি, অলোক-প্রতিম
ভোগলোল স্বার্থ-সন্ধী পরার্থ এষণা
আত্মগর্ব্বী শিল্প-সৃষ্টি মুখে বিঘোষিয়া :
"জগতের হিত তরে"—ক্ষম প্রভু—মোর
এ-হেন পতাকা তরে প্রাণ নাহি কাঁদে।

পতিত-উদ্ধার তরে মোর হিয়া কভু
উচ্ছ্বসি উঠে নি হাহাকারি'—চাহি নাই
নিভাতে বাড়বানল বিন্দু শক্তি-নীরে
"আমি না নিভালে শিখা নিভিবে না"—বলি'।
বিশ্বমিত্র-উষ্ণীষ না মাগি ; যাচি শুধু

বৈষ্ণবের প্রীতি-ডোর—মিতালী-তিলক
বৈষ্ণবের সাহচর্য্যে তব পূজার্চ্চনা।
তব নামে অঙ্গে যার কদম্ব শিহরে
তাহারে 'বৈষ্ণব' জানি—সখা সে-ই মম।
তোমারে পূজিল যেই তারে পূজি আমি
তার পদরজে মোর হৃদি বৃন্দাবন,
তার গানে প্রাণে বাজে প্রেমের মুরলী।
প্রণমে 'বৈষ্ণব' বলি' যেজন আমারে –
তাহারে প্রণমি আমি কৃতজ্ঞ পুলকে।*

আর চাহি—অভিমান না রহুক মোর;
দীনতা-গৌরবী নাম হোক্ নামাবলী—
সর্ব্ব জীবে হেরি যেন তব প্রেমলীলা;
অভিমান আসে যদি—স্মরি প্রভু যেন—
যে-আকাশ তারা-চুম্বী, করে সে চুম্বন
দীনতম বাতায়ন; যে-সম্বিৎ ভাতে
সূর্য্য-বহ্নি-বাণীকোষে উচ্ছল তাহাই
খদ্যোত-স্ফুলিঙ্গ-মর্ম্মে: যে বাঁশি পরায়
তারায় তারায় রাখী—ধ্বনিত তাহাই
পল্লব-মর্ম্মর-রবে; অতিকায় দেহে
যে-স্পন্দন—কাঁপে তা-ই তুচ্ছতম কীটে।
যে-তুমি এ-হেন প্রেম দীপ্তিলে ধরায়,
যে-তোমার পক্ষপাত নাই রূপায়নে,
যে-তুমি ভূধরে-তৃণে ব্যাপ্ত সমস্নেহে—
উজ্জ্বলে মলিনে, শুচি অশুচি আধারে,
পুণ্যে পাপে, মণি পঙ্কে, অমৃতে গরলে—
সে-তোমার দীপ্ত রূপ পরম মহিমা
প্রেমভরে স্বীকারিতে চাহি দীনতায়

আপনারে জানি' রেণুকার রেণু সম,
ধূলিকার ধূলিসম; শুধু, হে বরদ,
এ-প্রত্যয়-বর মোরে দিয়েছ তুমিই:
যত ছোট হই—তব উর্দ্ধায়িত প্রেমে
মহত্ত্বে হিমাদ্রি আমি—লাবণ্যে চন্দ্রমা,
আত্মদানে দ্বিবাম্পতি—ঔদার্য্যে অম্বর।
শিশির যেমতি প্রতিফলে তারাবিভা—
তেমতি নিছনি তব হৃদয়-মুকুরে
ফলি' কোটিকান্তি মোর উৎসবে পরাণ।
দীন হ'তে দীন আমি, কীট হ'তে কীট
তব প্রেম বিনা, শুধু তব প্রেম বরি'
তরঙ্গে গঙ্গোত্রী নিভ, নীল সিন্ধু প্রায়
স্বর্ণারক্ত উষা সম—সান্দ্র সন্ধ্যা যথা।
প্রেমের বিভূতি-বরে বামনের শির
অভ্রংলিহ—ত্রিভুবন আবরি ত্রিপাদে
সর্ব্বাশ্লেষী প্রেমানন্দে।

মোরে দিয়ো আরো
নররূপী দেবতারে—মরম-সায়রে
যত প্রেমমুক্তা রাজে মূক শুক্তি বুকে
প্রেমের ডুবারি হ'য়ে আহরিব সবে
সাজাতে শ্রীঅঙ্গ তব থরে থরে থরে,
কুন্দশুভ্র রাগমালা-কোরক বিকচি'
অঞ্জলিব তব পদে মূর্চ্ছনা-মন্দিরে
নিত্যনব ধূপারতি-ছন্দ-গন্ধ-গানে।
তব সাথে আছে মোর কী-চিরবন্ধন
নব নব রশ্মিপাতে রটিব কীর্ত্তনে
পূর্ব্বরাগে, অভিষেকে, বিরহে, মিলনে;—

* শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের উক্তি।

ধূলির জীবনে আবাহনি' সুধানিধি
হেরিব বৈকুণ্ঠ ব্রজে—নরে নারায়ণ।

তার পরে যদি মোরে দাও শত ভার—
বহিব গৌরবে—সত্য ; কিন্তু শুধু তব
প্রেমের আদেশ বলি'—নহে বিশ্বহিতে ;
বিশ্ব মোর পাতা নহে। জীবনে যা-কিছু
পীযূষ প্রবাহে,—সবই ঝরায়েছ তুমি
হে অমৃত-উৎস-চির! নিরন্ধ্র আলোক!
মূঢ় মোরা—সঙ্কীর্ত্তনি' মানবের ঋণ,
বিস্মরি—ধরিত্রী 'পরে ধূলি শুধু ধূলি
নক্ষত্র-স্বপন যদি নাহি বিম্বে তাহে :
তোমারে না লভি যদি—বিশ্বে কী বা কাজ?
কোথা তার ঋণভিত্তি? জ্ঞান-বিড়ম্বিত
সুগম্ভীর কল্লোলিত তর্ক উপদেশে
হাসি পায়—মানি না পাণ্ডিত্য-প্ররোচন।

মানি আমি শুধু মোর অন্তর-নির্দ্দেশ,
তাই মানি—আমি সত্য, মানি—সত্য তুমি,
ইহার অতীত যদি থাকে সত্য কোনো
মানিব যখন তুমি মুঞ্জিবে মরমে।
বিশ্বের মুখর বাণী—পথের ইঙ্গিত?
তোমারে জানে নি যেই জানাবে সে—হেথা
লক্ষ্যপথ কোন্ দিকে? হায় বিড়ম্বনা!
জন্ম-অন্ধ পারাবারে হবে কর্ণধার?

আমি জানি—আমি সত্য, জানি সত্য তুমি,
জানি সত্যতম আমি—তুমি নিলে কোলে,
বহিলে বসন্ত তব গন্ধে মরু-হৃদি—
সে-আনন্দ রোমে রোমে হয় উৎসারিত,—
তাই তারে মানি প্রেমে—মিলন-মন্দিরে
মঞ্জুল মূর্চ্ছনে মুগ্ধ মন্দ্র মধুতালে।

তাই মানি—তুমি আছ, তাই চাহি তোমা ;
হৃদয়ে তোমার তরে তৃষ্ণা সুনিবিড়
দুর্নিরোধ পরিপ্লবে উঠেছে বিস্ফারি'
কাঙ্ক্ষিয়া শরণাগতি কমল-চরণে
প্রেমের নমনে দোলে সহজ মাতনে।
যেথা মোরে দিবে ঠাঁই ধরি' নরকায়া।
সেথায় নমিব শির রোমাঞ্চ পুলকে।

এই মোর মূর্ত্ত স্বপ্ন—জীবনাভিসার।
স্তম্ভিত লাবণ্য তব—নির্গুণ বারতা—
নৈঃশব্দ্যের ভাষাতীত অচলায়তন
দিয়ো প্রভু আন জনে—এ-মিনতি মোর ;
কীর্ত্তির কেতন, অষ্টসিদ্ধি দ্যুতিমান্
শক্তির চপলাপ্রভা—দিয়ো চাও যারে।

মোরে শুধু দিয়ো তব প্রেমের-পাদুকা-
বহন-আনন্দ-ভার ; আরতি কীর্ত্তন
অহোরাত্র ; পাদোদক-প্রসাদ-পিপাসা ;
অহৈতুকী স্বয়ম্বৃত শরণ-শৃঙ্খল ;
কায়াকারা—রূপে স্পর্শে গন্ধে শব্দে রসে
বাস্তব ধূলির দেহে দীপ্তি' নীহারিকা।

এসো দেহ-রূপায়নে ঝঙ্কৃ' রূপবাণী,
নয়নে নয়নাতীত বরাভয় দানি' ;
"দেবতা মানব হয়"—তোমার মিলনে
তব আবির্ভাবে চাহি স্বাদিতে জীবনে।

তান্ত্রিক

(লীলাবাদী)

আমি চাহি লীলা তব পূর্ণাঙ্গ, সুন্দর,
যুগে যুগে স্তরে স্তরে ক্রমশবিকাশ,
যেথা মাগো যত রূপে যত গন্ধে রসে
উঠেছ কুসুমি' আমি করিব চয়ন,
গাঁথিয়া স্রক্কর ছন্দে অর্পিব চরণে,
শুনিব শ্রবণ ভরি' যেথা তব গান
যত মিড়ে মূরছনে উঠেছে উন্মেষি',
যত স্পর্শ আছে বিশ্বে লব ত্বক্ 'পরি
যত স্বাদ—রসনায়, স্পন্দন—অন্তরে।

জীবন আমার কাম্য—লক্ষগতি-ভরা
শব্দোচ্ছল সুরধুনি,—প্রাণোৎসবী আমি।
শক্তির উচ্ছল ঢল, প্রীতির প্রবাহ,
রূপোদ্বেলা মন্দাকিনী, বিক্রম-দুন্দুভি
বিভূতির বরদীপ্তি বাধা-উৎসাদনী
পূর্ণায়তা সমৃদ্ধির পীবর যৌবন—
অভিনন্দি অনাসক্ত সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণে।
স-লীল লহরী-লাস্য মোর কল্লোলিনী
ভাগীরথী—অবগাহি' স্নিগ্ধি যাহে তনু,—
পাবনি পরাণ পুন অগ্নিহোত্র-যাগে
রহি' মৌন,—ঝঙ্ক পরে বাগ্দেবী-অর্চ্চনে।
বন্দি আমি অরূপের নিঃশব্দ নূপুর
রূপের চপলারোল—তাহেও স্বাগতি।
কী কহিলে দার্শনিক ?"—ইন্দ্রিয়জগত
ময়-মায়াপুরী ?" বন্ধু, মানিনা একথা।
জনমি হেথায় – শুধু মিথ্যা পরিহরি'
জন্মাতীত প্রাক্সৃষ্টি তুরীয় সম্বিতে
নির্ব্বাণে লভিবে মুক্তি ?

নহে সখা নহে :
হের ওই শাখে শাখে স্তবকে স্তবকে
মুকুলনিকর কোটি স্ফুটন-রক্তিম ;
হের ওই অলিভৃঙ্গ গুঞ্জে মধুস্বরে
পাখায় বাসন্তীনৃত্য ; শুন গাহে পিক
কলোচ্ছ্বাসে কুহু কুহু ; হের ওই দূরে
নীলাম্বু প্রশান্ত ছন্দে মন্দ্রে সুগম্ভীর
বিছায়ে কত না বর্ণ কম্প্র—লীয়মান ;
হের ওই ভরা নদী সাগর-সজ্জিতা
বাহু মেলি ধায় ক্বণি' উপল-মঞ্জীর ;
হের ওই প্রজাপতি কুসুমের কোলে
মধুস্তন্য পান করে মেলি' রঙ্গ-পাখা ;
হের ওই কুরঙ্গিণী—তড়িৎ-চরণা
ঠমকে ঠমকে ছুঁড়ে প্রাণের কিঙ্কিণী ;
এলায়ে দিয়েছে হের ধেনু দুগ্ধবতী
সূর্য্যে করে দেহ তার রোমন্থ-আলসে ;
তরুচ্ছায়ে হের সর্প খেলিছে অরাল
চক্র তার ঝলকিয়া—সাথী সর্প সনে ;
ব্যাঘ্রশিশু নন্দে হের সান্দ্র সানুমূলে
প্রতি পেশী-আকুঞ্চনে ঘোষি' প্রাণদোল ;
শাখে দেয় শিব—শ্যামা দোয়েল পাপিয়া ;
শঙ্খচিল নভোবুকে রচে নীল নীড় ;
ক্রীড়ামত্ত শিশুদল করে কলরব
প্রাণোচ্ছল ব্রজধাম পাতি' ধূলি 'পরে।

দিগ্বলয়ে জাগে ঊষা ল'য়ে জ্যোতির্ভরা
হাসি-শতদল ডালি অফুট কলিকা—
বিলাতে কমলা-করে—দিকে দিকে দিকে ;
আশীর্ব্বাদ-বরাভরা লক্ষভুজা—ঢালে
স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণ-অর্ঘ্য থরে থরে থরে ;
মন্দানিল আনে বাহি' প্রতি বাতায়নে
নীলিমার নিমন্ত্রণ-পত্র নির্মলিন
ক্লান্তিহারা মর্ম্মরে ; তারা-সখীদল
বিথারে গগনে লক্ষ চুমকি-আঁচল
লহরে লহরে গাহি' মুকুতা-মূর্চ্ছনে
লাখো লাখো ফুলতালে রুচিরা রাগিণী ;
অমাপটভূমি 'পরে আঁকি' আলিম্পন
নীহারিকা শুন ওই গাহে গূঢ়-স্বনা :

"তুচ্ছতম ধূলি ওগো, তুমি আমি গাঁথা
একডোরে মণিসম ; যত দূরে রহি
আকাশ-বিচ্ছিন্ন দোঁহে বিরহীর প্রায়,—
তবু চিরন্তন যোগসূত্র আমাদের,
লীলায় সতীর্থ মোরা। যে চেতনা তব
চরণে দিয়েছে গতি হিয়ায় হিল্লোল,
অন্তরে অভীপ্সা, গূঢ় স্বপনে বাঁশরী,
সে-চেতনা আমারেও করেছে উধাও
ভ্রান্তিহারা সান্দ্র কক্ষে কান্ত বিবর্ত্তনে।
যাঁহার ইঙ্গিতে রচো দেবকায়া তুমি
নরদেহে—জেনো মোরা তাঁহারি সঙ্কেতে
প্রদক্ষিণ-সঙ্কীর্ত্তনে সার্থকি আপনা।
ওগো ধূলিকণা, নহে এ মিছে সান্ত্বনা,
কবির কুহক নহে, এই সত্য চির-
অনির্ব্বাণ যুগে যুগে। অনল অঙ্গার
এক চেতনায় গাঁথা, শুচি—কলঙ্কিত,
মূঢ়—জ্ঞানী, কবি—মূক, শূদ্র—তপোধন,
নভোদ্রোহী দৈত্য—প্রেম-নত পুরন্দর
তুচ্ছাদপি তুচ্ছ রেণু পঙ্ক পরিমল
কুট্মল মৃণাল—নিজ রাজ্যে ছত্রপতি
চলাচলে ; শক্তিরূপা যিনি—দৃষ্টি যাঁর
তৃণে তারকার ব্যাপ্ত সমস্নেহে—তাঁর
ইহাই বিধান ; যাহা কিছু ত্রিভুবনে
সৃজিলেন লীলাময়ী অপমান তার
করে—সাধ্য কার ? শুধু নাই দিব্য দিঠি,
তাই ভুলি নিত্য—সবে ল'য়ে তাঁর লীলা।"

এই মোর মন্ত্র মাগো : "সবে ল'য়ে লীলা।"
নিরাকার-পাদে তব অরূপ স্তনিত,
রূপায়ন-শ্রীচরণে মূর্ত্তি উতরোল।
শিষ্যরূপে কর নতি—গুরুরূপে দাও,
নরে হও প্রার্থী—বরদাতা নারায়ণে,
ইষ্টরূপে পূজ্য হও—ঋত্বিকে পূজক,
পিতৃরূপে পাতা হও—তনয়ে লালিত,
জননীর বক্ষে ঝরো দ্রব ক্ষীরধারে—
দয়িতার বরমাল্যে হও স্বয়ম্বরা,
বন্ধুরূপে প্রীতি-ঝোরা, কিঙ্করে—সেবক।

জীবনের দুঃখ-ব্যথা ? তাহা কি সৃষ্টির
রূপের নিগড়-শাপে ? নির্গুণ-নিলয়ে
রহে মাতা সদানন্দময়ী—শুধু হায়
গুণ-স্পন্দমাঝে জাগে ক্রন্দিতে অঝোরে ?

এই কি রূপের বাণী? ওগো রূপাতীতা!
রূপালি-শিঞ্জনে নৃত্য-সার্থকতা তুমি
নাহি অন্বেষিলে—রূপ প্ররোহে ঝরিয়া
যেত না কি দুইদিনে? কোটিরূপে মাগো
উদ্ভাসিতা তুমি নিত্য-নূতন শিখায়,—
শুধু ক্লিন্ন বাসনার ঘনঘোর ধূমে
তোমার অমল দীপ্তি নিত্য আবিলায়,
তাই রূপ হয় শাপ, প্রতিমা নিষ্প্রাণ,
নেত্র সূর্য্যহীন, হিয়াকোষ নিরাকাশ,
শ্বাস রুদ্ধ, অন্ধ আর্ত্তি উচ্ছ্বাসে আকুল।
শুধু তব লীলা তার পরম স্বরূপে
চিনিতে শিখিনি বলি' লভি না তোমার
মুক্তির কুঞ্চিকা-স্বর্ণ—পরশে যাহার
অনন্ত-সম্পদ পরী-প্রাসাদ-তোরণ
উদ্‌ঘাটি' পলকে—করে নিমন্ত্রণ ক্ষত-
ক্ষুধার্ত্তেরে অক্ষুরান অন্নসত্রে তব
ওগো অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী চিরন্তনী!
আসন তোমার পাতা আছে তব হেম
চন্দ্রিকা-চাঁদোয়া-তলে;—ডাকিছ নিয়ত
মিটাতে পুঞ্জিত তৃষা যুগযুগান্তের—
শুধু মোরা সে-আনন্দ-জন্মস্বত্ব হায়
জীবনে হারাই—ভ্রান্ত,—তাই চিত্তশাখে
ফুটে না কুসুম—তাই খুলে না দুয়ার—
মিলে না পরম দিশা, দহি যাতনায়—
ভোগের রহস্য গূঢ় জানি না বলিয়া।
যে-বহ্নি দেখায় পথ অন্ধকারে—সে-ই
মৃত্যুডঙ্কা-আবাহন আনে সদা বহি'
মুগ্ধ পতঙ্গের কানে।

অকারণ ক্ষোভে

ওগো দার্শনিক, হও পথহারা তুমি।
ভোগ নহে মরীচিকা, রূপ নহে চিতা:
ওই শুন' যুগযুগ ধরিয়া জননী
অন্তর-গহনে বসি' ঘোষিছেন তাঁর
অনাসক্ত ভোগবার্ত্তা রূপে গন্ধে গানে
শক্তি-সাধনায় প্রেমে শ্রদ্ধায় পূজায়
তপস্যায় রাসে লাস্যে প্রয়াসে উদ্যোগে
কণ্ঠে শিল্পে ছন্দে মধু যৌবনাভিযানে
জন্মোৎসবে পরিণয়ে শ্মশান-শান্তিতে;—
শুধু সে-বারতা মোরা শুনিতে না চাহি'
গ্লানি অবসাদ করি' অঙ্গের ভূষণ—
মদালস অভিসারে হই দিশাহারা,
কামনা-তুফানে আঁধি-পালে বাহি খেয়া—
ভরাডুবি হয় তাই চির-সহচর,
নিত্য জীবনেরে চাহি নিয়ন্ত্রিতে বলি'
সান্ত বুদ্ধি বিতর্কের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে।—
কামনা-দর্পণে মাগি ধরিতে ভাস্কর;—
(হায় বিড়ম্বনা!)—পরে যবে সে-আঁধারে
সত্যের পরম ভাতি নাহি বিকীরায়—
নৈরাশ-অঙ্কুশঘাতে ধাই' দিকে দিকে—
কহি—"সত্য চির-প্রহেলিকা-ছদ্মবেশী;"
মৃগতৃষ্ণিকারে অনুসরি'—পথশেষে
জলাশয় না মিলিলে কহি অভিমানে:
"এ জীবনে সরোবর নাই—আছে শুধু
অতৃপ্ত পিয়াস বুকে চিরজাগরূক,
আছে শুধু সলিলের ছায়া-হাতছানি—
সরিতের চিহ্ন নাই মরুভূ-মরমে।"

হায় মাগো, বলহীন মোরা পিছু-টানে
নিয়ত স্খলিত হই—ভ্রান্ত, তারা-হারা,
জীবনে অযুত আকর্ষণে বিকর্ষণে
হই লক্ষ্যভ্রষ্ট—ত্রস্ত বিক্ষিপ্ত সতত,—
বিলোলা মোহিনীমায়া ডাকে যবে—তার
লুন্ঠি' পায়—লুব্ধ দৈত্য সম সঁপি হায়
অমৃতের অধিকার—বরি হলাহল,
ছলরতি-মায়ামুগ্ধ ভুলি ইন্দিরারে।
কামনার কোলাহলে অন্তর-নির্দ্দেশ
কান পাতি' নাহি শুনি গহন মরমে'
দুনয়নে বাঁধি' ঠুলি বন্দি অমানিশা ;
সফেন মত্ততা-লোভে ধাই দিগ্বিজয়ে
লালসার ঝটিকায় ছিন্ন তৃণ সম
ভাবিয়া স্বাধীন আপনারে ; নাহি জানি
অদৃশ্য অর্ব্বুদ শক্তি করে ল'য়ে খেলা
মোদের হৃদয়—ধাঁধি' সমারোহ-মোহে,
সে-মোহ কাটিলে স্বর্ণ ধূলিসার হেরি'
খসি' কহি : "স্বর্ণ-অঙ্গীকার এ-জীবনে
মিথ্যাবাদী—ধূলি শুধু সত্য ম্লান ভবে।"
আপাত-মধুর মোহে রোপি বিষবীজ,—
পরে যবে শাখে নাহি ফলে পারিজাত
মন্দারে রুষিয়া কহি : "তুমি নাই—নাই,
সংসার—স্বপন-ভ্রান্তি, লবণ-লহরী,
ধূসর, করালদংষ্ট্রা, ভরসা-সমাধি।"
গৃধ্নুতা-নিরয়ে ডুবি, শান্তিদ্যুতি ছাড়ি'
অনুসরি লিপ্সা-রশ্মি-ঝিকিমিকি—পরে
মিলালে স্ফুরৎমায়া ছুঁইতে ছুঁইতে
কহি : "হায়, পারাপারে কোথায় আলোক ?
জীবনের শেষ বাণী—সূচিভেদ্য অমা।"

হেন কক্ষহীন মেরুহারা অন্বেষণে
প্রত্যাখ্যানি রূপোৎসারী অমৃত-আসার
সাঙ্গহীন,—ছাড়ি' আলোভস্ত পারাবারে—
পরিহরি' প্রেমরূপী জীবন-বর্ত্তিকা
অচঞ্চল—ফিরায়ে জীবন-নিমন্ত্রণ—
জীবন-অতীত লোকে খুঁজি মা নির্ব্বাণ।
সেই নির্ভরসা লগ্নে ভুলি মা জননি!
চলিলে পশ্চিম লক্ষ্যি' মিলে না পূরবে ;
ভুলি : রসউৎসা তুমি বহিতে না কভু
চরাচর-স্বরগ্রামে সংখ্যাহারা তালে
যদি তব প্রবা হতা রস-প্রবাহিনী
চির-মরুপথে হ'ত চির পথহারা
নিস্তল ব্যর্থতাগর্ভে। যাদ এ-মেলায়
ঐশ্বর্য্যের প্রদর্শনী নিত্য নব রঙে
নাহি মা বিছাতে নিত্য—তবে কি ভুবনে
এত লাস্য এত লোর এত হাসিরাশি
এত গান এত গন্ধ এত বর্ণ-ঝুরি
ঝুরিত অক্লান্ত ছন্দে যতিভঙ্গহীন
অসাঙ্গ রভসে—রঙ্গে মুনিমনোহারী
বিবসনা অপ্সরার উর্ব্বশী-বিভায় ?
হায় মা, নয়নহারা দিগ্‌ভ্রান্ত তোর
সন্তানে দানিবি কবে মুক্ত দিব্য-দিঠি ?
কবে তারে শিখাবি মা—তোর পূর্ণারতি
না সম্ভবে—যদি তোরে না লই স্বীকারি'
অনন্ত চন্দনে ধূপে অনন্ত কুঙ্কুমে
বিরহে মিলনে রাসে ফুলশয্যা-দোলে ?

মোরে দাও বর—যেন বরিতে তোমারে
পারি মা অনন্তরূপে—অনন্তরূপিণি !
যত রূপ উদ্ভাসিয়া তুলিবে নিখিলে
মোর পণ হোক্—মানি ল'ব সবে প্রেমে ;
আমার সাধনা হোক্—নূতন ইন্দ্রিয়
সৃজিতে দেহের প্রতি রোমকূপে—তোরে
কিঙ্কিতে বিচিত্র বোলে ; তোর পূর্ণ লীলা
ঝাঙ্করিব প্রতি রক্ত-কণিকা-শপথে
অনুভবি' চেতনার প্রতি স্পন্দ দিয়া।
দেহে চুমি' পুন তোরে চুম্বিব বিদেহে
নব নব আলিঙ্গনে, পরে পুনরায়
ফিরিব এ-দেহাধারে দেহভোগ তরে
অসংখ্য ইন্দ্রিয়পাত্রে জ্বালায়ে প্রদীপ
হেরিব দীপ্তিমা তোর দেহে কলস্বরা—
আশ্চর্য্য—সহজ ! ঐন্দ্রজালী—দৈনন্দিন !
গ্রহগ্রহ-সেতুবন্ধী—করতলগত !

মানস-অতীত লোকে রমিবে মা যবে
অতীন্দ্রিয় রাজ্যে হব সন্তান তোমার,
কিঙ্কর সতীর্থ—যদি দাও সে-গৌরব
'কাঙ্ক্ষিব মিলন তোর বৈদেহী মিলনে।
শুধু তবু ঘোষি আমি দেবত্ব-গৌরবে :
"ধূলি-দেহ মোর কাছে নহে মা ঘৃণিত,
যে-দেহ বিগ্রহে দীপিয়াছে একবার
তোমার চিন্ময়ী বিভা—যেই প্রতিমায়
তব প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে বারেক

যে-মন্দিরে প্রেমঘন পূত শঙ্খ তোর
হ'য়েছে আঘ্রাত—চিরতীর্থ সে আমার।
জ্বালিব জ্বালিব আমি কৈলাস-দেউলে
দীপালি-মণিকা যত আছে মা চেতনে
দেখিতে তোমারে শুধু কোটি ব্যঞ্জনায় ;
যত রবি আছে সুপ্ত দেহাম্বুধি-তলে
উর্দ্ধায়িব দেহাকাশে হেরিতে অখিলে
কোথা কোন্ তুচ্ছ কণা মাঝে হাসো তুমি।
বিন্দু-পরিমাণ তব সুষমা-কম্পন
রতি-পরিমাণ তব বিটপী-মর্ম্মর
মাষা-পরিমাণ তব ফুলবাস পানে
আঁখি মম নাহি কভু র'বে নিশ্চেতন।
ওগো শক্তিময়ি ! প্রতি শক্তি-দোলে তোর
প্রতি তনু-অণু মম করিবে রমণ :
তব রথধ্বজা বিকীরিবে যত ছটা
সবারে নমিব আমি সাষ্টাঙ্গ বন্দনে।
বেদনারও মরু হ'তে প্রেমের গাণ্ডীবে
উৎসারিব গাঙ্গধারা দ্যুলোক-হ্লাদিনী
রসভৃতা দীপ্তিচ্ছুরি চমক-চঞ্চলা।
তোমার তনয় আমি—নহি ক্লীব কভু
হৃদয়-দৌর্ব্বল্য মোর সাজে না জননী :
প্রেমপদ তব মোর চির শান্তিপীঠ
তা বলি' আপনামগ্ন না রহিব—যবে
বৃন্দ অমারস্তা-চমূ উঠিবে নিনাদি' ;
(নহে শুধু বহিঃশত্রু—ক্রূরতম অরি
অন্তর-অতলে রহে ছায়া-ছদ্মবেশী

বিভীষণ মিতা সম অন্বেষি' সুযোগ
সুরঙ্গ কাটিয়া হায় কাতারে কাতারে
অরাতি-বাহিনী আনে—মুহূর্ত্ত প্রশ্রয়ে।
সেই প্রশ্রয়ের মূল কাটিব নির্ম্মম
অরিন্দম মন্ত্রে তব—বাধাদ্রি যখন
উঠিবে উচ্ছ্রিয়া—তোর শক্তি ইরম্মদে
চূর্ণিব তাহারে – তাহে যদি সহি ক্ষত
লক্ষ শত—যদি হিয়া ত্যজি' বীরসাজ
হয় যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ যাচিয়া আরাম
মলয়ার ভুজবল্লী—তব ধ্যানবরে
শ্মশানের শবাসনে আরাধিব তোরে
রক্ত মাঝে জাগায়ে মা নারায়ণী সেনা
মারজয়ী জ্যোতিষ্মান্—দুর্ভেদ্য তোমার
দিব্যাশীষ-সাঁজোয়ায় স্পর্দ্ধিব হেলায়—
বিদ্যুৎ-দাহনা তিগ্ম-শায়ক-সন্ধানী
অক্ষৌহিণী সিংহশৌর্য্যে মেঘনাদ-রিপু।
তোর বরাভয়বরে জিনিব সকলি
তোর আশীর্ব্বাদে—নহে আপন প্রতাপে।
তোর কর-স্পর্শ বিনা কী মোর শকতি!
শুকায় মুহূর্ত্তে বিন্দু সিন্ধুযোগ বিনা,
শক্তিধর আমি মাগো তোর মন্ত্র-বলে,
তর্জ্জনী-হেলনে তোর ঝলকিবে মোর
প্রেমের পিধান হ'তে দম্ভোলি-কৃপাণ।

শক্তিতে সাধিব তোরে—সাধিব মা প্রেমে,
সাধিব আহবে—শ্লথ কুসুম-শয়নে,
অণু-হ'তে-অণু-হৃদে আরাধিব তোরে
মহা-হ'তে-মহীয়ানে—জীমূত-নির্ঘোষে
বসন্ত-সঙ্গীত-বায় উৎসবে বেদনে
অশ্রু হাসি আশা নিরাশায় ভোগে যোগে।

ব্রহ্ম তুমি, তুমি শক্তি, রূপসী অরূপা
নিত্য তুমি, তুমি লীলা, মাতা তুমি—সখী,
গুরু তুমি দিশারিণী—হৃদয়-বল্লভা
একাধারে বাজাও মা কত না রাগিণী
ওগো রাগময়ি! তুমি বিরাজো বৈষ্ণবে,
মায়াবাদী বৌদ্ধে রাজো—রাজো বৈদান্তিকে,
তপস্যায় রাজো তুমি—আত্মসমর্পণে,
যে তোমারে যেই রূপে অর্চ্চে বসুধায়
সেই রূপে দেখা দাও ওগো যাদুকরি!
সর্ব্ব দ্বন্দসমঞ্জসা অশেষ-আশ্রয়া!
কল্পতরু আদ্যাশক্তি ভকতবৎসলা!

কিন্তু আমি এক রূপে নাহি প্রার্থি তোরে,
নয়নে আমার ক্ষুধা গরজে দুর্ব্বার;
যত রূপে রূপায়িত হবে সত্তা তোর
নিরখিব তত রূপে চিরাতৃপ্ত আমি;
অর্ব্বুদ বিনিদ্র আঁখি লভি মা যদ্যপি
তথাপি আঁখির-তৃষা মিটিবে না মোর;
অশ্রান্ত ঔৎসুক্যে আমি নেহারিব তোরে
অযুত দর্পণে যবে হেরিবি আপন
বিভূতির প্রসাধন —লো রূপসাধনী,

রক্তরাগে বর্ণপারে উষায় সন্ধ্যায়
কলরোলে—মৌনিমায়, প্রবৃত্তি—সংযমে,
চাঞ্চল্যে—নিথর ছন্দে, অরণ্যে—সংসারে,
বিলাসে—বৈরাগ্যে, রঙ্গমঞ্চে—গুহামাঝে,
অনন্ত কর্ম্মের ধূমে—সর্ব্বকর্ম্মন্যাসে
দার্ঢ্যে—দীনতায়, জ্ঞানে—সারল্যে শিশুর
রাজসূয়-বীর্য্যযজ্ঞে—কৌপীন কন্থায়।

নহ মা অরূপ শুধু—নহ রূপস্বনী,
নহ ভূতিময়ী শুধু—নিঃস্পন্দনী নহ
নহ শুধু স্থির সিন্ধু—নহ নির্ঝরিণী,
নহ শুধু প্রেমময়ী—জ্ঞানময়ী, নহ
বৈষ্ণবের কৃষ্ণ শুধু—শৈবের ধূর্জ্জটি
সংসারীর লক্ষ্মী শুধু—শাক্তের করালী
দশমহাবিদ্যা লোলা নৃমুণ্ডমালিনী :

এ সকলই তুমি—তবু লো অপরিমেয়া!
আরও কত রূপ তোর আছে অপ্রকাশ
আকণ্ঠ পিইতে চাহি—পিপাসা আমার
নহে মিটিবার ; আমি চাহি জানিবারে :
প্রেম জ্ঞান বহ্নি যে মা সর্ব্বভুক্ মোর
এক তুমি তারে নিত্য নূতন লীলার
সৌন্দর্য্য-সমিধে পারো রাখিতে জ্বালায়ে
অনাদ্যা সমাপ্তিহীনা অপার-অরণী!

দুরাশা আমার মাগো—চাহি নিত্য তব
লীলোৎসব-উপচার যোগাতে আমার
ভক্তি প্রেমে সেবার্চ্চনে শ্রদ্ধা তপস্যায়
নিত্য নব-নবোদ্যমে সঙ্কট-আহবে ;
নৈবেদ্য আমার শুধু কোরো মা অশেষ,
যত রূপে তুমি লীলা করো লীলাময়ি!
এই কোরো—আমি যেন তত রূপে তব
রচি পুষ্প-অর্ঘ্য মোর অতৃপ্ত অর্চ্চনে
ঘোষি তব লীলা—দানি' অশ্রান্ত অঞ্জলি
নিত্য নব ছন্দে গানে বর্ণে কলস্বনে!

মহিমা তোমার যদি অনন্ত-দ্যোতনা
মোরে করো কোটিকণ্ঠ অনন্ত-মূর্চ্ছনা।

বৈরাগী

(গুরুবাদী)

—"পেয়েছ তাঁহারে তুমি ?"
—"পাই নি আজিও।
—"তবে কেন এ-সংসার—"
—"হে সংসারী ! কেন
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমে চাহিছ ফিরাতে
নষ্ট-নীড়ে ?—জানো যবে : পাইনি যাঁহারে
যাঁহার অভাবে মোর কাছে বসুন্ধরা
শূন্যগর্ভ নাট্যরঙ্গ সম মনে হয়,
প্রাণের অর্ব্বুদ চঞ্চলতা ফেন সম
অহেতুক প্রতিভাতে—উদ্ভব যাহার
নিরর্থ সঙ্ঘাতে—লয় অনর্থ বেদনে ?—
যাঁরে বিনা এ-জীবন মনে হয় সদা
ছায়াপুত্তলীর নৃত্য সম !—এ-জগত
মনে হয় ধ্বনি-খ্যাত ব্যঙ্গ প্রেক্ষাগার—
ক্ষণিক মত্ততা যার রাখে ঢাকি' হায়
পুঞ্জীভূত অশ্রু-অব্ধি-অগাধ ব্যর্থতা।"
—"কিন্তু যদি তাঁরে নাহি পাও অভিসারে
কেন বন্ধু বিসর্জ্জন দাও যাহা"—
—"হায় !
ব্যোমব্যাপ্তি সুদুর্লভ বলিয়া জীবনে
চলিব করিয়া সন্ধি পাতালের সাথে ?
সাগর-লাঞ্ছিত হ'লে ফিরি' স্রোতস্বিনী
খুঁজিবে গোষ্পদ-কোলে মিলন-সান্ত্বনা ?
ছায়াপথ দূর বলি' পাষাণ-ফলকে
শুধাবে স্বপন পথ-সমাপ্তি ভরসা ?"
—"কেন করো তিরস্কার ? হিতৈষী তোমার
জেনো বন্ধু আমি। শোনো, পেয়েছি জীবনে
লক্ষ অর্থ আমি, লক্ষ হাসি প্রীতি প্রেম,
তোমারে নিমন্ত্রি তাই সার্থক্যে মোদের।"
—"জীবনে পেয়েছ যদি হেন সার্থকতা—
ধন্য তুমি আপ্তকাম, বহুভাগ্যবান্
হে বরেণ্য !—শুধু হায়, আমি পাই নাই।
তোমার এ-স্বয়ম্বৃত জীবনে উৎসবি !—
আমি দেখি নাই লক্ষ অর্থ তারে বিনা—
যে সকল অপূর্ণতা পরিপূরে তার
পরম প্রণয়ে ; লক্ষ জীবন-অঙ্কুর
যাহার নেপথ্য হাসি-হিল্লোলে নিয়ত
উঠে তৃণাঙ্কিয়া, মেদিনীর বক্ষ 'পরি
ফলফুল-অন্তরালে রস-পরিবেষ
করে ক্লান্তিহীন যেই—মাধ্বী-মূলাধার
প্রাণমূলে কল্প-ছন্দে ; সর্ব্ব ভোগযাগ
যাহার মঙ্গলাহুতি বিনা—লালসার
কৃষ্ণ জ্বালাধূমে হয় বিড়ম্বিত, যাহে
আছে অগ্নি-তাপ—নাই জ্যোতির পাথেয়,
আছে লোল মাদকতা—নাই তৃপ্তিলেপ,
আছে দৃপ্ত পংক্তিভোজ প্রতিজ্ঞামুখর—
নাই শুধু ভোজ্য পেয়—প্রতিজ্ঞা-পালন।
তব জীবনের যদি এই অভিজ্ঞতা :
প্রেমপ্রীতি শুধু সেথা পেয়ে থাকো যদি,
দুদণ্ডের ধূমায়নে—যজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়ী,
তবে এ উৎসবসভা সৃষ্ট তব তরে—
তোমার ইন্দ্রিয়-তরে—হে সিদ্ধ সন্ধানি !

এ-জগতে জনে জনে ভিন্ন উপাদানে
বিনির্ম্মিত ; একে যাহে হেরে লক্ষ্যভেদ
অপরে তাহাতে হেরে বৈফল্য চরম,
যার স্পর্শে একজনা উঠে প্রস্ফুটিয়া
অপরে তাহারি ঘায় লুঠে হতমান—
দলিত চন্দন সম—আহত উৎপল।
যে-অতলে জলজীব সঞ্চরে পুলকে
পতত্রী পলকে সেথা হয় রুদ্ধশ্বাস :
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব লেহনি' স্বকণী
মহানন্দে—বন্দী সিংহ গর্জ্জে হুহুঙ্কারি' :
শাখামৃগ করে কেলি হরষে পিঞ্জরে,
কানন-কুরঙ্গী সেথা শ্বসে ম্রিয়মাণ :
যে-সংসারে তুমি দেখ নিত্য নব স্রোতে
আনন্দ-লহরী-লীলা—আমি হেরি শুধু
প্রবঞ্চক মরীচিকা ছল-পরিহাস।
যাহে তুমি শুন রাগমালা—শুনি আমি
পবন-কম্পন শুধু। যাহে জলধনু
হের তুমি—আমি হেরি রশ্মি পলাতক।
সত্য গণি' এ-মিথ্যা-তড়াগে চাহো তুমি
করিতে গাহন প্রশ্নহীন পিপাসায় :
মোর প্রাণ নাহি কাঙ্ক্ষে সে-ভ্রান্তি-সর
ময়-মায়াময়ী।"
—"তবে কী বা চাহো তুমি ?"
—"আমি ? আমি চাহি মায়াবীরে, যাদু যার
আপনি আড়ালে রহি' ইন্দ্রপ্রস্থে রচে
মায়া-পরী-সৌধ—যারে নাহি লভি' আজ
বৈভবের স্পর্দ্ধা মোর কাছে হয় শুধু
মল্লরব-দর্পসার ব্যর্থ বাহ্বাস্ফোট।"
—"কিন্তু এ সুষমা-সিন্ধু ?"
—"মোহিনী লহরী
দ্যুতি-কণা-তরঙ্গিণী—নিমেষে যাহার
স্ফটিক-সুষমা-দীপ্তি তমিস্রা-তরাসে
ডুবে যায় দৃষ্টিহারা মৌন রসাতলে।"
—"ধিক্ বন্ধু, এত স্নেহ—প্রেম এ জীবনে—"
—"যারে তুমি কহ—স্নেহ, আমি কহি শুধু
কামনার অভিসার—অন্ধ—আত্মহারা।
যাহে তুমি হের—প্রেম, আমি হেরি হায়
দেহের বিপণি-বিত্ত—দীপাবলি যায়
দেখিতে দেখিতে নিভে—নিমন্ত্রণ যার
নীলাম্বুর বর্ণসম : হাতে তুলি' লও—
নাহি আর বর্ণভাতি—মুগ্ধ—কলস্বরা ;—
মেঘের স্নিগ্ধতা যথা : কাছে যাও তার—
কুজ্ঝটিকা আঁখিপথ করে রোধ। হেন
বসুধায় সার্থকতা—বসুপতি বিনা ?"
—"কিন্তু লীলা তবে—"
—"লীলা আত্মপ্রতারণা
লীলাময় যদি লীলা প্রত্যক্ষ পরশে
না তুলে কুসুমি'। আমি দীর্ণি' আবরণ
চাহি সে-অদৃশ্য প্রেমী যারে বিনা ধরা
প্রোষিত-ভর্তৃকা-সজ্জা সম মোর কাছে।"
—"শোনো বন্ধু হে বিমুখ, পাষাণ-কঠিন !
কহি না আমিও কভু : 'নাহি এ জীবনে

দুঃখ শোক, নাহি মৃত্যু, নাহি ব্যাধি-জরা
মরীচিকা-উপহাস, বিলাস-বিভ্রম,
স্বর্ণমুঠে-ধূলিমুঠি, আত্ম-প্রবঞ্চনা
পদে পদে।' কহি না স্পর্দ্ধিয়া জেনো কভু:'
'জীবনের সব সজ্জা সব প্রসাধনে
পেয়েছি সৌন্দর্য্য-রতি পীযূষ-প্রসূতি।'
কহি না আমিও: 'এই জীবন প্রাঙ্গণ
আলজ্জ নন্দন শুধু—পুষ্প কীটহীন।'
কহি না: 'কণ্টকাঘাতে চয়ন-উন্মুখ
অঙ্গুলে না রক্ত ঝরে।'—আমারও অন্তরে
জাগে প্রশ্ন, জাগে ব্যথা, দ্বিধার শায়কে
অশ্রুরক্ত ক্ষরে আশা-বিকচ মুকুলে।
শুধু আমি কহি: 'যারে মিলে না জীবনে
আয়ত্ত-অতীত যাহা—দূর হ'তে দূর,
মায়া হ'তে মায়া—মরীচিকা-প্রসবিনী,—
তার তরে ধ্রুব ত্যজি' কেন লক্ষ্যহীন
পথে ধাও—স্রোতোমুখে ছিন্ন শাখা-প্রায়?
অশ্রু কাঁটা শোক জরা না লইয়া মানি'
যারে পাও তারে কেন দাও জলাঞ্জলি?'
হায় সখা, কাঁটা আছে বলিয়া গোলাপ
ফুটিবে না গন্ধে গানে? আছে সন্ধ্যা বলি'
উদিবে না উষা ল'য়ে তাহার অপার
বর্ণডালি—বিচ্ছুরিয়া সুষমা-সম্ভার—
চকিত-চিকুরে মঞ্জু মুক্তামণি পরি'?"
—"হায় বন্ধু, হিয়া মোর যুক্তি-প্ররোচন
নাহি যাচে; যাহা তুমি কহ'—জানি আমি।
'এ জীবন নহে মিথ্যা'—আমিও কহেছি
একদিন কাব্যোচ্ছ্বাসে; বিভোর-নয়নে
আমিও হেরেছি উষাসজ্জা; আঁখি-নীর
সিঞ্চিয়া বেদন-তরু ক'রেছি লালন
আমিও আবেশ গর্ব্বে; মিথ্যা উপমার
অনুপ্রাসে—সত্য বলি' এঁকেছি মিথ্যার;
রহি' রহি' দেহাসঙ্গে দেখেছি আমিও
প্রেমের চঞ্চল চূড়া; মৃত্যু-ডঙ্কে আমি
শুনেছি নবীন-জন্ম-জয় শঙ্খনাদ;
প্রকৃতির লক্ষ প্রাণকাড়া প্রসাধনে,
বন্ধুর কোমল করে, বান্ধবীর স্নেহে
পেয়েছি পরম স্পর্শ;—শুধু বন্ধু, সব
ক্ষণতরে;—বিদ্যুদ্দাম ঝলকিলে যথা
সুদূর দিগন্ত-চক্র উঠে উদ্ভাসিয়া
পরক্ষণে আপনার করতলও হায়
মিলায় নয়নতলে—এ-জীবনে আমি
তেমতি হেরেছি সত্যে। চুম্বন তাহার
ঊর্দ্ধমুখী রেখে গেছে মরম-মঞ্জরী,
শুধু—ফুল ফুটে নাই। আমি চাহি আজ
সেই ফুল।"
—"সংসারে কি সেই ফুল কভু—"
—"নহে বন্ধু, চাহে না সংসার-ফুল মোর
হৃদয়-বিটপী। তার শাখে শাখে যেন
মঞ্জরে কুসুম সেই কুসুম-অতীত
চিরোজ্জ্বল বর্ণবাস রূপোৎসব ল'য়ে—
ঝরিতে যে নাহি জানে। চাহি হেন প্রেম—

লিপ্সা-লোল নহে যাহা। প্রার্থি সে-পুলক—
ক্ষণে ক্ষণে বিষাদে যা নাহি পড়ে লুয়ে
দীর্ঘশ্বাসি' হতাশ্বাসে। মোর প্রাণ চাহে
সে-উন্মেষ—মৃত্যু যার নাহি ছুটে পাছে।
দিবা-নিশা হর্ষ ব্যথা আনন্দ-বেদন
আশা-নিরাশার মূর্ত্তি দিত একদিন
সান্ত্বনা মোরেও বন্ধু ;—শুধু আজি হায়
সে-দ্বন্দ্বে পরাণ আর নাহি উঠে দুলি'—
যৌবনের সন্ধিলগ্নে, কৈশোরে, শৈশবে
উঠিত যেমন ; অভীপ্সিত মোর আজি
শুধু ছায়াগুণ্ঠহীন অনাবৃত আলো
স্বর্ণস্বচ্ছ চিরোদয়—অস্ত নাহি যার।"
—"এও কি সম্ভব বন্ধু ? আলোকে আঁধারে
গড়া প্রাণাকাশ, হায়, কেমনে সেথায়
অনস্ত অরুণ তুমি ভুঞ্জিবে দুরাশী ?
কেন রচ' স্বপ্নসদ্ম—আকাশ-কুসুম ?
এসো, যাহা ধ্রুব—তারে ল'য়ে মোরা গড়ি
বিচিত্র স্পন্দন-সৌধ—অশ্রু হাসি যার
যুগল তুরঙ্গ ; সত্য মিথ্যা ধুপ ছায়া
চারি চক্র ; নেমি—শিল্প কবিত্ব দর্শন
কল্পনা সঙ্গীত ; অর—আনন্দ বেদনা,
জাগর স্বপন, জয়-পরাজয়-দোল,
বাসনা, বাস্তব, ত্যাগ, বীর্য্য, বিবেচনা।"
—"সর্ব্বসমঞ্জসা বুদ্ধি-গড়া নম্র নীড়
স্বচ্ছন্দ—বামন-লভ্য ? হায় বন্ধু, যবে
আকাশ-কুসুম তরে প্রাণ-পৃথী মোর
উঠেছে উন্মুখি' ?—ধ্রুব হয় ছায়াসম ?
নির্ব্বিতি-নিলয় স্নিগ্ধ সান্ধ্য স্নেহাঞ্জন ?—
নহে সখা। স্বপ্নের পরিধি-ঘেরা গেছে
কৃপণ বরদে নাহি যাচি আর আজি,
বিচিত্র খণ্ডিতগতি রথযাত্রা তব
আর নাহি ডাকে মোরে : আজি স্বপ্ন মোর
পাতে তার সিংহাসন দিগন্তবিতত
নির্ধূম নীলিমালয়ে ব্যোম চন্দ্রাতপে,
যেথা দ্বৈত নাহি জ্বালে মায়া-গন্ধধূপ
আধ-সত্য-আধ-মিথ্যা, যেথা মোহদিঠি
অস্তিকের স্নিগ্ধ গণ্ডীক্ষুণ্ণ নাহি রয়
সংশয়ের বাষ্পোচ্ছ্বাস ঢাকে না যেথায়
সত্যের উদাত্ত বেলা—যে-তট গম্ভীর
নীলাব্ধির সুরে সুরে চলে তাল দিয়ে
মন্দ্রিত প্রশান্ত ছন্দে ;—যেথা শুধু আলো,
ছায়া নাই ;—যেথা প্রেম-আলিঙ্গন-তলে
নাহি বহে ছদ্মবেশী কামনা-নিশাস
উদগ্র—মলিন ;—যেথা বিরাজে কুসুম—
নহে কাঁটা কীট ; যেথা মন্দার-মারুত
গীতিছন্দভরা, মর্ত্ত্য-মলিন নির্ম্মোক
নিত্য নব-জন্মাভাষ-আনন্দ ইঙ্গিতে
খসি' পড়ে নিষ্কাশিয়া দুগ্ধশুভ্র তনু
দেবতার আত্মা যাহে হয় মূর্ত্তিমান্।"
—"কেমনে জানিলে—তারে পাবে আকাঙ্ক্ষিলে ?
চাহিলে কি পাওয়া যায় ? খুঁজিলে কি জুটে
পরশ পাথর ? কহ' বন্ধু সত্য করি'

দেখেছ পেয়েছ তাঁরে ?"
—"সত্য পাই নাই।
যে-বসন্ত গেছে ডেকে—আজিও সে ডাকে···
রহি' অন্তরালে···মহি' সঙ্কুচিত হিয়া
জ্বালিয়া উর্বশী-অর্চ্চি রহে আজো দূরে
সংহরি' প্রেমের ছবি:—জানি—জানি সবি।
ক্ষণে ক্ষণে তাই সখা, আজো পড়ি ঝুরে
নিরাশা-কাতর।"
—"হায় মৃগ-তৃষ্ণাতুর!
তাই তো তোমারে কহি—এসো মোর সাথে।"
—"ব্যর্থ জীবনের মাঝে ?"
—"মুগ্ধ, প্রবঞ্চিত!
অমোঘ পেয়েছ কিছু ছাড়িয়া জীবন ?
আমি দেখি : এ-জীবন ব্যর্থ রিক্ত যদি—
হেন অন্বেষণ ব্যর্থতর। কহ দেখি
জীবনের লক্ষ্য সাক্ষ্য করে না কি তাঁরে
অস্বীকার ? রূপ ছাড়ি' কোথা রূপাতীত ?
হায় বন্ধু—কেন—মিছে দীর্ঘ মরুপথ"—
—"দীর্ঘ পথ ? মানি। তবু তারি অভিসারে
আমারে চলিতে হবে।"
—"কী পাথেয় তব
যার বলে চাহো হ'তে হেন মরুপার ?"
—"অন্তর দিশারী-দিশা পাথেয় আমার
আর কিছু নহে।"
—"জীবনের সাক্ষ্য কহ
মানো না কি তবে ?"
"মানি—জীবন-কল্লো
কল্লোল-অতীত জীবনের নিত্য-নীড়ে
করে অস্বীকার। হায় ক্ষুদ্রদৃষ্টি আমি!—
বাসনা-বিহ্বল মম তনু মন প্রাণ
কেমনে পরিবে সেই দীপ্ত দিব্যাঙ্গন ?—
যবে প্রতি দেহ-অণু মোরে টানে আজও
মরতের ধূলি-পানে,—কামনা-আসবে
মত্ততা-উৎকোচ আজও চাহি রহি' রহি'।
হেরি' বাষ্প-ধূম—তাহে করি সঞ্চরণ
আজিও জানি না কেন ? জানি না সাধনে
পদে পদে কেন মার আসে ধরি' হায়
দিব্যকান্তি ?—কেন মোর সুচির-বাঞ্ছিত
মলয়ে মিলায়ে যায় ছুঁইতে ছুঁইতে!
—"এই যদি সত্য—বলো কার ভরসায়
অকূল পাথারে তরী বাহি' দাও পাড়ি
নিলয়-নৈশ্চিত্য ছাড়ি' ? কার মুখ চাহি'
ধরো ঝঞ্ঝা-আর্ত্ত হাল ?"
—"ভরসা—গুরুর।"
—"গুরুর ভরসা ? হায় কোথা হেন গুরু ?
দেখেছ তাঁহারে কভু ? দেখেছ দেবতা ?"
—"দেখেছি গুরুরে। দেখি নাই দেবদেবে
যাঁর বরে গুরু আজ হৃদে মোর গুরু ;
কিন্তু গুরু-শ্রীচরণ জেনেছি জীবনে
সারাৎসার। জীবনের পরম সাধনে
নর-সাথে-নারায়ণে মিলন-গোলোকে
হেরিনি নয়নে আজো—শুধু জানি তাহা

আমারই অন্ধতা তরে। তবু বন্ধু, আমি
সত্য কহি—হেরিয়াছি আঁখিমণি যাঁর
নিতল নীলাম্বুসম—শুভ্র হাসি যাঁর
অম্বর-ঐশ্বর্য্য সম—বচন যাঁহার
নক্ষত্রের প্রেমভরা—আশ্বাস-গৌরবী ;
প্রতি তনু-অণু যাঁর, প্রতি আকুঞ্চন
নিঃশ্বাসের দোল, বাণী মেঘমন্দ্রে ঘোষে :

'হেরেছি সে মহীয়ান্ পরম পুরুষে
আদিত্য জিনিয়া যাঁর আদিম শুভ্রতা,
নীলিমা জিনিয়া নীলকান্ত বর্ণ যাঁর
ধূমকেতু জিনি' যাঁর জ্যোতির্ম্ময়ী গতি
সিতাংশু জিনিয়া যাঁর চন্দনপরশ।'

"হেরিয়াছি হেন গুরু এ-মর-নয়নে ;
সে-দেহবিগ্রহে জানি মূর্ত্ত দেহাতীত,
শুধু নাই সে-চেতনা—যে পারে চিনিতে
দেবতায় নররূপে বাস্তব জীবনে ;
নাই সেই শ্রুতি মোর—শুনিবে যে পরা
বারতা নৈঃশব্দ্যময়ী গুরুর বচনে।
তাই বন্ধু, আজো আমি সংশয়ে মলিন
মুহ্যমান্ অন্তর্দ্বন্দ্বে ; তাই জীবনের
দৈত্যরথ-জয়ধ্বনি-ঘর্ঘরে শ্রবণ
পাতি থাকি' থাকি' আজো ; তাই আজো হৃদে
কাটে না গরল-গ্রন্থি অমৃত-কৃপাণে,—
জাগে এ-বেদন-প্রশ্ন : তাঁরে কি জীবনে
সত্য পাওয়া যায় ?—যবে অন্তরের মোর
রোমে রোমে বাণী তাঁর স্বননে মজ্জিয়া
প্রত্যয়-অভয়-শান্তি-মধু-ছন্দ-রোলে।
তাই তিনি আজো নাহি উঠেন বিকশি'
ইন্দ্রিয়-জগত সম প্রত্যক্ষ স্পন্দনে ;
তাই আজো সূক্ষ্মতম বাধা-ডোর মম
করী-বদ্ধ শৃঙ্খলের সম পিছু টানে।

"তবু আমি জানি বন্ধু, এ নহে আমার
পরম স্বরূপ কভু। পেয়েছি যে আমি
মানব জনম, হ'য়েছি যে মুক্তিকামী,
লভেছি যে সর্ব্বোত্তম চরণ-আশ্রয় : *
আপনারে তাই নাহি গণি দীন হীন।
পদে পদে ছায় মেঘ, অলঙ্ঘ্য অর্ণব
পদে পদে গর্জ্জি' উঠে, স্বখাত সলিল
রুধিয়া দাঁড়ায় বর্ত্ম পদে পদে, পড়ি
বার বার—কুশ বাজে শক্তিশেল-প্রায়,
এক গ্রন্থি না কাটিতে অন্য গ্রন্থি হায়
কে আসি' বাঁধিয়া যায়—এক শৈলমালা
না লঙ্ঘিতে মায়া-ঝড় আনে উড়াইয়া
নব হিমাচল-বাধা ভ্রূকুটি-কুটিল ;
এক প্রতারণা হ'তে পড়ি নিত্য ফাঁদে
সূক্ষ্মতর বঞ্চনার, আসক্ত-উর্ণায়ু
কত ছলে পাতে উর্ণা অতর্কিত ক্ষণে—
বার বার একই রিপু নব নব বেশে
আসে হায়—নৈরাশিয়া নিঃসঙ্গ পরাণ।

* শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের উক্তি।

"তথাপি জেনেছি আমি গুরুর প্রসাদে
তাঁরই মাঝে একদিন পরশিব তাঁরে
যাঁহারে পরশি' গুরু আজিকে দেবতা।
যত না অযোগ্য হই, গহন মরমে
জানি—যে লভেছি বহু সুকৃতি-প্রাক্তনে
হেন গুরু-স্নেহ। তাই জেগেছে দুরাশা
ঝঙ্কারিত হৃদয়ের শিহর-কন্দরে
আগ্নেয়-গিরির সঙ্কলিত দ্রব সম
নমিয়া গুরুর পদে হ'তে স্বর্ণহ্রদ।
তাঁহারি আশীষে ঈশে হেরিব হৃদয়ে
বরোজ্জ্বল ধূলিমুক্ত অভ্রচূড় 'পরে
তুষার যেমতি হেরে বক্ষে আপনার
লক্ষ রবি-প্রতিচ্ছবি কনক-কিরীটী;
জানি আমি—একদিন তাঁরি চেতনার
মৌন-স্পর্শে চমকিয়া উঠিব বিস্ময়ে
প্রতি দেহবিন্দু মাঝে নিরখি' আপন
রূপান্তরিত কান্তি, তাঁর ভাষে শুনি'
বারিধি-বারতা—নীল মুক্তাম্বর বাণী—
তারা-নিষ্পলক গাথা, চিনি' তাঁরি মাঝে
লীলাময়ে, রহিয়া যে আপনি আড়ালে
উচ্ছলে ত্রিলোক-লীলা—অরুণ উদয়ে
গিরি নদী বনস্থলী কান্তি সুষমায়
প্রেমে নর্ম্মে কর্ম্মে ভোগে ত্যাগে জাগরণে
স্বপনে আরতিধূপে বীর্য্যে করুণায়
সর্ব্ব নবারম্ভে শুভ স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ
দানি' ক্ষেম কর-স্পর্শে—প্রেম-অভীপ্সায়
দীপ্তি' ঊর্দ্ধ-অলীকার—সর্ব্ব তপস্যার
কোজাগর থাকরিয়া ঝিল্লি-অমা তারি'।

"মোহ মোর আজো দূর হয় নাই?—জানি।
পরম পুরুষোত্তমে দেখিনি আজিও?
জানি।—হায়, লিপ্ত ধূলি অঙ্গে অঙ্গে মোর,
সত্যে তাই মিথ্যা ছলে,—আলোকে তামস,—
দিবায় শর্ব্বরী—বর্ণ-বসন্তে বরষা—
প্রেমে প্রতিদানাকূতি—প্রশ্ন আত্মদানে—
ধ্যানে নিষ্ঠা-বিমুখতা—পূর্ণোদয়ে রাহু।

"তবু জানি ধ্রুব—গুরু-কৃপা যবে হেথা
লভেছি—ঘুচিবে মোহ, লক্ষ নাগপাশ
পলকে পড়িবে খসি' একদিন—যবে
চেতনে জাগিবে প্রেম—আঁখিতে অর্য্যমা—
ঘ্রাণে পারিজাতগন্ধ—শ্রবণে মুরলী:
আপন স্বরূপ সখা হেরিব সেদিন;
করকা অশনি লঙ্ঘি' অকল্লোল স্থির
চিরশান্ত দ্বৈতাতীত শিবেরে হেরিব
ঐক্যের পরম যোগে; গুরুর প্রসাদে
আপনার চল-মূর্ত্তি-মাঝারে লখিব
অচঞ্চল সত্য স্বয়ংপ্রভা,—মিথ্যা ফুলে
জানিব—কেমনে ছিল সুগুপ্ত তক্ষক।

"সেদিন জীবনলীলা সার্থকিবে মোর।
সেদিন অমৃত পিই' হব মৃত্যুঞ্জয়।

যেথায় অমলা হেরি আজি—সেইদিনে
হেরিব হ্যালোকদীপ্ত আলোক নিখিল,—
স্বপ্নাতীত ভাস্বরতা যার মর আঁখি
কল্পনা করিতে নারে এদিন মরতে।
সেদিন বুঝিব—কেন নিত্য এ-জীবনে
চিরপলাতক ছলী যেত দূরে সরি'
লুকাচুরি-ছলে হিয়া রাখিয়া পিয়াসী।
শুধু বন্ধু, তাঁরে প্রেমে মোর যতদিন
নারিব রাখিতে হৃদি-মন্দিরে আমার
চিরবন্দী করি'—তাঁর চরণের ধ্বনি
না শুনিব জনতার প্রতি পদক্ষেপে—
মিড় তাঁর না রণিবে হৃদয়-বীণায়—
নন্দ তাঁর তরঙ্গিয়া না উঠিবে মোর
হৃদয়-সায়রে প্রতি মৃদুতম বায়
প্রত্যক্ষ নর্ত্তনানন্দে—যতদিন তাঁর
বাণী ধ্যানমূর্ত্তি নাহি মুখরিবে মোর
শ্রবণে নয়নে লক্ষ লোকালয়-রোলে—
ততদিন ডাক তব হে তৃপ্ত সংসারী,
মিথ্যা—মিথ্যা মোর কাছে। যাও সখা যাও,
সাধো আপনার কাজ; তাঁরে বিনা যদি
জীবন পল্লবি' তব উঠে ফলে ফুলে—
ঢালো নীর সংসারের কল্পতরুমূলে।
বাসনার যজ্ঞে যদি পাও তৃপ্তি চির—
জপ' সেই কৃষ্ণবর্ত্ম ওগো কামহোতা!
শুধু বন্ধু, মোর তরে কেন সার্থকতা
বাঞ্ছিয়োনা—এ-মিনতি, আমি নাহি চাই
অনুরাধা কণিকারে। প্রার্থনা আমার
তাঁরে ছাড়া কিছু আর যেন নাহি রয়।
নহে লোকহিত, নহে রূপসৌধ, নহে
কর্ম্ম সেবা যশোরঙ্গী কলাঙ্গী কবিতা
বীর্য্য-টঙ্কারিত যুদ্ধে অগ্নি-ব্যূহভেদ—
বিশ্বমানবতা উচ্ছ্বাসী অর্ব্বুদ ভণিতা।

"সত্য—সত্য কহি সখা—সরল শপথে:
তাঁরে যদি নাহি পাই তথাপি আমার
অন্তর-এষণা: যতদিন প্রাণ-দহে
তাঁহার মিলন-সূর্য্যে স্বপন-সরোজ
নাহি উঠে বিকচিয়া ততদিন মোর
সর্ব্ব সুখ সর্ব্ব স্বস্তি প্রমোদ আরাম
আলাপ সঙ্গীত— সর্ব্ব রহস্য কৌতুক
হোক্ জ্বালামুখী সম—আলেয়া-মরীচি।
বায়ু হোক্ নিরালোক কারাগার-প্রায়;
রূপসত্রে ক্ষুন্নিবৃত্তি গণি—অপমান:
ইন্দ্রিয়-আপণে—কৃষ্ণ নিরয়-সমাধি;
প্রীতি সখ্য সংসারের হোক্ নিরাস্বাদ;
কামনায় ক্লেদ হোর; বন্ধনে—শৃঙ্খল;
হর্ষোৎসবে—ভিক্ষুকের উঞ্ছবৃত্তি নিতি;—
কর্ম্ম, বিত্ত, ভোগ—হোক্ মিথ্যার মন্দির:
শূন্য মরু—সে-ও ভালো, মিথ্যা দেব চেয়ে।

নহিক, 'বৈষ্ণব' বন্ধু,—'তান্ত্রিক'—দুর্ব্বার
'সন্ন্যাসী'ও নহি—নাম 'বৈরাগী' আমার।

দরদী

(লঘুগুরু—স্বরমাত্রিক)

শুনি' — বংশী বিভল হিয়া উর্ম্মি-উতল, পিয়াসঙ্গ সে চায় লো—ত্রিভঙ্গ শ্যামল
যার — রাগ রটে : "জনমে জনমে
মোর — মূর্চ্ছনাদল যবে মুঞ্জে অমল—তবে বিস্মরি' দুখ্ ব্যথা বন্ধ্যা বিকল
আর — গান-তটে শরণে পরমে।"...

ছিল — সংসারে আশ কত   দীর্ঘনিশ্বাস সনে বঞ্চিল—অন্তরে সিন্ধু-উদাস
যবে — ডমরু তুহার নিনাদিল হে!
সেই — রোল তব হৃদ্‌পুরে সঞ্চলি' নিদসুরে স্বপ্ন-আলিম্পনে দীপ্‌ল তিয়াস.
রতি — রক্ত-পথে অভিসারিল যে!"

বাধা — নিত্য নূতন যত গর্জ্জিল—মন তত তৃষ্ণিকা লক্ষ্যি' লো ছুট্‌ল বনে—
হেলি' — পতি গৌরব সুখ-সাজ ভরম,
সবে — শঙ্কিল : "হায়, রাধা কণ্টক-পায় কী নিরুদ্দেশে যাত্রিল মৃত্যুপণে?—
হানি' — বাজ কুলে—ত্যজি' লাজ ধরম!"...

যশ- — তৃপ্ত যে জন গেহে—কৃষ্ণ-চরণ-ডাকে হয়নি কলঙ্কিনী সর্ব্বনাশী—
যে না — শেজ-ফুলে নিতি সর্প সহে—
মোর — পুঞ্জ-বেদন তারে বল্ তো কেমন ক'রে বর্ণি লো সই—যে না শুন্‌ল বাঁশি—
সতী- — ঈর্ষিত আরতি ব্যর্থ বহে?

হায়,   কিঙ্কিণী-কঙ্কণে-ঝঙ্কৃত-অঙ্গনে মুক্তিমরুৎ তোলে দীপ্তি ফলি' ?
কভু   মোহ-বিলাস বিলোল তরী
ধায়   'অম্বুধি-আহ্বানে শঙ্খ-উধাও-টানে সৈকত-অঙ্গনা নৃত্যে দলি' ?—
উঠে   কূল-কূলে যে চিরশিহরি' ?

শ্বেত   মর্ম্মর-সৌধ যে সম্পদ-ঔরসে জন্মি' বরণ করে যুক্তপাণি—
সে কি   ব্যোম-বিতান-শিথান স্বপে ?
উলু-   উৎসব-উল্লোলা উচ্ছল-ফুল্লরা কান পাতি' শুন্‌বে লো মৌন বাণী ?—
মন্দ-   রঙ্গ সভা ব্রত-মন্ত্র জপে ?

হায়,   ঘরছাড়া অঙ্গনে শূন্য ভুবন প্রেমে নীলরঙে রঞ্জিত দেখ্‌ল না যে—
তার   নয়ন নীলমণি কভু কি ভরে ?
ছুঁই'   বিষ যে অধরপুটে হয় নি অমর—শিতিকণ্ঠ-শিবার্চ্চনে তার কি নাচে
বুক   অমৃতরসে লহরে লহরে ?

এ-কবিতাটির প্রতি স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় চরণ স্বরমাত্রিক ছন্দে পাঠ্য, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ—লঘুগুরু ছন্দে। এটি মদিরা ছন্দের স্বরমাত্রিক প্রতিরূপ। স্বরমাত্রিক ছন্দের মাত্রাবৃত্ত বিশ্লেষ এইরূপ :—

শু নি | বংশী বি | ভল্ হিয়া | উর্ম্মি উ | …ইত্যাদি… ভঙ্গ শ্যা | মল্

অর্থাৎ প্রতি পর্ব্বে চার চার মাত্রা বা mora ; স্বরবৃত্ত বিশ্লেষ এইরূপ :

শু নি | বং শী বি | ভল্ হিয়া | উর্ম্মি উ | …ইত্যাদি… ভঙ্গ শ্যা | মল

অর্থাৎ প্রতি পর্ব্বে তিন তিন স্বর বা syllable ; লঘুগুরুর বিশ্লেষ :—(যথা) ডমরু তুহার নি না দিল হে—অতিপর্ব্বিক "যবে" ধরণের শব্দ সাধারণ বাংলা লঘুগুরুর মতনই মাত্রাবৃত্তে পাঠ্য (রূপান্তর—১৮০ পৃষ্ঠার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

এ-কবিতাটি ছন্দজ্ঞ চিন্তাশীল কবি ও সুলেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের করকমলে উৎসর্গ।

আগমনী

(লঘুগুরু ছন্দ)

লো অনিল স্বচ্ছন্দা !
স্বরগ-সুগন্ধা !
অলকানন্দা
ঝরালি মন্থর প্রাণে—
এ কী কম্প্র মলয়-অবদানে !
ঐ নিষণ্ণ দিগন্ত-রেখা
সুর- লেখা
চুমি' গাহিল মঞ্জুল গানে !
চিত- কোকিল শীত-তরাসী
বন- বাসী
ওগো কুসুমাকর-বধূ !
তব সৌরভ-মধু-
লেহে ভুলি' অভিমানে
আসি' ঝঙ্কৃত কুঞ্জ-বিতানে।

আজি বাসবধনু ঐ
গাহিল : "শুন সই
ধরণি ! অনম্বর-চারী
আমি ধূলি পরশ করি'
উচ্ছলি' থরথরি'
জল-থল-সেতু বিথারি।"

আজি দ্রুমদল-শাখে
মরকত ডাকে…
অন্তরঙে নব ভানু
মেঘ ঝালর-অলকে
খচিয়া পলকে
স্বর্ণিল ধূসর সানু।

রবি- গ্রহ তারক-শশি
গাহিল উচ্ছ্বসি' :
"বিধবা বসুধা আজি
সিঁথি- মোর— হেম-মণিরাজি
পরি' নৈশ-দাম দিল মেলি',
আজি দলিয়া পুঞ্জ-কুহেলি
ঐ রাস-তরঙ্গে
সিন্ধু-বিভঙ্গে
উল্লসি' করিছে কেলি…
যত জাগর-নাশা
স্বপ্নিত আশা
উরিল বাস্তব হেলি' !"…

আজি নিখিলে বোধন দোলে
ঝুরে লাবণি চুমকি-নিচোলে
ফুটে লহরে লহরে
অধরে অধরে
অগীত রাগ দুরাশী !
তার অনিন্দ্য সুষমা
মীড়ে সুরমা
কে নর্ত্তিলি কলভাষী ?
তোর অঙ্গুলি-ইঙ্গিত জপিয়া
চলে ছুটিয়া
মন শৃঙ্খল-বন্ধে
টুটি' আনন্দে
মুক্তি-ব্যোম-অভিলাষী।
তাহে প্রত্যয় সুপ্ত পরাণে
জাগি' দ্বিধা-শিরে শর হানে,

এ কবিতাটি বাংলায় লঘুগুরু-ছন্দে কবিতা-রচয়িতা ও রচনায়-পক্ষপাতী বিদগ্ধ, রসিক, পণ্ডিত, আজীবন সাহিত্যসেবী, আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার শ্রীচরণে উৎসর্গ।

রুষে ক্লৈব্য-চমূ-'পর
শৌর্য্য শূলধর,—
অসি ঝন্‌ঝনিল পিধানে···
বাধা নারিল রহিতে,
জড়িমা চকিতে
খণ্ডিল ভল্ল-কৃপাণে।

ও কে নীরদ-ডম্বর
রাঙি' মনোহর
ফুলঝুরি-বীথি বিছালো ?
ও কে প্রদোষ-অম্বর
উরসে ঝর ঝর
কৌস্তভ-ঝারি ঝরালো ?
ও কে সৈকত-ঝিকিমিকি-সারে
নদী পারে
রহে কামধেনু সম
শয়ান ?—হৃদি মম
দোহন করিয়া তারে
পিয়ে অমৃত-পয়োধর-ধারে ?

হিয়া মরমরি' ভরসা-বায়ে
পড়ে চরণে তোরি লুটায়ে,
নত চিত নীলোৎপল
মঞ্জরিতে দল
চাহে—সাঁঝ-বিদায়ে।
আজি নবীন জনমে
ধরমে করমে
নব-অভিষেক-সুবেশী—
যেন প্রেম পুরাতন
দানি' বিসর্জ্জন
প্রেয় তরে উন্মেষি
প্রাণে অস্ফুট উপ্ত যত
কোরক অবিরত,
না রহি মা, পরদেশী।

দে মা দিব্যাঞ্জন দিঠিদাত্রি !
রসে প্লাবনি' হৃদি—সুখধাত্রি !
যত পুঞ্জিত তামস
কুঞ্চিত নীরস
বঞ্চিত শঙ্কিত রাত্রি
হোক্ মধুর সমুজ্জ্বল,—
অয়স-স্বপ্নদল
হীরক-তীরথ-যাত্রী !

যবে আগত সম্পদ ছাড়ি' অনাগত-চূড়ে
বরি' অচপল অন্তর-গূঢ়ে
হিম ক্রন্দন ছাইল
আঁধা ধাইল—
রঞ্জিলি হাস্য বিদূরে !

যত মৌন বিষাদে নব মূর্চ্ছন হ'ল সাধা···
যত দীরঘ-শ্বাসে করিলি বপন জয়গাথা···
প্রাতে বিরাগ টানিল অলখতটে···ধূপছায়া
দিনে আঁকিলি···সাঁঝে ধরি' ধ্রুবতারা কায়া···
আজি সকলি সার্থকিল,
ফলফুল মুঞ্জিল
স্তবকে স্তবকে স্তবকে···
নব আগমনী অয়ি,
লখি করুণাময়ি,
ঝলকে ঝলকে ঝলকে !

রাসপূর্ণিমা, ১৩৩:

প্রার্থনা

(লঘুগুরু—মাত্রাবৃত্ত)

মাগো যত বাধা বহে
অন্তর-দহে
ক্রন্দছন্দে গুপ্ত—
স্নেহ- লালিত মধু-আস্বাদন-তৃপ্ত ;—
যত ছদ্ম কামনা
ছায়া-বঞ্চনা
অভিমান লোর-ক্ষুব্ধ
খুঁজে লেলিহ হবি ইন্ধন বিষদিগ্ধ ;—
যত ময়ূখ-গুণ্ঠী
ময়ূরকণ্ঠী
গর্ব্ব-পাপিয়া গুঞ্জে
সদা মোহ ঝারি ঝুরিয়া চল-রঙ্গে ;—
যত আহ্বান মোর
মদিরা-বিভোর
লুব্ধ বাসনা-পুঞ্জে
ছলে স্মরগাসব সুরধুনি-কলভঙ্গে ;—
মোর নীলিমা-স্বরূপ
ক্ষণিকা-ধধূপ
স্ফুলিঙ্গে দিগ্-ভ্রান্ত—
ছুটে অচলা দলি' বরিতে যত মিথ্যা ;—
যত আলেয়া-ভ্রান্তি
স্ফুরৎ-কান্তি
ভুলায় মা শিব শান্ত—
যার ধ্যান-দৃষ্টি সত্য-সূর্য্য-বৃত্তা ;—

যবে ভকতি উছল
পিই'—চাহে দল
মেলিতে পরাণ-পদ্ম—
ধায় ক্ষুধিয়া যত লোল ক্রূর দর্প ;—
যত মোহ ভাণ নিতি
প্রশ্রয়-প্রীতি-
প্রচ্ছায় বিষসদ্ম
চাহে রচিতে—পুষি' লালসলিহ সর্প ;—
"দিব অমৃত-বন্যা"—
বলি' উদন্যা
রচে যত মরুসিন্ধু ;—
যত কণ্টক খর মারণ-বর রিক্ত ;—
যত অক্ষেম ভূতি
রুড় বিদ্যুতি'
উপপ্লবে মা ইন্দু—
করি' জীবন-ব্রত ক্ষতবিক্ষত নিত্য ;—
যেন ত্যজি' সে-সকলি
প্রেম-অঞ্জলি
জপি মন্দির-মর্ম্মে—
ধূপ- আরতি-নতি জ্যোতিস্তব-মন্ত্র,—
যেন হয় চুনয়ন
ধ্রুবতারা-পণ
নর্ম্মে কর্ম্মে ধর্ম্মে—
যবে গরজে ঝড় তামস-ঘন-মন্দ্র। *

২৪শে নভেম্বর, ১৯৩২।

* (প্রথম হইতে) প্রতি চতুর্থ চরণ (অতিপর্ব্বিক শব্দ বাদ) লঘু গুরু ছন্দে রচিত—বাকি মাত্রাবৃত্তে। এ কবিতাটি লঘুগুরু-ছন্দে শ্রেষ্ঠতম বাংলা-কবিতা রচয়িতা, অসামান্য সুস্মশ্রুতি, কবি, প্রতিভার বরপুত্র ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পিতৃদেব চরণে উৎসর্গ।

পত্রগুচ্ছ

প্রায়ঃ প্রত্যয়মাধত্তে স্বগুণেষূত্তমাদরঃ।

………কালিদাস।

আপনার 'পরে, স্বগুণের 'পরে প্রত্যয় জাগে কবে?
উত্তম সাধু সজ্জন করে গুণের আদর যবে।

গুরু, গোবিন্দ্ দোনো খড়ে—কাকো লাগুঁ পায়?
বলিহারি গুরু আপ্‌নো জিন্ গোবিন্দ্ দিও বতায়!

……………কবীর।

গুরু গোবিন্দ দুঁহু অনিন্দ্য
নমি আগে কার পায়?—
গুরুপদে,—কেম ভাবে যাঁর প্রেম
গোবিন্দে উপজায়।

উৎসর্গ

অন্নদা—

সেই যে সাঁঝে—মনে পড়ে?—বল্‌লে মৃদু স্বরে:
"সত্য চাওয়া হয় কি রে ভাই—সর্ত্ত ক'রে ক'রে?
সকল দেওয়ার মালিক যিনি—হ'ন কি মুক্তপাণি
নেওয়ার গরজ কার—জীবনে তাই যদি না জানি?"

কৃষ্ণপ্রেম (RONALD NIXON)—

সেই সাঁঝে ভাই—মনে পড়ে?—বল্‌লে মৃদু স্বরে:
"জীবন যারে লুকোয় শুধু সেই এ-জীবন ভরে।
গুরু বিনা গুনতি তর্কে যায় না তারে জানা,
সাবধানী যে রয়—দ্বারে তার দেয় না প্রেম সে হানা।"

এই দুটি ভাই কথা আমার চিত্তাকাশে কতই
ছন্দে সুরে বেজেছে যে—পেঁইছি পরে যতই!—
একটুখানি আভাষ তারি হয় ত হেথায় পাবে,
বাস তোমাদের অর্ঘ্যে আমার একটুও তো যাবে!

স্নেহের দিলীপ।

Dilip,

It is again a beautiful poem—"গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে"—(p. 130) that you have written, but not better than the other—"মুকুল" (p. 116): Why erect mental theories and suit your poetry to them, whether your father's or Tagore's? I would suggest to you not to be bound by either but to write as best suits your own inspiration and poetic genius. Each of them wrote in the way suited to his own inspiration and substance; but it is the habit of the human mind to put one way forward as a general rule for all. You have developed an original poetic turn of your own, quite unlike your father's and not by any means a reflection of Tagore's. Besides, there is now as a result of your sadhana a new quality in your work, *a power of expressing with great felicity a subtle psychic delicacy and depth of thought and emotion which I have not seen elsewhere in modern Bengali verse.* If you insist on being rigidly simple and direct as a mental rule, you might spoil something of the subtlety of the expression, even if the delicacy of the substance remained. Obscurity, artifice, rhetoric have to be avoided, but for the rest follow the inner movement.

I do not remember the precise words I used in my letter to Amal,—I think I advised *sincerity* and *straightforwardness.* as opposed to rhetoric and artifice. In any case it was far from my intention to lay down any strict rule of bare simplicity and directness as a general law of poetic style. I was speaking of "twentieth century English poetry" and of what was necessary for Amal, an Indian writing in the English tongue. English poetry in former times used inversions freely and had a law of its own—at that time natural and right, but the same thing now-a-days sounds artificial and false. I have myself used inversions in my earlier poetry, though I would avoid them in anything I wrote now. English has now acquired a richness and flexibility and power of many-sided suggestion which makes it unnecessary for poetry to depart from the ordinary style and form of the language. But there are other languages in which this is not yet true. Bengali is in its youth, in full process of growth and has many things not yet done, many powers and values it has still to acquire. It is necessary that its poets should keep a full and entire freedom of turning in whichever way the genius leads, of finding new forms and movements; if they like to adhere to the ordinary norm of the language to which *prose* has to keep, they should be free to do so; but also they should be free to depart from it, if it is by doing so that they can best liberate their souls in speech. At present it is this that most matters.

I think I prefer the original form of your penultimate verse. I did not myself find it amibguous and it had a native glow of colour in it which the second version misses,—at least, so it seems to me on a comparative reading.

SRI AUROBINDO

Dilip,

I like your poem "নেপথ্য বাঁশরী মর্মনাশা" (p. 119)—immensely—it seems to me that you have achieved in it a largeness and depth of thought and an ample harmony of expression and rhythm which make a new and remarkable advance in your poetic development. Here at least there is no lack of progress—and a very rapid progress.

Hareen's poem, (p. 66) though beautiful in expression and good in rhythm, is, as often, fanciful in parts and I do not like the tag about God and clod—but the last two lines (no matter about the flaw in their philosophy you deplore) are poetically magnificent. Your translation seems to me excellent ; it has got rid of most of the fancifulness and your version of the God-clod lines is preferable to the original. It is only the close that fails to render the power of the text.

The translation of Suhrawardy's poem "Some Day" (p. 74) is also good ; only the stormy night * gives it a quite different atmosphere which is not that of the original poem. Whatever merit the original has depends upon its quiet and subdued tones and the very lightness of the figures and details of the cadre for the light memory of another's deep and tragic sorrow,—purposely, everything loud, emphatic or dramatic is avoided. But in your translation the stormy night brings in this very element of something emphatic and dramatic. I do not say that the translation is not poetic and harmonious,—it is, but in a different tone altogether and with a different suggestion, a graver emotion, but a less subtly pathetic power of contrast.

The rendering of my poem "Revelation" (p. 53) is even better than the two others, well inspired from beginning to end ; the colouring is not quite the same as in my poem, but that is hardly avoidable in a poetic version in another language. To alter it, as you propose, would be to spoil it. There is no point in rendering literally "Wind-blown locks," and it would be a pity to throw out দ্যুতিময়ী in the translation, for it is just the touch needed to avoid the suggestion of a merely human figure. It is needed—for readers are often dense. A very competent Indian critic disregarding all the mystic suggestions and even the plain statement of the closing couplet, actually described the poem as the poet's memory of a girl running past him on the seashore !!

I refuse to fall into your trap about Tagore. In vain is the net spread openly in the sight of the bird by the fowler.

SRI AUROBINDO

---

* I had originally translated it as :

কিছু পরে…অলখিতে…কোনো
কথা হু-হু বাতে তোমায় দিতে—

to give a different turn to the firelight hour which has no Bengali.

Dilip,

Poetry can start from any plane of consciousness although like all art or one might say all creation—it must always come *through* the vital if it is to be alive. And as there is always a joy in creation, that joy along with a certain *enthousiasmos*—not enthusiasm, if you please, but anandamaya avesh—must always be there whatever the source. But your poetry differs from the lines you quote. X—writes from a purely vital inspiration, Y—ditto (though he puts a vital feeling in the form of a passionate thought,) Z—in the lines you quote—from a rather light and superficial vital. *Your inspiration, of the contraay, comes from the linking of the vital creative instrument to a deeper psychic experience, and it is that which makes the whole originality and peculiar individual power and subtle and delicate perfection of your poems. It was indeed because this linking-on took place that the true poetic faculty suddenly awoke in you* ; for it was not there before, at least on the surface. The joy you feel, therefore, was no doubt, partly the simple joy of creation, but there comes also into it the joy of expression of the psychic being which was seeking for an outlet since your boyhood It is this that justifies your poetry-writing as a part of your *sadhana*.

Your poem "এইটুকু" (p. 120) in reply to Annadashankar Roy's credo is magnificent in energy and beauty. Only, comparing its flame-force with the moth-like fragility of the little piping love-piece that provoked it, Annadashankar might perhaps complain that you are guilty of crushing a butterfly with a thunderbolt. But the complaints of the victim do not count in these cases : the gods probably hold that he ought to consider himself happy to be the occasion for so fine an outburst.

Of course, Probodh Sen is right about the desirability of inventing new *chhandas* and metres. Your friend who combats this view probably means that great poets seldom invented a metre. Being too lazy they preferred stealing other people's rhythms and polishing them up to perfection, just as Shakespeare stole all his plots from wherever he could find any worth stealing. But if that applies to Shakespeare, Homer, Virgil, what about Alcaeus, Sappho, Catullus, Horace ? They did a good deal of inventing or of transferring—introducing Greek metres into Latin for example. But even if they did not, a good thing—I mean combining metric invention with perfect poetry—would still be a good thing to do if no one had had the good sense to do it before.

SRI AUROBINDO

Dilip,

I liked your poem Guruvadi (p. 105) immensely. It is very well-sustained throughout and there is no pedantry, no intellectual heaviness anywhere in it; with such a constant succession of beautiful images and perfectly expressive turns of language—still more with so unfailing a flow and depth and power of emotion, that defect could not creep in for a moment. It is not surprising that it should draw so much admiration, it is a magnificent poem and you have made of it a magnificent translation too. I read it to the Mother and she also was very much struck by its beauty and power and also its depth of psychic and spiritual feeling and knowledge. I have made only a few alterations in your translation where it seemed to me to be necessaay in order to satisfy the turns of the English language.

* * * * * *

I should like just to express a word of appreciation of the music yesterday. Your song to Krishna was superb—full of a fine variety and great power. The Mother said it was filled with a most wonderful life, energy and movement, one could feel the universal forces pouring themselves through it. Truly, you have opened your wings and soared into a larger ether.

* * * * * *

As to Krishnaprem's misunderstanding you, the matter is of no great importance. The mistake was made by him because something of the "old (musical) Adam" got through subconsciously in your letter to him. Every artist almost (there are rare exceptions) has got something of the public man in him, in his vital physical parts, which makes him crave for the stimulus of an audience, social applause, satisfied vanity, fame etc. That must go absolutely if he wants to be a yogi and his art as a service not of man or of his own ego but of the Divine.........

SRI AUROBINDO.

God

Thou who pervadest all the worlds below,
Yet sitst above !
Master of all who work and rule and know,
Servant of love !

Thou who disdainest not the worm to be
Nor even the clod,
Therefore we know in that humility,
That thou art God.

SIR AUROBIND

Dilip,

Your translation of the second verse seems to take away the force and idea-substance of the original and to substitute a sentimental pseudo-Rabindrian half-thought without much meaning in it. He who is the greatest of the great,—"mahato maheeyan"—does not disdain to dwell in the clod and the worm, and the vast impartiality shown in this humility is itself the very sign of the greatness of the Divine, that was the idea behind the verse. Does your rendering convey it ?

Re—R—Devi's version (of Sri Aurobindo's poem "Revelation") he wrote :

Dilip,

I can only plagiarise Bentley's remark on a greater case,—"A pretty poem but it is not my 'Revelation'." You need not convey the criticism to the poetess. *A translator is not necessarily bound to the original he chooses ; he can make his own poem out of it, if he likes,* and that is what is generally done. *Your translations were exceptional in this respect,* for it is not many who can carry over the spirit of a poem, the characteristic power of its language and the turn of its rhythmical movement from one language to another, especially languages so alien in temperament to each other as English and Bengali.

SRI AUROBINDO

Dilip,

R—Devi's rendering of my poem "God" is not very satisfactory, but your changes improve it as far as it can be improved.

The idea is that Work and Knowledge and Power can only obey the Divine and give him service; Love alone can compel him—because of course Love is self-giving and the Divine gives himself in return.

As for the second verse it does not give the idea at all. To have no contempt for the clod or the worm does not indicate that the non-despiser is the Divine,—such an idea would be absolutely meaningless and in the last degree feeble. Any yogi could have that equality, or somebody much less than a yogi. The idea is that, being omnipotent, omniscient, infinite, supreme, the Divine does not seem to disdain to descend even into the lowest forms, the obscurest figures of nature and animate them with the Divine Presence;—that shows his Divinity. The whole sense has fizzled out in her translation.

You need not say all that to the poetess, but perhaps you might very delicately hint to her that if she could bring in this point it would be better. Then perhaps she could herself change the verse.

SRI AUROBINDO

Dilip,

Amal's lines (p. 44) are not easily translatable, least of all into Bengali. There is in them a union or rather fusion of high severity of speech with exaltation and both with a pervading intense sweetness which it is almost impossible to transfer bodily without loss into another language. There is no word in excess, none that could have been added or changed without spoiling the expression, every word just the right revelatory one—no colour, no ornamentation, but a sort of suppressed burning glow, no similes, but images which have been fused inseparably into the substance of the thought and feeling—the thought itself perfectly developed, not idea added to idea at the will of the fancy, but perfectly interrelated and linked together like the limbs of an organic body. It is high poetic style in its full perfection and nothing of all that is transferable. You have taken his last line and put in a lotus-face and made divine love bloom in it,—a pretty image, but how far from the glowing impassioned severity of phrase: "And mould thy love into a human face!"

SRI AUROBINDO

Dilip,

Your translation of Shelley's poem is vulnerable in the head and the tail.* In the head, because it seems to me that your 'সে ধন' and 'তা বলি' etc are open to the construction that human love is a rich and precious thing which the poet in question unfortunately does not possess and it is only because of this deplorable poverty that he offers the psychic devotion, less warm and rich and desirable, but still in its own way rare and valuable ! I exaggerate perhaps, but, as your lines are open to a meaning of this kind, it tends to convey the very reverse of Shelley's intended significance. For in the English "What men call love" is strongly depreciatory and can only mean something inferior, someting that is poor and not rich, not truly love. Shelley says in substance : "Human vital love is a poor inferior thing, a counterfeit of true love, which *I* cannot offer to *you*. But there is a greater thing, a true psychic love, all worship and devotion, which men do not readily value, being led away by the vital glamour, but which the Heavens do not reject though it is offered from something so far below them, so maimed and ignorant and sorrow-vexed as the human consciousness which is to the divine consciousness as the moth is to the star, as the night is to the day. And will you not accept this from me, you, who in your nature are kin to the Heavens, you, who seem to me to have something of the divine nature, to be something bright and happy and pure far above the "sphere of our sorrow"? Of course all that is not said, but only suggested ; but it is obviously the spirit of the poem,—and it is this spirit in it that made me write to Amal the other day that it would be perhaps impossible to find in English literature a more perfect example of psychic inspiration than these eight lines you have translated...As to the tail I doubt whether your last line brings out the sense of something afar from the sphere of our sorrow. If I make these criticisms at all, it is because you have accustomed me to find in you a power of rendering the spirit and sense of your original while turning it into fine poetry in its new tongue which I would not expect or exact from any other translator.

SRI AUROBINDO.

---

* My translation of the first four lines had originally been :

যারে কহে প্রেম মোর নাহি তো সে ধন, তা বলি কি লইবে না তারে
হৃদি যে পূজারে করে ঊর্দ্ধে নিবেদন দেবতাও ফিরায় না যারে ?

See in অনামী (৫৬ পৃষ্ঠা) my second version after Sri Aurodindo's criticism,

Dilip

The first translation from Cousins is (p. 81) good, the second from Vakil (p. 75) superb and the third from Tennyson (p. 57) superlative. Cousins' poem is very felicitous in expression —generally he just misses the best, but here he has done very well. Your translation is close and adequate.

I don't remember Vakil's poems very well, but they gave me the impression, I think, of much talent and considerable achievement in language and rhythm. Here the poem certainly attempts and almost achieves something fine—there are admirable lines and images—a work built up by a very skillful and well-endowed intelligence. Your translation "স্বপ্নশিখা" strikes me as surpassing greatly the original as it gives the impression of a thing not merely thought out but seen within and lived, which is the first requisite for the best poetry.

Of the three versions of Tennyson's lines the first is null, the second good as a translation but otherwise a *leaden* rather than a *golden mean*, but your third version is admirable. Here too you have excelled the original. Don't think this is a hyperbole—for I suppose you know that I have no great consideration for Tennyson. I read him much and admired him when I was young and raw, but even then his *In Memoriam* style seemed to me mediocre and his attempts at thinking insufferably second-rate and dull. These lines are better than others, but they are still Tennyson.

But truly you are a unique and wonderful translator. How you manage to keep so close to the spirit and turn of your original and yet make your versions into true poems is a true marvel! Usually faithful translations are flat and those which are good poetry transform the original into something else as Fitzgerald did with Omar or Chapman with Homer.

Sri AUROBINDO

To Sri Aurobindo.

I send you verse translations of some (prose) passages from your "Thoughts and Glimpses" and "Synthesis of Yoga," as well as some from Nietzsche, Walt Whitman, Emerson, Nalinikanto, and the witty La Rochefoucauld. A question in this connection:

My friend N. maintains that prose should not be translated into verse. His argument is that a translator is not—or rather should not be—free to render a passage in a form not exploited in the original. I think this ruling is arbitrary and invalid—at least in those cases where the translations succeed. I have written to N. that in art the safest maxim to follow is perhaps: "The proof of the pudding lies in the eating." If the resulting caviare is tasty and savoury one need hardly trouble oneself as to how it has been cooked. As for me, I think it will be relevant to tell you in this connection that I consider the form of the original somewhat irrelevant when I sit down to translate. When a passage appeals to me powerfully, its idea and beauty trickle down into the deeper strata of my consciousness, and once the process is consummated I do not trouble much about the form of the original but only about my inner *recueillement*, in order to feel and express the idea incubated; so that by the time the incubation is complete the original does become irrelevant to me in so far as its form is concerned. Only its content is distilled, or rather, recreated in a different medium. This being so, how can I look upon N.'s dictum as anything but arbitrary? In art, as in everything else, I want to keep my mind perfectly open, taking as little as possible for granted. I dread to become a stickler for past forms or conventions. Why should a past authority, however great, or a vogue, however widely accepted, be regarded as final? Besides, translators often do render one rhythm or metre into another rhythm or rasa—inevitably, for say, even exact pentameters in two languages could never possibly give analogous *rasas* or rhythmic effects. I would have your considered opinion on the question and to have it pointed out to me if I should be labouring under a misconception about the legitimacy of the translator's freedom And did not you yourself translate the prose of Kalidas—even his prâkrit—into verse in your beautiful "Hero and the Nymph"?

One last word: I cannot see why any piece, if genuine, should want, in art, for savant extra-artistic reasonings to be allowed to stand. The only (and eternal) criterion is assuredly *rasa*—and nothing else.—Uniquely *rasa*. So if a translation is genuine poetry it is *swayam-siddha*—self-justified. If not—it is doomed, however close it be to the original in form and idea. Is it not so?

DILIP.

Dilip,

I quite agree with you about translating poetic prose into poetry ; as you point out, I have perpetrated the same license in my translation—"The Hero and the Nymph" and I did it on the same ground ; that the beauty of Kalidasa'a prose was best rendered by poetry in English, or at least I could best render it in that way. All you say about translation and your method I find very good and true ; it is the only right way and I think that is why your success as a translator is almost unique. N.'s rule seems to me rather too positive ; like all rules it may stand in principle (not literally) in a majority of cases ; but in the minority (which is the best part, for the less is often greater than the more) it need not stand at all. Pushed too far, it would mean that Homer and Virgil can be translated only in hexameters !! And what of the reverse cases—the many fine prose translations of poets so much better and more akin to the spirit of the original than any poetic version ever made ? And what of Tagore's *Gitanjali ?* If poetry can be translated so admirably (and therefore legitimately) into prose, why should not prose be translated legitimately (and admirably) into poetry ? After all, rules are made more for critics than for creators. The only objection that could be made is perhaps that my *Thoughts and Glimpses* are too philosophic to bear handling in a poetic verse form ; but that is a matter of opinion. SIR AUROBINDO.

Dilip,

What does your friend mean by "philosophy" in a poem ? Of course if one sets out to write a metaphysical argument in verse like the Greek Empedocles or the Roman Lucretius, it is a risky business and is likely to land you into prosaic poetry which is a less pardonable mixture than poetic prose. And also one has to be very careful, when philosophising even in a less perilous way, not to be flat or heavy. It is obviously easier to be poetic when writing about a skylark than when writing about the attributes of the Brahman ! But that does not mean that there is to be no thought or no expression of truth in poetry ; there is no great poet who has not tried to philosophise. Shelley wrote about the skylark, but he also wrote about the Brahman. "Life like a dome of many-coloured glass Stains the white radiance of eternity" is as good poetry as "Hail to thee, blithe spirit." And there are flights of unsurpassable poetry in the Gita and the Upanishads. These rigid dicta are always excessive and there is no reason why a poet should allow the expression of his personality or the spirit within him or his whole poetic mind to be clipped, cabined or stifled by any theories or "thou shalt not"-s of this character.

SRI AUROBINDO.

P. S. And if one were to take stock in your friend's theories (that no poems should ever have any philosophy etc.) then half the world's poetry would have to disappear. Truth and Thought and Light cast into forms of beauty cannot be banished in that cavalier way. Music and art and poetry have striven from the beginning to express the vision of the deepest and greatest things and not the things of the surface only, and it will be so as long as there are poetry and art and music. *

---

* Cf. "But it is all wrong, this desire to hear and hold opinions about art rather than to be moved by the art itself. I remember an Irish poet speaking about art a whole evening in a room hung round with pictures by Constable, Monet, and others and he came into that room and went out of it without looking at those pictures. His interest in art was in the holding of opinions about it, and in hearing other opinions, which he could again talk about. I hope I have made some of you feel uncomfortable. This may, perhaps, seem malicious, *but it is necessary to release artists from the dogmas of critics who are not artists.*

An artist will take with readiness advice or criticism from a fellow-artist, so far as his natural vanity permits ; but he writhes under opinions derived from Ruskin or Tolstoi, the great theorists……Artists would wish you to talk unceasingly about the emotions their pictures arouse in you ; but under pain of making life-long enemies, do not suggest to artists the theories under which they should paint. That is hitting below the belt. The poor artist is as God made him, and no one, not even a Tolstoi is competent to undertake his re-creation".

A. E. (George Russell).

Dilip,

The translations from Goethe (pp. 91, 91, 92) are excellent. You are certainly quite right in varying the answers in his poem on Liebe (p. 92); even in the German there is some monotony felt in the form,—a monotony, I would suggest, Shakespeare would have avoided.

Yes, Goethe goes much deeper than Shakespeare; he had an incomparably greater intellect than the English Poet and sounded problems of life and thought Shakespeare had no means of approaching even. But he was certainly not a greater poet; I cannot either admit that he was an equal. He wrote out of his intelligence and his style and movement nowhere came near the poetic power, the magic, the sovereign expression and profound or subtle rhythms of Shakespeare. Shakespeare was a supreme poet and one might almost say, nothing else; Goethe was by far the greater man and the greater brain, but he was a poet by choice rather than by the very necessity of his being. He wrote his poetry as he did everything else with a great skill and effective genius, but it was only part of his genius and not the whole. And there is a touch wanting—the touch of an absolute poetic inevitability; this lack leaves his poetry on a lower level than that of the few quite supreme poets.

When I said there were no greater poets than Homer and Shakespeare, I was thinking of their essential force and beauty—not of their work as a whole. The Mahabharata is a greater creation than the Iliad, the Ramayana than the Odyssey, and either reigns over a larger field than the whole dramatic world of Shakespeare; both are built on an almost cosmic greatness of plan and take all human life (the Mahabharata all human thought as well) in their scope and touch too the things which the Greek and Elizabethan poets could not even glimpse. But as poets—as masters of rhythm and language and the expression of poetic beauty—Vyasa and Valmiki though not inferior, are not greater either than the English or the Greek poet. I leave aside the question whether the Mahabharata was not the creation of the mind of a people rather than of a single poet, for that doubt has been raised also with regard to Homer.

SIR AUROBINDO.

Dilip,

It is certainly possible to have consciousness of things going on at a distance and to intervene—you will hear from the Mother one or two instances from her own experience.

The idea that Yogins do not or ought not to use such powers I regard as an ascetic superstition. I believe that all Yogins who have these powers do use them whenever they find that they are called on from within to do so. They may refrain if they think the use in a particular case is contrary to the Divine will or see that preventing one evil may be opening the door to worse or for any other valid reason, but not from any general prohibitory rule. What is forbidden to anyone with a strong spiritual sense is to be a miracle-monger, performing extraordinary things for show, for gain, for fame, out of vanity or pride. It is forbidden to use powers from mere vital motives, to make an Asuric ostentation of them or to turn them into a support for arrogance, conceit, ambition or any other of the amiable weaknesses to which human nature is prone. It is because half-baked Yogins so often fall into these traps of the hostile forces that the use of Yogic powers is sometimes discouraged as harmful to the user.

But it is mostly people who live much in the vital that so fall; with a strong and free and calm mind and a psychic awake and alive, such pettinesses are not likely to occur. As for those who can live in the true Divine consciousness, certain powers are not *powers* at all in that sense, not, that is to say, *supernatural* or *abnormal*, but rather their *normal* way of seeing and acting, part of the consciousness—and how can they be forbidden or refuse to act according to their consciousness and its nature?

I suppose I have had myself an even more completely European education than you, and I have had too my period of agnostic denial, but from the moment I looked at these things I could never take the attitude of doubt and disbelief which was for so long fashionable in Europe. Abnormal, otherwise supraphysical experiences and powers, occult or Yogic have always seemed to me something perfectly natural and credible. Consciousness in its very nature could not be limited by the ordinary physical human-animal consciousness, it must have other ranges. Yogic or occult powers are no more supernatural or incredible than is supernatural or incredible the power to write a great poem or compose great music: few people can do it, as things are,—not even one in a million; for poetry and music come from the inner being and to write or to compose true and great things one has to have the passage clear between the outer mind and something in the inner being. *That is why you got the poetic power as soon as you began Yoga,—yogic force made the passage clear.* It is the same with Yogic consciousness aud its powers: the thing is to get the passsage clear,—for they are already within you. Of course the first thing is to believe, aspire and, with the true urge within, make the endeavour.

SRI AUROBINDO.

Dilip,

I fully agree with Anilbaran's * estimate of your poem, † but I do not quite see the necessity of making it an exact replica of the Mayavada philosophy according to Shankara. It is the *bhava* of the Maya conception of the universe and the thought and vision supported by the *bhava* that you are expressing.—not the set metaphysical cencepts of the Adwaita.

Of course if you set out to poetise Shankara, there is much in the poem that would have to be barred out ; প্রিয় and নাথ would not do. On the other hand প্রভু and অন্তর্যামী could remain ; Shankara himself would not have avoided these two words, I believe. Not love, exactly, but bhakti is permssible even for the Mayavadi at a certain stage before he has become too impersonal, too identified with the Paramatman for any duality to exist-just as till then a restricted Karma is also admissible. It is allowed as a means of turning away from the world to the Supreme. The Ishwara is there as a projection of the Brahman into Maya and as such you can use him as bridge to cross from the darkness into the Light. At least that, I think, is the doctrine, though perhaps, an extreme and very aggressive Mayavadi might object to it as too lenient a compromise.

As for the considerable touches of my "philosophy" which have got in there, I don't think they affect the main strand of the poem which is expressive of the illusory character of this world and not of the entire negative absoluteness of the Absolute. But they do colour the conception of the Divine in the poem and make it other than the true and quite featureless Parabrahman of Shankara.

I think you are right in your plea thet you are expressing the voice and feelings of an aspirant to Nirvana, not one who is already "extinguished" but one who is turning away from the world to the Beyond. There is another thing to be said that the Maya concept is not the exclusive property of the Shankara credo, and that elsewhere it has a more emotional and religious form than it has there, not so sternly intellctual and severe.

SRI AUROBINDO.

---

* I had written to Sri Aurobindo that Anilbaran was extremely generous in his praises of Mayavadi as a poem, saying that he had no idea that such metapysical concepts and principles of sadhana could be alchemized into vivid poetry but that he wondered whether a Mayavadi would ever add ress God as Darling (pria, nath, antarjami etc) he being a little antipathetic to all effusions of the heart. Anilbaran had aiso commented on my lines প্রিয়া ! ওগো সর্বোত্তম...জীবনে কভু ? (p. 213) as having been fundamentally coloured by Aurobindonian philosophy which runs counter to Mayavadi philosophy. His chief point was that heart had butted in here and there.

DILIP.

† সন্ন্যাসী (See Rupantar p. 211)

Dilip,

It would be a mistake to silence the poetic flow on principle ; the creative habit is a tonic to the vital and keeps it in good condition and the practice of sadhana needs a strong and widening vital for its support. There is no real incompatibility between the creative power and silence ; for *the real silence* is something inward and it does not or at least need not cease when a strong activity or expression rises to the surface.

Your *credos* in blank verse (pp. 211—234) constitute a fine and masterly achievement.

I had always the regret that the line of possibility opened out by Michael Madhusudan was not carried any farther in Bengali poetry ; but after all it may turn out that nothing has been lost by the apparent interruption. Magnificent as are the power and swing of his language and rhythm, a development in which subtlety, fineness and richness of thought and feeling could learn to find a consummate expression was very much needed. More mastery of colour, form and design was a necessity—and this has now been achieved and, added to the *Ojas*, can fulfil what Madhusudhan left only half-done. I think these new poems of yours promise to make that fusion, and indeed there is more than the promise. It is good that your poetic energy has turned in this direction.

SRI AUROBINDO.

To C.

As for acquiring the sense and the power of rhythm, reading the poets may do something, but not all. There are two factors in poetic rhythm,—the technique (the variation of movement without spoiling the fundamental structure, right management of vowel and consonantal assonances and dissonances, the masterful combination of the musical element of stress with the less obvious element of quantity), and the secret soul of rhythm which uses but exceeds these things. The first you can learn, if you read with your ear always in a tapasya of vigilant attention to these constituents ; but without the second what you achieve may be technically faultless and even skilful, but poetically a dead letter. This soul of rhythm can only be found by listening in to what is behind the music of words and sounds and things, You can get something of it by listening for that subtler element in great poetry, but mostly it must either grow or suddenly open in yourself. This sudden opening is what can come in Yoga if the power wishes to express itself in that way. I have seen both in myself and others a sudden flowering of capacities in every kind of activity come by the opening of the conscdiouness,—so that one who laboured long without ths least success to express himself in rhythm becomes a master of poetic language and cadences in a day. It is a question of the right silence in the mind and the right openness to the Word that is trying to express itself—for the Word is there ready formed in those inner planes where all artistic forms take birth, but it is the transmitting mind that must change and become a perfect channel and not an obstacle,

SRI AUROBINDO.

Dilip,

Your translations * are very good, but much more poetic than the originals : some would consider that a fault, but I do not. The Urdu songs are very much in a manner and style that might be called the "hieratic primitive," like a picture all in intense line, but only two or three essential lines at a time ; the colour is the hue of a single and very simple strong spiritual idea or experience. It is hardly possible to carry that over into modern poetry ; the result would probably be instead of the bare sincerity of the original some kind of ostensible artificial artlessness that would not be at all the same thing.

I have no objection to your substituting Krishna for Ram, † and if Kavir makes any, which is not likely, you have only to say to him softly, "Râm Shyâm Judâ mat Karo bhai," and he will be silenced at once.

The bottom reason for your preference of Krishna to Rama is not sectarian but psychological. The Northerner prefers Ram because the Northerner is the mental, moral and social man in his type, and Rama is a congenial Avatar for that type ; the Bengali, emotional and intuitive, finds all that very dry and plumps for Krishna. I suspect that is the whole mystery of the choice. Apart from these temperamental preferences and turning to essentials, one might say that Rama is the Divine accepting and glorifying a mould of the human mental, while Krishna seems rather to break the human moulds in order to create others from the higher planes ; for he comes down direct from the Overmind and hammers with its forces on the mind and vital and heart of man to change and liberate and divinise them. At least that is one way of looking at their difference.

SRI AUROBINDO.

---

* Of two urdu ghazls—pp 102, 103—I had written to Sri Aurobindo about my having deliberately departed a little from original.

† I had written that in my translation of Kavir's song (p. 104) I had taken the liberty of substituting Krishna for Rama, as somehow I could not, while singing, feel anywhere near the same inspiration while glorifying the latter. I had added that the tradition of flashing truancy, matchless picturesqueness and poetical grandeur that have crystallized round Krishna might be responsible for this preference for him on the part Bengalis like us ; but be that as it might, we loved Krishna infinitely more than Rama or any other *Avatar* for that matter, and thus I felt that I could legitimately replace Rama by Krishna in my translation—even if Kavir were to materialise now and withhold me his permission.

Dilip,

There is much in your letter that would need long explanation for an adequate reply—but I want to say something about the faith which you say you do'nt have and can't have in the adsence of experience. First of all, faith does not depend upon experience, it is something that is there before experience. When one starts the Yoga, it is not usually on the strength of experience, but on the strength of faith. And it is so not only in Yoga and the spiritual life, but in ordinary life also. All men of action, discoverers, inventors, creators of knowledge proceed by faith and, until the proof is made or the thing done, they go on in spite of disappointment, failure, disproof, denial, because of something in them that tells them that this is the truth, the thing that must be followed and done; Ramkrishna even went so far as to say, when asked whether blind faith was not wrong, that blind faith was the only kind to have for faith is either blind or it is not faith but something else—reasoned experience, proved conviction or ascertained knowledge.

Faith is the soul's witness to something not yet manifested, achieved or realised, but which yet the Knower within us, even in the absence of all indications, feels to be true or supremely worth following or achieving. This thing within us can last even when there is no fixed belief in the mind, even when the vital struggles and revolts and refuses. Who is there that practises the Yoga and has not his periods, long periods of disappointment and failure and disbelief and darkness—but there is something that sustains him and goes on in spite of himself, because it feels that what it followed after was yet true and it more than feels, it knows. The fundamental faith in Yoga is this, inherent in the soul, that the Divine exists and the Divine is the one thing to be followed after—nothing else in life is worth having in comparison with that.

SRI AUROBINDO.

To Sri Aurobindo,

I enclose a thoughtful letter from my friend, Khitish Sen, who frankly revels in doubt, *per se*, manifestly echoes the great Goethe. who, in some such Khitishian mood had said (as you know): "Eigentlich weiszt man nur, when man wenig weiszt; mit dem Wissen wächst der Zweifel." (It is when one knows but little that he, properly speaking, knows anything at all. Doubt grows with knowledge.) I wish him the joy of such a mood...What is strange, however, is that I should catch myself sympathising with him in part...I enjoy, too, his flings at utter credulity which so often, alas, passes for Faith in our country—the faith of people who are too cowed by nature to question, who dare not enquire. Of course I cannot luxuriate, as my friend manifestly does, in the sterile soil of mental questionings and Logic for their own sakes. I love unreasoning flowers too well for that. But I confess to a predilection for a robust mind which doesn't take everything on trust and refuses to be fully convinced till the Divine Reality is *at least* as concrete and reliable as the physical World of Matter responding to the senses. I also ask myself, sometimes, why the tremendous spiritual experiences do not last, as also why, when they recede, the mind is beset again by doubts of a curious brood. Perhaps you will be so good as to answer this. For the modern mind does, I fear, *need* a little intellectual argumentation. Otherwise I, at least, should not have revered you and the Mother as I have learned to.

DILIP.

Dilip,

I have started writing about doubt, but even in doing so I am afflicted by the "doubt" whether any amount of writing or of anything else can ever persuade the eternal doubt in man which is the penalty of his native ignorance. In the first place, to write adequately would mean anything from 60 to 600 pages, but not even 6000 convincing pages would convince Doubt. For Doubt exists for its own sake ; its very function is to doubt always and, even when convinced, to go on doubting still ; it is only to persuade its entertainer to give it board and lodging that it pretends to be an honest truth-seeker. This is a lesson I have learnt from the experience both of my own mind and of the minds of others : the only way to get rid of doubt is to take Discrimination as one's detector of truth and falsehood and under its guard to open the door freely and courageously to experience.

All the same I have started writing, but I will begin not with Doubt but with the demand for the Divine as a concrete certitude, quite as concrete as any physical phenomenon caught by the senses. Now, certainly, the Divine must be such a certitude not only as concrete but more concrete than anything sensed by ear or eye or touch in the world of Matter ; but it is a certitude not of mental thought but of essential experience. When the Peace of God descends on you, when the Divine Presence is there within you, when the Ananda rushes on you like a sea, when you are driven like a leaf before the wind by the breath of the Divine Force, when Love flowers out from you on all creation, when Divine knowledge floods you with a Light which illumines and transforms in a moment all that was before dark, sorrowful and obscure, when all that is becomes part of the One Reality, when it is all around you felt at once by the spiritual contact, by the inner vision, by the illumined and seeing thought, by the vital sensation and even by the very physical sense, when everywhere you see, hear, touch only the Divine, then you can much less doubt it or deny it than you can deny or doubt daylight or air or the sun in heaven—for of these physical things you cannot be sure but they are what your senses represent them to be ; but in the concrete experiences of the Divine, doubt is impossible.

As to permanence, you cannot expect permanence of the initial spiritual experiences from the beginning—only a few have that and even for them the high intensity is not always there ; for most the experience comes and then draws back behind the veil waiting for the human part to be prepared and made ready to bear and hold fast its increase and

then its permanence. But to doubt it on that account would be irrational in the extreme. One does not doubt the existence of air because a strong wind is not always blowing or of sunlight because night intervenes between dawn and dusk. The difficulty lies in the normal human consciousness to which spiritual experience comes as something abnormal and is in fact supernormal. This weak limited normality finds it difficult at first even to get any touch of that greater and intenser supernormal or it gets it diluted into its own duller stuff of mental or vital experience, and when the spiritual does come in its own overwhelming power very often cannot bear or, if it bears, cannot hold and keep it. Still once a decisive breach has been made in the walls built by the mind against the Infinite, the breach widens sometimes slowly, sometimes swiftly, until there is no wall any longer, and there is the permanence.

But the decisive experiences cannot be brought, the permanence of a new state of consciousness in which they will be normal, cannot be secured if the mind is always interposing its own reservations, prejudgements, ignorant formulas or if it insists on arriving at the Divine certitude as it would at the quite relative truth of a mental conclusion, by reasoning, doubt, enquiry and all the other paraphernalia of Ignorance feeling and fumbling around after knowledge ; these greater things can only be brought by the progressive opening of a consciousness quieted and turned steadily towards spiritual experiences. If you ask why the divine has so isposed it on these highly inconvenient basis, it is a futile question,—for this is nothing else than a psychological necessity imposed by the very nature of things. It is so because these experiences of the Divine are not mental constructions, not vital movements, but essential things, not things merely thought but realities, not mentally felt but felt in our very underlying substance and essence. No doubt, the mind is always there and can intervene ; it can and does have its own type of mentalizing about the Divine, thoughts, beliefs, emotions, mental reflections of spiritual Truth, even a kind of mental realisation which repeats as well as it can some kind of figure of the higher Truth, and all this is not without value, but it is not concrete, intimate and indubitable. Mind by itself is incapable of ultimate certitude ; whatever it believes, it can doubt ; whatever it can affirm, it can deny ; whatever it gets hold of, it can and does let go. That, if you like, is its freedom, noble right—privilege ; it may be all you can say in its praise, but by these methods of mind you cannot hope (outside the reach of physical phenomena and hardly

even there) to arrive at anything you can call an ultimate certitude. It is for this compelling reason that mentalising or enquiring about the Divine cannot by its own right bring the Divine. If the consciousness is always busy with small mental movements,—specially accompanied, as they usually are, by a host of vital movements, desires, prepossessions and all else that vitiates human thinking—even apart from the native insufficiency of reason—what room can there be for a new order of knowledge, for fundamental experiences or for those deep and tremendous upsurgings or descents of the Spirit ? It is indeed possible for the mind in the midst of its activities to be suddenly taken by surprise, overwhelmed, swept aside while all is flooded with a sudden inrush of spiritual experience. But if afterwards it begins questioning, doubting, theorising, surmising what these might be and whether it is true or not, what else can the spiritual Power do but retire and wait for the bubbles of the Mind to cease ?

I would ask one simple question of those who would make the intellectual mind the standard and judge of spiritual experience. Is the Divine something less than Mind or is it something greater ? Is mental consciousness with its groping enquiry, endless argument, unquenchable doubt, stiff and unplastic logic something superior or even equal to the Divine consciousness or is it something inferior in its action and status ? If it is greater, then there is no reason to seek after the Divine. If it is equal, then spiritual experience is quite superfluous. But if it is inferior, how can it challenge, judge, make the Divine stand as an accused or a witness before its tribunal, summon it to appear as a candidate for admission before a Board of Examiners or pin it like an insect under its examining microscope ? Can the vital animal hold up as infallible the standard of its vital instincts, associations and impulses and judge, interpret and fathom by it the mind of man ? It cannot, because man's mind is a greater power working in a wider, more complex way which the animal vital consciousness cannot follow. Is it so difficult to see, similarly, that the Divine Consciousness must be something infiniteiy wider, more complex than the human mind, filled with greater powers and lights, moving in a way which mere Mind cannot judge, interpret or fathom by the standard of its fallible reason and limited half-knowledge ? The simple fact is there that Spirit and Mind are not the same thing and that it is the spiritual consciousness into which the Yogin has to enter (in all this I am not in the least speaking of the supermind) if he wants to be in permanant contact or union with the Divine. It is not then a

freak of the Divine or a tyranny to insist on the mind recognising its limitations, quieting itself, giving up its demands, and opening and surrendering to a greater Light than it can find on its own obscurer level.

This doesn't mean that Mind has no place at all in the spiritual life ; but it means that it cannot be even the main instrument much less the authority to whose judgement all must submit itself, including the Divine. Mind must learn from the greater consciousness it is approaching and not impose its own standards on it ; it has to receive illumination, open to a higher Truth, admit a greater power that doesn't work according to mental canons, surrender itself and allow its half-light half-darkness to be flooded from above till where it was blind it can see, where it was deaf it can hear, where it was insensible it can feel, and where it was baffled, uncertain, questioning, disappointed it can have joy, fulfilment, certitude and peace.

This is the position on which Yoga stands, a position based upon constant experience since men began to seek after the Divine. If it is not true, then there is no truth in Yoga and no necessity for Yoga. If it is true, then it is on that basis, from the standpoint of the necessity of this greater consciousness that we can see whether doubt is of any utility for the spiritual life. To believe anything and everything is certainly not demanded of the spiritual seeker ; such a promiscuous and imbecile credulity would be not only unintellectual, but in the last degree unspiritual. At every moment of the spiritual life untill one has got fully into the higher light, one has to be on one's guard and to be able to distinguish spiritual truth from pseudo-spiritual imitations of it or substitutes for it set up by the mind and the vital desire. The power to distinguish between truths of the Divine and the lies of the Asura is a cardinal necessity for Yoga. The queston is whether that can best be done by the negative and destructive method of doubt, which often kills falsehood but rejects truth too with the same impartial blow, or a more positive, helpful and luminously searching power can be found which is not compelled by its inherent ignorance to meet truth and falsehood alike with the stiletto of doubt and the bludgeon of denial...An indiscriminateness of mental belief is not the teaching of spirituality or of Yoga ; the faith of which it speaks is not a crude mental belief but the fidelity of the soul to the guiding light within it, a fidelity which has to remain till the light leads it into knowledge.

SRI AUROBINDO.

Dilip,

As for the rest of your letter, I shall try to write something to-morrow; to-day I have been really too besieged even to have time to attempt an answer to so long a letter. I do not think desultory remarks about doubt would be of any use. To say something about the nature, origin, function and limits of doubt might be of use, but it must be said in a coherent way and as a whole which I will do in later letters. I may say, however, at once one or two things: First, I have already said that I do not ask "indiscriminating faith" from anyone, all I ask is fundamental faith, safe-guarded by a patient and quiet discrimination,—because it is these that are proper to the consciousness of a spiritual seeker and it is these that I have myself used and found that removed all necessity for the quite gratuitous dilemma of "either you must doubt everything supraphysical or be entirely credulous" which is the stock-in-trade of the materialist argument. Your doubt, I see, constantly returns to the charge with a repetition of this formula inspite of my denial—which supports my assertion that doubt cannot be convinced because it cannot in its very nature want to be; it keeps repeating the old grounds always.

SRI AUROBINDO.

TO SRI AUROBINDO.

Brotteaux one of the unabashed scoffers in Anatole France's "DIEUX ONT SOIF" throws this hearty fling at God in the face of Father Longuemare, the pious Priest.

> "Ou Dieu veut empêcher le mal et ne le peut, ou il le peut et ne le veut, ou il ne le peut ni ne le veut, ou il le veut et le peuf. S'il le veut et ne le peut, il est impuissant; si'l le peut et ne le veut, il est pervers; s'il ne le peut ni ne le veut, il est impuissant et pervers; s'il le veut et le peut, que ne le fait-il, mon Père?"

(Either God would prevent evil if he could, but would not, or he could but would not, or he neither could nor would, or he both would and could. If he would but could not, he is impotent, if he could but would not, he is perverse, if he neither could nor would he is at once impotent and perverse; if he both could and would why on earth hasn't he done it Father?)

I send this to you as I immensely enjoyed the joke and am sure you would too, hoping you would have something to say to it.

Dilip

Dilip,

Anatole France is always amusing whether he is ironising about God and Christianity or about the rational animal humanity (with a big H) and the follies of his reason and his conduct. But I presume you never heard of God's explanation of his non-interference to Anatole France when they met in some Heaven of Irony, I suppose—it can't have been in the heaven of Karl Mark, in spite of France's conversion before his death. God is reported to have strolled up to him and said, "I say, Anatole, you know that was a good joke of yours; but there was a good cause for my non-interference. Reason come along and told me: 'Look here, why do you pretend to exist? You know you don't exist and never existed or, if you do, you have made such a mess of your creation that we can't tolerate you any longer. Once we have got you out of the way all will be right upon earth—tip-top, A 1; my daughter Science and I have arranged that between us. Man will raise his noble brow, the head of creation, dignified, free, equal, fraternal, democratic, depending upon nothing but himself, with nothing greater than himself anywhere in existence. There will be no God, no gods, no priestcraft, no religion, no kings, no oppression, no poverty, no war or discord anywhere. Industry will fill the earth with abundance, Commerce will spread her golden reconciling wings everywhere. Universal education will stamp out ignorance and leave no room for folly or unreason in any human brain; man will become cultured, disciplined, rational, scientific, well-informed arriving always at the right conclusion upon full and sufficient data. The voice of the scientists and the experts will be loud in the land and guide mankind to the earthly paradise. A perfected society; health universalised by a developed medical science and a sound hygiene; everything rationalised; science evolved, infallible, omnipotent, omniscient; the riddle of existence solved; the Parliament of Man, the Federation of the world: evolution, of which man, magnificent man, is the last term, completed in the noble white race, a humanitarian kindness and uplifting for our backward brown, yellow and black brothers; peace, peace, peace, reason, order, unity everywhere.' There was a lot more like that, Anatole, and I was so much impressed by the beauty of the picture and its convenience, for I would have nothing to do or to supervise, that I at once retired from business—for, you know that I was always of a retiring disposition and inclined to keep myself behind the veil or in the background at the best of times. But what is this I hear? It does not seem to me from reports that reason even with the help of Science has kept her promise. And if not,

why not? Is it because she would not, or becuse she could not? Or is it because she both would not and could not?—Or because she both would and could, but somehow did not? And I say, Anatole, these children of theirs, the State, Industrialism, Capitalism and the rest have a queer look: they seem very much like Titanic monsters—armed too with all the powers of Intellect and all the weapons and organisation of Science! Yet it does look as if mankind were no freer under them than under the Kings and the Churches!! What has happened?—or is it possible that Reason is *not* supreme and infallible, even that she has made a greater mess of it than I could have done myself!!!" Here the report of the conversation ends; I give it for what it is worth, for I am not acquainted with this God and have to take him on trust from Anatole France.

SRI AUROBINDO.

TO SRI AUROBINDO,

You write: "The Shavian assertiveness is not offensive (as the Hugoesque tends to be) because it is full also of a smiling self-mockery, an irony that under a form of deliberate self-praise cuts at itself and the world in one lump. It is curious that so many people seem to miss this character of Shaw's self-assertiveness and self-praise—its essential humour."

I am, indeed, glad of your comments on my letter on Shaw and his extreme love of the lime-light...I am fully alive to the difficulties one must experience in savouring the soul of a *rasa*—especially in the domain of wit and humour—in a language one hasn't imbibed with one's mother's milk. For instance, I am all but certain that a Westerner, however proficient in Bengali, will find it extremely difficult, if not impossible, to seize the native humour of a Bankim, or a Dwijendralal, or a Saratchandra, or a Parashuram for that matter. I don't insinuate he won't see anything in it at all: but I do suggest he will miss much in them that *we* find so delectable. (I don't at all want to convey the time-old truism that Anatole France only reiterated: "Quand on lit un livre, on le lit com me on veut, on en lit ou plutôt on'y lit ce qu'on veut." * I mean something more definite—the wealth of associations which crystallize round a locution and which *are* a trifle elusive to a foreigner. But I need hardly labour this point to *you*—carrying coals to Newcastle. I want you to adjudicate on a few moot facts which have made me conclude that Shaw is a

little tiresomely self-assertive. One of these is, that even Englishmen who have an uncommonly developed sense of humour read into Shaw an overdose of braggadocio which has made them go for him with a veritable gusto; e. g., Chesterton or the notorious Frank Harris. The latter was a life-long friend and admirer of Shaw, as you know, and was bitterly disappointed in Shaw towards the end of his life. He writes, for instance, in his posthumous biography of his erstwhile colleague and idol, that "fifty years later, the Encyclopædia will read: Bernard Shaw—a marvellous statue by Rodin, otherwise unknown." Another fact; the judgment of Wells, who broadcasted the other day on Shaw's apotheosis of Soviet Russia that "he heard Shaw's lectures for his exquisite and astonishing English pronunciation, but who ever heard him for anything else?"

I would like also to know your opinion of Shaw's seriousness. Time was when I used to take him* seriously. Now, alas, I know better. But the wonder of wonders is that many people still insist on taking him seriously, even such stunts of his as that his "'Widower's House' is better than any play Shakespeare could have ever written." And Shaw's calling himself a dramatist at that!—A man who hasn't succeeded in creating *one* living human character among his multitudinous marionettes—who however revel in a plethora of pugilism! I admit, his satires are often effective, but are they a tithe as devastating as Voltaire's or France's for example? But then these iconoclasts were real scoffers in that they *were serious*. But has Shaw ever meant business?—I ask you. To call such a man a prophet! Can there be anything more fatuous? Or to call him a thinker like, say, Bertrand Russell, who, with all his scientific dogmatisms and hugging of sterile rationalism has a philosophy worth the name and a vision too?

No. I think you too will agree with me that Shaw is neither an artist, nor a thinker, nor a philosopher—and least of all a dramatist. And even as a satirist he is not a patch on France, don't you think?

But all this does not mean of course that I grudge Shaw his due: he is entertaining—often; amusing—oftener; an effective exposer of shams and shibboleths—oftenest. He *is* a salutary force in literature—and an unforgettable personality in these days of democracy and levelling down of all high eccentricities and denigration of everything that fits ill into the current patterns. Truly has Russell remarked that America still believes in the 100% Americanism slogan because the New World hasn't yet produced an old Shaw. Our gratitude too to such an enemy of patriotism, such a deadly castigator of parochialism in these days of rabid nationalism and cultural insularism.

Dilip.

---

* When you read a book you read it as you would or, rather, read in it what you would.

Dilip,

I do not think Harris's attack on Shaw can be taken very seriously any more than can Wells' jest about his pronunciation of English being the sole astonishing thing about him. Wells, Chesterton, Shaw and others joust at each other like the *kabiwalas* of old Calcutta, though with more refined weapons, and you cannot take their humourous sparrings as considered appreciations ; if you do, you turn exquisite jests into solemn nonsense. Mark that their method in these sparrings, the turn of phrase, the style of their wit is borrowed from Shaw himself with personal modifications ; for this kind of humour, light as air and sharp as a razor-blade, epigrammatic, paradoxical, often flavoured with burlesque seriousness and urbane hyperbole, good-humored and cutting at once, is not English in origin ; it was brought in by two Irishmen, Shaw and Wilde. Harris's stroke about the Rodin bust and Wells's sally are entirely in the Shavian turn and manner , they are showing their cleverness by spiking their guru in swordsmanship with his own rapier. Harris's attack on Shaw's literary reputation may have been serious, there was a sombre and violent brutality about him, which makes it possible ; but his main motive was to prolong his own notoriety by a clever and vigorous assault on the mammoth of the hour. Shaw himself supplied materials for his critic, knowing well what he would write, and edited this damaging assault on his own fame, a typical Irish act at once of chivalry and whimsical humour. I don't think Harris had much understanding of Shaw the man as apart from the writer ; the Anglo-Saxon is not usually capable of understanding either Irish character or Irish humour, it is so different from his own. And Shaw is Irish through and through ; there is nothing English about him except the language he writes and even that he has changed into the Irish ease, flow, edge and clarity—though not bringing into it, as Wilde did, Irish poetry and colour.

Shaw's seriousness and his humour, real seriousness and mock seriousness, run into each other in a baffling inextricable mélange, thoroughly Irish in its character—for it is the native Irish turn to speak lightly when in deadly earnest and to utter the most extravagant jests with a profound air of seriousness,—and it so puzzled the British public that they could not for a long time make up their mind as to how to take him. At first they took him for a Jester dancing with cap and bells, then for a new kind of mocking Hebrew Prophet or Puritan reformer ! Needless to say, both judgements were entirely out of focus. The Irishman is,

on one side of him, the vital side, a *passione*, imaginative and romantic, intensely emotional, violently impulsive, easily inspired to poetry or rhetoric, moved by indignation and suffering to a mixture of aggressive militancy, wistful dreaming and sardonic extravagant humour; on the other side, he is keen in intellect, positive, downright, hating all loose foggy sentimentalism and solemn pretence and prone, in order to avoid the appearance of them in himself, to cover himself with a jest at every step; it is at once his mask and his defence. At bottom he has the possibility in him of a modern Curtius leaping into the yawning pit for a cause, an Utopist or a Don Quixote,—according to occasions a fighter for dreams, an idealistic pugilist, arebel or a reckless but often shrewd and successful adventurer. Shaw has all that in him, but with it a cool intellectual clearness, also Irish, but not often put to such use, which dominates it all and tones it down, subdues it into measure and balance, gives an even harmonising colour. There is as a result a brilliant tempered edge of flame, lambent, lighting up what it attacks and destroys, and destroying it by the light it throws upon it, not fiercely but trenchantly—though with a trenchant playfulness—aggressive and corrosive. An ostentation of humour and parade covers up the attack and puts the opponent off his defence. That is why the English mind never understood Shaw and yet allowed itself to be captured by him, and its old established ideas, "moral" positions, impenetrable armour of commercialised Puritanism and self-righteous Victorian assurance to be ravaged and burned out of existence by Shaw and his allies. Anyone who knows Victorian England and sees the difference now cannot but be struck by it, and Shaw's part in it, at least in preparing and making it possible, is undeniable. That is why I call him devastating, not in any ostentatiously catastrophic sense, for there is a quietly trenchant type of devastatingness, because he has helped to lay low all these things with his scythe of sarcastic mockery and lightly, humorously penetrating seriousness—effective, as you call it, but too deadly in its effects to be called merely effective.

That is Shaw as I have seen him and I don't believe there is anything seriously wrong in my estimate. I don't think we can complain of his seriousness about Pacifism, Socialism and the rest of it; it was simply the form in which he put his dream, the dream he needed to fight for, needed by his Irish nature. Shaw's bugbear was unreason and disorder, his dream was a humanity delivered from vital illusions and deceptions, organising the life-force in obedience to reason, casting out waste and folly as much as possible. It is not likely

to happen in the way he hoped; reason has its own illusions and, though he strove against imprisonment in his own rationalistic ideals, trying to escape from them by the issue of his mocking critical humour, he could not help being their prisoner. As for his pose of self-praise, no doubt he valued himself,—the public fighter like the man of action needs to do so in order to act or to fight. Most, though not all, try to veil it under an affectation of modesty; Shaw, on the contrary, took the course of raising it to a humorous pitch of burlesque and extravagance. It was at once part of his strategy in commanding attention and a means of mocking at himself—I was not speaking of analytical self-mockery, but of the whimsical Irish kind—so as to keep himself straight and at the same time mocking his audience. It is a peculiarly Irish kind of humour to say extravagant things with a calm convinced tone as if announcing a perfectly serious proposition—the Irish exaggeration of the humour called by the French *pince-sans-rire*, his hyperboles of self-praise actually reek with this humourous savour. If his extravagant comparison of himself with Shakespeare had to be taken in dull earnest with no smile in it, he would be either a witless ass or a giant of humourless arrogance,—and Bernard Shaw could be neither.

As to his position in literature, I have given my opinion; but more precisely, I imagine he will take some place but not a very large place, once the drums have ceased beating and the fighting is over. He has given too much to the battles of the hour perhaps to claim a large share of the future. I suppose some of his plays will survive for their wit and humour and cleverness more than for any higher dramatic quality, like those of three other Irishmen: Goldsmith, Sheridan, Wilde. His prefaces *may* be saved by their style and force, but it is not sure. At any rate, as a personality he is not likely to be forgotten, even if his writings fade. To compare him with France is futile—they were minds too different and moving in too different domains for comparison to be possible.

SRI AUROBINDO.

Amal (C. D. Sethna),

A mystic is currently supposed to be one who has mystic experience, and a mystic philosopher is one who has such experience and has formed a view of life in harmony with his experience. Merely to have metaphysical notions about the Infinite and Godhead and underlying or overshadowing forces does not make a man a mystic. I never heard that Spinoza, Kant or Hegel were mystics ; even Plato does not fit into the term though Pythagoras would. Hegel and company were great intellects, not mystics. Shaw is a keen and forceful intellect (I cannot call him a great one) not a mystic. And do you really call that a constructive vision of life—a vague notion about a Life-Force pushing towards an evolutionary manifestation and a brilliant *jeu d'esprit* about long life and people born out of eggs and certain extraordinary operations of mind and body in these semi-immortals who seem to have been very much at a loss what to do with their immortality ? I do not deny that there are acute and brilliant ideas and views everywhere (that is Shaw's stock-in-trade), even an occasional profound perception ; but that does not make either a mystic or a philosopher or a constructive creator. Shaw has a sufficiently high place in his own kind : why try to make him out more than he is ? Shakespeare is a great poet and dramatist, but any one trying to make him out a great philosopher also would not increase but rather imperil his high repute.

SRI AUROBINDO.

Amal,

I refuse to accept the men you name, with the exception of Russel, as serious thinkers. Wells is a super-journalist, super-pamphleteer and story-teller and nothing more. I imagine that within a generation of his death he will cease to be read or remembered. Chesterton is a brilliant essayist who has written verse also and managed some fairly good stories. Unlike Wells he has some gift of style and he has caught the trick of paradox which gives a fictitious value to his ideas. These are men of contemporary fame merely ; Shaw has some chance of lasting, though there is no certitude, and there is no certitude precisely because he has no atom of constructive power. He has constructed nothing, but he has criticised most things. At every page he shows the dissolvent critical mind and it is a dissolvent of great power ; beyond that, he has popularised the ideas of Fabian Socialism and other things

caught up by him from the atmosphere, with temperamental qualifications and variations, for the inordinately critical character of his mind prevents him from entirely agreeing with anybody. But there are some purely critical minds that have become immortals, e. g., Voltaire ; Shaw on his own level may survive—only he is of a more personal type and not classic and typical of a fundamental current of the human intellect like Voltaire. His personality, however, may help him as Johnson was helped by his personality to live.

Shaw is not a dramatist ; I don't think he ever wrote a drama ; *Candida* is perhaps the nearest he came to one. He is a play-writer, certainly,—a brilliant conversationalist in stage dialogue and a manufacturer of speaking intellectualised puppets made to develop his ideas about men, life and things. He gives his characters minds and they express their minds ; sometimes he paints on them some striking vital colour, but with a few exceptions they are not living beings like those of the great dramatists. There *are*, however, exceptions, such as the three characters in *Candida*, and as a clever playwright with a strong intellectual force and some genius he may very well survive. He has a very striking and cogent and incisive style admirably fitted for its work, and he sometimes tries his hand at eloquence, but "heights of passionate eloquence" is a most unreal phrase. I never found that in Shaw anywhere ; whatever mental ardours he may have, his mind as a whole is too cool, balanced, incisive to let itself go in that manner.

SRI AUROBINDO.

Dilip,

I find in Shavianism a delightful note and am thankful to Shaw for being so different from other men that to read even an ordinary interview with him in a newspaper is an intellectual pleasure. As for his being one of the most original personalities of the age, there can be no doubt of that. All that I deny to him is a constructive and creative mind—but his critical force in certain fields at least, as a critic of men and life was very great, and in that field he can in a sense be called creative—in the sense that he created a singularly effective and living form for his criticism of life. It is not drama, but it is something original and strong and altogether of its own kind—so, up to that limit, I qualify my statement that Shaw was not a creator.

The tide is turning against him after being strongly for him under compulsion from his own power and will, but nothing can alter the fact that he was one of the keenest and most powerful minds of the age with an originality in his way of looking at things which no one else can equal. He is too penetrating and sincere a mind to be a stiff partisan or tied to some intellectual dogma or other. When he sees something which qualifies the "ism"—even that on whose side he is standing, he says so ; that need not weaken the ideal behind, on the contrary it is likely to make it more plastic and practicable.

SRI AUROBINDO

Dear Dilip Roy, Dublin, 6-1-32

Your letter has come at a time when I am too troubled in mind to write, as I would like, about the poems you send me. Yes, you have my permision to translate the verses or any others you may desire.

I think the extracts from Sri Aurobindo very fine, and the verses you sent of Mr. Sethna have a genuine poetic quality. There are many fine lines, like

"The song-impetuous mind." *
"The Eternal Glory is a wanderer
Hungry for lips of clay."

Many such lines show a feeling for rhythm which is remarkable since the poet is not writing in his native but in a learned language. I refer to this because the only advice one writer can give to another rightly is technical criticism. The craft of any art, painting, music, poetry, sculpture, is continually growing and much can be taught in the schools. But the inspiration cannot be passed on from one to another. So I confine myself to a technical criticism.

You, like many Indians, are so familiar with your own great traditions that it is natural for you to deal with ideas verging on the spiritual more than European writers do. The danger of this when one is writing poetry is that there is a tendency to use or rather overuse great words like "immensity," "omnipotence," "inexhaustible", "limitless", etc. By the very nature of the ideas which inspire you, you are led to use words of that nature because of a kinship with the infinity of the spirit. But in the art of verse if one uses these words overmuch they tend to lose their power just as a painting in which only the primary colours were used would weary the eye.

I would ask Mr. Sethna to try to reserve the use of such great words, as a painter keeps his high light, for sun or moon or radiant water and the rest of his canvas is in low tones. So the light appears radiant by contrast. English is a great language but it has very few words relating to spiritual ideas. For example, the word "Karma" in Sanskrit embodies a philosophy. There is no word in English embodying the same idea. There are many words in Sanskrit charged with meanings which have

* See Rupantar p. 121. "Ne Plus Ultra".

no counterpart in English: Dhyani, Sushupti, Turiya etc., and I am sure the languages which the Hindus speak today must be richer in words fitting for spiritual expression than English, in which there are few luminous words that can be used when there is a spiritual emotion to be expressed. I found this difficulty myself of finding a vocabulary though English is the language I heard about my cradle.

I hope Mr. Sethna will forgive my saying all this. I do so because I find a talent in the verses you sent and do not wish him to do without such burnishing as a fellow-craftsman can help to give.

Will you tell your philosophic friend who praises silence that with the poet the silence cannot be for ever? He sings and then keeps silent until the cup is filled up again by sacrifice and meditation and then he must give away what he gets, or nothing more will be poured into his cup. The secret of this is that through the free giver the song flows freely and whoever constrains life in himself, in him it is constrained. There is indeed the Divine silence, but we do not come to that being by negation.

Yours Sincerely, George W. Russell (A. E.)

Amal,

If you send your poems to five different poets, you are likely to get five absolutely disparate and discordant estimates of them. A poet likes only the poetry that appeals to his own temperament or taste, the rest he condemns or ignores. (My own case is different, because I am not primarily a poet and have made in criticism a practice of appreciating everything that can be appreciated, as a catholic critic would.) Contemporary poetry, besides, seldom gets its right judgment from contemporary critics even.

Nothing can be more futile than for a poet to write in expectation of contemporary fame or praise, however agreeable that may be, if it comes; but it is not of much value; for very poor poets have enjoyed a great contemporary fame and very great poets have been neglected in their time. A poet has to go on his way, trying to gather hints from what people say for or against, when their criticisms are things he can profit by, but not otherwise moved (if he can manage it)—seeking mainly to sharpen his own sense of self-criticism by the help of others. Difference of estimate need not surprise him at all.

SRI AUROBINDO.

Amal,

Your letter suggested a more critical attitude on A. E.'s part than his actual appreciation warrants. His appreciation is, on the contrary, sufficiently warm ; "a genuine poetic quality" and "many fine lines"—he could not be expected to say more. The two quotations he makes certainly deserve the praise he gives them and they are moreover of the kind, A. E. and Yeats also, I think, would naturally like. But the poem * selected for especial praise had no striking expressions like these standing out from the rest, just as in a Greek statue there would be no single feature standing out in a special beauty (eyes, lips, head or hands), but the whole has a harmoniously modelled grace of equal perfection everywhere as, let us say, in the perfect charm of a statue by Praxiteles. This—apart from the idea and feeling, which goes psychically and emotionally much deeper than the ideas in the lines quoted by A. E. which are poetically striking but have not the same subtle spiritual appeal ; they touch the mind and vital strongly, but the other goes home into the soul.......

His remarks about "immensity" etc., are very interesting to me ; for these are the very words, with others like them, that are constantly recurring at short intervals in my poetry when I express not spiritual thought, but spiritual experience. I knew perfectly well that this recurrence would be objected to as bad technique or an inadmissible technique ; but this seems to me a reasoning from the conventions of a past order which cannot apply to a new poetry dealing with spiritual things. A new art of words written from a new consciousness demands a new technique. A. E. himself admits that this rule makes a great difficulty because these "high light" words are few in the English language. His solution may be well enough where the realisations which they represent are *mental* realisations or intuitions occurring on the summits of the consciousness, rare "high lights" over the low tones of the ordinary natural or occult experience (ordinary, of course, to the poet, not to the average man) ; there his solution would not violate the truth of the vision, would not misrepresent the balance or harmony of its actual tones. But what of one who lives in an atmosphere full of these high lights—in a consciousness in which the finite, not only the occult but even the earthly finite, is bathed in the sense of the eternal, the illimitable and infinite, the immensities or intimacies of the timeless ? To follow A. E.'s rule might well mean to falsify this atmosphere, to substitute a merely aesthetic fabrication for a true seeing and experience. Truth first—a technique expressive of the truth in the forms of beauty has to be found, if it does not exist. It is no use arguing from the spiritual inadequacy of the English language ; it has to be made adequate. It has been plastic enough in the past to succeed in expressing all that it was asked to express however new ; it must now be urged to a farther new progress.

SRI AUROBINDO.

---

* Errant Life (Anami p. 44). See also Sri Aurobindo's comment on this poem a few pages back.

Amal,

Poetry, if it deserves the name at all, comes always from some subtle plane through the creative vital and uses the outer mind and other external instruments for transmission only. There are here three elements, the original source of inspiration, the vital force of creative beauty which gives its substance and impetus and determines the form, and the transmitting outer consciousness of the poet. The most genuine and perfect poetry is written when the original source is able to throw its inspiration pure and unaltered into the vital and there it takes its true native form and power of speech exactly reproducing the inspiration, while the outer consciousness is entirely passive and transmits without alteration what it receives. When the vital is too active and gives too much of its own initiative or a translation into more or less turbid vital stuff, the poetry remains powerful but is inferior in quality and less authentic. Finally if the outer consciousness is too lethargic and blocks, or too active and makes its own version, then you have the poetry that fails. It is also the interference of these two parts either by obstruction or by too great an activity of their own or by both together that causes the difficulty and labour of writing. There would be no difficulty if the inspiration came through without obstruction or interference in a pure transcription—and that is what happens in a poet's highest or freest moments when he writes not at all out of his own external human mind but by inspiration, as the mouthpiece of the Gods.

As for the originating source it may be anywhere, the subtle physical plane, the higher or lower vital itself, the dynamic or creative intelligence, the plane of dynamic vision, the psychic, the illumined mind—even, though this is the rarest, the Overmind. To get the Overmind inspiration through is so rare that there are only a few lines or short passages in all poetic literature that give at least some appearance or reflection of it. As for your personal question, it is the original source of Dilip's inspiration and the good will of his vital (emotional) channel that makes his poetry so spontaneous; the psychic inspiration takes at once its true form and speech in the vital and is transmitted without any interference or only a minimum of interference by the brain-mind. That is usually the character of the lyrical inspiration (Dilip's gift is essentially lyrical) to flow out of the being—whether it comes from the vital or the psychic, it is usually spontaneous, for these are the two most powerfully impelling and spontaneous parts of the nature. Your source is on the contrary the creative (poetic) intelligence and, at your best, the illumined mind; but a poetry which comes from

this quarter is always apt to be arrested by the outer intellect. This intellect is an absurdly overactive part of the nature ; it always thinks that nothing can be well done unless it puts its finger into the pie and therefore it instinctively interferes with the inspiration, blocks half or more than half of it and labours to substitute its own inferior and toilsome productions for the true speech and rhythm that ought to have come. The poet labours in anguish to get the one true word, the authentic rhythm, the real divine substance of what he has to say, while all the time it is waiting complete and ready behind, but is not allowed transmission by some part of the transmitting agency which prefers to try to translate and is not willing merely to receive and transcribe. When you get something through from the illumined mind, then you produce something really fine and great. When you get with labour or without it something reasonably like what the poetic intelligence wanted to say, then you make something fine or adequate, but not great. When the brain is at work trying to fashion out of itself or to give its own version of what the higher sources are trying to pour down, then you manufacture something either quite inadequate or faulty or, at the best, "good on the whole," but not *the* thing you ought to write.

June 2, 1931. SRI AUROBINDO

Amal,

In the lines you quote from Wordsworth—

> "The cataracts blow their trumpets from the steep ;
> No more shall grief of mine the season wrong ;
> I hear the echoes through the mountains throng,
> The winds come to me from the fields of sleep".

—it is precisely the Overmind movement that is wanting ; in the last line there is something of the Overmind substance expressed not directly but through the highest intuitive consciousness (the plane between the illumined mind and Overmind), and, because it is not direct, the Overmind rhythm is absent. If I have given high praise to a pssage, it does not follow that it is from the Overmind ; the poetic (aesthetic) value of perfection of a line, passage or poem does not depend on the plane from which it comes, but on the purity and authenticity and power with which it transcribes an intense vision and inspiration from

whatever source. Shakespeare is a poet of the vital inspiration ; Homer of the subtle physical ; but there are no greater poets in any literature. No doubt, if we can get a continuous inspiration from the Overmind, that would mean a greater, sustained height of perfection and spiritual quality in poetry than has yet been achieved ; but we are discussing here short passages and lines.

As for the Overmind rhythm and inspiration, we get nearer to it in another line of Wordsworth, but I do not remember it exactly and I may misquote,—

"And marble face, the index of a mind
Voyaging through strange seas of thought alone"

or a line like Milton's

"These thoughts that wander through eternity."

One has the sense here of a rhythm which does not begin or end with the line, but has for ever been sounding in the eternal planes and began even in Time ages ago and which returns into the infinite to go sounding on for ages after. In fact, the word-rhythm is only part of what we hear, a support for the rhythm we listen to behind in "the Ear of the ear," *shrotrasha shrotram*. To a certain extent, that is what all great poetry tries to have, but it is only the Overmind rhythm to which it is natural and easy as breathing and in which it is not only behind the word-rhythm but gets into the word-movement itself and finds a kind of fully supporting body there.

SRI AUROBINDO.

P. S. Lines from the highest intuitive mind—consciousness, as well as those from the Overmind, can have a *mantric* character—the rhythm too may have a certain kinship, but it is not the thing itself, only the nearest step towards it.

Dilip,

The *mantra* (not necessarily in the Upanishads) as I have tried to describe it in the "Future Poetry" is what comes from the Overmind inspiration. Its characteristics are a language that says infinitely more than the mere sense of the words seems to indicate, a rhythm that means even more than the language and is born out of the Infinite and disappears

into it and the power to convey not merely mental, vital or physical contents or indications or values of the thing it speaks of, but its value and figure in some fundamental and original consciousness which is behind all these. The passages you mention (from the Upanishad and the Gita) have certainly the Overmind accent. But ordinarily, as I have said, the Overmind inspiration does not come out pure in human poetry. It has to lift it by a seizure and surprise from above into the Overmind largeness; but in doing so there is usually a mixture of the two elements, the uplifting influence and the lower stuff of mind. You must remember that the Overmind is a superhuman consciousness and to be able to write always or purely from an Overmind inspiration would mean the elevation of at least a part of the nature beyond the human level. But to write of these things would need a greater length of exposition than I can give you at present.

......But how do you expect a Supramental inspiration to come down here when the Overmind itself is so rarely within human reach? That is always the error of the impatient aspirant, to think he can get the Supermind without going through the intervening stages or to imagine that he has got it when in fact he has only got something from the illumined or intuitive or at the highest *some kind* of mixed Overmind consciousness.

SRI AUROBINDO.

London
18. 10. 1922.

Dear Mr. Roy,

Of course I remember you very well at Lugano......I will do my best to answer your question which is one that has often and anxiously occupied my thoughts.

On the balance, if I were in your position, I think I should take to music whole-heartedly and give to politics only so much as is compatible with that. I do not believe that people can, in the long run, be useful if they thwart their nature too much. I have observed often that the sacrifice of some strong fundamental impulse to a cause tends to make people fanatical and ruthless, so that in the end they do more harm than good. One may expect to prove oneself an exception, but that is rash. For myself I have adopted a compromise: I give about half my time to speaking and writing on practical affairs, and about half to the abstract pursuits that my nature loves.

Then you might look at the matter another way. Assume that, with the course of time, India achieves her freedom ; you would wish that there should be people in India capable of producing a fine civilization. This will not be the case if those with capacity for things other than politics have meanwhile neglected their gifts.

At bottom the question depends upon the strength of your own impulse. If your love of music is the strongest thing in your life, you should follow it. But if you feel that politics would so absorb you as to make you forget all about music, the matter is otherwise. No one but yourself can answer this—question ; I can only suggest how one should act in the event of either answer.

The consideration you set forth in your letter are all such as should be taken into account ; but on the balance my feeling is what I have expressed in this letter.

Sd. Bertrand Russell

* * * * *

18/1/31
Kings College.
Cambridge.

Dear Mr. Roy,

I shall find it very hard to say in a brief space, or indeed to say at all, what I feel about the mystical question you ask. This is not merely reserve ; it is my sense of the gulf which lies between an Englishman and an Indian, in all these matters, even when on both sides there is good will. When I was a young man I became much absorbed first in Plato, and then Plotinus. I am one of the few Englishmen who have studied Plotinus from cover to cover, though that was years ago. I thought then that there must be some way of reaching ultimate truth (or perhaps I should say ultimate experience) by some short cut. I suppose the principal thing that happened to me, in the course of my life, was the disappearance of this idea. *I feel now that we are all very ignorant and quite incredibly and unimaginably inadequate to deal with the kind of questions we ask about ultimate things.* I know, however, that there do exist what are called mystic states and I am interested when I come across anyone genuine who claims to have had them. But what they signify really, when had, I cannot of course

pretend to judge. I am now pretty near to death and naturally my mind moves in that direction. What death really means no one can tell, perhaps it means different things to different people. I am content and indeed obliged to "wait and see". You say you have read the book on Goethe which I wrote. The attitude he had towards all these things is very much my own. I "wait" hoping and expecting to 'see' if there is any thing to see. Meantime "Alles vergängliche ist nur ein Geichniss" * etc. may be a guess at truth. I expect that yoga comes in in this connection and I am quite ready to believe that in your country men have discovered much in the way of the control of the body by the mind, and the engendering of conditions which most Europeans know nothing about. But how important that may be I cannot judge ; I have never, since I was a young man, been interested in those things, and have always had the fear that there may be much danger and delusion there, even if there be also possible achievement.

To turn from these things to more "practical" ones, as Englishmen are apt to say (I am not defending our natural attitude), my own instinct or judgement or whatever it is, all against attempting to deal with political questions as if they were religious or mystical, etc. When one enters into politics one enters the region of passion, interest, prejudice, and at last, fighting, which, however it begins, always ends in the destruction of all that was best and most generous in those who perhaps inaugurated it. I have heared of course from every side the kind of criticism you bring against the League of Nations : It *is* a most imperfect document. But its imperfection represents that of the nations and peoples who framed it, or, by their mere presence in the background, caused it to be framed as it is, and not otherwise. To say it is *bad* is to say what is true : that political mankind is bad. But political mankind will not be much better by scrapping all the poor stuff it tries to do, and crying for the moon—that is, for a different humanity. If one is working for that latter, it must be by other than political means, or, if one adopts political methods, one must cut them according to the cloth of the *now* existing mankind. I have written you all this that you may know where I stand, since is these things you ask me about.

Yours Sincerely,
G. Lowes Dickinson.

---

* Every fleeting thing is but a symbol

Dilip,

I have not forgotten Russell but I have neglected him, first, for want of time ; second, because for the moment I have mislaid your letter ; third, because of lack of understanding on my part. What is the meaning of his "taking interest in external things for their own sakes ?" And what is an introvert ? * Both these problems baffle me.

The word "introvert" has come into existence only recently and sounds like a companion of "pervert". Literally, it means one who is turned inwards. The Upanishad speaks of the doors of the senses that are turned outwards absorbing man in external things ("for their own sakes," I suppose ?) and of the rare man among a million who turns his vision inwards and sees the self. Is that man an introvert ? And is Russell's ideal man "interested in externals for their own sakes"—a Ramaswami the chef or Joseph the chauffeur for instance—*homo externalis Russellius* an extrovert ? Or is an introvert one who has an inner life stronger than his external one,—the poet, the musician, the artist ? Was Beethoven in his deafness bringing out music from within an introvert ? Or does it mean one who measures external things by an inner standard and is interested in them not "for their own sakes" but for their value to his self-development, psychic, religious, ethical or other ? Are Tolstoy and Gandhi examples of introverts ? Or in another field—Goethe ? Or does it mean one who cares for external things only as they concern his ego ? But that I suppose would include 999,999 men out of every million.

What are external things ? Russell is a mathematician. Are mathematical formulæ external things even though they exist here only in the World-mind and the mind of Man ? If not, is Russell, as mathematician, an introvert ? Again, Yajnavalkya says that one loves the wife not for the sake of the wife, but for the self's sake, and so with other objects of interest or desire—whether the self be the inner self or the ego. In yoga it is the valuing of external things in the terms of the desire of the ego that is discouraged —their only value is their value in the manifestation of the Divine. Who desires external things "for their own

---

* I had quoted from Russell's latest book, "The Conquest of Happiness," the following passage among others : "We are all prone to the malady of the introvert, who, with the manifold spectacle of the world spread out before him, turns away and gazes upon the emptiness within."

sake" and not for some value to the conscious being? Even Cheloo, the day-labourer is not interested in a two-anna piece for its own sake, but for some vital satisfaction it can bring him; even with the hoarding miser it is the same—it is his vital being's passion for possession that he satisfies.

What then is meant by Russell's "for their own sakes"? If you enlighten me on these points, I may still make an effort to comment on his Mahâvâkya.

More important is his wonderful phrase about the "emptiness within"; on that at least I hope to make a comment one day or another.

SRI AUROBINDO

Dilip,

About Russel—I have never disputed his abilities or his character; I am concerned only with his opinions and there too only with those opinions which touch upon my own province—that of spiritual Truth. In all religions, the most narrow and stupid even, and in all non-religions also there are great minds, great men, fine characters. I know little about Russel, but I never dreamed of disputing the greatness of Lenin, for instance, merely because he was an atheist—nobody would, unless he were an imbecile. But the greatness of Lenin does not debar me from refusing assent to the credal dogmas of Bolshevism, and the beauty of character of an atheist does not prove that spirituality is a lie of the imagination and that there is no Divine. I might add that if you can find the utterances of famous Yogis childish when they talk about marriage or on other mental matters, I cannot be blamed for finding the ideas of Russel about spiritual experience, of which he knows nothing, very much wanting in light and substance. You have not named the Yogis in question, and till you do, I am afraid I shall cherish a suspicion about either the height or the breadth of their spiritual experience. But of that, hereafter, when I get a chance of an hour or two to write on it.

SRI AUROBINDO.

Dilip,

You struck your head against the upper sill of the door our engineer Chandulal fixed in your room? A pity, no doubt. But remember that Chandulal's dealings with the door *qua* door were scientifically impeccable, the only thing he forgot was that people (of various sizes) would have to pass through it. If you regard the door from the Russellian point of view as an external thing in which you must take pleasure for its own sake, then this will be brought home to you and you will see that it was quite all right. It is only when you bring in irrelevant subjective considerations like people's demands on a door and the pain of stunned heads that objections can be made. However, inspite of philosophy, the Mother will speak to Chandulal in the morning and get him to do what has (practically, not philosophically) to be done. May I suggest however—if it is any consolation to you—that our diminutive engineer perhaps measured things by his own head forgetting that there were in the Asram higher heads and broader shoulders?...As for Divine rapture,* a knock on head or foot or elsewhere can be received with the physical Ananda of pain or pain plus Ananda or pure physical Ananda—for I have often, quite involuntarily, made the experiment myself and passed with honours. It began, by the way, as far back as in Alipore Jail when I got bitten in my cell by some very red and ferocious-looking warrior ants and found to my surprise that pain and pleasure were conventions of our senses. But I do not expect that unusual reaction from others. And I suppose there are limits, e. g., the case of a picketer in Madras or of Dr. Noel Paton. In any case, their way of having rapture is better off the list and the Lilliputian doorway was not a happy contrivance.

SRI AUROBINDO.

Dilip,

Your destiny is to be a Yogi and the sooner your vital Purusha reconciles itself to the prospect the better for it and for all the other personalities in you...

First about human love in sadhana. The soul's turning through love to the Divine must be through a love that is essentially divine, but as the instrument of expression at first is a

---

* I had written to Sri Aurobindo that although Sri Radha had said: "Sorrow or pain coming from you, O Krishna, shall lead me to the Divine Rapture," I myself found to my discomfiture that a stunned head was somewhat of an exception, in that the sorrow or pain derived therefrom led at best to a bewilderment as to the motive of this "entrancing" lila.

human nature, it takes the form of human love and bhakti. It is only as the consciousness deepens, heightens and changes that the greater enternal love can grow in it and openly transform the human into the divine...

You describe the rich human egoistic life you might have lived and you say: "Not altogether a wretched life, you will admit." On paper it sounds even very glowing and satisfactory, as you describe it. But there is no real or final satisfaction in it, except for those who are too common or trivial to seek anything else, and even they are not really satisfied or happy,—and in the end it tires and palls. Sorrow and illness, clash and strife, disappointment, disillusionment and all kinds of human suffering come and beat its glow to pieces—and then decay and death. That is the vital egoistic life as man has found throughout the ages, and yet it is that which this part of your vital regrets! How do you fail to see when you lay so much stress on the desirability of a merely human consciousness, that suffering is its badge? When the vital resists the change from the human into the divine consciousness, what it is defending is its right to sorrow and suffering and all the rest of it, varied and relieved no doubt by some vital or mental pleasures and satisfactions, but very partially relieved by them and only for a time. In your own case, it was already beginning to pall on you and that was why you turned from it. No doubt, there were the joys of the intellect and of the artistic creation, but a man cannot be an artist alone; there is the outer quite human lower vital part * and, in all but a few, it is the most clamorous and insistent part. But what was dissatisfied in you? It was the soul within, first of all, and through it the higher mind and the higher vital. *

The "human" vital consciousness has moved always between these two poles: the ordinary vital life which cannot satisfy and the recoil from it to the ascetic solution. India has gone fully through that see-saw; Europe is beginning once more after a full trial to feel the failure of the mere vital egoistic life...

Whatever the motive immediately pushing the mind or the vital, if there is a true seeking for the Divine in the being, it must lead eventually to the realisation of the Divine. The Soul within has always the inherent (ahaituki) yearning for the Divine; the *hetu* or special

---

* Sri Aurobindo calls 'lower vital' impulses those that are born of desires and cravings and passions and egoisms and 'higher vital' those that lead to creative activities, generosity, bravery, heroism etc.

motive is simply an impulsion used by it to get the mind and the vital to follow the inner urge. If the mind and the vital can feel and accept the soul's sheer love for the Divine for His own sake, then the sadhana gets its full power and many difficulties disappear; but even if they do not, they will get what they seek after in the Divine and through it they will come to realise, even to pass beyond the limit of the original desire...I may say that the idea of a joyless God is an absurdity, which only the ignorance of the mind could engender! the Radha love is not based upon any such thing, but means simply that whatever comes on the way to the Divine, pain or joy, *milan* or *viraha*, and however long the sufferings may last, the Radha love is unshaken and keeps its faith and certitude pointing fixedly like a star to the supreme object of Love.

What is this Ananda, after all? The mind can see in it nothing but a pleasant psychological condition,—but if it were only that, it could not be the rapture which the bhaktas and the mystics find in it. When the Ananda comes into you, it is the Divine who comes into you, just as when the Peace flows into you, it is the Divine who is invading you, or when you are flooded with Light, it is the flood of the Divine Himself that is around you. Of course the Divine is something much more, many other things besides, and in them all a Presence, a Being, a Divine Person; for the Divine is Krishna, is Shiva, is the Supreme Mother. But through the Ananda you can perceive the Anandamaya Krishna, for the Ananda is the subtle body and being of Krishna; through the Peace you can perceive the Shantimaya Shiva; in the Light, in the delivering knowledge, the Love, the fulfilling and uplifting Power you can meet the presence of the Divine Mother. It is this perception that makes the experiences of the bhaktas and mystics so rapturous and enables them to pass more easily through the nights of anguish and separation; when there is this soul-perception, it gives to even a little or brief Ananda a force or value it could not otherwise have, and the Ananda itself gathers by it a growing power to stay, to return, to increase.

I cannot very well answer the strictures of Russel.* for the conception of the Divine as an external omnipotent Power who has "created" the world and governs it, like an absolute

---

* I had quoted the following passage from Bertrand Russel's booklet "Why I am not a Christian":

'When you come to look into this argument from design, it is a most astonishing thing that people can believe that this world, with all the things that are in it, with all its defects, should be the best that Omnipotence and Omniscience has been able to produce in millions of years. I really cannot believe it. Do

and arbitrary monarch ; the Christian or Semitic conception, has never been mine ; it contradicts too much my seeing and experience during thirty years of Sadhana. It is against this conception that the atheistic objection is aimed,—for atheism in Europe has been a shallow and rather childish reaction against a shallow and childish exoteric religionism and its popular inadequate aud crudely dogmatic notions. But when I speak of the Divine Will I mean something different,—something that has descended here into an evolutionary world of Ignorance, standing at the back of things, pressing on the Darkness with its Light, leading things presently towards the best possible in the conditions of a world of Ignorance and

---

you think that if you were granted omnipotence and milllons of years to perfect your world you could produce nothing better than the Ku-Klux-Klan the Fascisti, and Mr. Winston Churchill ? I am told that...it is a gloomy view to suppose that life will die out—at least I suppose we may say so, although sometimes, when I contemplate the things that people do with their lives I think it is almost a consolation."

I had also written to Sir Aurobindo that Russel was not only "tremendously honest" as Suhrwardy used to put it, but in humour too piquant. For instance I read in the papers that a Gujrati gentleman regretted to him the other day that Dilip Roy had renounced the world—expecting him to go for such mystic other-worldliness. But to his discomfiture, the humanist Russel had replied sardonically ; 'and the world is worth renouncing."

"Russel used to admit to me" I wrote, 'that when all was said, he was powerless to effectuate anything or to stave off disasters which is an honest admission enough. A blind self-deceiver would never admit it, would he ? It was this quality which Lowes Dickinson too possessed in a singular degree and that was why I admired such atheists far more than many so-called God-fearing men."

Sri Aurobindo wrote in reply : "I have already said that I have no objection to anybody admiring Russel or Dickinson or any other atheist for that matter. Genius or fine qualities are always admirable in whomsoever they are found ; all that has nothing to do with the turn of a man's opinions or the truth or untruth of atheism or of spiritual experience—As for Russel's booklet 'Why I am not a Christian" which you sent me I seized a few moments to run thongh it. It is just as I had expected it to be. I have no doubt that Russel is a competent philosophic thinker, but this might have been written by an ordinary propagandist tract-writer. The arguments of the ordinary Christian apologists to prove the existence of God are futile drivel and Russel answering them has descended to their level. He was appealing to the mass-mind I suppose, but that is enough to deprive the book of any real thought-value. And yet the questions raised are interesting enough if treated with true phiiosophic insight or from the standpoint of true spiritual experience. It is queer that the European mind, capable enough in other directions should sink to such utter puerility when it begins to deal with reiigion or spiritual experience."

leading it eventually towards a descent of a greater power of the Divine, which will be not an omnipotence held back and conditioned by the law of the world as it is, but in full action and therefore bringing the reign of light, peace, harmony, joy, love, beauty and Ananda, for these are the Divine Nature. The Divine Grace is there ready to act at every moment, but it manifests as one grows out of the Law of Ignorance into the Law of Light, and it is meant, not as an arbitrary caprice, however miraculous often its intervention, but as a help in that growth and a Light that leads and eventually delivers. If we take the facts of the world as they are and the facts of spiritual experience as a whole, neither of which can be denied or neglected, then I do not see what other Divine there can be. This Divine may lead us often through darkness, because the darkness is there in us and around us, but it is to the Light He is leading and not to anything else. SRI AUROBINDO.

TO SRI AUROBINDO,

Krishnaprem, whose letters follow, is a very dear friend of mine. A short account : he comes from a high, well-off English family. His original name was Ronald Nixon. He took his Tripos in Cambridge in Mental and Moral Science. A brilliant and deep student of philosophy, it was with him a case of love at first sight with Vedanta, which made him adopt India as his spiritual home. He came first as a Professor of English at the Lucknow University but gave up this much-coveted post with a fat pay for a Professorship at the Hindu University with a small pay, because Benares attracted him deeply. Later he gave up that post too, gave away all his savings and belongings—to the last farthing—to resort to Almora, a poor Vaishnava. He is now at a small asram there under the guruship of Sri Mataji who also was very rich and gave up her family and palace and everything for the Seva of Sri Krishna in the Himalayas. There Ronald changed his name into Krishnaprem....

Dilip.

22—1—27.
Lucknow.

My dear Dilip,

So you are off to Europe once again ? Well, I wish you all luck...I do not, I cofess, feel altogether clear about the nature of the adesh (Divine Command) spoken of by Sri Ramkrishna. I am not at all sure that the greatest work is not done unconsiously and for no

other reason than that the doer intensely wants to do it. Of course this intense desire may be said to be the adesh, but then doesn't the discussion become somewhat pointless? Many poets have, no doubt, felt some sort of injunction laid on them, for example,—Shelley, Blake, Wordsworth and others, but there are many of whom one doubts it, for example,—Shakespeare, Scott, Byron, Chaucer. In one sense I think the doctrine is a dangerous one (whatever sphere it be applied in) as it leads to the intensification of egoism and the idea—"I'm going to do something." After all, do we not find "the man with a mission" one of the most tiresome types of humanity, and is not our instinct probably right in the matter? Of course it might be replied that the "man with a mission" to whom I refer means a man with a pseudo-mission—*mithya adesh*—but this is a difficult point...Then of course there is a further question: Were not Sri Ramkrishna's remarks made in reference to a man seeking to "help others" or influence others or serve others or some such phrase? Does the great artist concern himself with "others" at all? Does he not create because he must, in order to relieve himself of what he has in him? I agree with *you*: now-a-days we tend to overestimate the power of art, and take the view that art is sadhana or spiritual initiation. But is it? Of course great art can, to a certain extent, take one out of oneself and render one (though perhaps only in a mild and metaphorical manner) independent of space, time and circumstance. However, so can many other enjoyments if pursued ardently enough. Doubtless *all* activities can become part of a sadhana, if suitably engaged in. But when all is said, the fact remains that there is a difference between Yoga as a sadhana and Art as a sadhana. Artists, you will say, or at least some artists, urge that art can be *used* as a sadhana. But to this platitude the only reply is a counter-platitude: that anything could be taken as a sadhana (e. g., battle of Kurukshetra). To this the art-enthusiasts will reply in an injured tone that art enriches our spiritual life. I wonder. I fancy it would not be difficult to maintain that art is substitute—a surrogate for spiritual life; in Bacon's words, "the shows of things are submitted to the desires of the mind." Shelley has defined poetry as "the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds." This is not a bad definition, much better than many more pretentious ones. But can one seriously maintain that the keeping of such a record amounts to a sadhana? Isn't it as vague as Rolland's pale internationalism? I used once to believe in such vague consolations, but I am now beginning to have my doubts whether all this is as satisfactory as is claimed. For myself though I can be tolerant to all

countries, I have only one, and that, strange to say, is not England but India. What I feel is, that the wealth of tradition which *is* a nation is too precious a thing to be merged into a common hotch-potch the same from London to Yokohama. If we confine ourselves to Europe (at least Western Europe) the case is somewhat different as the traditions are more or less common ; but can England and India, say, be mixed so philanthropically without doing vital injury to both ? When the traditions of a nation die then that nation is dead, and even if it persists as a great Power in the world, yet it is nothing but an aggregate of meaningless individuals determinedly pursuing their contemptible aims. That is why Japan has shown great wisdom in determining that Westernise as they may they will preserve tradition even to the extent of the officially falsifying their history-books. I suppose some people hold up their hands in horror at such deliberate falsification, but the Japanese are right. History is a symbol, and what that symbol signifies is something infinitely more precious than a mere peddling adherence to a sequence of so-called "facts." There is only one root fact anywhere, and that is the Eternal One. Whatever helps to reveal Him is a fact, and whatever helps to hide Him is a lie even if all the fools in the world affirm it.

To come now to Russel's delightfully vague and confident panacea. He has a clear mind I grant you, but what is the good to you or me of all his stuff about education and atheism ? Even a mediocre seeker after truth who really believes seems to me nearer the truth and also more of a real man than all Russel's enlightened free thinking, cosmopolitan "humanist" sceptics.

Yours affectionately,
Ronald.
(later Krishnaprem)

8—11—29
Almora.

May dear Dilip,

Khitish writes to me of the "quest of the ever-new...through the unfoldings of the mind," which seems to me too vague a sentiment (as that of art being a sadhana) to be of any real use. More-over, what I seek is not the "ever-new" but that which is "the same yesterday, to-day and to-morrow, the eternal Sri Krishna, changeless in change and yet changing in changelessness."

I fully agree with you Dilip : I cannot agree with those who affect to see Yogas in Science and art (or social work). Disciplines they may be, but the intellectual ardours of the one and the emotional transports of the other are, as such, little nearer to Yoga than the heroic labours of the coal-miner of the ephemeral loves of the philanderer. Of course they may be pursued by real yogis, but generally they are not, and they can only become real yogic sadhanas when pursued as such which in practice presents enormous difficulty. Anyhow, sadhana or not, they are all part of the Lila, and those who are cast for those parts must speak the lines they are given by the Producer and I certainly do not wish to depreciate those, or indeed, any portions of the Divine performance. After all, as the Gita says, "Sadrisam Chestate Swasyah Prakriterjnanavanapi."—"Even the man of knowledge behaves in conformity with his own nature." It isn't what a man does that constitutes Yoga but he realises about what he is doing, or, truer still, what he realises about what is being done through him.

I don't know why I have written all this to you, to whom it is now no doubt quite a matter to be taken for granted. I suppose it is just the pleasure of thinking aloud to one who, as you say, is of the same race and family.

Affectionately,
Krishnaprema.

3—12—29.
Almora.

My dear Dilip,

As regards my remarks about science and art in my last letter, your interpretation was quite right. All I meant was that all these things, were in themselves, in a totally different plane from Yoga. Seen from the top of a mountain the difference between a dog and an elephant is negligible. Yoga is just such a mountain and as it is said somewhere in the Gita : "Even the seeker after Yoga transcends the Vedas." He certainly transcends science and art and all the rest of it. However, as I told you so often, I do not at all disparage either of those pursuits, nor indeed, any part of the Divine Lila.

You say, you hope for a rapprochement between Science and Yoga. But I am afraid I cannot believe that the day is dawning when scientists will become yogis. It would take long to explain it just now, but I am inclined to feel that the subjectivism of some modern psychology, in the near future to weave a curtain which will cut off educated men from

perception of Reality even more effectually than was done by the old-style materialism. Even yogic experiences will be explained, so clearly, and apparently convincingly, that few will be able to hold out. However, I may be wrong and in any case the time has not yet come......

I do so entirely agree with Sri Aurobindo's remarks about the difference between Indian and Western philosophy in his letter to C, where he so beautifully and luminously explains the difference between the Western outlook on life and the Indian, e. g., where he writes :—

"All European metaphysical thought—even in those thinkers who try to prove or explain the existence and nature of God or of the Absolute—does not in its method and result go beyond the intellect. But the intellect is incapable of knowing the supreme Truth ; it can only range about seeking for Truth, and catching fragmentary representations of it, not the thing itself, and trying to piece them together. Mind cannot arrive at Truth ; it can only make some constructed figure that tries to represent it or a combination of figures. At the end of European thought, therefore, there must always be Agnosticism, declared or implicit. Intellect, if it goes sincerely to its own end, has to return and give this report : "I cannot know ; there is, or at least it seems to me that there may be or even must be Something beyond, some ultimate Reality, but about its truth I can only speculate ; it is either unknowable or cannot be known by me." Or, if it has received some light on the way from what is beyond it, it can say too : "There is perhaps a consciousness beyond Mind, for I seem to catch glimpses of it and even to get intimations from it. If that is in touch with the Beyond or if it is itself the consciousness of the Beyond and you can find some way to reach it, then this Something can be known but not otherwise.

"Any seeking of the supreme Truth through intellect alone must end either in Agnosticism of this kind or else in some intellectual system or mind-constructed formula. There have been hundreds of these systems and formulas and there can be hundreds more, but none can be definitive. Each may have its value for the mind, and different systems with their contrary conclusions can have an equal appeal to intelligences of equal power and competence. All this labour of speculation has its utility in training the human mind and helping to keep before it the idea of Something beyond and Ultimate towards which it must turn. But the intellectual Reason can only point vaguely or feel gropingly towards it or try to indicate

partial and even conflicting aspects of its manifestation here ; it cannot enter into and know it. As long as we remain in the domain of the intellect only, an impartial pondering over all that has been thought and sought after, a constant throwing-up of ideas, of all the possible ideas, and the formation of this or that philosophical belief, opinion or conclusion is all that can be done. This kind of disinterested search after Truth would be the only possible attitude for any wide and plastic intelligence. But any conclusion so arrived at would be only speculative ; it could have no spiritual value ; it would not give the decisive experience or the spiritual certitude for which the soul is seeking. If the intellect is our highest possible instrument and there is no other means of arriving at supraphysical Truth, then a wise and large Agnosticism must be our ultimate attitude. Things in the manifestation may be known to some degree, but the Supreme and all that is beyond the Mind must remain for ever unknowable.

"It is only if there is a greater consciousness beyond Mind and that consciousness is accessible to us that we can know and enter into the ultimate Reality. Intellectual speculation, logical reasoning as to whether there is or is not such a greater consciousness cannot carry us very far. What we need is a way to get the experience of it, to reach it, enter into it, live in it. If we can get that, intellectual speculation and reasoning must fall necessarily into a very secondary place and even lose their reason for existence. Philosophy, intellectual expression of the Truth may remain, but mainly as a means of expressing this greater discovery and as much of its contents as can at all be expressed in mental terms to those who still live in the mental intelligence.

"This, you will see, answer your point about the western thinkers, Bradley and other, who have arrived through intellectual thinking at the idea of an "Other beyond Thought" or have even, like Bradley, tried to express their conclusions about it in terms that recall some of the expressions in the "Arya." The idea in itself is not new ; it is as old as the Vedas. It was repeated in other forms in Buddhism, Christian Gnosticism, Sufism. Originally, it was not discovered by intellectual speculation, but by the mystics following an inner spiritual discipline. When, somewhere between the seventh and fifth centuries B. C., men began both in the East and West to intellectualise knowledge, this Truth survived in the East ; in the West, where the intellect began to be accepted as the sole or highest instrument for the discovery of Truth, it began to fade. But still it has there too tried constantly to return ;

the Neo-Platonists brought it back, and now, it appears, the New-Hegelians and others (e. g., the Russian Ouspensky and one or two German thinkers, I believe) seem to be reaching after it. But still there is a difference.

"In the East, especially in India, the metaphysical thinkers have tried as in the West, to determine the nature of the highest Truth by the intellect. But, in the first place, they have not given mental thinking the sùpreme rank as an instrument the discovery of Truth, but only a secondary status. The first rank has always been given to spiritual intuition and illumination and spiritual experience ; an intellectual concluision that contradicts this supreme authority is held invalid. Secondly, each philosophy has armed itself with a practical way of reaching to the supreme state of consciousness, so that even when one begins with Thought, the aim is to arrive at a consciousness beyond mental thinking. Each philosophical founder (as also those who continued his work or school) has been a metaphysical thinker doubled with a Yogi. Those who were only philosophic intellectuals were respected for their learning but never took rank as truth-discoverers. And the philosophies that lacked a sufficiently powerful means of spiritual experience died out and became things of the past because they were not dynamic for spiritual discovery and realization.

In the West it was just the opposite that came to pass. Thought, intellect, the logical reason came to be regarded more and more as the highest means and even the highest end ; in philosophy Thought is the be-all and the end-all. It is by intellectual thinking and speculation that the truth is to be discovered : even spiritual experience has been summoned to pass the tests of the intellect, if it is to be held valid—just the reverse of the Indian position. Even those who see that mental Thought must be overpassed and admit a supramental "Other," do not seem to escape from the feeling that it must be through mental Thought, sublimating and transmuting itself, that this other Truth must be reached and made to take the place of the mental limitation and ignorance. And again Western thought has ceased to be dynamic ; it has sought after a theory of things, not after realization. It was still dynamic amongst the ancient Greeks, but for moral and aesthetic rather than spiritual ends. Later on, it became yet more purely intellectual and academic ; it became intellectual speculation only without any practical ways and means for the attainment of the Truth by spiritual experiment, spiritual discovery, a spiritual transformation. If there were not this difference, there would be no reason for seekers like yourself to turn to the East for guidance ; for in the purely

intellectual field the western thinkers are as competent as any Eastern sage. It is the spiritual way, the road that leads beyond the intellectual levels, the passage from the outer being to the inmost Self which has been lost by the over-intellectuality of the mind of Europe.

"In the extracts you have sent me from Bradley and Joachim, it is still the intellect thinking about what is beyond itself and coming to an intellectual, a reasoned speculative conclusion about it. It is not dynamic for the change which it attempts to describe. If these writers were expressing in Mental terms some realization, even mental, some intuitive experience of this "Other than Thought," then one ready for it might feel it through the veil of the language they use and himself draw near to the same experience. Or if, having reached the intellectual conclusin, they had passed on to the spiritual realization, finding the way or following one already found, then in pursuing their thought one might be preparing oneself for the same transition. But there is nothing of the kind in all this strenuous thinking. It remains in the domain of the intellect and in that domain it is no doubt admirable ; but it does not become dynamic for spiritual experience. I propose to deal with the substance of this thought and its limitations hereafter, but for the present I leave it there.

"It is not by 'thinking out' the entire reality, but by a change of consciousness that one can pass from the ignorance to the knowledge—the knowledge by which we become what we know. To pass from the external to a direct and intimate inner consciousness ; to widen consciousness out of the limits of the ego and the body ; to heighten it by an inner will and aspiration and opening to the Light till it passes in its ascent beyond Mind, to bring down a descent of the supramental Divine through self-giving and surrender with a consequent transformation of mind, life and body—this is the *integral* way to the Truth. (I have said that the idea of the Supermind was already in existence from ancient times. There was in India and elsewhere the attempt to reach it by rising to it ; but what was missed was the way to make it integral for the life and to bring it down for transformation of the whole nature, even of the physical nature.) It is this that we call the Truth here and aim at in our Yoga.

"I shall answer in a continuation of this letter your question about the Arya and then write what else I have to say in the matter.

June, 1930. SRI AUROBINDO."

Quite, Dilip. And all his remarks about the Western philosophers are as true. Even where they are talking about the same sort of things they do so from utterly different points

of view and have nothing real in common under the seeming agreement. Whether a Western philosopher says with Mc. Teggart that a stone is a colony of souls, or with Berkley that it is an idea in the mind of God or with Bertrand Russel that it is a collection of perspectives of neutral stuff (whatever that may mean) in practice he means nothing practical at all and is in the just same position as the common-sense person who says that a stone is just a stone. All these Western systems are like that. They are excellent as intellectual training, but they never come to business. (I have often noticed that many European scholars will discourse eloquently about the beauty and healthiness and convenience of Indian dress (say) or Indian ways, but let any European take them at their word and go and put on a dhoti and he is damned at once. It is so with Western thought. It will talk eloquently but will never "put on the dhoti," and will regard you as vulgar if you attempt to do so).

That is why I differ from those wonderfully catholic men who seek to build a bridge between India and Megalopolis and want to make it easy for the 'Megalopolitan' (to use Spengler's words) to stroll over to India and back for the evening walk in Piccadilly. I would rather the Megalopolitan were confronted once and for all with the necessity of a choice so that if he chose India he should have to renounce his cultural pride for good and all and bow his head in the dust that Sri Krishna trod. For that reason I do not care for Woodroff's attempts to show how much in accord with modern science are certain aspects of Shakta philosophy. I would prefer simply to say : "This is the truth ; take it or leave it." If science says this in her own way, so much the better for science. If not, so much the worse...

You talk again of Romain Rolland. But you see I do not care much for him now. All this pale internationalism will not get one anywhere, and it will be swept away again by the very next flood of violent national passions. Noble as it is, it seems anæmic when confronted with, say the vivid though Asuric life of the socialist Third International. However, my chief objection to him is that I suspect him of using the words and expressions coined by yogis and rishis in their efforts to set forth their experiences...of using, I say, these expressions to lend a sort of borrowed grandeur to the pale experiences of 'art' which (even when genuine) are to the former as the moon is to the sun. He is thus helping to debase the currency as it were.

Give Chadwick my love and some news about your own sweet self.

Affectionately,
Krishnaprema.

30—1—31
Almora.

My dear Dilip,

I think you overestimate the effect I had on you. It is true that you had adopted, superficially, a Western way of thinking (I well remember your telling me in one of the Calcutta streets that you weren't able to believe in rebirth—punarjanma). At the same time I do not think that your Westernism went very deep in you, nor did it ever satisfy your soul. You never *felt* as a Westerner, though you used, often, to *think* as one. The intellectual and aesthetic glamour (though not, I think, the material glamour) of the West had somewhat fascinated you.

It is no doubt sad that most of your friends do not approve of your yoga ; but it can't be helped. No one who hasn't experienced for himself at least something of the nature and joys of the spiritual life can have any valid opinion on the subject. Politics and science and art for their own sakes are no doubt all very well for those who care for them, or, as is more usual, wish to make something out of them, but devoid of an intimate Divine realisation they are mere games, pleasant or unpleasant as the case may be. Moreover, a mere sugar-icing of misty idealism is not and cannot be any substitute for real experiences of the Divine. And then there is all the stale nonsense about seeking a purely selfish bliss, etc. Such people know nothing about it and it is waste of time to argue with them, beyond throwing them the statement that where there is self there is no Krishna and where Krishna is there can be no self.

Again thanks for sending Sri Aurobindo's illuminating letter.

Affectionately,
Krishnaprema.

January, 1931
Almora.

My dear Dilip,

I am overjoyed to hear···No one can really throw himself at the feet of Sri Krishna and not get any response.

Aham twam sarvapapebhyo mokshayishyami ma shucha—If that promise were to fail the worlds would fall into ruin.

I had no idea you were going to blossom into a poet. Sri Mataji liked your "Gurubadi" very much—the one printed in Bharatbarsha. She quite agreed with me that there was no

reason whatever to cut out the fourth stanza from your poem to placate the non-guruvadis. * And I too am entirely opposed to the very idea. You write that your modest friend has amiably dilated on "every-body's being his guru." I have, as you know, little patience with such modern notions apparently profound but actually sterile. Some even say that books, too, are their gurus, etc. etc...No doubt everyone is the guru of everyone. Every man who is not blinded by conceit knows that there is no one or thing in this whole Brahmanda (universe) from whom he cannot learn some lesson or other, but

Akhandamandalakaram vyaptam yena characharam
darshitam tatpadam yena tasmai srigurave namah. †

He who knows that Akhandamandala and can start us on the way to Him, he alone is the real guru and it is him we need.

And then as for these highly catholic people with 'notions', it is not their "feelings" that will be hurt (as you fear) but their conceit and will do no harm. Gurupadashraya (surrender to the Guru) is the first step in bhajana and sadhana and without it nothing is possible. It is mere pride that is at the basis of all this modern wishy-wasy humanitarianism. Eevery initiated sadhaka—who has taken diksha—should nail the flag of Sri Gurudeva to his mast before everything else. Fifty thousand people may have taught me, but one alone is Gurudeva : matprananathastu sae eva naparah.

To compare that Guru with ordinary teachers,—well, it may be done by those who have not had the supreme fortune to find refuge at the Guru's feet, but never by one who has found him.

It was Huxley who said that he would as soon bow down add worship the generalised conception of an ant-heap as worship Humanity with a capital H. If anyone uses a capital G for God nowadays he must be ridiculed because all the capitals are required for Humanity, the State, Progress, etc. I am sick of being told that "the religion of to-day is such and such

---

* I had asked Krishnaprema whether, seeing that certain friends of mine wrote to me that this strophe might hurt the feelings of some non-guruvadis, I woud not do better to omit this part of my poem—even though I have never meant it as a reproach to any body. (See Rupantar, p. 106)

† To him by whom is shown to us that Highest pervading all that is with its indivisible gyre—to the Guru—Salutation.

or that the religion of to-morrow will be so and so. I want nothing of their to-days and to-morrows : I want the Eternal Truth, the same yesterday, to-day and to-morrow.

As for myself, what can I say ? I am entirely happy, but that is not due to any guna or qualities of mine but to the fact that the seva of Sri Krishna gives Ananda and bliss irrespective of the guna or aguna of the sevaka...Well, we have both changed a lot, haven't we ? I well remember how sceptical you were about punarjanma (rebirth) when I stayed with you in Calcutta and you may also remember my sharp criticism (when talking to Rabindranath) of people who believed in doing japa of Harinama. And now here are you believing in all these things that you doubted then and here have I just finished an article on Harinama.

Yes, experience is bound to follow all real surrender to the Divine and once a man has tasted the joys of the inner life nothing else will ever satisfy him. The modern disbelief in all these things is essentially sterile. I was very glad to read Sri Aurobindo's trenchant remarks about Russel's diatribes on introversion. Russel (as I told you before) is no doubt a great man and a great thinker on his own lines, but it is all vitiated by his ignorant assumptions that there is nothing but this world. What is the use of his pathetic 'humanism', a humanism which emits its feeble candle-glimmer in the midst of the gloom of ultimate annihilation not only of the individual but of all that is living ? No, it is not Russel who is to save the world, nor even your other friend Romain Rolland, who, for all his idea-ism never really gets beyond man. That is why he admires Vivekananda stressing again and again that the justification of the latter's Advaita Brahmajnana and Vedantic Sadhana lay only in the fact that in his case it only in issued in social service—which implies of course that had it not so issued it would have been quite sterile. * These moderns, when they do believe in religious experience, can think of it terms of a sort of vague Wordsworthian "Spirit divine which roolls through all things" "or something far more deeply interfused"—or some words to that effect—I am forgetting all these things. They think that these vague poetic intuitions are the same thing as the living

* You must be remembering Sri Ramkrishna's explicit command to Vivekananda : "First see God and then open your disoensaries" And you don't suppose, I hope, that Rolland can ever understand this—Rolland, who so categorically asserts that Sadhana and Siddhi must lead to some sort of twentieth. century humanitarianism in order that it may be apotheosized by all right-thinking men ?

experience of the mystics. They pride themselves on their "undogmatic", "synthetic" eclecticism in support of which they invoke the names of the great teachers of the past, quite forgetting that these said great teachers were neither "synthetic", nor "eclectic."—Look at Buddha, Shankara or Chaitanya. None of them were at all eclectie but on the other hand all strongly urged a single view with a one-pointed shraddha and nistha. But the "undogmatic" modern vogue is to look upon shraddha or nistha with something akin to commiseration, if not contempt. A learned article I read the other day in the "Orient" described Sri Chaitanyn Mahaprabhu as "plunging into the ocean maddened to ecstasy by its beauty". Hai Hai! (alas!) and I suppose it was the beauty of the muddly puddle of rain water on the site wehere now stands Radhakunda that led Sir Chaitanya Deva to do the same there? The majesty of the ocean may be a great thing, but it was not that which had intoxicated Sri Gauranga but the infinitely maddening sense-destroying beauty of Sri Krishna whom he saw standing in front of him.

Gone were the ocean-waves, and in their place he saw only the blue rippling water of the Jumna surrounding the blue smiling figure of his Lord and it was that sight that destroyed his senses and made him plunge madly in, careless of all but of reaching his beloved. But I suppose that is all effete superstition?

For myself I am glad I have turned my back on all the synthetic modern pseudo-universalism. Every year that passes it slips farther and farther away.

Yes, we are all gurubadis, specially as you, too, seek bhakti (devotion). It is a great joy to me that in spite of all the gloomy prognostications of your all-knowing friends and relatives, you are firmly treading the road we have both taken. It was not without cause that our friendship sprang up so instantaneously. I only wish we were as near in the outer world' as we are within. "Ma" sends her blessings to you and congratulations on your poetry. With pranams to your Gurudeva and love to yourself.

Yours affectionately
KRISHNAPREMA.

My dear Dilip, January 28th,' 32.

You ask me to explain why I think that modern analytic psychology and subjectivist physics are going to be a more effective veil to Reality than the old Materialism. Well, I can't give proof, but can only make a few suggestions. Religious apologists made a great

mistake in abandoning their defences and retreating to a supposedly impregnable 'Hindenburg Line' of subjective experiences. They relegated the truth of religion to the reign of the inner self...then largely unexplored...just as the Theosophists located their Mahatmas in unexplored Tibet. And they bolstered up their position with all sorts of pragmatic arguments such as that prayer was a reality because of the peace it brought, etc. Now this was cowardly and therefore foolish...Nayamatma balahinena labhyah. In fact, except on that plane where subject and object are one, there can be nothing subjective without an objective counterpart, and so what was the result ? Baffled for the moment, the attackers (and let me say it *is* an attack and no mere judicial investigation ..whatever some may pretend...merely look at the treatment meted out to any scientist however eminent who reports favourably on psychical phenomena ;..."Poor old Oliver Lodge", they will say, "he did good work once but he went potty in the end over table-turning") the attackers, I say, then set to work to study the nature of the fortress in which the apologists had so unwisely shut themselves up. They have now developed and are still developing a technique which enables them to account so plausibly for subjective psychic or mystic experiences that most superficial thinkers are convinced.

First, the work of anthropologists of the Frazer School collected a mass of information about savage magico-religious rites (which they understood only in an exterior manner— compare for instance Seabrook's inside account of African Negro magic with the account given by any orthodox anthropologist) and then it was easy to show that the same primitive (and therefore presumably ridiculous) ideas persisted in modern religions.

And then the subjective experiences. Experiments with drugs showed that to some extent similar states (to the mystic's experiences) can be produced in the laboratory. Other experiences are dealt with in the manner satirized in one of G. K. Chesterton's fantasies : A man shipwrecked from his yatch found himself in the grounds of a lunatic asylum and was promptly assumed to be a patient. Every explanation he tried to give of his arrival was assumed to be delusion about ship-wreck. Thus if the mystic escapes the Cylla of Freudian repressed sensuality, he is caught in the Charybdis of Juug's 'racial unconscions' in which, for some reason, all the religious symbols of the past are supposed to be preserved like flies in amber and to issue unexpectedly causing the appearance of mystic experience.

But I must come to the point. There is a saying in Vishva-Sara Tantra ; "What is there is here, what is not here is nowhere"...yadihasti tadamutra yannehasti na tat kwachit—যদিহাস্তি তদমুত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ কচিৎ। If God exists in the subjective world then he exists equally in the objective world. But the objective side has generally been abandoned by the defenders. If the workings of the mind in mystic experiences is explained as has been the working of Nature, then the ordinary educated man will feel that the last stronghold is gone and that all farther belief is impossible. And *it will be so explained away.* This is quite certain. There is a universal tendency to think that when the process *by which* a thing happens has been explained, then the reason *for whieh* it happens has also been explained. Why ? Because the mind as you know is just as much mechanical (and as little if you like) as the outer world. It is merely more subtle...sukshmah ; both are mere modifications of prakriti and explicable in similar ways. The real subject (and object too) is the jivatma (soul) and that is for ever beyond the ken of mechanistic science because it is in a *different dimension.* (I use dimension only metaphorically). Now the modifications of prakiti form a closed circle as it were. Guna guneshu vartante, as the Gita says. Science moves in the sphere of phenomena, that is, of the gunas, and there will always be an apparent causal sequence among all phenomena in the plane of phenomena and there is small reason to suppose the end will ever come and even if it did it would be back at the beginning again—the snake with its tail in the mouth. In time science will no doubt come to admit certain apparently marvellous phenomena now denied, but they will be found also to be explicable along similar lines to all other natural phenomena. All phenomena can be explained in two ways ;—One in their own plane, and the other at right angles to it as it were, that is, in a different dimension. In their own plane all phenomena follow mechanical laws. This is the mechanism by which they take place (for, after all, everything, however 'marvellous' has to take place in *some* definite way) and this mechanism is in the realm of science. The other explains the reason *for which* they happen and this is the sphere of the mystic or yogi. This possibility of two-fold explanation applies. I believe, to all phenomena whether 'physical' or 'mental' or 'psychic'. (I use 'psychic' here in its ordinary meaning—some-what different from that which it bears in Sri Aurobindo's system, I believe). But when an explanation has been given along the lines of the first method there is an almost universal tendency to think that the phenomena in question have been compltely explained—not to say explained away. Hence my

forecast of a thickening of the veil, for it is the second method alone which brings the seeker through other planes into the region of real causation and of the Ultimate Reality. And this method requires an act of faith at the out-set and an attitude of mind throughout that is quite different from that of most scientists.

I have said nothing so far about the modern tendencies in physics. The subjectivism of Jeans, Eddington and others is no doubt nearer the truth than the nineteenth-century conceptions. But the crucial point is not whether the universe is composed of miniature billiard-balls vibrating in an elastic jelly or of geodesics in an expanding soap-bubble of space-time, but whether its basis is to be found in Sachchidananda or merely in a tenuously iocomprehensible but ultimately *dead* square-root of minus one ; and on this point physics, however subjective, can give no answer.

One last word and I have done. I think you will find in what I have said above concerning the two-fold explanation of phenomena the meaning of certain apparent paradoxes in the Gita. For instance, you will find there two sorts of statements about the way in which things happen :

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।

(The Lord produces neither agency nor actions nor yet the union of action and fruit. Nature manifests.)

And then on the other hand—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

("O Arjuna, the Lord seated in the heart of all beings whirls around by His maya all beings as if they were mounted on a machine".)

The first sloka refers to the first type of explanation in which Sri Krishna plays no part being outside the series ; the other to the second type in which He plays the only part. Tameva saranam gachchha, O, Dilip.

Affectionately,
KRISHNAPREMA.

Dear Anilbaran Roy,

I have just received a copy of your book "India's Mission in the World" for which very many thanks. I knew of you from articles and photo in the Hindi paper 'Kalyan' and was very glad to read your views. I was very glad to find you having the courage to assert that this *is* a spiritual country. So much was said about "Hindu spirituality" by well-meaning but ill-informed Europeans and echoed by self-satisfied Indians that nowadays too many intelligent Indians think that it was all false. So it was in the sense in which it was taken by credulons foreign tourists who imagined that all Hindus went about in a state of semi-samadhi and who expected to find a mahatma sitting under every *pipal* tree (though even so it may be observed that there actually are more mahatmas sitting under pipal and other trees in this land than there are in any other I know of !), but the real sense of the phrase is that all the usages and institutions of Hindu society are, or were, based on the supremacy of the Spiritual Reaiity and were calculated to direct Godward the vision of any who were at all disposed to look in that direction. Compare Hindu caste-distinctions with Western class distinctions, the Hindu 'mela' with the Western 'fair', the old time Hindu 'jatra' with Western drama, the guru-chela relationship with the professor-pupil relationship and even the nowadays-derided 'kitchen religion' with 'kitchen hygiene' as practiced in the West and it becomes clear that, though the ordinary man—the "average sensual man" as Matthew Arnold called him—is much the same all over the world, yet social institutions in this country were such as would encourage any latent seeds of spirituality to sprout while simiiar institutions in the West give no help even when they do not hinder. True it is, unfortunately, that many of these things having ceased to function properly, may have to go, but it will be a sad day for India, and for more than India, if Hindu life and society are ever *remodelled* on a purely 'secular' basis. Religion can no more be a *purely* personal affair as Pundit Jawaharlalji would have it, then the relation between a subject and his King can be purely personal affair. If a country has a king, a *real* king I mean, then the whole country will be pervaded by his influence and it would be utterly ridiculous if some sciologist were to propose to remodel the society of the country on the theory that belief in the king's existence was a "purely personal matter."

Such a view seems to me to spring from a disbelief in spiritual reality which consequently leads men to hold that religion is a mere personal fad like stamp—collecting which may be tolerated for those who like it provided it does'nt interfere with more serious matters.

It is the old quarrel between Sura and Asura ; for the 'asuratwa' of the latter lay not in his cruelty and lust (asuras 'alas' have no monopoly of Kama and Krodha) but in the fact of his being '*Bhagawat-drohi*'.

That is why I welcome your book and hope that it will be widely read especielly by those who have been dazzled by the material comforts which a purely secular society is, up to a point, able to provide.

We must have faith in India and all that she stands for and not pay mere lip-service to Bharat Mâtâ while trying all the time to refashion her into a pale copy of America, Turkey, England or Russia.

With cordial good wishes
from
Yours sincerely
SRI KRISHNAPREM.

Dilip,

It was a great refreshment to read the letters of Krishnaprem one feels there a stream from the direct sources of Truth that one does not meet so often as one could desire. Here is a mind that cannot only think but see—and not merely see the surfaces of things with which most intellectual thought goes on wrestling without end or definite issue and as if there were nothing else, but look into the core. The Tantriks have a phrase ***Pashyanti Vak*** to describe one level of the vak-shakti, the seeing Word Kriihnaprem has, it seems to me, much of the *Pashyanti Buddhi*, the seeing Intelligence. It might be because he has passed beyond thought into experience, but there are many who have a considerable wealth of exprience without its clarifying their eye of thought to this extent ; the soul feels, but the mind goes on with mixed and imperfect transcriptions, blurs and confusions in the idea. There must have been the gift of right vision lying ready in his nature.

It is an achievement to have got rid so rapidly and decisively of the shimmering mists and fogs which modern intellectualism takes for Light of Truth. The modern mind has so long and persistently wandered—and we with it—in the Valley of the False Glimmer that it is not easy for anyone to disperse its mists with the sunlight of clear vision so soon and entirely as he had done. All that he says about modern humanism and humanitarianism, the vain efforts of the sentimental idealist and the ineffective intellectual, about synthetic electicism

and other kindred things is admirably clear-minded, it hits the target. It is not by these means that humanity can get that radical change of its ways of life which is yet becoming imperative, but only by reaching the bed-rock of Reality behind,—not through mere ideas and mental formations, but by a change of the consciousness, an inner and spiritual conversion. But that is a truth for which it would be difficult to get a hearing in the present noise of all kinds of many-voiced clamour and confusion and catastrophe.

A distinction, the distinction very keenly made here, between the plane of phenomenal process, of externalised Prakriti, and the plane of Divine Reality ranks among the first words of the inner wisdom. The turn Krishnaprem gives to it is not merely an ingenious explanation, it expresses very soundly one of the clear certainties you meet when you step across the border and look at the outer world from the standing-ground of the inner spiritual experience. The more you go inward or upward, the more the view of things changes and the outer knowledge sience organises, takes its real and very limited place. Science, like most mental and external knowledge, gives you only truth of process. I would add that it cannot give you even the whole truth of process; for you seize some of the ponderables, but miss the all-important imponderables; you get, hardly even the how, but the conditions under which things happen in Nature. After all, the triumphs and marvels of Science, the explaining principle, the rationale, the significance of the whole is left as dark, as mysterious and even more mysterious than ever. The scheme it has built up of the evolution not only of this rich and vast and variegated material world, but of life and consciousness and mind and their workings out of a brute mass of electrons, identical and varied only in arrangement and number, is an irrational magic more baffling than any the most mystic imagination could conceive. Science in the end lands us in a paradox effectuated, an organised and rigidly determined accident, an impossibility that has somehow happened,—it has shown us a new, a material Maya, *aghatana-ghatana-patiyasi*, very clever at bringing about the impossible, a miracle that cannot logically be and yet somehow is there—actual, irresistibly organised, but still irrational and inexplicable. And this is evidently because Science has missed something essential; it has seen and scrutinised what has happened and in a way how it has happened, but it has shut its eyes to something that made this impossible possible, something it is there to express. There is no fundamental significance in things if you miss the Divine Reality; for you remain embedded in a huge surface crust, of manageable and utilisable appearance.

It is the magic of the Magician you are trying to analyse, but only when you enter into the consciousness of the Magician himself can you begin to experience the true origination, significance and circles of the Lila. I say "begin" because, as you suggest, the Divine Reality is not so simple that at the first touch you can know all of it or put it into a single formula; it is Infinite and opens before you an infinite knowledge to which all Science put together is a bagatelle. But still you do touch the essential, the eternal behind things and in the light of That all begins to be profoundly luminous, intimately intelligible.

I have once before told you what I think of the ineffective peckings of certain well-intentioned scientific minds on the surface or apparent surface of the spiritual Reality behind things and I need not elaborate it here. Krishnaprem's prognostic of a greater danger in the new attack by the adversary against the validity of spiritual and suprapyhsical experience, their new strategy of destruction by admitting and explaining it in their new sense, is interesting enough and there is strong ground for the apprehension he expresses. But I doubt whether if these things are once admitted to scrutiny, the mind of humanity will long remain satisfied with explanations so ineptly superficial and external explanations that explain nothing. If the defenders of religion take np unsound position, easily capturable, when they affirm only the subjective validity of spiritual experience, the opponents also seem to me to be giving away, without knowing it, the gates of the materialistic strong-hold by their consent at all to admit and examine spiritual and supraphysical experience. Their entrenchment in the physical field, their refusal to admit or even examine supraphysical things was their tower of strong safety, once it is abandoned, the human mind pressing towards something less negative, more helpfully positive will pass to it over the dead bodies of their theories and the broken debris of their annulling explanations and ingenious psychological labels. Another danger may then arise not of a final denial of the Truth, but the repetition in old or new forms of a past mistake, on one side some revival of blind fanatical obscurantist sectarian religionism, on the other a stumbling into the pits and quagmires of the vitalistic-occult and the pseudo-spiritual mistakes that made the whole real strength of the materialistic attack on the past and its credos. But these are phantasms that meet us always on the border-line or in the intervening country between the material darkness and the perfect splendour. In spite of all, the victory of the supreme Light even in the darkened earth-consciousness stands as the one ultimate certitude.

Art, poetry, music are not Yoga, not in themselves things spiritual any more than philosophy is a thing spiritual or Science. There lurks here another curious incapacity of the modern intellect—its inability to distinguish between mind and spirit, its readiness to mistake mental, moral, and aesthetic idealisms for spirituality and their inferior degrees for spiritual values. It is mere truth, the mental intuitions of the metaphysician or the poet for the most part fall far short of a concrete spiritual experience ; they are distant flashes, shadowy reflections, not rays from the centre of Light. It is not less true that, looked at from the peaks, there is not much difference between the high mental eminences and the lower climbings of this external existence. All the energies of the Lila are equal in the sight from above, all are disguises of the Divine. But one has to add that all can be turned into a first means towards the realisation of the Divine. A philosophic statement about the Atman is a mental formula, not knowledge, not experience, yet sometimes the Divine takes it as a channel of touch, strangely a barrier in the mind breaks down, something is seen, a profound change operated in some inner part, there enters into the ground of the nature something calm, equal, ineffable. One stands upon a mountain ridge and glimpses or mentally feels a wideness, a pervasiveness, a nameless Vast in Nature, then suddenly there comes the touch, a revelation, flooding, the mental loses itself in the spiritual, one bears the first invasion of the Infinite. Or you stand before a temple of Kali beside a sacred river and see what ?—a sculpture, a gracious piece of architecture, but in a moment mysteriously, unexpectedly there is instead a Presence, a Power, a Face that looks into yours, an inner sight in you has regarded the World-Mother. Similar touches can come through art, music, poetry to their creator, or to one who feels the shock of the word, the hidden significance of a form, a message in the sound that carries more perhaps than was consciously meant by the composer. All things in the Lila can turn into windows that open on the hidden Reality. Still so long as one is satisfied with looking through windows, the gain is only initial ; one day one will have to take up the pilgrim's staff and start out to journey there where the Reality is for ever manifest and present. Still less can it be spiritually satisfying to remain with shadowy reflections ; a search imposes itself for the Light which they strive to figure. But since this Reality and this Light are in ourselves no less than in some high region above the mortal plane, we can in the seeking for it use many of the figures and activities of life ; as one offers a flower, a prayer, an act to the

Divine, one can offer too a created form of beauty, a song, a poem, an image, a strain of music, and gain through it a contact, a response or an experience. And when that divine consciousness has been entered or when it grows within, then too its expression in life through these things is not excluded from Yoga, these creative activities can still have their place, though not intrinsically a greater place than any other that can be put to divine use and service. Art, poetry, music, as they are in their ordinary functioning, create mental and vital, not spiritual values; but they can be turned to a higher end, and then, like all things that are capable of linking our consciousness to the Divine, they are transmuted and become spiritual and can be admitted as part of a life of Yoga. All takes new values not from itself, but from the consciousness that uses it; for there is only one thing essential, needful, indispensable, to grow conscious of the Divine Reality and live in it and live it always. 17-3-32.

25. 3. 32.
Almora.

My dear Dilip,

I liked your poem on Radha immensely. I like your poems so much because they are the expression of real experience and not mere æsthetic shadows. At the same time I can't help wishing you could use regular verse (as oppesed to free verse) in your English translations. I feel that the absence of regular metre impairs the 'soaring power' of poetry. On the other hand I quite see the difficulty of using the more regular metres in English. Your Gurudev, however, used them magnificiently. Incidentally, it was through his fine version of Kalidasa's Vikromorvasi—his "Hero and the Nymph"—that I came to know of him. I wanted to stage it at Lucknow, but the project fell through.

To return, however, to your poem on Sri Radha. I have one—not quite criticism—but observation to make. It seems to me that you have universalised too much. You have sung really of the love of the soul for the Divine, taking Radha and Krishna as symbols for that. Now (although this perhaps sounds paradoxical) I believe that the truth is really the other way about. The love of the soul for the Divine is, as it were, a symbol or reflection of the love of Radha for Krishna. This is perhaps too extremely put to stand quite as it is, but I do really mean something by it which is hard to express. To put it another way, it is (to me) just the marvel of Sri Krishna that He dominated

with the flashing wonder of his Divinity this apparently drab physical world. God is no less God, but, if possible, more when He is "manushim tonumashritam" *, even though, as the Gita says, the "murah" (fools) may not understand. (For heaven's sake, don't suppose that I mean any silly business about Man's being the true God and all that sort of stuff). That is why I cannot bear philosophisings such as that the blue colour of Krishna is the 'Sunya' (ether) and the music of the flute (the onkar dhwani), etc., etc. The blue colour of Sri Krishna *is* the blue colour of Sri Krishna, and by God. Dilip, the music of his flute is greater than the onkar dhwani, great and real though the latter certainly is. Perhaps this is what Sri Aurubindo means (I speak with hesitation) when he speaks of the necessity for the Divine's dominating and transforming the physical world. It is Sri Krishna dancing on the head of Kaliya Nag as opposed to Krishna reposing in the folds of Ananta. This is the meaning of what fools call idolatry. I do not refer to the half-hearted apologetic sort of worship which uses the image as a symbol or focus for meditation and what not, but the real full-blooded seva, † which sees the vigraha † as Krishna Himself.

Some people would probably say that I am materialising the spiritual conceptions. But I do not agree. The abstract is *not* more 'Spiritual' than the concrete. That is an illusion due to our false view of the concrete. Krishna is no pale abstraction or symbol, but, whether in Goloka or whether in this world, the concrete of concretes. I wonder whether I have made myself intelligible. Probably not, and in any case, you may not agree that you have been 'abstract' in your poem. Be that as it may I must add that I was greatly moved by the last verse. It brought to my mind Sri Chaitanya Mahaprabhu's :

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

"He may embrace me or spurn me with His foot, or by remaining invisible may wound my heart ; He may do with me as He likes, but He remains the Lord of my life,—He and no other."

---

* মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্ = incarnated in a human body.

† Seva = Worship. † Vigraha = the image.

As for Sri Aurobindo's gracious and encouraging observations about the views occurring in my letters to you, I only wish I could consider myself really worthy of the praises he bestows. It is a great privilege to have had his commentary. Please convey to him and to the Mother my reverent pranams. On the two points on which he has suggested slight modifications of my views I have little to say. I sincerely hope that the mass of men will march firmly forward over the littered debris of the psychological theories. So they perhaps certainly would if they remained with their present outlook, but there is the danger of a change in the average man's being brought about by the powerful forces of modern education directed by the purely intellectuo-emotional ideal. An instance of what I meant has just come to hand in the shape of a book by the great psychologist Jung who has written a commentary on a Chinese book of Yoga entitled "The Secret of the Golden Flower". The book is a good one though obscure (perhaps intentionally so) and, knowing nothing of bhakti, Jung, in his commentary, has many interesting and some very pertinent things to say. On a superficial reading one might be tempted to say, "At last! here is a genuine scientist really beginning to see something in Yoga after all". On more careful reading however, it becomes apparent that here is no acceptance, but a deadly misinterpretation, the more dangerous because of its great subtlety and partial truth. It is, in fact, a supreme effort to wrest the Divine experiences of religion or Yoga out of the hands of Bhagavan (God) and to put them into the hands of man, of man *as* man, ready harnessed to do his bidding. Remember in this connection the true saying in the "Conversations of the Mother" that Yoga is not for the sake of humanity but for the sake of the Divine.

As for Sri Aurobindo's profound observations on art, etc., I fully agree. Art and science, like everything else, may be transmuted by Yoga. In themselves they are not Yoga. Historically religion has been the greatest spring of artistic inspiration. If I said little about the positive values of science and art it was because there is little danger that these estimable pursuits will be under-valued now-a-days. The great danger arising from art is that poets use mystic phrases like the famous "light that never was on sea or land"—to describe, not the real object, which, generally, they have never seen, but some pale emotional reflex of it which thereupon comes to be accepted as the reality. True art is a great thing, a very great thing, but it is not the greatest and it may not and must not usurp the simhâsana (lofty throne).

Religion or Yoga—call it what you will—is one thing. It is not the pursuit of knowledge for the sake of power, or even for its own sake, though the mystic may pursue knowledge. It is not the creation of beautiful forms, though the mystic may reveal beauty. It is not the thinking of sublime thoughts about cloudy abstractions, though the mystic's thoughts may well be sublime. It is not the service of suffering humanity, though the saint loves all beings with a love which, in the words of the Buddha, is like the love of a mother for her only child. Still less is it the blowing of oneself up like a frog with yogic exercises till one bursts into the Void. It is the utter and entire giving of oneself to Sri Krishna, claiming nothing, asking nothing, desiring nothing but to be allowed to give oneself. All acts that help or symbolise this giving are Sâdhana. All acts consequent on this giving are parts of His Divine Lila.

I too feel strongly what you feel about Rama and Krishna.* I do not think it is sectarian because I know all the Divine forms are His forms; I for one am hostile to none but still the only form for me is Sri Krishna. At one time as you know, I worshipped the Buddha, and deeply too; but that was before I knew Sri Krishna and now when I look down the vistas of the past.

Dilip,

Your poem on Sri Krishna is very fine in language and perfect in rhythm; it seems to be to rise more and more as it proceeds and ends in a very high strain. I find it also well-planned. I take it that it shows first the descent of the Divine Krishna in the power of his light and the sweetness of love into the sorrowful and darkened world for a new manifestation and creation; then the storm and lightnings of his power sweeping away all that veils and obscures, troubles and oppresses; last, the enthronement, in the heart, of love and the Lord of Love; that is a very good architecture......†

Krishnaprem's last letter is as refreshing as its predecessors; he always takes things by the right end, and his way of putting them is delightfully pointed and downright, as is

---

* See Sri Aurobindo's letter on Kavir etc. with the footnotes.

† I had written to Sri Aurobindo that it was Nalini Gupta who had first drawn my attention to an architectural plan in some of my poems. D. K. R.

natural to one who has got to the root of the matter. * But I find it difficult to take Jung and the psychologists very seriously—though perhaps one ought to, for half-knowledge is a very powerful thing and can be a great obstacle to the coming in front of True Truth. No doubt, they are very remarkble men in their own field ; but this new psychology looks to me very much like children learning some summary and not very adequate alphabet, exulting in putting their a. b. c. d. of the subconscient and the mysterious underground super-ego together and imagining that their first book of obscure beginnings (c-a-t—cat, t-r-e-e—tree) is the foundation of all knowledge. They look from down up and explain the higher heights by the lower obscurities ; but the foundation of things is above and not below, upari budhna esham. The superconscient, not the subconscient, is the true foundation of things. The significance of the lotus is not to be found by analysing the secrets of the mind from which it grows here ; its secret is not be found in the heavenly archetype of the lotus that blooms for ever in the Light above. The self-chosen field of these psychologists is besides poor and dark and limited ; you must know the whole before you can know the part, and the

---

* Sri Aurobindo had written to A—in passing :—It was Krishnaprem's power to withdraw so completely from current thoughts and general tendencies and look from a (for him) new and abiding source of knowledge that impressed me as admirable if he had remained interested and in touch with these current human movements, I don't suppose he would have done better with them than Romain Rolland or another. But he has got to the Yoga view of them, the summit view, and it is the readiness with which he has been able to do it that struck me.

I would explain his progressing so far by the quickness and completeness with which he has taken inwardly the attitude of the Bhakta and the disciple. That is a rare achievement for a modern mind, be he European or "educated Indian ; for the modern mind is analytic dubitative, instinctively "independent" even when it wants to be otherwise, and holds itself back and hesitates in front of the light and influence that comes to it ; it does not plunge into it with a simple directness, crying—"Here I am ready to throw away from me all that was myself or seemed to be, if so I can enter thee ; remake my consciousness into the Truth in thy way, the way of the Divine". There is something in us that is ready for it but there is this element that intervenes and makes a curtain of non-receptivity ; I know by my own experience with myself and others how long it can make a road that could never perhaps for us who seek the entire Truth have been short and easy, but still might have spared many wanderings and stand-stills and recoils and detours. All the more I admire the ease with which Krishnaprem seems to have surmounted this formidable obstacle.

highest before you can truly understand the lowest. That is the province of a greater psychology awaiting its hour before which these poor gropings will disappear and come to nothing.

SRI AUROBINDO.

TO SRI AUROBINDO,

I enclose two letters from my friend Sahed Suhrawardy. He has been away from India for nearly twenty years. He has practically settled in France. A short account :—

Took his degree in Oxford. Was Professor of English in Moscow where he suffered a lot as he had to pass the three years during the Bolshevick Revolution. His life has been a wonderfully chequered one. It is him I painted as Yusuf in my novel, "Maner Parash". His innate refinement was delectable to me, the like of which I have but rarely met with in my life: a remarkable linguist (speaking German, French, Italian, Russian fluently), a poet of no mean merit (some of his poems were published in an Oxford Anthology of Modern Poets), once a producer of the famous Moscow Theatre (of the famous Katscholov-Germanova group)—in short a man of remarkable parts and what is more—a man of great depth of character, as you will. I trust, find from his beautiful letters.

He is just now back in India (the Calcutta University inviting him to deliver a course of lectures on Moorish Art in Spain. He will sail back for France in a few months I understand.

Dilip.

P. S.—I just learn from the papers he has been appointed, a Bageeshwari Professor of Foreign Art in the Calcutta University—an appointment of which every Bengali will be proud even though Suhrawardy has often seemed to me a little anti-Indian, but he will outgrow that, I hope.

HYDRABAD (Deccan)
January 1932.

My dear Dilip,

Our common friend Niren handed me your letter as I was leaving for this delightful town of friends and palaces. I wish I had a chance of meeting you before I sailed back for Paris, because I want to explain to you how very far I have travelled in my conception of what poetry should be from the poems of mine you mention in your letter.

The more I live the more I am convinced in my inner being that words are merely used in order to suggest a great and deep reticence. So that all the foolish adjectives of some of my poems appear to me to be sins that screech to my quietness like parrots. Being in this state of indecision about all art and things more important than art, how can I allow you to publish these poems of mine, especially the prolix one called... You surprise me by your assumption that I may not relish the criticisms of my poem...I had thought you knew me a little better. You knew at least of my habit of cruel self-analysis. I would love suggestions and corrections from anyone to say nothing of Sri Aurobindo, who, whatever one's attitude, is to me one of the biggest men of this country...

Now to your letter : It is not for me to teach you anything, I who am all unhemmed, but let me suggest as a friend who feels and has gone through a great deal in life quantitatively if not in quality, that it is probably easier to give up that which one does not much value, rather than that which is one's greatest sin. To the world things are of a different importance than to oneself, who has scoured into one's soul...Please do not misunderstand : I do not hold myself up as a model, knowing myself as I do, and not in the habit of regarding myself in the exaggerated mirror of the eyes of my loving friends like you, whose affection is based on a misunderstanding. But in spite of the broken ways af my life, I somehow feel that I am reaching, after all, to some values. These I would like to suggest to you for consideration, without attaching to them any exatrodinary importance, save as the experience of a friend presented to a friend, or, if you will, simply that of one man suggested to another.........

First of all, let me tell you how very grateful I am to you for your letter, and how still more envious of your buoyancy of spirit, which I understand to be the result of your nearness to such a great personality as Sri Aurobindo.

In the second place, let me assure you in all sincerity that I never wished to criticise in any way the new mode of your life or the ideal which inspired it. It was only to point out to you, rather unnecessarily, the deceit lurking round the corner, which is eternally leading us to cut short the way to the consummation. But as you rightly say, our temperaments are opposed, and I dare not allow myself to grope in the maze of your psychic experiences, placed as I am in an absolute wilderness about myself. To my rather unemotional, slow and tortured consciousness the road seems so steep and difficut of ascent,

that I doubt, or rather feel inclined to doubt, all quick realisatines in art or life. And the sphere of the latter is larger than the hemmed-in square in which Beauty realises itself. How can I not believe in what Sri Aurobindo describes as the vitality of the psychic life ? Is it not precisely because of this that I have turned my back upon Art (with a capital A) as well as perhaps upon greater things ? Anyway, I want to tell you, what I want you to believe, that whatever I wrote was due to one sole desire, and that was to tell you, which my nature does not allow to do often, with what deep tenderness I have been watching, or rather feeling in myself, your Progress, which to me alas, must remain a process but never an end.

And how much I am now convinced that you have misunderstood me. Not that I am vain enough to think of myself as a *nature mal comprise.* Good God, do you really think that when you preach to me the Lord as a touchable, speakable, feelable entity, it is a novelty to me, or that I, of all persons, will revolt at what has been the entire matter of my consciousness ever since it came to grips with experience ! And your proud humility of throwing yourself against the '*highly educated*' like me ! How well I know this cliché, and I picture to myself your naïve responding soul already within the folds of reality which, alas, is beyond the reach of our intellectualised warped selves, we, "the educated", who have lost all contact with the full and real things of life. Diiip, you are still very young—and thank God for it—on the path. And what if instead of a trusted guide one trudges with the load of one's bitter thoughts ? Why do you think I should not understand your taking refuge so joyously at the feet of one whom you consider *Divine ?* If I could transcend the sense of the God in me and look with dual eyes, would I not have done the same ? But how strange you should have known me so little as to interpret my utter valuelessness in the heart of reality as scepticism ! However I do not blame misunderstandings. In fact I consider them as fecund seeds and leavens of mutual influences. Who knows that the tie which binds us and which prompts me to write things to you I would not to another human being is not a result of this ?...And it did me good to know that Sri Aurobindo can be seen by outsiders on certain days of the year...Many things in life are like a stone thrown into the sea, and the thrower does not know what shores the ripples would touch......

I have read with great interest and good to myself what Sri Aurobindo writes about my poems. If he only knew the tenuous inspiration behind them, and its cheap

artistry ! I who have written them know this so well, for I have to read a few poems, and I can go on rhyming and "rhythming" as others have done. The source of many of them is my literary culture and not a deep spiritual experience ; perhaps, sometimes...a wistfulness...a half-opened hope...a visual enchantment...but nothing more...Yet...often I catch myself writing poems, I do not know why. Why do I write ?—I have no particular thought or feeling which *must* be translated into rhythm...Probably because an educated man must, I suppose, be doing something ?...something, and not merely looking at the beautiful lake which spreads before him beyond the tree-tops...You see what a *brute matiere* of sensations, experiences, long-ings and thoughts I am !...

Sri Aurobindo's poem on God * is very beautiful ! I was much moved by it. As little minds can suddenly also think the same thoughts as big minds (by chance, or of a sudden) I, too, wanted to speak to you of that humility which is so adequately expres sed there. I am glad you have such a Guru to guide you : do whatever he says, unquestioningly. Not only the ancient Vedas, but Hafiz also said in the opening lines of his Divan :—

"Colour the prayer-mat with wine if
the Old Man of the Tavern tells you this,
Because the Teacher is not unaware
of the way and the ways of the goal.

With love

Yours affectionately,

Sahed Suhrawardy.

Calcutta
9. 5. 32.

My dear Dilip,

I read and re-read the marvellous letters Sri Aurobindo wrote to you the other day anent Krishnaprem's letters. Your Guru says clearly and beautifully—and how beautifully and adequately—all that *is* the feeling of the modern mind, which alas, is a Jumble of Marx, Freud, young and your idealistic Samaritan humanists with large hearts and small brains. No one endowed with spiritual experience in Europe really looks to their half-truths except as

---

* See p. 241.

acrobatie intellectuelle—clever jugglery that raises a scaffolding of illusion in a world of deeper illusions. Possibly the naïve spirits of, shall we say, the Societies for The Promotion of Indo-European Fraternity And Kultur are for attaching to them an awe-striking importance, which, by the way, is their nétier, their very raison d'être : all that is fluid and inchoate and hot on the anvil in Europe must be promulgated by them as finished iron-ware in India.

I was greatly struck by Krishnaprem's clear saying that the love of Krishna and Radha is not the symbol of Divine Love but the fountain-head of all human love, "the concrete of concretes." It is a thing which I have deeply believed in, and which you may recall I have often unsatisfactorily and regretfully tried to suggest to you in our talks and correspondence : this spirituality of concreteness. I feel no less sick than Krishnaprem of those countrymen of ours, who are so afraid of Europe, that they insist on explaining away idolatry—by making it symbolical. It is, pardon me Dilip, the same psychology (of unconscious genuflexion) which impels many of your scholars to discover in the Hindu Epics the existence of aeroplanes and television...How such an undignified dignity contrasts with the intense *Behauptungen** of Sri Aurobindo, so luminous, calm, and peace-giving !......And as for Art too, the more I live, the more I feel—as Krishnaprem and Sri Aurobindo have written—that it is a by-product of spiritual experience : it bases, itself on movement and sound and can never, as such, take account of the deeper and more significant Silence and Standstillness.

Affectionately,
Sahed.
9. 5. 32

Dilip,

Suhrawardy's contention is perfectly correct and very well-written......The "symbol" explanation is certainly one of the weakest of the many weak concessions that have been made to Western "rationalism" by Indian apologists who try to save their case by giving away nine-tenths of it. In a certain sense the Gods are symbols, I suppose,—but in that sense everything and everybody is a symbol, including the surrenderful apologists themselves, which, unfortunately, in their case does not prevent them from being realities also.

Sri Aurobindo
17. 5. 32.

---

* Statement of a position—defence

To Sri Aurobindo,

My friend Khitish Sen has raised again his pensive head full of doubts as to whether one had better be sceptical of Peace too ? He has sent me the following sonnet in which he revels in his usual sadness at the prospect of the descent of Peace thanks to spirituality. The sonnet is like this : (It is a pity, by the way, that Khitish Sen who has a real gift of poetic utterance should so grievously neglect the same, isn't it ?)

দৈন্য মাঝে দুঃখ মাঝে সঙ্কীর্ণতা মাঝে
অন্তর-অতলে কে গো ক্রন্দে মুক্তি তরে ?
বন্ধন-কারায় আত্মা লুণ্ঠে শ্রান্তিভরে···
মুমূর্ষু স্বপন তার ক্ষুব্ধাকাশে বাজে !···
কোথা স্বাধীনতা, কোথা সম্পূর্ণতা রাজে ?—
জিজ্ঞাসে মানব ক্লান্ত আগ্রহের স্বরে···
কোনোদিন শ্রম-কৃচ্ছ্র-সাধনার পরে
পূর্ণতা আসিবে ফুল্ল সার্থকতা-সাজে ?
সেদিন মানব সত্য লভিবে কি শান্তি ?
অনির্ব্বাণ মহানন্দে হবে জ্যোতিষ্মান্ ?
হয় ত সেদিন এক নবতন ক্লান্তি
নামি' ভারাক্রান্ত তার করিবে পরাণ !
পূর্ণতা সেদিনে তার মনে হবে ভ্রান্তি—
মাগিবে নিয়তি-হস্তে অপূর্ণতা-দান ?

I like such poems in these days of soulless coruscations in mere euphony, aesthetic, pleasing, and catching, but "superlatively contemptible" in substance to quote from Wordsworth's famous essay on Poetic Diction. I subscribe also, whole-heartedly to the latter's dictum that everything can serve for a "proper object of the Poet's art" provided it is "palpably material to us as enjoying and suffering beings." I say this because now-a-days, in Bengal at any rate, one hears too loud and frequent trumpeting of this "Art-for-Art's-sake"-slogan which rules out all deep thinking, "high seriousness," austerity, philosophy, sadhana, etc. as inadmissable in poetry.* Khitish Sen's poem pleases me as he has succeeded here in saying something, in expressing one of the deeper aspirations of the heart countered by questioning of the fretful mind. It savours however of Nicholas Berdiadeff's question quoted by Aldous Huxley on the fly-leaf of his master-piece : "Brave New World" : "Les

* The other day Annadashankar actually protested in a Weekly that Tagore has of late often dished up philosophy to us masquerading as poetry ! Another such Aesthete wrote in Jayanti Utsarga that Tagore's Balaka being philosophic was after all something of a make-believe *qua* poetry ! ! Balaka not genuine *qua* poetry !!! Or does it prove after all, the shavian thesis that the limit to human fatuity can never be reached in this world of ours ?

utopies sont rèalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siécle nouveau commence-t-il, un siècle oú les intellectuels et la classe cultivée rêveront aux moyens d'éviter les utopies et de retourner á une société non utopique, moins 'parfaite' et plus librë." *

A truce to such dismal Dean Ingian prognostications. What about his question however ? Will Your Yogic Peace ever attract a great many with all the cajolements of its hushed quiet, however delectable ?—I mean will it mean anything for 999, 999 out of a million ? Or, do you think that the oriflamme of quiet "invulnerable" peace which the poor pseudo-philosopher Morgan has flourished tirelessly in his much-talked-of "Fountain" is going to prove the final pancea to the heritage of suffering of our restless humanity ? I doubt. Vivid love, stirring passion, bhakti, devotion, beatitude, ananda—yes. But this neutral peace ?—Born out of the wedlock of the satiated soul with non-cooperating Life,—the seething, foaming, fascinating Life ? What do you say ? Is not drama after all the stuff of which the lives of the million minus one are made of ? I confess I am still disturbed, sometimes, by the problem of quantity and number. Must the supreme boons be always meant for a handful only ? Qu'en dites-vous ?

Please don't think I am gravitating again towards sterile sentimentality which in the end sighs for the moon as it dislikes to come to grips with life. Don't I know too well that no great lasting joy in this universe but has to be *earned* by tapasya—by one-pointed long endeavour which 999, 999 out of a million are little likely ever to do—judging by the tragic testimony of human experience throughout the ages. But why won't they ? Why have they been created congenitally spasmodic, inflammable, volatile and unfit for patient strivings for great ends ? Isn't one reminded of Demosthenes who asked before the temple of Acropolis : "O Lady Minerva, how is it that thou takest delight in three such fierce untractable beasts : the owl, the snake and the people ?" †

Dilip.

---

* The Utopias are realisable. Life marches towards them. And perhaps a new era has already dawned, an age in which intellectuals and the cultivated classes will dream more and more of the means by which to stave off the Utopias—in order to return to a society which is not Utopic, less perfect and more free.

† Plutarch's Lives—Demosthenes

Dilip,

Kshitish Sen's sonnet is a good poem—he should write more Bengali poetry. As for the substance it expresses not so much "a sign of the sceptic" as the attitude of the vital man to whom unmixed happiness, joy, unity, a life without suffering, strife and unrest would seem quite unsatisfying ; he complains of pain and sorrow when they come and rage against God and Fate ; but if they are not there with the excited joys that are their accompaniments, he feels life dull and neutral and pale-excitement is his only stimulus enabling him to live, as the drunkard cannot do without wine.

It is not possible to answer immediately the question you raise as it involves the question of the meaning of this creation which hardly admits of a summary, reply or solution. But I must say that I do not find your argument from nunbers very convincing. Your 999, 999 people would also prefer a jazz and turn away from Beethoven or only hear him as a duty and would feel happy in a theatre dance-tune and cold and dull to the music of Tansen. They would also prefer (even many who pretend otherwise) a catching theatre song to one of Dwijendralal's songs and probably Satyen Dutt's verses to yours—which proves to the hilt, does it not, that Beethoven, Tansen, Dwijendralal and yourself are pale distant highbrow things, not the real, true, human, joy-giving stuff ? In the case of Yogic or divine peace, which is not something neutral, but intense, overwhelming and positive (the neutral quiet is only a first or prefatory stage), there is this further disadvantage that your million minus one have never known Yogic peace, and what then is the value of their turning-away from what they never experienced and could not possibly understand even if it were described to them ? The man of the world knows only vital excitement and pleasure or what he can get of it, but does not know the Yogic peace and joy and cannot compare ; but the Yogin has known both and can compare. I have never heard of a Yogin who got the peace of God and turned away from it as something poor neutral and pallid, rushing back to cakes and ale. If satisfaction in the experience is to be the test, Yogic peace wins by a hundred lengths. However, you write as if I said peace was the one and only thing to be had by Yoga. I said it was a basis, the only possible secure basis for a fulfilled intensity of bhakti and Ananda. This is all by the way only.

SRI AUROBINDO.

Switzerland, October 1924.

Mon Cher Ami,

I thank you for what you have written to me with regard to Sri Aurobindo as well as for his review 'Arya' which you have sent. I entirely agree with your outlook. I know as yet too little of Sri Aurobindo, but from what little I have gathered about him I am persuaded that there is in him one of the highest spiritual forces in the world.

Among Europeans I find myself rather isolated in so far as my outlook on India is concerned. The majority repeat, blindly and obstinately, the slogan : "Asia is Asia and Europe is Europe"...One of the best known nationalistic writers of France—a fire-brand—has just unearthed the existence of a new conspiracy to betray the Occident to Asia, and he naturally denounces me as its ring-leader...But apart from such extravagant mentalities which see red in everything, I have found that the majority of Western writers will persist in subscribing to the shibboleth that the spirit and thought of Asia must needs be repugnant to that of Europe......

But what do they knew of the thought of Asia ? Precious little, and that little through secondhand citations and superficial passages. Practically everything they know about India, when boiled down, comes to Buddhism ; and what do they know of that either ?

Now listen to my personal experiences. I find in Sri Aurobindo's "Ishopanishad" his analysis of its three couplets which run thus :

"9. Into a blind darkness they enter who follow after the Ignorance, they as if into a greater darkness who devote themselves to Knowledge alone.

10. Other, verily 'tis said, is that which comes by the Knowledge, other that which comes by the Ignorance, this is the love we have received from the wise who revealed that to our understanding.

11. He who knows That as both in one, the Knowledge and the Ignorance, by the Ignorance crosses beyond death and by the Knowledge enjoys immortality."*

What is it that I find herein ?—Just what I myself had found, unaided, when I was twenty, when I wrote the same thing in my "Credo quia Verum." Only the names of the

* See Sri Aurobindo's "Ishopanishad"—the elaborate commentary on these three couplets—chapter Knowledge and Ignorance.

Hindus were naturally absent from my thought, since I did not even know then that such thoughts existed in India : I spoke out what lay deep down in my soul. Doubtless the commentaries of Sri Aurobindo, are more rich and the revelation in the Upanishad more complete than that of a French stripling of Twenty. But it was exactly the same thought-movement, the same discovery.

Now, I am a Frenchman of France born in the heart of France in a family which has been nurtured on the soil for centuries. And when I was barely twenty I had no knowledge of the religions and philosophies of India...I believe therefore that there is some direct family affinity between an Aryan of the Occident and an Aryan of the Orient.—And I am convinced, Friend Roy, that it was I who must have descended down the slopes of the Himalayas along with those victorious Aryans. I have their blue bloob flowing in my veins.

An revoir donc, quelque jour, mon cher ami, et croyez a mon affectueux devouement.

Romain Rolland.

Cher Dilip K. Roy,

I send you back the reports of the three conversations you had with me along with that with Tagore which you sent me for perusal......It is so beautiful...

In your report entitled, "Progress and Heroism," I have tried to correct in places an unconscious misinterpretation of some of my thoughts. I hope you will be able to read my handwriting.

1. Tolstoy is for me incomparably greater than Turgenev. There are very few Frenchmen who would dream of placing under the same category the gigantic force of Nature incarnated in Tolstoy, the creator of "War and Peace", and the merely excellent artist, Turgenev. They do not represent values of the same order.

2. Your rendering of my thought on "Progress," I feel, tends to present me in much too pessimistic a light. Is it not rather curious though, that I, an occidental, should be able to do without the idol of progress more easily than you, an Indian ?

So far, however, as I am concerned, I have no need of this idol, because, for me the *present* comprises in itself *the eternal.* Salvation is not embedded in an uncertain future, but in the immediate present. And everyone must save himself. The whole humanity is in each individual, even as the Eternal Spirit is present in every moment. That is why I attach, at best, a secondary importance to this question of progress.

And as for scepticism I do not see any in my comments on the last words of Christ. On the cross, he cried at the last moment: "Eli, Eli, lama sabactani?" Which means—"My father, my father, why hast thou forsaken me?" This tragic cry pierces my heart even now every time I hear it in imagination. How could you see scepticism in such a sentiment? It is perhaps the most poignant tragedy that has been enacted under the vault of the sky! Picture to yourself a heroic God-head, a God among men, who wanting to sacrifice himself for humanity, ends, on the point of breathing his last, by losing faith in his mission! And why?—Because, having been wedded to mortal conditions, he had perforce to plumb the depths of human suffering and humiliation of moral capitulation. Is there anything more moving, anything more sublime?

But for me it is not a reason which impels me to declare myself vanquished. It cannot make me give up the fight. On the contrary, all my favourite heroes in my "Tragedies of Faith" as well as in my "Lives Heroic" have been, in the eye of the world, the vanquished, but the vanquished Heroes who say:—(echoing an old philosopher about to be guiliotined. in my "Triumph of Reason").

"J'ai devance la victoire, mais je vancrai"—Victory shall come after my death, it matters little when it comes, for I know that my Faith is true."

I, for one, write and live for those who are ready to sacrifice themselves for the sake of a Faith which *they love* and that without any illusion whatsoever about final success or measurable victory over their comtemporaries.

Read the first lecture of Vivekananda on Maya and Illusion (1896). How close an affinity do I feel for his tragic conception of the world as well as his heroic action.—And there have ever been in this Europe—which is as misunderstood by India as India is by Europe—a great number of spirits of this stamp.

In your interview on "Art and National Life" I have added on the margin of page—a necessary correction.

Never have I been able to regard the life of a real artist as a career of egoistic pleasure. I know too well that in Europe all the greatest artists—like Michael Angelo, Rembrandit, Beethoven, etc.—had to be, like Christ himself, "Hommes de Douleur" (Men of Sorrow). It is almost a necessary condition of the real genius who must first pass the test of misery, solitude, doubt and general miscomprehension. And Tolstoy in his letter to me goes the

length of asserting that it is this test which distinguishes the *real* artist from the mountebank. "Qu' ils doivent sacrifier à leur foi, à leur art, à leur bonheur terrestre." The life of a *real* artist, being made up of renunciations, could hardly be even tolerable for the majority of men. If the artist did not have his inner joy and his creative genius he would not be able to breathe for a moment. He would succumb—asphyxiated. There again is indispensable the same heroism—the heart of a lion.

You seem surprised at the impression made by Othello on Malwida von Meysenburg to the extent that it did. But do you know that the impression produced on the whole public of the Theatre Francais, (in this very Paris, called so superficial) by Sophocles' grim tragedy King Oedipus was something very similar in nature ? Pain at a certain intensity is transmuted into the highest joy. And all the great tragic poets of the Occident know it. Thus it is by no means a mysticism which is peculiar to the Orient. What should be added is only sovereign harmony—the natural concomitant of a great art. The most beautiful quartuors of Beethoven towards the end of his life, the sighs of Amfortas in Wagner's *Parsifal* are instinct with the same excrucirting anguish of the soul ; but the sublimity of the crucified soul is a divine boon for those who have the gift of deeper perception.*

One comes out of such ordeals like steel purified by fire. Have no doubt about the element of moral energy which is at the source of all great souls and all great works. For us the first thing needful in the world is this energy. (It is not only Beethoven who has said this, but Vivekananda as well). Without energy there can be nothing great, with it—nothing feeble. *Ni vice, ni vertu.*

Je vous serre affectueusement la main,

Croyez-moi

votre devoue

ROMAIN ROLLAND.

---

* They must sacrifice their worldly happiness to their faith and their art.

(Letter of Tolstoy written to Rolland).

March, 1922.
Switzerland.

Cher Monsieur D. K. Roy,

Your generous letter has touched me. I hasten to reply thereto, though not at as great a length as I would have liked to. For I am just now hard pressed for time.

I quite understand your conflicts, I have had them myself. It is a similar conflict which made me write to Tolstoy when I was yet a stripling. Today my troubles have subsided a little. A life of trials, solitude and hard struggles has thrown some light—especially of late years—on the enigmas which had once seemed to me insoluble.

You refer to Tolstoy's "Confessions" as having made a deep impression on you. "The Confessions" are admirable. The anguish of Tolstoy *vis-a-vis* the miseries of humanity are poignant. But I must say nevertheless that Tolstoy is a bad guide. His tormented genius has always been incapable of finding a practical way out. His deep fraternal compassion induced him to condemn art and science as being the privileges of the elite only. And his philanthropy did not help him a bit, in that it did not help him alleviate the sufferings of others. It only made him miserable and fretful. In point of fact, Tolstoy had never been able to forego till his death his artist's privileges ; every morning he continued to write his works of art as though by stealth. And if he had not conquered the world by the glory of his great art, his moral and religious thought would never have spread everywhere with such far-reaching repercussions.* One should try first to know what one's real needs are. Then one should try to supply the needs.

It was not only Tolstoy's circumstances which were responsible for his indecision, no, not his wife and family either—although he always held they were : it was he himself who was to blame for it all. He was obstinate in wanting the truth to be what his fundamental instinct warred against. And it was not his instinct that was at fault,—it was at fault,—it was the truth that was insufficient, incomplete.

The serious error of Tolstoy (and of so many others) is to be sought in his solicitude for too much simplification—in his frantic striving for uniformity in human nature. In reality every human being contains in himself several beings ; in other words, every individual

---

* This sentence Rolland wrote (in French) when revising my translation of his letters.

is different in his manifestations on the different planes of his nature—a polyphony. The reasoning reason—which has developed in the civilised man into a sort of tyrannical mania—wants us to reduce our rich complexity to a formula clear, simple, prim and abstract—like a syllogism. This is possible with the mediocre, who, possessing but little of life, suffer also little from such a dwarfing of the spirit. But the men who are truly living could never lend themselves to such a mutilation without a grave disorder to their whole organism which is termed repression (refoulement) in the terminology of psycho-analysis. The nature which one wanted to stifle revenges itself ; and the victim of such repression is unhappy, disturbed, perpetually unsatisfied—a prey to the aberrations and despondencies.

Thus none of the great healthy forces of a being should be suffered to be mutilated. On the contrary : a sympathetic encouragement should be given to the proportionate development of each of our healthy impulses. And for this to be possible one should learn to recognise the essential elements of one's nature. Above all :—

1. The social man—the man living in community with others, with his duties to his fellows and his moral obligations.

2. The individual man—his needs and the spiritual obligations.

It isn't that one of these two is less important than the other. It is an aberration of the mind to wish to sacrifice one to the other. The thing is to give to each what is its due.

As for yourself, believe me, your artistic gifts impose on you corresponding duties which are not a whit less obligatory than those of charity or service. For a man's duty is not done if he thinks only of his contemporaries—his neighbours ;—he has to take count of his duties to the Man Sempiternal, who emerging out of the lowest depths of animality has climbed undaunted through centuries towards the light. And what constitutes the ransom for the liberation of this Eternal Man in bondage is his conquest of the Spirit. All the efforts of the savant, the thinker and the artist compete for this heroic campaign ; (campaign in the sense of battling against odds) whoever among them repudiates this obligation—were it even for the sake of altruism—betrays his ultimate mission.

This does not mean that he has not got other duties side by side with this. Far from it. His special task accomplished, everyone should find time and energy to do his daily human duties. He should *parallelly* serve the Spirit (art, science, thought) and Humanity. I say *parallelly* advisedly, since these two classes of obligations are on *different*

planes: when the Spirit is in quest of Beauty or engaged in search after Truth, no practical consideration should be allowed to weigh in such free and disinterested activities; likewise, when one wants to serve humanity one should listen to no other voice than that of Love and active Goodness. Why unnecessarily oppose one to the other? Why not allot to each its rightful share and harmonise the two?

Thus the problem is to find the just equilibrium,* the complete harmony where their diverse voices merge. To a musician such a solution is perhaps easier than it is to anybody else: for his native instinct teaches him to weave, as Heraclitus has observed, "the dissonances even, which make the finest harmony."—And it is also easier of accomplishment to a spirit of India whose time-old thought knows the secrets of the harmonious wisdom much better than the thought of Europe.

Every one should in his turn seek to find himself—to find, that is, his proper unique equilibrium out of the diverse elements: for every one should be—as he is at bottom—a different chord. The interest of life lies in striving for this realisation. And whoever realises this has not lived in vain since he then becomes what he was made to be. It may even be said to be the definition of joy on earth.

Bien affectueusement a vous

Romain Rolland.

November, 1922.
Switzerland.

Cher ami,

Your beautiful letter from Naples moved me deeply and I regretted to learn that you sailed for India......

No, there is no gulf between the musical art of Europe and that of Asia. It is the same Man whose soul, at once unique and multitudinous like a tufted oak, seeks to embrace the illimitable and unseizable Life. I love the oak in its entirety. Through all I love to listen for the rustling of its massive branches. I want to glut my ears and my heart with their total and stirring harmony.

---

* Cf. Aurobindo: "All problems in life are problems of harmony"—Life Divine.

You are right in judging every race by its best types. A hero of Corneille said :

"Rome n'est plus dans Rome ; elle est toute où je suis." *

Every race is incarnated in its superior types—not in its transitional actuality, but in its age-long profundity. The best types do not indeed represent what their people are to-day—not even (you will perhaps regard this as savouring of pessimism) what the latter will grow up into at some future date. They represent at bottom the virtual forces and the gigantic possibilities inherent in their stock, even though the stock will never perhaps have the energy and the time completely to realise these possibilities *en masse*. Thus it must ever be. A minority of choice spirits shall always be several centuries ahead of the masses whom they can understand and even love—as they should. But the masses will never understand them for what they are. Either they will mock at them ane sometimes crucify them for being what they are or else they will acclaim them and sometimes deify them for being what they are not.—That need hardly distress you. For had not the profound wisdom of Indin seen ages ago that all men are not born at the same stage of development ? There will always be some who are born infants and rest infants all their lives......There are yet others who belong, from the moment of their birth, to a remote of their birth, to a remote future. Heraclitus has aptly said that all these differences and even discords contribute to the sum-total of the beauty of the harmony.

"Ex Twr dilde Pórtwr xlhhiótur Lpuorilr"

Ecoutons l'ensemble du concert ! The present moment is but a transitional chord,—bitter, rich and cruel may be—but it will presently resolve itself in the part of the symphony that succeeds. Let each of us care only for playing the part allotted to him with exactitude, sincerity and unselfishness. And if it so happens that those whose parts are comparatively nobler and more profound are misconstrued, they do not stand in need of commiseration. They are more than repaid by the joy that they experience in their isolation—the beautiful music which falls to their lot. What matters if "*others*" misjudge them ? "The others" are not the judges. The judge is the Invisible Master of the symphony.

I intend spending the winter at Villeneure. To-day my little house is quite encircled by snow. But it is very beautiful and refreshing, Under its white cloak the winter helps

---

* Rome is no longer in Rome ; She is wholly there where I am.

the out-flowering of the inner life. I do not pine for Paris—no, not by any means. But I regret the distance that separates me from the few friends that I have, of whom I count you as one.

Les trois hotes de "Villa Olga" vous envoient leur cordial souvenir. Et je vous prie de me croire votre affectueusement devoue

Romain Rolland.

Dilip,

It was good to have the packet of translation from you. Your letter, too, was very welcome and I feel so happy that Sri Aurobindo has blessed your efforts with such high praises. Of course, you realise what it means to receive it from the Fountain-Source of Vision ? From your new style of original composition as well as translations I can see how you are flowering. God bless you—and may the splendour grow wider and clearer...I am proud, too, to read Sri Aurobindo's congratulations for your having evolved a style of your own uninfluenced by Tagore and others. You may remember how at Cambridge I used to regret to you that young Bengal should have fallen so utterly under the spell of Rabindranath. Did I not tell you that so long as Tagore was not ruthlessly got rid of no fresh contribution to Bengali verse was possible ? Of course I meant solid lasting contributions, not ephemeral meretricious pastiches—these are to be had galore at all times, and at the present, one can hardly see the ground for them.

I think, however, that Suhrawardy's small lyric "Some Day" might be dropped out of your translation group. For though it is pretty, the last two verses are very obviously and awkwardly reminiscent of Yeats' "When you are old and grey and full of sleep," which again, alas, is almost a translation of a French author of the 18th century.

But what a wonderful thing you have turned out of Sri Aurobindo's little poem "Revelation", of magic beauty ! It is full of haunted word-images and has all but caught the great poet-prophet's original experience !

Your translation of Yeats' "All things uncomely and broken" is also remarkable. It bears with it all the exquisite and drowsy delicateness of experience conveyed in the original —as also the subtelty of rhythm and form. Translations of such pieces are sure to help you gradually to form a marvellous technique of your own...

Do you know, Dilip, I have suddenly begun to feel a nostalgia for solitude and silence? I am now living in Courtallam, a quiet village resort—famous for its waterfalls. I do a lot of quiet thinking and reading and writing. I wish I could show you my numerous poems and songs of these days. The Muse has of late been visiting my little lonesome cell, and she has been gracious enough to continue her visits though rather uncertain and spasmodic. But even during her absence she leaves behind for me the priceless gift of an emptiness of heart, into which I do not of my own accord, as far as possible, pour any of my mind's colours or sounds or shapes or perfumes. I begin to feel such a helpless tool now. Is it not wonderful what huge smallness we combine with what marvellous hugeness in our beings?

Yours affectionately,

HARIN.

Dear Dilip,

Your letter. It thrilled me. You will notice in the extract I am sending you a similarity of struggle—(as the one expressed in your question and Mother's answer in the conversation on Art and Yoga, so beautiful encouraging and uplifting!). Yes, Dilip,—already I feel that I have been receiving thought-currents from the great Yogi. I am becoming *terribly* quiet. It almost frightens me. I wonder what it all means, but I am certain it means New Life, for my quietness is by no means that of a tomb-stone—but of a twilight already burning with innumerable stars which need the darkness to make them twinkle.

Your poem "Ashapuran" with the exquisite music and rhythm and newness of construction has delighted me. Perhaps some day you will recite it to me to the beat of the Tabla? And how shall I thank you for the Dedication of your poem: প্রেমোৎসবী? Dilip—do *I really* and *truly* deserve it? You see, I feel such a flaw in the universe or to quote myself—to express what I feel I am:

"I would be changed to anything but me,
The bleeding break in all Eternity".

However, your affection ought to give me more joy now than ever.

I am so lonely in my struggles—but O Dilip, how swiftly I seem to be arriving somewhere—even beyond the Dream I had set before me long. long ago. Divinity be with you always...Do keep writing to me. You know your letters do me good. and I love your enclosures of deep spiritual extracts from Mother and the God-Man.

I am now sending you the completion of my happy and privileged task : the translation of your poem Krishna (p. 199). I am thoroughly conscious of the stupendousness of such an endeavour : the rendering of a poem so exquisitely worded and "architectured" in the original as your "Krishna", which, believe me, is an immortal thing···I await any corrections you may wish to suggest. I shall make the alterations with great love and care,

I wonder if it is not the height of impudence—my dedicating this poem to "Mother" ?—(ডান পাশে আমার বাংলা অনুবাদ দিলাম)

The twittering of birds at morn	বিহগ কাকলি প্রত্যূষে উঠে বাজি'
When gold and pink are half awake	যবে আধ জাগা গোলাপ ও স্বর্ণ ঝরে···
Is but the Mother's Hush re-born	জননীর নিধ্বনি নবজাত আজি···
And sound-imprisoned for our sake.	ধ্বনির নিগড়ে বন্দী—মোদেরই তরে।
Our eyes, the little eyes of man,	মানব নয়ন ··তুচ্ছ নয়ন হায়—
Lost jewels of the Far-away,	যারা সুদূরের হারা কৌস্তুভ মণি—
Have narrowed her into a span	সীমা-খণ্ডিত করে সেই অসীমায়
Of visible beauty wrought in clay.	ফুটায়ে পঙ্কে—রূপ রেখা প্রধ্বনি'।

The courage which makes me venture to dedicate this humble offering to her is, I think, derived immediately and directly from the conviction that She will be great enough to accept the efforts of clay towards the Fire—however feeble and unsuccessful they be.

Your letter was beautiful...You ask me to come to the Asram with humility of reverence in my heart. Dilip, you do not know how I have been shrinking of late into a feeling of insignificance, nor can you imagine the deep veneration and awe with which I read every

line that comes to me from the Asram ? (leave alone the embodiment of Knowledge, Light and Tranquility.) No, you and I must meet to know each other—or rather to discover the New Beings that we are, perhaps, becoming through the Divine Grace and Inspiration. Rest assured, Dilip, that I am hungry for something that will not pass away. Even beauty itself yields me little joy nowadays—the beauty whether of humanity or flowers or mountains or waters—I want to contact the Nakedness behind all visibility—I know you believe it because I am sincere about the Quest—*I am very swiftly outgrowing old yearnings*—within the past month the speed has been unconscious but great. It has not left me shaken, but it has left me quiet. *I know that the New Power* which I have been wanting and begging for, *has consented to accept to unstain me of earthly shadow.*

I am so grateful that you wrote to the God-man in defence of me—although He, in His divine Vision, can see me as I am and interpret the value of my individual being beyond the criticism and the *misinterpretation of that value on the physical plane.* Surely, Dilip, I am not beyond Divine forgiveness for having lived—(and that so rapidly) in the "vital world"? And, after all, does the Divine need to *forgive !*—Forgive whom ? and for what ?—since in the eyes of the Divine there is but one vast fluid evolution in which we are all caught like moments—each moment being in itself eternal. Every thought and deed that is born in the universe is, I believe, the necessary promise of the masterpiece—why, Mother explains it all so wonderfully in the Conversations.

I feel :

Each man is in a real sense
Centre of that circumference
Whose circle is beyond our ken ;
For every man fulfils all men.

I have just completed four days of a week's vow of silence. I think voice was given to us to test our powers of inward hush. I want so much to meet you. But I suppose the time has to come and may come sooner than we expect.

With love, Dilip,
Affectionately
HARIN.

P. S. The poem I dedicate to Sri Aurobindo is this :

STRANGE

It is the strangest thing to be
Eternity.
And gaze
On small unnumbered days
Go by
To be the silence at the end,
And then descend
Alone—
Into a world of moan,
And cry.

It is the strangest thing to live
A fugitive
On this
Wild earth and love and kiss
And plan…
I, the immortal voiceless one,
To have begun
These coloured blossoms on the grave
Called man.

বিচিত্র

বড় বিচিত্র—হ'য়ে অনাদি চির-অশেষ
নির্ণিমেষ
চেয়ে থাকি,
হেরি: ছোট অচিহ্ন দিনগুলি বৈরাগী
বহি' যায় বিলুপ্তি লভি' নিথর-পারে…
পরে নামিতে অন্ধকারে—
শূন্যসাথী—
সেই • রুদ্ধরোদন জগতে বিধুর রাতি
কাঁদিতে জাগি'।

বড় বিচিত্র—হ'য়ে পরবাসী সব হায়,
এ-বসুধায়
প্রাণ ধরি!
মরু- কান্তার প্রেমে চুম্বনে উর্ব্বরি,
কত ভাঙি গড়ি…হ'য়ে অমর…বচনাতীত
বাঁচি বাসনাবন্ধে—স্মিত
বর্ণসার
যত ফুলদল ফুটে সে-শ্মশানে নাম যার—
মানব মরি!

Please offer it to him on my behalf…… HAREEN.

Dilip,

I have always admired Hareen's poetry…His language and rhythm are always beautiful, and he has grown in ease and mastery; his images also are fine and vivid. The thought is not always quite successful—there is sometimes an excess or exaggeration, sometimes a fall… This poem, however, is original in rhythmic movement and perfectly phrased and constructed in which there is no exaggeration or fall of thought anywhere. Your translation is very good and adequate… SRI AUROBINDO.

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সতীর্থবরেষু

আপনার কবিতা আমার এত ভাল লাগে কেন? কারণ, প্রথমত, আপনার কবিতার চলনে ও বলনে আমি পাই একটা চমৎকার "হার্ম্মনি"র আমেজ। বাংলা কাব্যে ও-জিনিষটি খুবই বিরল। আমাদের কাব্য-ছন্দের বিশেষত্ব "মেলডি"। আর এই "মেলডি"র পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কেবল "মেলডি"-রই রাজা, এ কথায় কেউ কেউ হয়ত আপত্তি তুলতে পারেন; কিন্তু আমার অনুভব এইরকম যে, রবীন্দ্রনাথে যদি বা "হার্ম্মনি" থাকে, তবে তা যথাসম্ভব মেলডি-ঘেঁসা হ'য়ে উঠেছে—বিষম বিরোধী উপকরণ তাঁর স্পর্শের যাদুতে তাদের সকল বিষমতা বিরুদ্ধতা হারিয়ে ফেলেছে, তারা হ'য়ে উঠেছে সমান মসৃণ, একই সুরের লাস্য। কিন্তু আপনাতে দেখি ভিন্ন ধারা একটা। বিষমতার দিকটা আপনি একেবারে মিলিয়ে মোলায়েম ক'রে দিতে চান নাই, কোথাও কোন প্রকারে তাকে কিছু বাঁচিয়ে জাগিয়ে রাখতে আপনি সচেষ্ট; অথচ মোটের উপর একটা সমৃদ্ধতর সৌষ্ঠব ও মাধুর্য্যই আপনার স্মৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে। বিষমতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে যে সাম্য, দ্বন্দ্বকে আশ্রয় ক'রে যে ঐক্য—কাব্যের এই রীতি—সঙ্গীতে বেঠোফেন এই জন্তেই প্রসিদ্ধ না?—বাঙলায় নূতন সৃষ্টি!

আমাদের আধুনিক সকল কবির প্রয়াস "মেলডি"-র ঐকান্তিক প্রভাবকে দূর করা। অনেকে তাই চেয়েছেন, এই মেলডির কাঠামো একেবারে ভেঙে কেবলি বা যতদূর সম্ভব কাব্যের ছাঁদকে অমসৃণ রূঢ় ও রুক্ষ ক'রে তুলতে। বলা বাহুল্য, এই আরেকদিকের অতিমাত্রায় আপনি চ'লে যান নাই। আমার মনে হয়, আপনার গানের চালই কতকটা আপনার কাব্য-ছন্দেরও প্রতিরূপ। গানের মেলডি অক্ষুণ্ণ রেখে তারই মধ্যে আপনি একটা সমৃদ্ধি এনে দিতে চেয়েছেন তানের আলাপের বৈচিত্র্যে; কাব্যেও মোটের উপর মেলডির ফ্রেমকে না ভেঙে ফেলে, গতির, যতির ও শব্দ সংঘাতের একটা কুশলতার কল্যাণে তারই মধ্যে আপনি হার্ম্মনির দ্বন্দ্বজাত ঐক্যের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন।

আপনার কবিতা আমার প্রিয় তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমি সেখানে দেখি আপনি সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে কবি। অবশ্য আমরা এ কথার এমন অর্থ নয় যে, আপনি কবি ছাড়া আর কিছু নন বা কাব্য-রচনা ছাড়া আপনার অন্য ব্রত নাই তা নয়। আমি বলছি, কাব্য আপনার অন্তরাত্মার সহজ প্রকাশ; আপনার কাছে ও-জিনিষটি খোস-খেয়াল নয়, অবসর-বিনোদনের উপচার নয়—অথবা একটি বিশেষ বিদ্যাসিদ্ধি বা শক্তিও নয়! ওটি আপনার চেতনার স্ফুরণ—আপনার গভীরতম উপলব্ধির অবাধ অনিবার্য্য বিকাশ। আজকাল চারিদিকে এদেশে বিদেশে যত কবিই দেখি,

বেশির ভাগের মধ্যে একটা অভিনবত্ব, নিপুণতা, শক্তিমত্তার পরিচয় যথেষ্ট পাই, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই মনে হয়, জিনিসটি যেন ফাঁপা, ভিতরে শাঁস যেন নাই—একটা কি আসল জিনিসেরই অভাব। সবই আছে হয়ত; নাই সেই যাদু সেই মৃতসঞ্জীবনী, সেই সোনার কাঠির স্পর্শ। আপনার কবিতা কবিত্বের অনাবিল গোমুখী হ'তে উৎসারিত—ভেজালের যুগে এমন খাঁটি জিনিষ দুর্লভ বইকি।

আপনি বিশেষভাবে জান্‌তে চেয়েছেন, আপনার কাব্যে যে দার্শনিক, যে তাত্ত্বিক বস্তু আছে তা কতখানি আপনার কবিত্বকে ভারাক্রান্ত করেছে। এই দিক দিয়ে অনেকে নাকি আপনার কাব্যের উপর দুরূহতার অভিযোগ এনেছেন। বল্‌তে কি, কথাটা শুনে আমি একটু আশ্চর্য্যই হ'য়ে যাই। আপনার তত্ত্বকথা, তত্ত্বকথা হিসাবে কখন আমার মস্তিষ্ককে আঘাত করে নি—ও পথটাই তার নয়। আপনার তত্ত্বকথা হ'ল আপনার হৃদয়ের নিবিড়তম, গভীরতম, ঊর্দ্ধতম উপলব্ধি—তা জাগ্রত, জীবন্ত, প্রাণের স্পন্দনে চলন্ত। আপনার তত্ত্ববস্তু ত' বস্তু নয়, তা যেন সপ্রাণ জীবেরই মত। আমি আপনার হাতের সোনার কাঠির কথা উল্লেখ করেছি—এরই প্রসাদে তত্ত্ব আর তত্ত্ব নাই, রসে পরিণত হয়েছে। আপনার তত্ত্ব মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, তা অন্তঃপ্রাণের, অন্তর্হৃদয়ের গহন গহ্বর হ'তে উঠে এসেছে। চিন্তার কর্কশতা কঠোরতা তাতে নাই, আছে ভাবের শ্রী ও মাধুরী।

তা ছাড়া এই যে তত্ত্ব বা অন্তঃদর্শনের কথা, এক হিসাবে তা বাংলায় একটা নূতন ধারা। বাংলাতে দোষ সচরাচর হ'তে হয় একদিকে অতিমাত্র ভাবালু, আর তা যদি এড়িয়ে চল্‌তে চাই তবে অন্য দিকে হ'তে হয়, অতিমাত্র চিন্তালু (didactic)। এই উভয় সঙ্কট কেমন সহজে আপনি উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছেন তা বহু কবির শিক্ষাস্থল হ'তে পারে।

আরও কথা আছে। লোকে যাকে তত্ত্ব বা দর্শন বলে প্রকৃতপক্ষে তা আর একটা সত্যতর চেতনার ভূমিতে সহজ, সত্য, সরল দৃষ্টিমাত্র। সাধারণতঃ কাব্যের সত্য খুব অল্পই সত্য—তার বেশির ভাগ সত্যাভাস, অনেকটা নির্জ্জলা মিথ্যাও হ'য়ে থাকে। কারণ, তা প্রাকৃত চক্ষের একটা মায়া-রচনা। এইজন্যেই বোধহয় প্লেতো কবিকে তাঁর আদর্শ সমাজে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু নির্জ্জলা সত্য—শুধু ভাবের সত্য নয়, জ্ঞানের সত্য—খাঁটি বস্তু—শুধু ইন্দ্রিয়ের বস্তু নয়, অতীন্দ্রিয়ের বস্তু—কাব্যকে কতখানি সুন্দর সমুন্নত ক'রে তুল্‌তে পারে তার উদাহরণ উপনিষদ; আপনার কবিত্বে আমি পাই ঔপনিষদিক ঋষির সত্যে শরবৎ তন্ময়তা, এক চিন্ময়লোকের অভ্যন্তরে স্বচ্ছ দৃষ্টিপাত।

সত্যকার জ্ঞান খুবই দুর্লভ। অনেক বিখ্যাত কবির রচনা-চাতুর্য্য, শিল্প-নৈপুণ্য এমন কি ভাব-বৈদগ্ধ্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, কতটুকু জ্ঞান অর্থাৎ কতখানি অজ্ঞানের পুঁজি নিয়ে তাঁরা তাঁদের মনোহারী দোকান সাজিয়েছেন। আপনার প্রজ্ঞাঘন উপলব্ধি আপনার কবিতায় এনে দিয়েছে বিশেষ মহত্ত্ব।

আমি গোড়ায় বলছিলেম আপনার কাব্যে হার্ম্মনির কথা। কিন্তু কেবল গড়ন হিসাবে নয়, বস্তুর দিক দিয়েও দেখি একটা "হার্ম্মনি"-ই গ'ড়ে উঠেছে—ভাবের ও তত্ত্বের যুগপৎ অধিষ্ঠানে। অবশ্য ভাব ও তত্ত্বকে আপনি বাহির থেকে

জুড়ে দেন নাই—উভয়কে আলাদা রেখে তাদের সমন্বয় সাধন করতে প্রয়াস পান নাই। ভাবকে আরও গভীর ভাবে "ভাবনা" ক'রেই আপনি তত্ত্বের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছেন। ইউরোপীয় ধরণে আপনি ঠিক হার্মনি রচনা করেন নাই। মেলডিকে বনিয়াদ ক'রে, একটা সমৃদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধের চাপে এই মেলডির অন্তর থেকেই হার্মনির রেশ আপনি ব্যক্ত ক'রে ধরেছেন।

আপনার কাব্যজগতের ত্রুটি দেখানোর সাহস বা অধিকার আমার নাই। তবে আপনার প্রতিভার একটা পরিণতি অনুসরণ করবার লোভ আমার আছে। ভাবের অর্থের দিক দিয়ে আপনার সৃষ্টি গাঢ়, গভীর ও বিচিত্র হ'য়ে উঠবে সন্দেহ নাই; ছন্দের বৈদগ্ধ্য ত' ইতিমধ্যেই বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে উঠেছে। এখন, এতখানি প্রাচুর্য্যকে অঙ্গে অঙ্গে বেঁধে সাজিয়ে একটা স্থাপত্যসুলভ গরিমা,—হার্মনিরই পরাকাষ্ঠা এক আপনার হাতে ফুটে উঠবে, এই আশায় রয়েছি—বাঙ্গালীর সৃষ্টিতে ও-জিনিষটির একান্ত অভাব বললে অত্যুক্তি হয় না।

আপনার গুণমুগ্ধ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। তুমি ভারতবর্ষের সঙ্গীতলোকে বিচরণ করতে বেরিয়েচ; নিজে সুধা পান ক'রে আসবে, আর আমাদের জন্যে সুধাপাত্র পূর্ণ ক'রেও আনতে পারবে। কিন্তু তাই ব'লে এই বয়স থেকেই দেহটার প্রতি অবিচার করতে আরম্ভ করলে চলবে না। কায়াটাকে বিনামূল্যে পেয়েচ ব'লেই, পড়ে-পাওয়া সামগ্রীর মত, তার প্রতি ব্যবহার করলে ঠকবে। অনেকদিন থেকেই দেখ্‌চি এ সম্বন্ধে তোমার শৈথিল্য আছে। তোমার উপরে আর সকলেরই দাবী আছে কেবল তোমার নিজের দেহের নেই একথা মনে করা ভুল।

আমার শরীরটাকেও আমি দুঃখ দিয়েচি, এতকাল সহিষ্ণুভাবে সে ছিল, এত দিন পরে সে আমাকে দুঃখ দিতে সুরু করেচে। কিন্তু প্রায় ৬৪ বছর ধ'রে নির্ম্মমভাবে ত' তার কাছ থেকে কাজ আদায় ক'রে নিয়েচি—এখন আমার ছুটি নেবার সময়—অতএব এখন আর সে আমাকে কতই বা ফাঁকি দেবে। তোমাদের দেহযন্ত্র এখনি যদি ক্ষণে ক্ষণে চাকা ভাঙতে সুরু করে তাহ'লে শেষ পর্য্যন্ত সে লোকসানের পূরণ হওয়া শক্ত হবে।

আমি ভাঙা শরীর নিয়েই চীনে যাত্রা করচি। ডাক যখন পড়েচে, তখন ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়ে পরিত্রাণ নেই। যাত্রার পূর্ব্বেই যদি দেখা হয় ত খুব খুসি হব—যদি না হয় তবে ফিরে এসে একবার বৈঠক করা যাবে। চীন থেকে ভ্রমণ-বিবরণ কিছু কিছু পাঠাতে বলেচ। কিন্তু আজকাল লেখার তাগিদ মনের মধ্যে নেই। যখন সমজদার কাউকে কাছে পাই তখন মুখের কথায় চিন্তার বোঝা খালাস ক'রে দিই। দেখা যাক্ কি হয়।

গোরা তোমার ভালো লেগেচে, খুব খুসি হলুম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইংরেজ পাঠকের ওটা মুখরোচক হবে না। ওদের পক্ষে বড় বেশি বিদেশী, তা ছাড়া স্থানে স্থানে কোনো কোনো কথা শ্রুতিকটু ঠেকবে। ইতি—২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

দার্জিলিং

কল্যাণীয়েষু

দ্বিতীয় পত্রে তুমি আমার শ্রান্তির গভীরতা কতটা তাই প্রশ্নের দ্বারা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেচ। জিজ্ঞাসা করেচ, চিঠি পড়্‌তেও কি আমার ক্লান্তি বোধ হয়। চিঠি-বিশেষ আছে যা প'ড়ে-ওঠা দুঃখকর, শারীরিক ক্লান্তি তার মূল কারণ নয়, সাইকলজির কোনো একটা কম্‌প্লেক্সে তার কারণটা জড়িয়ে থাক্‌তেও পারে। তোমার চিঠির সঙ্গে সাইকলজির কোনো বিরোধ নেই একথা নিশ্চিত মনে রেখো। চিঠি পড়ার দিকে কোনো ত্রুটি নেই, চিঠিপত্র লেখাটা এখন যেন উজান-ঠেলা ব্যাপার হ'য়ে উঠেচে। তার সত্যকার কৈফিয়ৎ যদি দিই তবে কানে কি রকম শোনাবে বল্‌তে পারি নে। তোমার বার্ট্রাণ্ড রাসেল যে অবস্থাটাকে অবজ্ঞা করেন, শেষ বয়সে আমাকে সেই অবস্থায় পেয়েচে—আমি হয়েচি introvert। আমার চিত্তের ধারাটা এখন বাইরের দিকে বইচে না, এই কারণে বাইরের কাজ যা-কিছু করতে হয় তার জন্যে লগি ঠেলার দরকার করে। একলা ব'সে ব'সে অন্তরের মধ্যে নিজেকে বহুদূর বিকীর্ণ ক'রে ফেলেচি—নিত্যই কাজের তাগিদ এলে তাকে প্রতিসংহরণ ক'রে কর্ম্মের কেন্দ্রে সঙ্কীর্ণ ক'রে প্রয়োগ করতে হয়, মন তাতে রাজি হয় না। সে বলে, এখন তার খোলা মাঠে চ'রে বেড়াবার দিন, লাগাম পরবার দিন নয়! স্বর্গলোকে কর্ম্ম নিশ্চয় আছে, কিন্তু দায়িত্ব নেই, সেই ঝোঁকে আমাকে পেয়েছে—মাঝে মাঝে বাজে কাজ করি, না করলে চলে ব'লেই যার তাগিদ এমন সব সময় নিয়ে আকাশে ঘুড়ি ওড়ানোর কাজ। শরীর যদি সুস্থ সবল থাকৃত তাহ'লে নিজের ও পরের কাছে জবাবদিহীতে পড়্‌তে হ'ত। ভগবানের দয়ায় শরীর খারাপ হয়েচে, বয়সও তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বই কম হয়নি—এই ফাঁকে আরেকবার ইস্কুল পালাবার সুযোগ ঘটল। বাজে কার্য্যালয়ের দরজার বাইরে প্ল্যাকার্ডে লট্‌কে দিয়েছি, "আমার কাছে কেউ কিছু আশা কোরো না।" তাতে যে আশার নিবৃত্তি হয় তা নয় তবে কি না কিছু পরিমাণে তার ঝাঁজ মরে,—লোকে অহঙ্কারী বলে না, বলে, বুড়ো হ'য়ে গেছে। এ অপবাদটাও মিথ্যে, তবু সুবিধাজনক। ইতি ৩ আষাঢ় ১৩৩৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অনেক দিনের পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হ'য়েছি—কিন্তু প্রশ্নগুলি প'ড়ে দেখ্‌লুম তোমার পরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটা কপটতা হবে। চেষ্টা কর্‌ব সংক্ষেপে জবাব দিতে; কিন্তু সংক্ষেপে জবাব দেওয়া হচ্চে, গোঁজামিলন দিয়ে মেরামত করা, তাতে বর্ত্তমানের তহবিলে যে-খরচটা বাঁচে ভাবী কালকে তার দ্বিগুণ বেশি দণ্ড দিতে হয়।

গীতাঞ্জলির কয়েকটি গানের ছন্দ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চেয়েচ। গোড়াতেই ব'লে রাখা দরকার, গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েচে গানের সুরের 'পরে। অতএব যে পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রার কমবেশি দুরস্ত ক'রে নিয়ে পড়্‌তে পারেন, যাঁর নেই তাঁকে ধৈর্য্য অবলম্বন কর্‌তে হবে।

"জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গানটায় যে মাত্রাধিক্যের কথা বলেচ সেটা অন্যায় বলো নি। ঐ বাহুল্যের জন্যে "পঞ্জাব" শব্দের প্রথম সিলেব্‌ল্‌টাকে দ্বিতীয় পদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি—

পন্‌। জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা ইত্যাদি। তুমি লিখেচ, পঞ্জাবকে "পঞ্জব" কর্‌লে ও গুজরাটকে গুর্জ্জর কর্‌লে চল্‌ত। কিন্তু পঞ্জাব নামটার আকার খর্ব্ব কর্‌তে সাহস হয় নি—ওটা দীর্ঘকায়াদের দেশ। তাছাড়া ছন্দের অতিরিক্ত অংশের জন্যে একটু তফাতে আসন পেতে দেওয়া রীতি বা গীতি-বিরুদ্ধ নয়। অবশ্য "মারাঠা" নিশ্চয়ই ভুল ও-ছন্দে। জন-গণ-মন গানটা যখন লিখেছিলাম তখন আমার ছিল "মরাঠা"—মরাঠীরাও প্রথম বর্ণে আকার দেয় না—তারপরে যাঁরা শোধন করেচেন তাঁরাই নিরাকারকে সাকার ক'রে তুলেচেন, আমার চোখে পড়ে নি।

এই গেল আমার কৈফিয়তের পালা।

*

কোনো কোনো দল আমাকে কুৎসিত ভাষায় গাল দিচ্চে ব'লে তুমি আক্ষেপ করেচ। আমার জন্যে না তাদের জন্যে? এ-অহঙ্কার আমার নেই যে স্তুতি-নিন্দাকে সমান ক'রে মান্‌বার মতো আমার শক্তি হয়েচে। নিন্দায় প্রথমটা বিচলিত করে কিন্তু তার পরেই বিচলিত হয়েচি ব'লে অত্যন্ত গ্লানি বোধ হয়। অভদ্রের হিংসাকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু তার প্রতিহিংসাও তো একই শ্রেণীর জিনিষ—ধ্বনি যদি নিন্দনীয় হয় তার প্রতিধ্বনিকেই বা সমাদর কর্‌ব কেন? আমি একান্ত যত্নেই চেষ্টা করি বিষবাণের দাহ থেকে মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত কর্‌তে। যখন কৃতকার্য্য হই, মনের মধ্যে কোন তাপ থাকে না—তখন গভীর একটা আনন্দ পাই। গায়ের উপরে যারা পঙ্ক বর্ষণ কর্‌তে পারে তারা করুক্, সে তাদের

ধর্ম, কিন্তু মনের মধ্যে সেই আবর্জনা যদি আমি সঞ্চয় ক'রে রাখি তবে তার চেয়ে নিজের প্রতি অন্যায় করা আর কিছুই হতে পারে না। আমার কৃতকর্মের মধ্যে যা কিছু নিন্দার যোগ্য তা স্বভাবতই চিরকাল থাক্‌বে না, তেম্‌নি আমার বিরুদ্ধে যা মিথ্যা নিন্দা তাও চিরকাল থাক্‌বে না। মনে সান্ত্বনা এই যে, এই সব নিন্দা যারা রটায় তারা পুলিসেরই আমলা, কিন্তু বড়ো আদালতের তারা কেউ না—তারা খুঁৎ ধ'রে গুঁতোও দেয় কিন্তু বিচার তাদের হাতে নেই। সাহিত্যের বাজারে নিন্দার ব্যবসা আজকাল খুব জেঁকে উঠেচে, তাতে আন্দাজ করচি কুৎসার কাট্‌তি আছে।

আমি কেবল একটা কথা কিছুতে বুঝ্‌তে পারি নে—সাহিত্যে রচনাশক্তির অভাব দারিদ্র্যেরই মতো, তা ধর্ম্মনৈতিক পাপ নয়, কিন্তু যারা তার প্রতি কুশ্রীভাবে হিংসা প্রকাশ করে তারা সেটা কোন্ প্রকৃতি থেকে করে? লেখা ভালো বা ভালো নয় একথা বল্‌বার অধিকার অযোগ্য লোকেরও আছে—কিন্তু লেখককে বা তার আত্মীয় বন্ধুকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করবার যে প্রবৃত্তি তাকে কোন্ নাম দেব? অন্তত তার দ্বারা অভিভূত হবার আত্মাবমাননাকে কিছুতেই প্রশ্রয় যেন না দেই।

*

তুমি আশার যে-চিঠিখানি পাঠিয়েচ খুব ভালো লাগ্‌ল। এতে ওর বুদ্ধিশক্তির যে-উজ্জ্বলতা, নির্ভীকতা ও যে-সত্যপরায়ণতা প্রকাশ পেয়েচে সেটা বিস্ময়জনক। তারুণ্যের স্পর্দ্ধা অনেকেরই দেখি, কিন্তু চিত্তবৃত্তির দৈন্যে চিন্তাশক্তির অগভীরতায় তাদের চাঞ্চল্য নিতান্ত ছেলেমানুষী হ'য়ে ওঠে। আশার মননশক্তির মধ্যে অসাধারণতা আছে।

*

আমি জানি অনেকে যারা সম্মুখে আমাকে শ্রদ্ধা জানায় তারা আমার অপমানে আনন্দসহকারে যোগ দেয়। এর মধ্যে আমার খুসির কথাটা এই যে, আমি প্রচুর পরিমাণে তাদের উপকার করেচি। এবং কখনো যেন তাদের প্রতিকূলতা না করি এই আমার কামনা। আমাদের দেশে দুর্ব্বল মন, দুর্ব্বল আত্মা, নিজের মধ্য থেকে বিষ উদ্ভাবন করে—সেই বিষ অকারণ কুৎসা ঈর্ষা ইতর গালিগালাজ রূপে সমাজের স্বাস্থ্য দূষিত করে। এ আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য; অতএব একে স্বীকার ক'রেও ধৈর্য্য রক্ষা করতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দের "Who" কবিতাটি খুব ভালো লাগ্‌ল। ইতি কার্ত্তিক ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু *

তোমার "একটি···বাজে" ছন্দে একটি ও দুইটি উভয় শব্দই তিন মাত্রার। কারণ এ ছন্দ পয়ারের মত নয়; তবে যুক্ত অক্ষরের মাত্রা দুই

—একটি গান সকল গান মাঝে
সবার চেয়ে ধন্য হ'য়ে বাজে—

"ধ্বনিত হ'য়ে বাজে" বললেও চলত—কিন্তু "ধন্য হইয়া বাজে চলত না।"

কিন্তু তাই ব'লে পয়ারে "একটি" শব্দকে তিনমাত্রার মর্য্যাদা যদি দাও তবে ওর হসন্ত হরণ ক'রে অত্যাচারের দ্বারাই সেটা সম্ভব হয়। অর্থাৎ যদি "একটি"-র "ক"-য়ে হসন্ত রাখ তবে দ্বৈমাত্রিক ব'লে ওকে ধর্‌তেই হবে। যদি মাছের ওপর কবিতা লেখার প্রয়োজন হয়, তবে কাৎলা মাছকে কা—ত—লা উচ্চারণের জোরে সাধুত্বে উত্তীর্ণ করা আর্য্যসমাজী শুদ্ধিতেও বাধ্‌বে। † তুমি কি লিখ্‌তে চাও

পা ত লা ক | রি য়া কা টো | কা ত লা মা | ছে রে
উ ত সু ক | না ত নী যে | চা হি য়া আ | ছে রে ?

আর আমি যদি লিখি

পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে
টাট্‌কা তেলে ফেলে দাও শর্ষে আর জিরে—
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কা বাটা—
যত্ন ক'রে বেছে ফেলো টুক্‌রো যত কাঁটা

আপত্তি করবে কি ?

[কিন্তু কবির "সোনার তরী"তে বর্ষাযাপন কবিতায় যেখানে যুক্ত অক্ষরের মাত্রা এক, দুই নয় সেখানে কবি লিখেছেন "ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত গল্প লিখি একেকটি ক'রে।" এখানে "একেকটি"কে কবির নির্দ্দেশমত তিনমাত্রা ধরা উচিত কিন্তু কবি ধরেছেন চারমাত্রা। ছন্দোনিপুণদের রায় জানার ইচ্ছা। শ্রীদিলীপকুমার রায়]

* আমার প্রশ্ন ছিল "একটি" দুইমাত্রার না তিনমাত্রার। আমি লিখেছিলাম ধরুন "একটি গান সকল গান মাঝে দুইটি সুরে আজিও যে গো বাজে" যদি লিখি, তবে একটি ও দুইটি উভয়েই ত্রিমাত্রিক কি না। আর সাধুভাষায় পয়ারে একটি-র ওজন কি ?

† কিন্তু কবি তাঁর 'কণিকায়' লিখেছেন : "বাব্‌লা শাখারে বলে আম্রশাখা, ভাই" এখানে ঠিক্ ঐ পয়ারে বাব্‌লা বা—ব—লা উচ্চারিতই হ'য়েছে।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

আমার জন্মদিনে তুমি ও শরৎ এখানে আসবে শুনে খুসি হলুম। তোমার হস্তাক্ষর সম্বন্ধে তুমি সতর্ক হবার চেষ্টা করচ এইটে দেখে চিন্তিত হচ্ছি। অন্যান্য কলাবস্তুর মতোই হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ ইন্দ্রিয়তোষণে নয়। তা যদি হ'ত তাহ'লে ছাপার অক্ষরের আদর্শকেই হস্তাক্ষরের আদর্শ বলতেম। কিন্তু ছাপার অক্ষরে রেখা আছে আত্মা নেই। হাতের অক্ষরে সৌন্দর্য্য যদি থাকে তো সেটা উপরি পাওনা—তার সত্যকার রস হচ্চে তার ব্যক্তি-বিশেষত্ব। সুন্দর ছবি বলতে যে রম্ভা-তিলোত্তমার ছবি বুঝতে হবে তা নয়—সেরকম ক'রে বোঝাটা ছেলেমানুষি—ছবির বিষয়টা নয়নলোভন একেবারেই না হ'তে পারে, কিন্তু সে আমাদের মনকে টানে তার ব্যক্তি-স্বরূপগত সত্যে। এই আত্মিক সত্যই পাই গানে—আর অনাত্মিক সৌন্দর্য্য থাকে রাগিণীর প্রদর্শনীতে—কলাবস্তুতে এই আত্মিক সত্য আঙ্গিক সৌন্দর্য্যের চেয়ে অনেক বড়ো। হাতের অক্ষরে আমরা সেই আত্মিক অর্থাৎ personal সত্যকে চাই—ছাপার অক্ষরের অনিন্দনীয়তা চাইনে। তোমার হাতের অক্ষরে তোমাকে পাওয়া যায় এই হচ্চে ওর দাম। এ ছাড়াও ওর আর একটা প্রয়োজন আছে, যে-কথাগুলো লিখ্‌ছ সেগুলোর পরিচয় যেন গুলিয়ে না দেয়। ক-বর্গের সঙ্গে প-বর্গের পার্থক্যটা বজায় রাখলে পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়া যায়—সেটা কম পুণ্য নয়। তোমার অক্ষর যে দুর্ব্বোধ তা কেউ বলবে না—অপর পক্ষে তোমার অক্ষরকে নয়নলোভন যদি বলি তাহ'লে বুঝতে হবে তোমার কাছে আমার টাকা ধার করবার গরজ আছে—কিম্বা কন্যাদায়। ইতি ১৪ই বৈশাখ ১৩৩৩।

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, ঝগড়া যদি করতেই হয় সেটা মোকাবিলায় ভালো, লিখিত পত্রে নৈব নৈব চ। যেটাকে পাণ্ডুলিপি বলা হয় সেটা ঘোরতর কৃষ্ণলিপি, ভাবের অনেকখানি আলো সে লুপ্ত করে। তাছাড়া, বাদবিবাদের পাকা দলিল যদি না থাকে সেটাকে অস্বীকার করা সহজ হয়; এমন কি স্থান কাল পাত্রে সেটাকে উপভোগ করাও চলে। মনে পড়চে, Keats তাঁর প্রণয়িনীর rich angerএর কথা খুব লালায়িত ভাষায় বলেচেন, তার কারণ angerএর সঙ্গে কম্পিত ওষ্ঠাধর ও বাষ্পম্লান নীল চোখ দুটিকে মিশ্রিত ক'রে তবে সেটা তাঁর কাব্যের থালাতে অমন সরস ক'রে সাজাতে পারলেন। কিন্তু ভেবে দেখ angerটি যদি পৌঁছত রেজেষ্ট্রীপত্রযোগে তাহ'লে কবিকে মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হ'ত। তাঁর কফির পেয়ালা অনাস্বাদিত, বেকন্ ও ডিম্ব অভুক্ত এবং সিগারেট অ-ধূপিত হ'য়ে থাকত। তোমাদের গানের

আসরে তুমি এবার আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ করবার উদ্যোগে ছিলে, এর পরে বোধহয় ধোবা-নাপিত বন্ধ করবার চেষ্টা করবে, সকলের চেয়ে শোকাবহ ব্যাপার হবে তোমার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্ভাবনামাত্র থাকবে না, ম'লে পোড়াবে না তার চেয়ে এটা অনেক বেশি, কারণ চিতাদাহের চেয়ে বিরহের চিত্তদাহ অনেক উগ্রতর। কবি মাত্রই একথা অন্তত কবিতায় লিখে থাকেন। স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমাদের হাতে স্বরাজ পড়্‌লে আমার পক্ষে সেটা ভয়াবহ হবে। এই কথাটাই মনে ক'রে মনে স্বস্তি পাচ্চিনে, কেননা অতি সত্বর তোমরা স্বরাজ পাবে এই গুজবটা দীর্ঘকাল থেকে চল্‌চে।

কিন্তু হিন্দুস্থানী গান সম্বন্ধে আমার যতটা বদনাম শুনেচ তার সবটা আমার অপরাধ নয়, অর্থাৎ ফাঁসি বা নির্ব্বাসনের আমি যোগ্য নই, এক আধবার এক আধখানা টিকিট পাঠিয়ো, নইলে দরজা ভাঙ্‌বার দলে ঢুকতে হবে। এমন ক'রে তোমার কাছে টাকা ধার ক'রে তোমার কন্সার্টের টিকিট কেনা পর্য্যন্তও এগোতে পারি, তবে কবুল করছি যে তার পরে শোধ করবার বেলায় স্মরণশক্তির ত্রুটী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়।

রমাঁ রোলাঁর সঙ্গে তোমার সাঙ্গীতিক আলাপ-আলোচনা পড়েচি, অনেক তর্কের বিষয় আছে, সেটা সাক্ষাতে হবে। ইতি, ৭ই মাঘ ১৩৩৪।

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের তর্ক বিতর্ক প'ড়ে খুসি হলুম। কিন্তু টেবিলের কাছে বেশিক্ষণ ব'সে বড় চিঠি লেখ্‌বার হুকুম নেই। দু চার কথায় সেরে দিতে হবে।

সাধনার পথে চল্‌তে হ'লে কখনই যে মরু পার হতে হবে না, একথা সত্য নয়। মাঝে মাঝে জীবনের শুক্‌নো ডাল ছেঁটে ফেলা, পুড়িয়ে ফেলা চাই। দরকার বুঝলে বিশেষ গাছকে ভালো মালী একেবারে নেড়া করে মুড়িয়ে দেয়, মমতা করে না। জীবনকে মাঝে মাঝে মরণের আঘাতে শক্ত করতে হয়, সাফ্‌ করতে হয়, কিন্তু তাই ব'লে বল্‌তে পারিনে মরণটাই জীবন। দেহরক্ষা করতে হ'লে মাঝে মাঝে দীর্ঘ উপবাসের দরকার, তাই ব'লে উপবাসটাকেই দেহরক্ষার প্রশস্ত উপায় বল্‌লে বেশী বলা হয়। কোনো কোনো দুঃখবিলাসী লোক জীবযাত্রার সাধনায় না-এর উপরেই বেশি লক্ষ্য রাখে, অর্থাৎ তারা বিধাতার রুদ্রতাকেই তাঁর স্বরূপ বল্‌তে চায়—কিন্তু বিধাতার মধ্যে হাঁ-এর রূপটাই কি বড় নয়? তা যদি না হ'ত তবে মানুষের এমন প্রার্থনা কেন, রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্? তাঁর প্রসন্ন মুখেই আমাদের রক্ষা—রুদ্রতায় নয়। তাই সন্ন্যাসীকে বলি, জীবলীলাক্ষেত্রে পরমপ্রসন্নকে ডাকো, রসস্বরূপকে সেখান থেকে নির্ব্বাসিত কোরো না। সেই সুন্দরকে যদি জানো তবেই রুদ্রকে বুঝতে পারবে। যাঁরা আনন্দকে জানেন তাঁরাই দুঃখকে যথার্থভাবে স্বীকার করতে পারেন। যাঁরা দুঃখকে সত্য বলেন তাঁরা আনন্দকে অস্বীকার করেন। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

মানুষ কি রকম ক'রে ভুল কর্‌তে আরম্ভ করে তার আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। বম্বাইয়ে নেমে তুমি আমাকে চিঠি লিখেছিলে, সেই অবধি রোজই অপেক্ষা কর্‌চি কখন তুমি এ অঞ্চলে আস্‌বে; উৎসুক হয়েছিলুম তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার প্রত্যাশায়, ঝগড়া কর্‌বারও অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু সেটা একেবারেই মারাত্মক হ'তো না। তোমাকে অবশেষে তোমাদের থিয়েটার রোডের ঠিকানাতেই একখানা চিঠি লিখ্‌ব ব'লে ঠিক কর্‌ছিলুম এমন সময় এইমাত্র তোমার দ্বিতীয় পত্র এসে উপস্থিত। কিছুমাত্র রাগ করিনি—ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলুম, সেটা আমার স্বভাব। যদি অত্যন্ত শান্ত বিচক্ষণ অবিচলিত ধৈর্য্যশালী ব্যক্তি হ'য়ে জন্মাতুম তাহ'লে সংসারে অনেক নিরর্থক ঠোকাঠুকি থেকে বেঁচে যেতুম; কিন্তু যে-কাজের বরাৎ নিয়ে সংসারে জন্মেচি তার হয়ত ব্যাঘাত হ'ত। আমাদের কাজের প্রকৃতি বাক্যের হাওয়ায় পালের নৌকো চালানো—ঐ হাওয়াটা বেগ পায় যে-সব অকারণ অস্থিরতা ও সকারণ অধৈর্য্যে তাকে ঠাণ্ডা ক'রে দিলে কাব্যলোকে সাহিত্যের খেয়াঘাটে ডাঙায় ব'সে নির্ব্বাণমুক্তি। অতএব তোমার সঙ্গে কিছু ঝগড়া কর্‌ব কিন্তু কর্‌তে কর্‌তেই মিটমাটের ঘাটে পার হ'য়ে যাব। অসঙ্কোচে তুমি এখানে এসো।

"সাহিত্য-ধর্ম্ম" ব'লে একটা প্রবন্ধ লিখেচি। তার কর্ম্মফল চল্‌চে। তার ভোগ ফুরোতে না ফুরোতেই "সাহিত্যে নবত্ব" ব'লে আরো একটা লেখা হয়েচে। তোমার সঙ্গে বাক্যালোচনাতেও সাহিত্যতত্ত্ব চর্চ্চা কিছু পরিমাণে আছে—এতে ক'রে যে-একটা আলোড়ন জাগিয়েচে তাতে ক্ষতি নেই। কেননা পূর্ব্বেই বলেচি, সাহিত্যলোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছানোটা খুব বেশি দরকারী নয়—দেখ্‌তেই পাচ্চি এক যুগের সিদ্ধান্ত আর এক যুগে উলট-পালট হ'য়ে যায়, কেবল মনের মধ্যে নিয়ত চিন্তার চাঞ্চল্যটাই থাকে। মানুষের মন শেষ কথায় যখন এসে পৌঁছয় তখন নীরবতার সমুদ্র। সেখানে তার কথার কারবার বন্ধ কর্‌তে মানুষের আপত্তি আছে—কেননা মনটা নাড়া না পেলে একেবারে সে বেকার। এইজন্যে বারে বারে সত্য সিদ্ধান্তকেও মানুষ তার সংশয়ের খোঁচা মেরে বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে—যুগে যুগে তাই চল্‌চে। আমরা সত্যকে পেতে চাই শুধু কেবল পাওয়ার জন্যে নয়, চাওয়ার জন্যেও। এই কারণে আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ঝগড়ার স্থানটা খুব বড়ো; হারানোটা পাওয়ার প্রধান বন্ধু—কেননা ফিরে ফিরে না পেতে থাক্‌লে সম্পূর্ণ পাওয়া হয় না। অতএব সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে সাবেক কালের সঙ্গে হাল আমলের যে ঝগড়া চল্‌চে তার মূলে মানুষের এই স্বভাবটাই কাজ কর্‌চে যাকে আশ্রয় ক'রে, তাকে সে আঘাত ক'রে সন্দেহ করে—তার পরে আবার দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে তার কাছে ফিরে আসে। আজ আর সময় নেই—কবে যে সময় আছে তাও জানি নে—কিন্তু এই পর্য্যন্ত। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু—

আমার মনটা ঝোঁকওয়ালা মন—তার বালাই বিস্তর। যখন প্রতিশ্রুতি দিই তখনো ঝোঁকের মাথায় দিই, যখন প্রতিশ্রুতি ভাঙি তখনো ঝোঁকের মাথায় ভাঙি। ধনীর ছেলে বরাবর খাঁ ক'রে চেক্ কেটে এসেচে, কখনো ব্যাঙ্কে সে-চেকের প্রত্যাখ্যান হয়নি,—এই ক'রেই যেদিন তার সম্বল এল ফুরিয়ে, তখনো ফস্ ক'রে চেক্ কাটবার অভ্যেস তার গেল না। তাই হঠাৎ বারবার তাকে আবিষ্কার করতে হয়, যে তার ইচ্ছের সঙ্গে শক্তির সামঞ্জস্য নেই।

আমি যে এখনো সামান্য মাত্রও কাজ করতে পারি এইটেই আমার কাছে আশ্চর্য্য ঠেকে। এমন দিন ছিল যখন সব কাজই অনায়াসে ও সত্বর সম্পন্ন করেচি। সেইজন্যেই কাজ করবার আরম্ভে ভুল ক'রে বসি, মনে করি এখনো তেম্‌নিই কাজ ক'রতে পারি—তারপরে মনটাকে যেই ডাক পাড়ি সে ষ্ট্রাইক্ ক'রে বসে, হরতাল করে, অনেক সময়েই "successful" হরতাল ঘটায়। আমি যে কি রকম ক্লান্ত, বাইরে থেকে কেউ তা দেখ্‌তে পায় না—দেহ-যাত্রাকে প্রাণপণে লগি ঠেলে শক্তির উজান পথে নিয়ে চল্‌তে হচ্চে।—এমন অবস্থায় কর্ম্মের ঔদার্য্য থাকে না, পদে পদেই কৃপণতা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে—ঘাটের থেকে নৌকোটা ভাসিয়ে দিয়ে অনতিবিলম্বে খবর পাওয়া যায় দাঁড় টান্‌বার জোর হাতে নেই। তখন সওয়ারি রাগ করে। রাগ করবার কথাও বটে।

কতকগুলো কাজ আছে যা আমার ভিতরকার মনিবের কাজ, তাকে অবহেলা করায় আমার যে-ক্ষতি যে-অবমাননা সেটা দুঃসহ। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি কুক্ষণে "যোগাযোগ" ব'লে একটা গল্প লিখ্‌তে বসেছিলেম, কুক্ষণে অক্সফোর্ডের থেকে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেম। গল্প লেখাটায়, বক্তৃতা লেখাটায় আমার ভিতরকার মনিবের তাড়া আছে। সেটা বাইরের কাজ নয়। কিন্তু দিনের পর দিন চ'লে যাচ্ছে কিছুতেই লেখার সময় পাচ্ছিনে। যখন ক্লান্তিতে অভিভূত হ'য়ে থাকি, মন হাজার খুঁটিনাটি কাজের ধাক্কায় উদ্‌ভ্রান্ত, তখন এ-জগতের লেখা লিখ্‌তে বস্‌লে লেখনীর ইজ্জত থাকে না—সে আমার পুরো মন দাবী করে, যখন কিছুই কাজ করচিনে সেই শূন্য অবকাশটার উপরেও তার "রিজার্ভড্" লেবেল্ মারা থাকে। সে কোনোদিন শেয়ারের ছ্যাকরা-গাড়িতে কর্ম্মস্থানে যেতে অভ্যস্ত নয়। এই সকল কারণে তাকে সুদীর্ঘকাল ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রেখেচি—যখন দীর্ঘকাল পরে ডাক্‌তে যাব দেখ্‌তে পাব সে দৌড় মেরেচে। যে-সরস্বতী এতদিন আমাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেচেন, তাঁর পরে এই অবিচার আমি প্রত্যহই করচি। তিনি অনেক ক্ষমা করেন, কিন্তু তাই ব'লে জরিমানার হাত একেবারে এড়াতে পারিনে। কিন্তু সংসারে আমার ক্ষমা নেই—কেননা আমি যে ক্লান্ত আমার শক্তি-প্রদীপের তেল যে ফুরিয়ে এসেচে সেটা তলায় পাত্রটার মধ্যে গোপন থাকে। যার সম্বন্ধেই আমি কর্ম্ম-সঙ্কোচ করতে যাই সে মনে করে তাকেই আমি মমত্বের অভাবে বঞ্চিত

ক'রে এসেছি। যে-সময়টা সাহিত্যকে দিতে পারতুম সেটা বহুলোককে দিতে হয়েচে এমন কিছুর জন্যে যা তাদের পক্ষেও অত্যাবশ্যক নয়।

* * * * * * * *

আর একটি কথা মনে রেখো, য়ুরোপীয় ভাষা পুরাতন,—তার শব্দগুলির অর্থ পাকা হ'য়ে গেছে। বাংলা ভাষাকে আমরা প্রতিদিনই গড়ে' তুলচি—এই জন্যেই আমার ভাষায় অনেকখানিই আমারই তাজা থেকে যায়—দীর্ঘকালের সাহিত্যিক ব্যবহারে ভাষাটা যখন যথার্থভাবে প্রচলিত হ'য়ে যাবে তখন একজনের বাণী আর-একজনের পক্ষে প্রতিলিখিত করা সহজ হ'তে পারবে। একথা লিখ্‌তে হ'ল কারণ তুমি একটু ভুল বুঝেছ। একটা কথা কিছুতেই ভুলো না, যে, আমার স্বভাবের ত্রুটি থেকে যদি বা কখনো তোমাকে পীড়া দিয়ে থাকি, স্নেহের ত্রুটি থেকে কদাচ নয়। একথাও নিশ্চিত জেনো, তুমি আমার কাছ থেকে আমার ভিতরকার কথা যত আদায় করতে পেরেচ এমন অল্প লোকেই পারে। আমরা স্বভাবতই কথাবিলাসী; এইজন্যে যারা আমাদের বলিয়ে নিতে পারে তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ইতি—৩রা ফাল্গুন ১৩৩৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

আমার গেল চিঠিটা ঠিক বোঝো নি। এটাও হয় ত না বুঝ্‌তে পারো। স্থ—কে যতখানি বল্‌লে আমি খুসি হ'তে পারতুম তা যে বল্‌তে পারি নি তার কারণ সময়াভাব নয়। তুমি ভেবেচ আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কৃপণতা করেচি। এর আগে—র কোনো কোনো লেখা কাগজে দেখে ভালো লেগেছিল। ভেবেছিলুম উৎসাহের সঙ্গেই প্রশংসা করতে পারব। কিন্তু তার যে-লেখাগুলি সেদিন পেলাম একসঙ্গে পড়্‌তে গিয়ে দেখ্‌লুম তেমন ক'রে বলা চল্‌বে না। অথচ এর মধ্যে ভালোও আছে, কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে হাতে রেখেই বল্‌তে হয়। সেরকম বল্‌তে আমার ইচ্ছে করে না। যাকে একশো টাকা দিলে তবেই মন খুসি হয় তাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে বাধে। সেদিন আমাদের একটা ছেলে আম্‌লকি-গাছের সরু ডালে উঠ্‌তে গিয়ে প'ড়ে গেল। সে ডালে ফলও আছে, পেড়ে নেবার লোভ সে দেখায়, কিন্তু ভার সয় না। এখানে সাহিত্যিক দায়িত্বের কথা। তোমাদের যা ভালো লাগে, যতটা ভালো লাগে, আমার যদি সেটা ততটা ভালো না লাগে তবে সেটাকে আমার ভালো লাগ্‌তে পারার কৃপণতা ব'লে যেন সে মনে না করে। একথা জোর ক'রেই বল্‌তে পারি যে, ভালো লাগ্‌বার জন্যে এবং ভালো বল্‌বার জন্যে আমার একটা প্রবল ক্ষুধা আছে—সেইজন্যে ভালো না লাগ্‌লে আমি ব্যথিত হই, ভালো না বল্‌তে পার্‌লে আমি বল্‌তেই ইচ্ছে করিনে।

এই কারণেই আমি বারে বারে অনেক বন্ধুকে দুঃখ দিয়েছি এবং হারিয়েছি। সে আমার দুর্ভাগ্য, কিন্তু আমার পাপ নয়।

মানুষের পরস্পরকে সম্পূর্ণ বোঝার অনেক অনিবার্য্য বাধা আছে। ভালোমন্দর মূল্য নির্ণয় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত যাচাই প্রণালী আছে। মোটা বিষয়ে নয়, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রভেদ ঘটে। এই সূক্ষ্মের দিকেই আমাদের নিজের বিশেষ মেজাজের ও চরিত্রের হাত আছে ব'লেই এই দিকেই আমরা বেশি ঝোঁক দিই। আঘাতটাও এই দিকেই বেশি লাগে। একজনের জীবনে এমন অনেক কিছুই থাকে যা তার নিজের কাছে মহার্ঘ্য অথচ আর একজনের কাছে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। সেটাকে চোখে পড়ে না ব'লেই সে তাকে বাদ দিয়ে দেখে, তার ভার অপরের জীবনে কতখানি অনুমানেই আসে না। সচরাচর একজন আর একজনের চরিত্র চিত্রের যে পরিপ্রেক্ষিত ও ভূমিকা বানিয়ে রাখে তার বাইরে যা আছে তার প্রতি মমতা হারায়। যে রাঁধুনী বামুন ঠাকরুণ আমার রান্নাঘরের কাজ করে তার কাছে যখন কাজের হিসেব নিই তখন একটা কথা ভাবিই না, যে, তার শিশুটি অনেক সময়ে তার হাত জুড়ে কোল জুড়ে থাকে। শিশুটি আমার পক্ষে নিতান্তই অবান্তর ব'লে আমি তাকে একেবারে বাদ দিয়েই রান্নার হিসেব করি। অবশ্যই তাতে বামুন ঠাকরুণের ত্রুটির অঙ্কটা বেড়ে যায়।

* * * * * *

কিন্তু যে-দায় উপর থেকে আমাদের কাঁধে চাপে, সেটাকে নিভৃত হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে একাই কাটাতে হয়। সে দায়ের যথার্থ অংশী কেউ নেই। এমন কি সে দায়কে সাধারণে তুচ্ছ যদি না-ও করে, তাকে অপবাদ দেয়। অপবাদ দিতেই পারে, কেননা সংসারের অনেক দাবীকেই সে চাপা দিয়ে থাকে। কিন্তু এমন বিচারকর্ত্তা আছেন যিনি মর্ম্ম জানেন, এবং-সব সময়েই ভিতরে ভিতরে তাঁর যা দেয় তা চুকিয়ে দেন। ইতি ৫ই ফাল্গুন ১৩৩৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মণ্টু,

পত্র-ব্যবহার সম্বন্ধে তুমি বর্গি-বিশেষ। পোষ্টকার্ডের পত্রপুটে দুচার কথা মুড়ে দিয়ে তোমার খাজনা দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। কিন্তু আমার ক্ষেতে যে বুলবুলির ঝাঁক,—কত প্রশ্ন, কত চিঠি, কত চিন্তা, তাদের ছোট ছোট চঞ্চুপুটে ধান উজাড় ক'রে দিয়ে যায়—তোমার মত বর্গির খাজনা দেব কিসে?

বয়স সত্তর হোলো—আমার পরিচয়ের কোঠায় অনুমানের জায়গা প্রায় বাকি নেই। আমি কি, আমি কোন্‌খানে আছি, তা নিয়ে যারা তর্করার করে তারা চোখ বুজে করে, তাকিয়ে দেখে না। একদিন কোনো পঁচিশে বৈশাখে ষোলো

বৎসর বয়সের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলুম, অনেকগুলো পথের সাম্‌নে অনেকগুলো আন্দাজের মুখে। তার মধ্যে সব-গুলোকে বাদ দিয়ে আজকে অন্ততঃ একটাতে এসে ঠেকেছে। এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বল্‌লেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্‌খানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সে-ও আমি জানি। আবার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।

বহুকাল আগে "কড়ি ও কোমলে"-এর একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

"মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

তার মানে হচ্চে এই, মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচ্‌তে চাই। সেইজন্যেই মোটা-মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারিনে। স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠ্‌ল না,—কেন না অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্ব্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হ'য়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।

তুমি আমাকে উপরের বেদীতে চড়িয়ে রাখ্‌বে কেমন ক'রে? আমি যে তোমাদের সমবয়সী। আমার এত বড় পাকাদাড়ি নিয়েও আমি তোমাদের সঙ্গে বকাবকি করেচি, ঝগড়া করেচি, আসর জমিয়েচি, এক ইঞ্চি তফাতে স'রে বসিনি। আমার প্রবীণতায় অভিভূত হ'য়ে তোমরাও যে বিশেষ মুখ সাম্‌লিয়ে কথা ক'য়েছ, আমার ইতিহাসে এমন লেখে না। এতে অনেক অসুবিধে হ'য়েচে, সময় নষ্ট হ'য়েচে বিস্তর, কিন্তু মনে একটা গর্ব্ব অনুভব না ক'রে থাক্‌তে পারিনে যে, তোমাদের সঙ্গে অতি সহজেই একাসনে বস্‌তে পারি। এর থেকে বুঝেচি বুড়ো হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। যারা ধর্ম্মে কর্ম্মে বিষয়-সম্পত্তিতে স্বকীয় বা স্বজাতিক ভাগ বখরার মামলা নিয়ে পেকে উঠ্‌ল কোনোদিন তাদের ছোঁয়াচ আমাকে লাগ্‌বে না। যে-মানব একই কালে "সনাতন" এবং "পুনর্ণব" আমি তাঁরই কাছে কবিত্বের বায়না নিয়েচি—অতএব মানুষের মধ্যে আমি বাঁচ্‌ব, তোমাদের সকলের মাঝখানে, কখনো বা তোমরা আমার গায়ে দেবে ধুলো, কখনো বা মালা-চন্দন। আমি মানুষের অমৃতকে পেয়েচি, তাকে সুখে দুঃখে ভোগ করেচি—আমার রঙীন মাটির ভাঁড়ে তাকে রেখে গেলুম,—অনেক চুঁইয়ে গিয়েও কিছু তার বাকি থাক্‌বে,—অল্প হ'লেও ক্ষতি নেই, কেননা ওজন দরে তার দাম নয়।

তার পর তোমার কবিতার কথা বলি। পরিমাণ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। ইতিপূর্ব্বে পদ্যজাতীয় তোমার অনেক লেখাই দেখেচি। বার বার মনে হ'য়েচে বঙ্গবাণীর মধুকোষের পথ তুমি পাওনি, তুমি ছন্দে পঙ্গু। তা নিয়ে

মাঝে মাঝে আমি বিচার ক'রেচি, সেটা নিশ্চয় শ্রুতিসুখকর হয় নি। অপ্রিয় কথা বল্‌বার অপ্রিয় দায় তুমি আমার উপর আবার চাপাতে এসেচ মনে ক'রে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলুম।

কিন্তু এ কি ব্যাপার হে? হঠাৎ ছন্দ পেলে কোথা থেকে? গুরুমশায়গিরি কর্‌বার জো রাখোনি। অকস্মাৎ তোমার কান তৈরী হ'য়ে গেল কী উপায়ে? আর তো তোমার ভয় নেই। কিন্তু কাব্য রচনায় খোঁড়া কি ক'রে লাঠি ফেলে দিয়ে খাড়া হ'য়ে উঠে দৌড়ে চলে তার রহস্য আমি বুঝ্‌তে পার্‌চিনে। এক একবার ভাবি তুমি আর কারো কাছ থেকে লিখিয়ে নাওনি তো? সরস্বতী যখন তোমার কণ্ঠে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছেন, তখন নব-জাগ্রত ভাষায়, তোমার যা-কিছু বল্‌বার, নিজের জবানীতেই ব'লে যেয়ো। তোমার বল্‌বার কথাও ত' জ'মে উঠ্‌ছে তোমার ভিতরের থেকে। ইতি চৈত্র ১৩৩৭

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মণ্টু,

শাস্ত্রে বলে "ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ"। অর্থাৎ পেট ভ'রে ভোগটার যখন সমাধা হ'য়েছে তখন বাদশার মত গা ঢেলে দিয়ে কুঁড়েমি করবে। জীবনের সুখ দুঃখ ও কর্ম্মভোগ ত' খুব পূরো পরিমাণেই হ'য়ে গেছে, এখন নৈষ্কর্ত্তব্য ছাড়া আর কোনো কর্ত্তব্যই নেই। খুব সাব্লাইম রকমের কুঁড়েমি কর্‌বার জন্যে মনের আকাঙ্ক্ষা—দার্জ্জিলিঙের কাঞ্চন-জঙ্ঘা পাহাড়টার মতো—চাষবাস কোনো বালাই নেই, পশুপক্ষীপতঙ্গের কোনো ধার ধারে না—চুপচাপ ব'সে কেবল মেঘে মেঘে রঙ লাগাচ্চে।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমার মনের ভাব তুমি ঠিক মতো ঠাওরাও নি। একটু খোলসা ক'রে বলি। আজকাল প্রায় মাঝে-মাঝে ছবি-আঁকার তাগিদ আসে। তখন দরজা বন্ধ করতে হয়। কলমের মুখে রূপের আবির্ভাব হয় নির্জ্জনে। এই যে দ্বারের বাইরে লোককে ঠেকিয়ে রাখি এজন্যে নিজেকে দোষ দিইনে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর ছবির প্রথম আঁচড় টানেন গোপনে।

ছবি-আঁকা ব্যাপারটা যদিচ নির্জ্জনে, তবু ছবি ব্যাপারটা সর্ব্বজনের। এস্থলে জনতারই কর্ত্তব্য নিষ্কৃতি দেওয়া, রচনাশালায় আড্ডা জমাতে আসা ধৃষ্টতা। যারা ছবি আঁকাটাকেই মনে করে বাজে কাজ তারা বর্ব্বর—তারা যা বলে

বলুক গে, রাগ করে তো করুক। তারা কমিটি মীটিঙের কোরাম রক্ষার জন্যে চেঁচামেচি করে—তখন দরজায় ডবল তালা লাগিয়ে কান বন্ধ করলে দোষ হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ আত্মসৃষ্টিতে নিবিষ্ট আছেন। তাঁর সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ নিয়ম খাটবে না। তাঁকে সসম্ভ্রমে দূরেই স্থান দিতে হবে—সব সৃষ্টিকর্ত্তাই একলা, তিনিও তাই। আমাদের অভিজ্ঞতা সেইখানেই যেখানে জমেচে সকলের সঙ্গ,—তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্র সকল জনতাকে উত্তীর্ণ হ'য়ে। কিন্তু আমরা সেটা সহ্য করি কেন?—যে জন্যে মেঘকে সহ্য করি দূর আকাশে জমতে—শেষকালে বৃষ্টি পাওয়া যাবে চাষের জন্যে তৃষার জন্যে। কিন্তু কলের পাইপটা যদি মেঘের মধ্যে চালান ক'রে দেওয়া যায় তাহ'লে সহরের মেয়র সাহেবকে কাগজে গাল দিতেই হবে।...

তোমার হাল আমলের কবিতার পরে হস্তক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হই। শব্দের ধারা ও ধ্বনির কল্লোল বাধা পাচ্চে না কোথাও। হঠাৎ তুমি এ-ওস্তাদী কোথা থেকে অর্জ্জন করলে ভেবে পাই নে।

তোমার কবিতার বইয়ের নাম চাও? নামকরণ রূপকরণের চেয়েও শক্ত। রূপের পরিচয় স্বয়ং রূপেই, নাম এসে বেড়া লাগিয়ে দেয়—সীমা নির্ণয়টা ঠিক মতো হয় না। তুমি নাম দাও না—"অনামী"। যার নাম খুঁজে পাই না তারি কথা বলি ছন্দে—ডিক্‌সনারি দূরে প'ড়ে থাকে। ইতি ৫ই বৈশাখ ১৩৩৮

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র কোনো পত্রলেখক আমাকে জানিয়েছেন যে, শরতের বিশ্বাস আমি তাঁর উপর বিরক্ত। যাঁরা আমাকে ভালো রকম জানেন তাঁরা এত বড় ভুল করতেই পারেন না। রাষ্ট্রনীতি বা কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে মতে না মেলাকে আমি কোনোদিনই ফৌজদারী দণ্ডবিধির অন্তর্গত ব'লে মনে করতে পারিনে। আমি যদি কোনোদিন স্বরাজ গবর্মেণ্টের অধিনায়ক হই তাহ'লে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে যে আমার সঙ্গে তোমার রাষ্ট্রনীতিক মত-বিরুদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তুমি ধনে প্রাণে সুরক্ষিত থাকবে। শরৎ আমার সম্বন্ধে কোনো অপরাধই করে নি—বোধ করি তুমি জানো শরৎ সম্বন্ধে আমি কখনই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিনে। (সাহিত্য সম্বন্ধে) প্রথম থেকেই আমি তাকে প্রশংসাই ক'রে এসেছি। অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার 'চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে থাকে তাতে আমার ভাবনার কারণ এই জন্যে নেই যে, কাব্য রচনা সম্বন্ধে আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে কথা অতি বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবে না। ভাবী কালের লোকের কাছে নিজের স্থায়ী পরিচয়ের দলিল রেখে যাওয়া যদি লোভনীয় হয় তাহ'লে কোনো একটামাত্র

পাকা দলিলই কি যথেষ্ট নয়? তুমি বোধ হয় খবর পেয়ে থাক্‌বে অনেক দিন থেকে আমি হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা ক'রে এসেছি—তৎসত্ত্বেও তোমার পরলোকগত মাতামহকে জনসাধারণে আমার চেয়ে বড় ডাক্তার ব'লে থাকে—তখনো আমার এই একটি সান্ত্বনা যে তিনি আমার মত ছোট গল্প লিখ্‌তে পার্‌তেন না। সকলেই বলে আমার চেয়ে তোমার কণ্ঠস্বর ভালো—তা নিয়ে বৃথা অশ্রুপাত না ক'রে আমি ব'লে থাকি, মণ্টুর চেয়ে আমার হাতের অক্ষর অনেক ভালো। ভাবী কালের দখল সম্বন্ধে আমার যদি কোনো দলিল না থাকৃত, এ সংসারে আমার সকল অধিকারই যদি কেবল জীবনস্বত্ব মাত্র হ'ত তাহ'লেও আমি বল্‌তুম, শরৎ চাটুয্যে না হয় ভালো গল্প লিখ্‌তেই পারেন, আমি পারি না ব'লে সে গল্প আমার ভালোও লাগবে না এত বড় বোকামি যে আমার নেই সে আমার কম গৌরবের কথা নয়। সকল বিষয়েই আমার ক্ষমতা যদি সকলেরই সমান না থাকে তাই ব'লেই ক্ষমতাশালীদের যদি ঢুঁ মেরে বেড়াতে থাকি তাহ'লে ভাঙা কপাল যে আরো ভেঙে চৌচীর হ'য়ে যাবে। আমার দেশে যে-কেউ যে-কোনো বিষয়েই শ্রেষ্ঠতা লাভ করুন না কেন আমি যে সেই গৌরবের সরীক। সেই শ্রেষ্ঠতাকে নামঞ্জুর করার দ্বারা নিজেকেই বঞ্চিত করা হয়। আমার দেশে আমার চেয়ে নানা বিষয়েই নানা লোক বড় এই অহঙ্কার জগতের কাছে যেন কর্‌তে পারি। শরতের এককালীন চরকা-ভক্তি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে বারবার হেসেছি, কখনো হাস্‌তুম না, গম্ভীর হ'য়ে নীরব হ'য়ে থাক্‌তুম যদি আমার মনের মধ্যে লেশমাত্র কাঁটার ক্ষত থাকৃত। কারণ ব্যক্তিগত কারণে যার উপরে আমার বিমুখতা আছে তাকে নিন্দা কর্‌তে আমি ভারি লজ্জাবোধ করি। যাকে প্রশংসা কর্‌তে পারিনে তাকে আমি নিন্দাও কর্‌তে নারাজ। যখন আমার হাতে 'সাধনা' কাগজ ছিল তখন আমি সাহিত্যিক স্বল্পায়ুদের ভালোও বলি নি মন্দও বলি নি। বঙ্কিমকে দুই একবার নিন্দা করেছি কেননা তাঁকে প্রশংসা করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। শরৎ শুনেছি নিজের আইনে নিজেকে কোন্ দ্বীপান্তরে চালান ক'রে দিয়ে নিঃসঙ্গ বন্দীব্রত গ্রহণ ক'রে ব'সে আছেন—তাঁর ঠিকানা জানিনে—তুমি নিশ্চয়ই জানো; অতএব তাঁকে মোকাবিলায় বা ডাকযোগে জানিয়ো যে সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করি। তিনি চরকা ছেড়ে কলম ধরেচেন তাতে আমি খুসি হয়েছি এই জন্যে যে, তাঁর কলম থেকে দেশোন্নতির যে সূত্রপাত হবে চরকা থেকে তা হবে না—কিন্তু খেয়ালের বশে যদি তিনি চক্রধর হ'য়েই থাকেন তাহ'লেও তাঁর বিরুদ্ধে আমি কখনোই চক্রান্ত কর্‌ব না।

একটা কথা তোমরা কোনোদিন ভুলো না যে আমার পক্ষপাতী বন্ধুবান্ধবদের মুখভারতী আমার বীণাপাণির পদ্মবনের প্রতিবেশিনী নন্। নিজের ছাড়া আর কারো মতামতের জন্যে আমি দায়ী নই,—যাঁরা আমার অনুকূলবাদী তাঁদের সকলেরই মত যে আমারই মতের কারখানাঘরের ছাঁচে ঢালাই ক'রে আমি মাল চালান ক'রে থাকি এ একেবারেই অসত্য। বস্তুত যাকে বলে দল আমার সে জিনিবটি নেই—আমি ছড়া বাঁধ্‌তে পারি, গান বাঁধ্‌তে পারি, দল বাঁধ্‌তে পারি নে। আমাকে ভালোবাসেন বিধাতার কৃপায় এমন সব লোক নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু আমি গর্ব্ব ক'রে বল্‌তে

পারি যে, আমার অনুবর্ত্তী প্রায় কেউই নেই। অতএব আমার আত্মকৃত পাপের জন্তেই তোমরা আমাকে দণ্ড দিয়ো, vicarious punishment গ্রহণ করবার মত পরম শক্তি আমার নেই।

আমার সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার আবহাওয়াতেই আমার শনিগ্রহ এতকাল আমাকে মানুষ করেছেন। তাই যখন দেখি যাঁরা অনুকূল হ'য়ে আমায় কাছে আসেন তাঁরা প্রতিকূল হ'য়ে দূরে চ'লে যান তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলি আবার একটু হাস্‌বারও চেষ্টা করি—আমার নক্ষত্রের বাঁকা চালের সঙ্গে আমার বন্ধুরা তাঁদের সিধে চাল যদি না রাখ্‌তে পারেন তাহ'লে আদালতে নিজের কুষ্টির নামে ত লাইবেল কেস্ আনতে পারি নে। আমার অনুরোধ এই যে, যখন খামকা তোমাদের মনে আমার সম্বন্ধে খট্‌কা লাগ্‌বে তখন তোমার গ্রহাচার্য্যকে ডেকে স্বস্ত্যয়ন করিয়ো—তার খরচ নিজে দিতে আমি রাজি আছি। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৩

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ম্যাণ্ডেলে জেল

৯।১০।২৫

এ কথা কিছুতেই মনে কোরো না যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। "Greatest good of the greatest number"-এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে "good" আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের সকল কাজ হয় "productive", নয় "unproductive"; তবে কোন্ কাজ যে "productive", তা নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হ'য়ে থাকে। আমি কিন্তু কারুকলা বা সে-সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে "unproductive" মনে করিনে, আর দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিষ্ফল বা নিরর্থক ব'লে অবজ্ঞা করিনে। আমি নিজে একজন আর্টিষ্ট না হ'তে পারি—আর সত্যি বলতে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সে জন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বল, আমি নই। অবশ্য যদি বল যে আর জন্মের কর্ম্মফল এ জন্মে ভোগ করছি, তাহ'লে আমি নাচার। সে যাই হোক্, এ জন্মে যে আর্টিষ্ট হ'লুম না তার কারণ, হ'তে পারলুম না; আর আমার বিশ্বাস, শিল্পী জন্মায়, তৈরী করা যায় না," এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিষ্ট না হ'লেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোন কথা নেই; আর কোনও কলার সমঝদার হ'তে গেলে তা'তে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে এ আক্ষেপ কোরোনা যে, সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন শেক্সপীয়রের কথায় বলতে গেলে "the time is out of joint।" বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত ক'রে দাও, আর

যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা' আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন করা কি কখনও সম্ভব? কার্লাইল বল্‌তেন সঙ্গীত যার প্রাণে নেই, সে কর্‌তে পারে না হেন দুষ্কার্য্যই নেই। এ কথা সত্যি হোক বা না হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোন সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কার্য্যে কখনও মহৎ হ'তে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্ত-কণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি কর্‌তে পারি। আর সঙ্গীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে?

কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য কর্‌তে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে চল্‌বে, আর সেরকম চর্চ্চা হওয়াও উচিত; কিন্তু সঙ্গীতকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগীও ক'রে তুল্‌তে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হ'লেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তা'তে আর্ট নির্জ্জিত ও খর্ব্বই হ'য়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের (folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন ক'রে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নূতন কোন যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি, তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি যেন কোন্ অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না কর্‌তে পারেন, তাহ'লে আমাদের চিত্তের যে কি দৈন্যদশা ঘট্‌বে, তা ভাব্‌লেও শিউরে উঠ্‌তে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদায় "গম্ভীরা" গানের সৌন্দর্য্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তা'তে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাঙলার অন্যত্র ওরূপ জিনিষ কোথাও আছে ব'লে ত আমি জানিনে; আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নূতন ক'রে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত কর্‌বার চেষ্টা না হয়, আর বাঙলার অন্যান্য স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাঙলা দেশে লোকসঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই,—তার গুণই এই যে তা সহজ, সাধাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk-music ও folk-dancing একমাত্র এই মালদাতেই এখনও বেঁচে আছে, আর সেই হিসেবেই গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যাঁরা ও-প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জ্জীবিত কর্‌তে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের দিক থেকে বর্ম্মা এক আশ্চর্য্য দেশ। খাঁটি দিশী নাচ ও গান এখনও পুরোদমে এখানে চলেছে, আর সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদ-আহ্লাদের খোরাক জোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সঙ্গীতের চর্চ্চা কর ত' মন্দ হয় না। সে সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও প্রচুর আনন্দ দান কর্‌বার যে ক্ষমতা তার আছে, আপাততঃ আমি

তা'তেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি নাকি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্ম্মায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্প-কলার চর্চ্চা কোন শ্রেণী বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্ম্মায় আর্ট চারিদিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে। বোধহয় এই কারণে, আর লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দরুণ, ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান অনেক বেশী পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হ'লে এ বিষয় আরও কথা হবে।

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমিও সম্পূর্ণ মানি যে, অনেক সময়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহৎ ক্ষেত্রের চেয়ে জীবনের ছোটখাটো ঘটনায় মানুষের মহত্ত্ব ঢের বেশী প্রকাশ পায়। দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলাম ব'লেই তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি, ভালবাসা জন্মেছিল—দেশনেতারূপে তাঁর অনুগামী ছিলাম ব'লে নয়। তাঁর বেশীর-ভাগ ভক্তেরও ঠিক আমার মতই হয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁর সহকর্ম্মী ও অনুচর ছাড়া তাঁর অন্য কোন পরিজন ছিল না বল্‌লেই হয়। আমি তাঁর সঙ্গে জেলে আট মাস একসঙ্গে ছিলাম—দু'মাস পাশাপাশি ঘরে, আর ছ'মাস একই ঘরে। এইরূপে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠভাবে জান্‌বার সুযোগ পেয়েছিলাম,—তাইত তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা' লিখেছ, তার সবটা না হ'লেও বেশীর ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী—আর আমার মনে হয়, বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর, যদিও বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দিই যে, "নীরব ভাবনা, কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা" সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমন কি দীর্ঘকালের জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবনস্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌লে মানুষের কর্ম্মের দিকটা পঙ্গু হ'য়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একপেশে বিকাশের ফলে সে সমাজ বিচ্ছিন্ন অতিমানুষের মতন কিছু-একটা হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু'চার জন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে কর্ম্ম বা লোকহিতই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্ম্মের দিকটা শূন্য হ'য়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের "double dose"। সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছাশক্তি অসাড় যদি না হ'য়ে যায়, তাহ'লে নির্জ্জনে ধ্যান যতদিনের জন্যে তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে যাব না। কিন্তু আমরা যেন "sicklied o'er with the pale cast of thought" না হ'য়ে পড়ি। সাধক নিজে হয়ত নিস্তেজকারী সকল প্রভাব এড়িয়ে চল্‌তে পারে,—কিন্তু তার চেলারা? গুরুর সাধন-পদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোন অনিষ্ট কর্‌বে না?

আমি একথা সম্পূর্ণ মানি যে, প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তরপ্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম্ম যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমার্সনের কথায় বল্‌তে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গ'ড়ে

উঠ্‌তে হবে ; তা'তে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোন কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্ম্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে-সাধনা বিদ্যার্থীর সে-সাধনা নয় ; কিন্তু আমার মনে হয় এ সকলের আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্ত্তের মধ্যে পুরতে আর যেই চা'ক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হ'লে বিশ্ব-মানবের প্রতি কেউ অসত্য হ'তে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারে, তাহ'লে অচিরেই সমগ্র জাতির নব-জীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্ব্বস্ব মনে হ'তে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে ; সুতরাং আত্ম-বিকাশের সত্যপথ যদি অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়। ইতি।

তোমার স্নেহবদ্ধ—সুভাষ

কল্যাণীয়েষু—

তোমার চিঠিখানি কাল পেয়ে বড় খুসি হলুম। সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর—এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার বিরুদ্ধে বল্‌বার কিছুই নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌছবে এমন আশা করা যায় না—সেইখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে—সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে ব'লেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্ব্বরা হ'য়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি ক'রেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্ত্তা তাদের উপর যদি হাটের ফরমাস চালানো যায়, তাহলেই সর্ব্বনাশ ঘটে। ফরমাস তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফরমাস অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিষ তৈরী করতে পারে, তাহ'লেই আপনিই তার উপরে সর্ব্বলোকের অধিকার হবে। কিন্তু সকলের অধিকার হ'লেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ করতে পারে—ভালো জিনিষ এত সস্তা নয়। বসন্তে যে ফুল ফোটে সে ফুল তো সকলেরই জন্যে, কিন্তু সকলেই তার মর্য্যাদা সমান বোঝে, এ কথা কেমন ক'রে বল্‌ব ? বসন্তে আমের মুকুলে অনেকেরই মন সায় দিলে না ব'লেই কি তাকে দোষ দেব ? বল্‌ব, তুমি কুমড়ো হ'লে না কেন ? বল্‌ব কি, গরীবের দেশে বকুল ফুল ফোটানো বিড়ম্বনা—সব ফুলেরই বেগুনের ক্ষেত হয়ে ওঠা নৈতিক কর্ত্তব্য ? বকুল ফুলের দিকে যে অরসিক চেয়ে দেখে না, তার জন্যে যুগযুগান্তর ধ'রেই বকুল ফুল যেন অপেক্ষা ক'রে থাকে, মনের খেদে এবং লোকহিতৈষীদের তাড়নায় সে যেন কচুবন হ'য়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা না করে। গ্রীসে সর্ব্বসাধারণদের জন্যেই সফোক্লীস্ এস্কিলাসের নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, কেবল বিশিষ্ট কতিপয়ের জন্যে নয়।

সেখানকার সাধারণের ভাগ্য ভালো যে, তারা কোনো গ্রীসীয় দাশুরায়ের শরণাপন্ন হয় নি। সাধারণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভালো জিনিষ দিতে থাকলে ক্রমশই তার মন ভালো জিনিষ গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি—তোমার যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্ব্বিচারে রচনা করতে পারো; কবি যদি সফল হয়, তবে সাধারণকে বলব—যে-জিনিষ শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো। যারা রূপকার, যারা রসস্রষ্টা, তারা আর্টের সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন্দ এই দুটি মাত্র শ্রেণী-ভেদই জানে—বিশিষ্ট কতিপয়ের পথ্য ও ইতরসাধারণের পথ্য ব'লে কোনো ভেদ তাদের সামনে নেই। শেক্স্পীয়র সর্ব্বসাধারণের কবি ব'লে একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হ্যাম্লেট কি সর্ব্বসাধারণের নাটক? কালিদাস কোন্ শ্রেণীর কবি জানিনে, কিন্তু তাঁকে আপামর-সাধারণ সকলেই কবি ব'লে প্রশংসা ক'রে থাকে। জিজ্ঞাসা করি, যদি মেঘদূত গ্রামের দশজনকে ডেকে শোনানো যায়, তাহ'লে কি সেই অত্যাচার ফৌজদারী দণ্ডবিধির আমলে আসতে পারে না? সর্ব্বসাধারণের মোক্তার যদি কালিদাসের আমলে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বেদখল ক'রে কালিদাসকে ফরমাসে বাধ্য করতেন, তাহ'লে মেঘদূতের জায়গায় যে পদ্যপাঠ তৈরী হ'ত, মহাকাল কি সেটা সহ্য করতেন? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, এ-সমস্যার মীমাংসা কী? আমি বলব মেঘদূত গ্রামের দশজনের জন্যেই, কিন্তু যাতে সেই দশ জনে মেঘদূতে নিজের অধিকার উপলব্ধি করতে পারে, তারই দায়িত্ব দশোত্তরবর্গের লোকের। যে দশ জন মেঘদূত বোঝে না, তাদের খাতিরে মেঘদূতের বদলে পয়ার-ত্রিপদের পাঁচালিতে সস্তা অনুপ্রাসের চকমকি ঠোকা কবির দায়িত্ব নয়। কৃত্রিমতা সকল কবি সকল আর্টিস্টের পক্ষেই দূষণীয়, কিন্তু যা সকলেই অনায়াসে বোঝে সেটাই অকৃত্রিম, আর যা বুঝ্তে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম, এ-ধরণের কথা অশ্রদ্ধেয়। সর্ব্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি ব'লেই রসের নিমন্ত্রণসভায় আমরা বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে চিঁড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা করি—সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড় লোক বলি তাদের জন্যেই। শিশুদের আমরা অশ্রদ্ধা করি ব'লেই শিশু সাহিত্যের রচনার ভার গোঁয়ার সাহিত্যিকদের ওপর। তারা ছেলেমানুষির ন্যাকামি করাকে ছেলেদের সাহিত্য ব'লে মনে করে। আমি ছেলেদের শ্রদ্ধা করি, এই জন্যে আমি আমাদের বিদ্যালয়ে যখন ছেলেদের পড়াই তখন তাদের জন্য যথার্থ সাহিত্যেরই আয়োজন করি—এমন সাহিত্য যা আমাদের সকলেরই ভোগের জন্য। অবশ্য আমাকে চেষ্টা করতে হয় যাতে শিশুরা এই সাহিত্যের রস বুঝতে পারে। এ-চেষ্টা ক'রে আমি বিফল হয়েছি, তা বলতে পারিনে।

এত কথা তোমাকে বলবার দরকার ছিল না,—বাচালতা ক্রমে বেশি ক'রে অভ্যস্ত হ'য়ে আসছে ব'লে বন্ধুসমাজে কথার মাত্রা রাখতে পারি নে। যাহোক্, সুভাষের চিঠিখানি পাঠিয়ে তুমি আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছ—সেই কৃতজ্ঞতাবশতই, আমার ডান হাতের তর্জ্জনী এই খানিক আগে ছুরিতে বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও এতখানি লিখে ফেললুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়েষু

মণ্টু, তোমার পূর্ব্ব চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব করি নি। যদি না পেয়ে থাকো তবে পত্র-দৌত্য-বিধাতা ডাকঘরকে দোষ দিয়ো। কিছুদিন হোলো আমার একখানা চিঠি ডেড লেটর অফিস থেকে আমার কাছে ফিরে এসেছিল। বড়ো দুঃখেও মনে মনে হাসি পেল—আমার কতো পত্রই ডাকঘরের গর্ভপাত স্বরূপে মারা গেছে, হিজ্ ম্যাজেষ্টিজ্ পোষ্টাল পাণ্ডারা তাদের সবগুলোকেই কি পিণ্ডি দিয়েচে কেবল এই একটিমাত্র প্রেতকে ছাড়া? এবার তোমাকেও যে চিঠিখানা লিখেছিলুম সেটাও যে কেবলমাত্র মরেচে তা নয় তার কৈবল্য-প্রাপ্তি হয়েচে, সে আর ফিরবে না।

আজকাল খুব দরাজ ভাবে কুঁড়েমি করি, সুতরাং আর যা কিছু কর্ত্তব্য আছে তার অবকাশ খুব সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেচে। এমন দিন ছিল যখন চিঠি পেলেই তার উত্তর দেওয়া আমার একটা ব্যসনের মতোই ছিল, এখন সেই রিপুটা প্রায় ছেড়েছে বল্‌লেই হয়। ভূতটাকে আমার স্কন্ধ থেকে ঝাড়িয়ে নিয়ে অমিয়র উপরে চালান ক'রে দিয়েছি। অনেকে তার হস্তাক্ষর আমারই মনে ক'রে সযত্নে সংগ্রহ ক'রে রাখ্‌চে। ভাবীকালের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের জন্যে গবেষণার খোরাক জমা হচ্ছে। হয়তো ৩০১৩ খৃষ্টাব্দে এই গৌড় দেশেই কোনো পণ্ডিত নিঃসংশয়ে প্রমাণ করবেন যে, রবিঠাকুর ছিল Solar myth, তাঁর একচক্র রথের বঙ্গীয় নাম ছিল অমিয়চক্র, এইজন্য তাঁর বাহনের প্রতি লক্ষ্য ক'রে তাঁকেই বলা হ'ত অমিয় চক্রবর্ত্তী। ডকুমেণ্টরি এভিডেন্স থেকে দেখানো শক্ত হবে না যে, ভারতের পূর্ব্বগগনে যেখানে রবিঠাকুরের পীঠস্থান, অমিয় চক্রবর্ত্তীর অধিষ্ঠানও ঠিক্ সেই একই স্থানে। ভাবী জন্মে আমি হয়ত অতি আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য সহকারে এই মত সমর্থন ক'রে তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুনশ্চ ডাক্তার উপাধি লাভ ক'রে সম্মানিত হব। আশা করি, আমার প্রতিপক্ষ কোনো এক অধ্যাপক আমার আজকের লেখা এই চিঠিখানা হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে রবীন্দ্রনাথের ভাবী জন্মান্তরীনকে যথোচিত লাঞ্ছিত করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে উপাধিদাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও।

এবারে তোমার রাণী মাসীর যোগে এই চিঠি তোমার কাছে পাঠাব। বরাহনাগরিকার স্পর্শমন্ত্রগুণে যদি এ চিঠিখানা রক্ষা পায়।

তোমার "আড়াল" কবিতাটি ভালো হ'য়েছে সন্দেহ নেই। ছন্দেরও নূতনত্ব আছে। "দৃষ্টিহারা"* নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ওর মধ্যে বিজাতীয়ত্ব অনুভব করলাম না। ইতি স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* আমি কবিকে লিখেছিলাম "দৃষ্টিধারা ফল্গুধারা" blind subterrannean currentsএর অনুবাদ মতন শোনাচ্ছে না তো? ১২৮ পৃষ্ঠা

পরম কল্যাণীয়েষু

মণ্টু,

তোমার ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা পেলাম। কাল দিনে রেতে প'ড়ে শেষ ক'রলাম। চমৎকার লাগলো। তবে দুএকটা ত্রুটিও আছে। ভারতের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে আমার নাম না দেখ্‌তে পেয়ে কিছু ক্ষুণ্ণ হ'লাম। তবে নিশ্চয় জানি এ তোমার ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়, অনবধানতা-বশতই হ'য়ে গেছে, এবং ভবিষ্যতে এ-ভ্রম যে তুমি শুধ্‌রে দেবে তাতেও আমার লেশমাত্র সংশয় নেই। ওটা দিয়ো, ভুলো না। আর রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের "রাঙা জবা কে দিল তোর পায় মুঠো মুঠো" গানটির উল্লেখ? ওটাও চাই। কারণ তিনিও ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন ব'লেই আমার বিশ্বাস। এ তো গেল বইয়ের ত্রুটির কথা, এছাড়া একটা মতভেদের বিষয়ও আছে। তুমি পূজনীয় রবিবাবুর একটা উক্তি তুলে দিয়েছ যে, "সর্ব্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি ব'লেই রসের নিমন্ত্রণসভায় বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে চিঁড়ে দইয়ের ব্যবস্থা করি—সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড় লোক বলি তাদের জন্যেই।" কথাটা শুন্‌তে ভালো এবং যিনি লেখেন তাঁর মানসিক ঔদার্য্য এবং নিরপেক্ষতাও প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু আসলে এত বড় ভুল বাক্যও আর নেই। শিক্ষা সভ্যতা কালচারের জন্যে সন্দেশই যে চাই, মণ্টু। সত্যিকারের শিক্ষিত সুকুমার হৃদয় মানুষকে যদি চিঁড়ে মুড়কি খাওয়াও তারা কি পেটকামড়ানিতে সারা হবে না? আর সর্ব্বসাধারণ? অন্ততঃ আজকের দিনে তাদের সন্দেশ দেবে কি ক'রে বল তো—রাতারাতি? আজকের দিনে তারা চিঁড়ে মুড়কিতেই থ্রাইভ করে একথা অস্বীকার করবে কি ক'রে? একটা দৃষ্টান্ত নেও। জনকয়েক এই সর্ব্বসাধারণ পয়সাওয়ালারা তোমাদের মতন দুচারজনের প্রশ্রয় পেয়ে আজকাল রেলগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণী ছেড়ে হঠাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠ্‌তে আরম্ভ ক'রেছেন। আচ্ছা, কোনো কম্পার্টমেণ্টে এঁদের দুতিন জনকে ঘণ্টা তিন চার ঢুকিয়ে রাখ্‌বার পরে দেখেছ কি কী কাণ্ডটা হয়? আর কারও সাধ্য থাকে, প্রবৃত্তি যাকে সে-কামরা ব্যবহার করে?···একঝুড়ি মাটি থেকে সুরু ক'রে, ছোলা সেদ্ধ, পকোড়া, থুথু···তীর্থসলিল··· সে-দৃশ্য যে দেখেছে সে কি আর কখনো ভুল্‌তে পারে? আসল কথা অন্দরে শোবার-ঘরে ব'সে সন্দেশ সেবা করারও যে একটা যোগ্যতা আছে অর্জ্জন করা চাই। একথা পৃথিবীর সব দেশের বড় বড় চিন্তাশীল মানুষই ব'লেছেন, তুমিও স্বীকার ক'রে থাকো। নইলে অন্দরের দোর খোলা পেয়ে একবার "বাইরের আঙিনার" লোকরা চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ ক'রে ঢুকে পড়্‌লে আমরা কি আর বাঁচ্‌বো? অতএব এরূপ বিপজ্জনক অতি-উদার বাক্য আর কখনো বোলো না।

তুমি বিলেত যাচ্ছ খবরের কাগজে দেখ্‌লাম। আশীর্ব্বাদ করি তোমার যাত্রা নির্ব্বিঘ্ন হোক্‌, উদ্দেশ্য সফল হোক্‌। আমার বয়স হয়েছে; যদি ফিরে এসে দেখা আর না হয় এই কথাটি মনে রেখো আমি চিরদিন তোমার শুভ কামনা ক'রে গেছি। ইতি। ২২শে ভাদ্র ১৩৩৬।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু,

ভারি ইচ্ছে ছিল বিলেত যাত্রা উপলক্ষে ইনষ্টিটিউটে তোমার বিদায়-সংবর্দ্ধনায় যোগ দেওয়ায়। কিন্তু এদিকে রেলের ষ্ট্রাইক।···আর নাই-ই গেলাম, চোখের দেখাশোনার এম্‌নিই কি দরকার? এখান থেকেই সমস্ত মন দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌চি তোমার পথ যেন নির্ব্বিঘ্ন হয়, তোমার যাওয়া যেন সার্থক হয়।···

তোমার "মনের পরশ" ও "ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা"—দু-খানি বই-ই বড় মন দিয়ে পড়েছি। মনের পরশের শেষটি বড় মধুর। বুকের দরদ দিয়ে যে সংসারটাকে দেখ্‌তে শিখেচে তার লেখার ভিতরে যে কত ব্যথা, কত আনন্দ সঞ্চিত হ'য়ে আছে, এ বইখানি পড়্‌লে তা জানা যায়।···এর শেষ অংশটা যে আমার কত ভালো লেগেছিল তা বল্‌তে পারিনে।

সত্যিকার ব্যথা ও দুঃখের মধ্যে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীময় মানুষ যে মানুষের কত আপনার এই কথাটি কত সহজেই না তোমার বইয়ের শেষটুকুতে ফুটে উঠেছে। তাই আমার কেবলি মনে হয়েছিল তুমি বুঝি কার যথার্থ জীবনের দুঃখের কাহিনীটি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছ। কিন্তু ফের বলি—এই লিপিবদ্ধ করার প্রণালীটি তোমাকে আর একটুখানি যত্ন নিয়ে শিখ্‌তে হবে। তোমার বাবাকে আমি জান্‌তাম না, তবে তাঁর অন্তরঙ্গদের মুখে শুনি মানুষের বেদনা বোঝ্‌বার দরদ খুব বড় রকমের ছিল। এইটি হয়ত তুমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছ। এখন তোমাকে এই বস্তুটিকে মনের মধ্যে দিবারাত্রি লালন ক'রে তুল্‌তে হবে। ইতি। ফাল্গুন, ১৩৩৩।

তোমাদের

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু,

কতদিন থেকে তোমার চিঠির জবাব দিতে পারিনি। না জানি কত রাগই তুমি ক'রেছ। সেদিন তোমাদের থিয়েটার রোডের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। কিন্তু না ছিলে তুমি, না ছিলেন তোমার ব্যারিষ্টার মাতুল তক্ষু সাহেব। সাহেবের বাড়ী! অপেক্ষা করা রীতি-সঙ্গত, না রীতি-বিরুদ্ধ—শেষ পর্য্যন্ত স্থির হোলো না। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন —শ্রীযুক্ত শৈলেশ বিশি—তিনি পাকা লোক। দালালি কাজে সাহেবদের বাড়ীতে বিলক্ষণ যাতায়াত আছে যে। তিনি বল্‌লেন কার্ড রেখে যাওয়াই এটিকেট—হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌লে এরা রাগ করে। কিন্তু হ'লে হবে কি—কার্ড না থাকায় আমরা নিঃশব্দে ফিরে এলাম।

কালও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার "দুধারা"-র অনেক যায়গা আর একবার প'ড়ে গেলাম। বাস্তবিকই বইখানি ভালো। অবহেলা ক'রে যেমন তেমন ভাবে প'ড়ে যাবার জিনিষ নয়। মন দিয়ে পড়্বার মতই বই। কিন্তু মুস্কিল কি জানো, মন্টু? পাঠকের দল প্রায়ই এমনি কুড়ে যে বেশি সিঁড়ি ভাঙ্তে হ'লে স্বর্গে যেতেও চায় না—যদি একটুখানি মাত্র ডিগবাজি খেয়ে নরকে গিয়েও পৌঁছতে পারে।...(আমিও ঐ বুলিগুলো মানি নে—যেমন **art for art's sake** ধর্ম্ম কর ধর্ম্মের সেক—ইত্যাদি। আসল কথা আর্টের উপলব্ধি সকলের এক নয়, ওটা ভিতরের বস্তু, এর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ কর্তে যাওয়া এবং তারই পরে এক-ঝোঁকা জোর দেওয়া অবৈধ। ধর্ম্ম, সত্য, প্রভৃতি শুধু কথাই নয় তার চেয়ে বেশি কিছু এটা সর্ব্বদা মনে রাখা চাই। গল্পের উদ্দেশ্য যদি চিত্তরঞ্জন করাই হয় তবুও এই ফ্যাক্টটা থাকে যে ওটা দুটো কথা চিত্ত এবং রঞ্জন। ডাক্তার জি—মজুমদার, এম্-ডি, এবং দিলীপকুমার রায়ের চিত্ত ঠিক্ এক পদার্থ নয়। একটা চিত্ত যাতে খুসিতে ভরে ওঠে অপরটা হয়ত তাতে কোনো আনন্দই পাবে না। একজন উচ্চশিক্ষিত লোককে আমি জানি যিনি তোমার "দু-ধারা"-র পনের-কুড়ি পাতার বেশি এগুতেই পার্লেন না, অথচ আমার কি ক'রে যে বইটা শেষ হ'য়ে গেল জান্তেই পার্লাম না। এমন কি, গল্প লেখার আইন ওতে কতখানি ভাঙা হ'য়েচে তা-ও আমার জান্বার ইচ্ছে হয় নি। খুসি হ'য়েছিলাম, তৃপ্তি পেয়েছিলাম এ একটা ফ্যাক্ট; অথচ যদি তর্ক করা হয় যে আর্ট যে কি-বস্তু সে আমি জানিনে বুঝিনে তাহ'লে চুপ ক'রে যাবো।) *...কিন্তু জানো তো আজকাল প্রশংসাপত্রের দাম নেই। কারণ, কথার দাম যাঁদের আছে তাঁরা নিজেরাই তার অমর্য্যাদা করেন। তাই সহজে আমি কথা কইনে। কিন্তু আমার কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের সকলকেই বলি তোমার "দু-ধারা" বইটি যেন তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে

---

* ওই বন্ধনীর মধেকার অংশটুকু শরৎচন্দ্র ১৩৩৮ শে কার্ত্তিক মাসের একটি পত্রে লেখেন; এখানে খাপ খায় ব'লে বসিয়ে দিলাম। একথাগুলি লেখেন তিনি আমার একটি চিঠির উত্তরে যাতে আমি তাঁকে লিখেছিলাম যে সাহিত্য রস বিচারে Art for Art's sake শ্রেণীর কোড আমার ভালো লাগে না—যে বুলির বিরুদ্ধে মনস্বী আলডুস হাক্সলি তাঁর স্বাভাবিক দীপ্ত ভাষায় লিখেছেন :—

"Life" he said, "life—that's the great essential thing ; You' ve got to get life into your art ; otherwise it's nothing. And life only comes out of life, out of passion and feeling ; it can't come out of theories. That's the stupidity of all this chatter about art for art's sake and the aesthetic emotions and purely formal values and all that. It's only the formal relations that matter, one subject is just as good as another—that's the theory. You've only got to look at the pictures of the people who put it into practice to see that it won't do. Life comes out of life. You must paint with passion and the passion will stimulate your intellect to create the right formal relations. And to paint with passion you must paint things that passionately interest you—moving things, human things. Nobody...can seriously be as much interested in napkins, apples and bottle as in his lover's face, or the resurrection, or the destiny of man....

আদ্যোপান্ত একবার প'ড়ে দেখেন। আমার নিজের তো লেখাই এই, তবুও এতে এমন ঢের কথা আছে—যা আমি ইতিপূর্ব্বে চিন্তা ক'রে দেখিনি।…আর একটা জিনিষ দেখ্‌চি তোমার চমৎকার develop ক'রে উঠ্‌ছে—সে তোমার dialogue.

সেদিন বার্ট্রাণ্ড রাসেলের Ontline of Philosophy বইখানি পড়্‌লাম। ও বইখানি শক্ত, কিন্তু মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয় মানুষটির সরলতা দেখ্‌লে, এবং অনভিজ্ঞ মানুষকে সোজা ক'রে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা দেখে। আনাড়ি লোকদের ওপর এঁর করুণার অবধি নেই। আহা! এ-বেচারারা দুটো কথা বুঝুক—সত্যিকার এ ইচ্ছেটুকু যেন এঁর লেখার ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায়। ভাবি যাঁরা বাস্তবিকই পণ্ডিত, জ্ঞানী তাঁদের লেখার সঙ্গে ফোক্কড়দের লেখার কতই না প্রভেদ! এটা কতই না স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে এর পাশাপাশি ওয়েলস্ সাহেবের লেখা পড়্‌লে। এঁর কেবলই চেষ্টা দুটো বড় বড় কথা চালাকি আর জুজুড়িতেই মেরে দেওয়া। রাসেলের On Education বইটা কিনে এনেচি। ভাব্‌চি কাল পড়ব। আস্‌ছে বছরে বিলেতে একবারটি ঘুরে আস্‌বার জন্যে ধ'রেচ। যদি যাই শুধু এই লোকটিকে একবার চোখে দেখে আস্‌বার জন্যেই যাবো।

সেদিন জন কয়েক ছেলে এসে তোমার "মনের পরশের" ভারি সুখ্যাতি কর্‌ছিলো। তারা বলে এ বইটির সম্বন্ধে আমি যা ব'লেছিলাম তা বাস্তবিক সত্য। শুনে বড় খুসি হ'য়েছিলাম। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো, মণ্টু।

ইতি। ১৯২৮ সাল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু,

হ্যাঁ, তোমাদের নতুন কাগজ Orient আমাকে পাঠিয়ো। তোমার লেখা বেরুবে ওটা পড়্‌বার জন্যে আমার সত্যিই আগ্রহ হয়। তুমি লিখেচ সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী,—অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে আমার কাছে নাকি অনেক কিছু শিখেচ। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা তোমাদের আগেও বলেচি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি। অলিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোল্‌বার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত কর্‌বে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। শ্রী—তাঁর কি-একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হ'য়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদ্‌লেন যে, পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো—কাঁদ্‌বার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ লেখার অসংযম সাহিত্যের

মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে দেয়। হাস্যরসিক—বাবু চমৎকার লিখ্‌তেই পারেন, কিন্তু চমৎকার না-লিখ্‌তে পারেন না। তিনি সত্যিই বড় লেখক, কিন্তু না-লেখ্‌বার ইঙ্গিতটা যে ঠিক বুঝ্‌তে পারেন না একি তাঁর বই পড়্‌তে গিয়ে দেখ্‌তে পাও না? আর এক ধরণের অসংযম দেখ্‌তে পাই—র লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে, কিন্তু এই যাওয়াটাও একটা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এম্‌নি একটা অরুচিকর ভক্তি গদ্‌গদ 'আদেখ্‌লেপনা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে। আমার—মামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরিতে গিয়েছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল, খেতুরির প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। ষ্টীমার থেকে গঙ্গার ঘাটে নেমেই মামা অ্যাঃ—ক'রে উঠ্‌লেন। দেখি—ভয়ার্ত্তমুখে এক পা উঁচু ক'রে আছেন।

কি হোলো?

বড্ড কাঁচা শ্রী—মাড়িয়ে ফেলেচি।

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে অম্বল যদি না সারে? তোমার দোলার ব্যাপারটাও বিলেতের। সেদিন কয়েকটা অধ্যায় পড়্‌ছিলাম। তাতে এই অহেতুক ভক্তি-বিহ্বলতা, অকারণ অসংযত বিবরণের ঘটাপটা নেই। মনে হয় এ ও তো বিলেতে গেছে, জানেও অনেক কিছু, কিন্তু জানানোর মাতামাতি নেই।···যদি কেউ চ্যালেঞ্জ ক'রে বলে—র লেখার মধ্যে মাতামাতি কোথায়—দেখাও দিকি, তবে হয়ত আমাকে প্রত্যুত্তরে শুধু এই কথাই বলতে হবে যে, এ-সব জিনিস এমন ক'রে দেখানো যায় না—রসজ্ঞ পাঠকের মন আপনি অনুভব করে। শ্রীমতী—দেবীর উপন্যাসে দেখ্‌তে পাবে বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ পুরাণ কালিদাস ভবভূতি সবাই ঢোক্‌বার জন্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটিই ধরা পড়ে—ত্যাখো তোমরা সবাই, আমি কি বিদুষী! কি পড়াটাই পড়েচি, কি জানাটাই জেনেচি। এই আতিশয্য যেন কোনো মতেই প্রশ্রয় না পায়। অথচ বড় ভাব, বড় তত্ত্ব, বড় আইডিয়া, বড় প্রকাশ এই নিয়েই চলা চাই—জীবনেও, সাহিত্যেও। জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল, আর যায়ে যায়ে ঝগড়া, আর বৌয়ে বৌয়ে মনোমালিন্য—কিম্বা—র কলানৈপুণ্যঃ ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা সলতে দেওয়া এবং আল্‌নায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোঁচানো শাড়ী—এ সকলের দিনও গেছে প্রয়োজনও শেষ হ'য়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো। তুমি এসব করো না আমি লক্ষ্য ক'রেচি। এতে ও অন্য অনেক কারণে তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা পাই, মণ্টু। এবং তোমার একথাও খুব সত্যি যে সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই যা পড়্‌লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলেছে। তুমিই একদিন আমাকে ব'লেছিলে যে বাংলাদেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই লোকে ভাবে—এসবই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই তো সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়।

কল্যাণীয়েষু—

তোমার যে কয়টি কবিতা পড়িয়াছি তাহাতে তোমার বিকাশের চিত্র লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি সাগ্রহে ও সস্নেহে। আরও সানন্দে পড়িলাম ঋষি অরবিন্দের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও চিন্তাপূর্ণ মন্তব্য। ঠিক বলিতে পারি তোমার লেখায় একটি সত্য নূতন সুর বাজিয়াছে—you have Struck a new note যিনি আমাদের প্রাণের ও প্রাণের অভিব্যক্তির নেতা তিনিই তোমাকে চালাইতেছেন দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম।

সাহিত্য জীবনেরই অভিব্যক্তি; উহার অন্ত মানে নাই। যে টানে বা প্রেরণায় বিশ্ব ঘুরিতেছে বা সিন্ধুকে আলোড়িত দেখি, সেই টানের দিকে বা বীজমন্ত্রের দিকে যাহাদের নজর পড়ে নাই বা যাহারা কান পাতে নাই, তাহারা কয়েকটি ফুটন্ত রমণীয়তার অথবা বুদ্বুদের পানে তাকাইয়াই ভোগের ক্ষুধা মিটাইতে চায় আর সেই ক্ষুধার তৃপ্তির আনন্দ বা অতৃপ্তির জ্বালায়ই কবিতা লেখে; অর্থাৎ যে যেমন, সে সেই চিত্রই ফুটায়। বেশির ভাগ লোক এই সহজ ভোগ্য সামগ্রীকেই আদর করে। যে রচনার নিয়তি সহজ ভোগ্য হইবার দিকে তাহাকে রূপের ঝলকে ও মোহন ঝঙ্কারে খাড়া না করিলেই নয়। যে যুবতীর আকৃতি প্রাকৃতিক ভাবেই মধুর নয়, তাহাকে বল্কল না পরাইয়া লোকে ভয়ে ভয়ে নানা ভূষণ পরায়।

ঢেউয়ের মাথার উপরকার ফেনায় যে বুদ্বুদ ফোটে আলোকের ঝলকে সেগুলি রমণীয় হয় বই কি; তবে বুদ্বুদ ও ঢেউ যে অতলের প্রশান্তির উপরে খেলা করে সেদিকে যাহার অনুভূতি যত অধিক সে তত পরিমাণে সীমার মধ্যে অসীমের ইঙ্গিত দিয়া রচনাকে চিরস্থায়ী করিতে পারে। তোমার রচনায় এই ইঙ্গিত যথেষ্ট ফুটিতেছে লক্ষ্য করিলাম ও সেই জন্যই রচনা এত মনোহর হইয়াছে।

• •

প্রাচীন ছন্দ সম্বন্ধে একটি কথা বলি। প্রাচীনের চিন্তার ধারা যে অবস্থার ফলে, যে ভাবে ছুটিতে গিয়া যে সব ছন্দের কাঠাম গড়িয়াছে, সে কালের সেই ভাবের অনুভূতি জন্মিলে সে ছন্দ একালে মনোহর হইতে পারে। আমাদের শিক্ষায়, পরিবর্ত্তনে ও বিবর্ত্তনে যে নূতনত্ব পাইয়াছি তাহাকে আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারিনা, তবুও প্রাচীনতার সৌন্দর্য্যে ডুবিতে পারি ও প্রাচীন ছন্দের গতিতে নূতন ভাব বহাইতে পারি। আমি লক্ষ্য করিলাম তুমি প্রাচীনের মহিমায় যেখানে মুগ্ধ হইয়াছ, সেখানে তোমার প্রাচীনের ছন্দ বেশ খাটিয়াছে।

"বাণী" কবিতাটির সংস্কৃত মদিরা ছন্দ যথার্থ-ই ছন্দের সহজ গতিতে ও পদ-বিন্যাসে সুললিত হইয়াছে; তবে আমি সঙ্গীতে একেবারেই অনভিজ্ঞ,—কাজেই গানের সুরে আঁখরের পদগুলি কেমন শুনাইবে, তাহা ধরিতে পারিনা। তবে মাত্রা বৃত্তে চরণগুলি অবশ্য খুবই স্বাভাবিক ভাবে বসিয়াছে, তাই মনে হয় স্বর সংযোগে ভালই হইয়াছে, কেননা গানে তুমি ওস্তাদ। "শিব" কবিতাটিতেও তোটক ছন্দ খেলিয়াছে ভালো। "লক্ষ্মী" কবিতাটিও রুচিরা ছন্দে যথার্থ-ই খুবই মনোহর ও শ্রুতি মধুর লাগিল। কিন্তু তোমার "দরদী" ও "প্রার্থনা" কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। আমার কাণে খুবই ভালো লাগিয়াছে—বিশেষতঃ "দরদী" কবিতাটি। ভাব সম্পদে ছন্দ-লালিত্যে, ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে বাংলাভাষার

একটি অপূর্ব্ব কবিতা বলিয়া আমার মনে হয়। কিন্তু তবু আমার মনে হয় পাঠকেরা যদি ঠিকভাবে পড়িতে না পারে তবে এ দুটি কবিতার ভাব গ্রহণে ত্রুটি ঘটিবে। কারণ ছন্দের প্রবাহে ভাবের যে স্ফুরণ আছে তাহা বেতালা পড়িলে সে ভাবের রস কেহ অনুভব করিতে পারিবে না।

সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তাঁহার কয়েকটি বিক্ষিপ্ত কবিতা ছাড়া তাঁহার রচনা আমার কোনোদিনই ভালো লাগে নাই। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের স্নেহাভিশয্যেই তিনি বাংলাদেশে কবি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

একালে যাঁহাদের রচনা popular হইয়াছে বা হইতেছে আমি প্রায় তাঁহাদের কাহারও লেখার সহিতই পরিচিত নই। কাজেই বলিতে পারিব না তোমার রচনা লোক প্রিয় হইবে কিনা। নাই-ই যদি হয় তবুও তোমাকে তোমার মত করিয়াই লিখিতে হইবে ও অল্পলোকের রসগ্রহণে তুষ্ট থাকিতে হইবে। তা ছাড়া কবিতা লোকপ্রিয় হউক—ইহা যে কোনো একটা আদর্শ ই নহে তুমি নিজেও খুব ভালো করিয়াই জানো।

তোমার কবিতার সঙ্গে হারীনের ইংরাজী কবিতা ও অনুবাদ পড়িলাম। অতি চমৎকার হইয়াছে। হারীন যখন বালক তখন স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরি কয়েকটি রচনা আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন তখনই মুগ্ধ ও আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। কবিতা-গুলি স্বভাব কবির স্বতঃ-উৎসারিত মনোহারিত্বে মণ্ডিত।

শ্রীমীরা দেবীর রচনা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিতে ইচ্ছা হয় যে তাঁর প্রতি কথা দিব্যভাবে গরিমাময়। ইতি।

তোমার স্নেহবদ্ধ

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

প্রীতিভাজনেষু—

আপনার 'অনামী' শীগ্‌গিরই প্রেসে যাচ্ছে শুনে খুব খুসি হ'লাম। ও বইয়ের অন্তর্গত সব না হোক্ বেশির ভাগ কবিতার পাণ্ডুলিপি দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিলো। স্বীকার করবো, গোড়ায় আপনার কবিতার আমি বিশেষ ভক্ত ছিলাম না; ছন্দোভঙ্গ প্রায়ই রসোপভোগকে ব্যাহত কর্‌তো—এবং কবিতার পক্ষে এ-ত্রুটি গুরুতর। কিন্তু ক্রমে ছন্দে আপনার সম্পূর্ণ দখল জন্মালো; এবং তার পর থেকে আপনার অনেক কবিতা প'ড়ে আমি অবিমিশ্র আনন্দ পেয়েছি।

তবু এ-ও আমার মনে হয় যে আপনার কবিতা সে জাতের নয়, যা বাঙ্‌লাদেশের পাঠকসাধারণের প্রিয় হ'তে পারে। প্রথম কথা আপনার কবিতার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা; রূপকের সাহায্যে বাস্তবের প্রকাশ বেশির ভাগ লোক উপলব্ধি করতে পারবে না। আপনি বাঙ্‌লা কবিতার প্রচলিত প্রথা গ্রহণ না করে' সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি টেকনিক গঠন করেছেন; আপনার কাব্য উপভোগ কর্‌বার আগে সেই বিশেষ টেকনিকে শিক্ষিত হওয়া দরকার। যাদের

সহানুভূতি উদার নয়, মননশক্তি গভীর নয়, তারা সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না ; তাদের পক্ষে আপনার কবিতা দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালি থেকে যাবে। আপনার কবিতা সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। এবং এ-কথা আপনি নিজেও জানেন।

আমার নিজের কথা বল্‌তে পারি, বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে আপনার 'অনামী'কে আমি সাদরে সম্ভাষণ করছি ; ও-রকম কবিতার প্রয়োজন ছিলো। বাঙ্‌লাদেশ গীতগোবিন্দের দেশ ; বাঙালী পাঠক কবিতার ধ্বনি-মাধুর্য্যের ভক্ত—বড় বেশি ভক্ত। এত বেশি ভক্ত যে ছন্দের টুংটাং পেলে সে আর কিছু চায় না ; যে-কবিতা পড়্‌তে-পড়্‌তে নৃত্য না-করা যায়, তাকে কবিতার আসন দিতেই সে প্রস্তুত নয়। কবিতার প্রকৃত রসবস্তু বেশির ভাগ পাঠকই খোঁজেন না—এবং পেলেও বোঝেন না। নইলে বলুন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও প্রথম শ্রেণীর কবি ব'লে স্বীকৃত হন্‌!—এবং গোবিন্দচন্দ্র দাসের নাম লোকে কদাচিৎ উল্লেখ করে! বাংলাদেশের একমাত্র কাব্যসংগ্রহে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের যে-সমস্ত কবিতা সঙ্কলিত হ'য়েছে, তাদের বেশির ভাগ ছন্দের কারুকার্য্যের জন্যেই উল্লেখ যোগ্য। সমস্ত 'মহুয়া' খুঁজে খুঁজে কি না "সাগরিকা"র মত একটা বাজে কবিতা নির্ব্বাচন করা হ'ল! কারণ কী? না, সাগরিকা পড়তে পড়তে নৃত্য করা যায়। কবিতাকে মিলে, অনুপ্রাসে, অলঙ্কারে, ছন্দোমাধুর্য্যে একেবারে জম্‌কালো হ'তে হবে ; নতুন-বড়লোক-গিন্নির মত তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সোনার গয়না, দশ আঙুলে দশটা হীরের আংটি থেকে আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে—এ না হ'লে কি আর কবিতা হ'ল? রবীন্দ্র পরবর্ত্তী যুগের কবিদের ছন্দসরস্বতীই একমাত্র উপাস্য দেবী ; তাঁরা শুধু কানকে খুসি করেছেন, মনকে স্পর্শও করতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে কোনো কাব্যের ঝোঁক ছিলো না ; রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ছন্দগুলোকে আয়ত্ত করে' সস্তা প্রাচুর্য্য ও চাতুর্য্যে তাঁরা রঙীন খেলেনার দোকান খুলেছিলেন। বাঙ্‌লা কাব্যের এ-যুগটা বন্ধ্যা, একেবারে নিষ্ফল।

আপনি জানেন কবিতার এই ছন্দসর্ব্বস্বতার বিরুদ্ধে আমি মতে ও আচরণে বিদ্রোহ করে' এসেছি। আমার নিজের কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা' সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন যে, বইটা একঘেয়ে। একঘেয়ে—মানে ছন্দের বৈচিত্র্য নেই, কথা নিয়ে acrobatic tricks নেই। একদল লোকের কাছে—যে যত বেশিরকম ছন্দ নিয়ে কস্‌রৎ করতে পারে, সে-ই তত বড় কবি। একথা সেই দলকে বোঝানো মুস্কিল, ছন্দের বৈচিত্র্য যে অনেকে এড়িয়ে চলেন, সেটা অক্ষমতার জন্য নয়, ছন্দ নিয়ে সার্কাস করা তাঁদের পক্ষে হীন কাজ বলে'। যিনি প্রকৃত কবি, মনকে মুগ্ধ কর্‌বার জন্য ছন্দ-ঝঙ্কারের শরণ নেবার প্রয়োজন তাঁর হয় না। তাঁর গাঢ় হৃদয়াবেগ নিজের ছন্দ, নিজের ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য সৃষ্টি করে। চমক লাগাবার জন্য বিচিত্র মিল বা বিচিত্র পংক্তি আয়োজনের সাহায্য নেবার প্রয়োজন তাঁর হয় না। কবিতার আসল কথা হচ্ছে rhythm ; rhythm নিয়েই 'ধ্বনি', যার জন্য সাধারণ গদ্য থেকে কবিতাকে চিনে' নিতে পারে ; এবং অত্যন্ত ভালো গদ্যেও যা পাওয়া যায়। ধ্বনি যেখানে অপ্রতিহত গভীরতা

লাভ করেছে, গম্ভীর স্বরের আত্মঘোষণা যেখানে শুনতে পাই, সেখানেই কাব্যের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করি ; তার তুলনায় অলঙ্কার-ভারাক্রান্ত অর্থ-হীনতার তাল্‌গোলপাকানো অসহ্য ঠেকে।

আমাদের দেশে ছন্দকুশলতাকে যে-অতি প্রাধান্য দে'য়া হয়, এই মূঢ়তাকে খণ্ডন করবার সময় এসেছে। আপনার কবিতার দীপ্তি বহিরবয়বের ওপর ততটা নির্ভর করে না ; তার প্রতিষ্ঠা ভাব গৌরবে। আমার নিজের কথা বল্‌তে পারি, আমি এই ধরণের কবিতার ঘোর পক্ষপাতী। কবিতার যা প্রাণ—সেই হৃদয়াবেগের প্রগাঢ়তা পেলে শব্দের roughness বা austerity শুধু যে ক্ষমা করতে পারি তা নয়, উপভোগ করি। অবিশ্যি austerity বা roughness মানে ভাবভঙ্গ নয়, rhythmএর অসম্পূর্ণতা নয়। শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রাণ ও বহিরবয়বের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ; সেখানে formকে তার থেকে আলাদা করে' নিতে পারি নে। আমি নিছক বহিঃসৌন্দর্য্যের উপাসক নই ; কবিতা যদি মনকেই নাড়া না দিলে, তাহ'লে যতই ঘটা ক'রে তাকে সাজানো হোক্, তা যে মিথ্যা সে মিথ্যাই থেকে যাবে। কেবল কথা নিয়ে খেলা করে' করে' বাংলা কবিতা আজ নিতান্ত অ্যানেমিক হ'য়ে পড়েছে ; এখন তেজোময় প্রাণসঞ্চার দরকার। মিন্‌মিনে চিন্‌চিনে অতিমাধুর্য্য ঢের হ'য়েছে, আর নয়। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীবুদ্ধদেব বসু। ২৯।১২।৩১

শ্রীঅরবিন্দ শ্রীচরণেষু

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর পত্রটি আপনাকে পাঠাচ্ছি বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে এঁর "বন্দীর বন্দনা" প'ড়ে আপনি লিখেছিলেন আমাকে : "Buddhadeva has certainly remarkable powers. His Bandir Bandana is strikiug for so young a poet. There is an extraordinary power of language and a great force in the writing and a strong flow in the verse. The thought-substance I find a little deficient, less mature, rather crude in places. This kind ot God-baiting, due, I suppose, to Russian influence, seems to be now popular in the "advanced" minds of the East—but it is childish and out-of-date. Russia is still in the nursery in these matters, but I don't see why millennial India and China should want to prelude their new life by a second childhood. This kind of thing was done and done with in Western Europe fifty years ago, and done, too, in a much more profound, and as I may say, grown-up manner.

Apart from that, the gifts he begins with are considerable, and if he develops and achieves depth and subtlety as well as power—for power is not enough—and if he can acquire acquire more of the inevitable in his language and rhythm, a greater Power of what

has been called architec-tures in poetry—(something that corresponds to design in painting and the arrangements of masses in architecture)—may lead to something very great. One can be a famous poet without these things, but it is these gifts that mark the greater immortals. The great danger for him arises from his early facility—for that sometimes stands in the way of the arduous growth that alone can raise the poetic stature to the level of the highest summits."......

রবীন্দ্রনাথও সাধে মুগ্ধ হ'ন নি এঁর কবিতা পড়ে। কিন্তু শুধু কবিতা লেখা না কবিতা সম্বন্ধে ওঁর একটা সহজাত অন্তর্দৃষ্টি আছে ও স্বাধীন নির্ভীক রসবোধ আছে যা আমাদের দেশে বড়ই বিরল। সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব আমাকে একাধিক পত্র লিখেছেন, তাদের অধিকাংশ কথাই সত্য শুধু এইটুকু ছাড়া যে সত্যেন্দ্রনাথ অকবি হওয়ার দরুণ তাঁর সৃষ্ট ছন্দের কাব্যমূল্য নেই। নতুন ছন্দ সৃষ্টি করার মূল্য আছেই যদিও শুধু নতুন ছন্দ সৃষ্টি ক'রে কবি হওয়া যায় না—যেজন্তে সত্যেন্দ্রনাথ কবি পদবাচ্য নন। কিন্তু একসময় ছিল যখন সত্যেন্দ্রনাথের "ছন্দের টুং টাং" আমার ভালোই লাগ্‌ত—মানে, তরুণ বয়সে। পরে রসবোধ গভীরতর হতে বুঝেছি কেন সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা কাব্য পদবাচ্য নয়। মনস্বী রসিক আচার্য্য বিজয়চন্দ্র সেদিন যথার্থ ই আমাকে লিখেছেন: "মনে হয় রবীন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টিতেই সত্যেন্দ্রনাথ দেশে কবি খ্যাতি পাইয়াছিলেন। এ কথা খানিকটা সত্য যদিও পুরো সত্য নয়। কারণ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দের সস্তা চটকও তাঁর কবিতাকে অনেকখানি লোকপ্রিয় করেছিল বই কি। তা ব'লে আবার এ-ও প্রমাণ হয় না—যা এ পত্রে বুদ্ধদেব বলছেন—যে লোকে খাঁটি জিনিষের আদর করতে একদম জানেনা। যদি একদম না জান্‌ত তবে রসজ্ঞ মহলে বঙ্কিম মাইকেল রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল গোবিন্দচন্দ্র দাস, মোহিতলাল বুদ্ধদেব প্রেমেন্দ্র মিত্র নিরুপমা দেবী প্রভৃতির আদর হ'ল কেমন ক'রে? তবে লোকে যে অনেক সময় মুড়ি মিছরির একদর করে তার কারণ সাঁচ্চা ও মেকির তফাৎ বুঝতে হ'লে যতটা সূক্ষ্ম রসবোধ দরকার ততটা সৌকুমার্য্য কোনো দেশের জনসাধারণেরই থাকে না। বিখ্যাত আলডুস হাক্সলি এই কথাই ব'লেছেন তাঁর Along the Road-এ একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে:

"That it is difficult to tell the genuine from the sham is proved by the fact enormous numbers of people have made mistakes and continue to make them. Genuineness, as I have said, always triumphs in the long run, but at any given moment the majority of people, if they do not actually prefer the sham to the real, at least like it as much, paying an indiscrminate homage to both."

এসম্বন্ধে কল্পনা কুমারকে লেখা পত্রে আমার আরও যা যা বক্তব্য ছিল ব'লেছি। আমি শুধু ব'লে রাখি সত্যেন্দ্রনাথকে মানুষ হিসেবে আমি শ্রদ্ধা করতাম তবে কবি হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে যে কিছু বলতে বাধ্য হ'য়েছি তার কারণ তাঁর কাব্যাদর্শে বাংলায় অনেকেরই ঠিকে ভুল হ'য়েছে মনে করার কারণ আছে। ইতি—

প্রণত

দিলীপ

মন্টুদা ভাই,—

আপনার চিঠি ও শ্রীমার (মীরা দেবীর) কথোপকথনগুলি পেয়েছি। এগুলি প'ড়ে আমার ভারি উপকার হ'য়েচে; শুধু ভালো লেগেচে নয়, অনেকদিনের পর তৃষ্ণার বস্তুকে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পেলে যত ভালো লাগে তত ভালো লেগেচে। আপনি কোন্ কোন্ প্রশ্নগুলি ক'রেছিলেন নম্বর দিয়ে বুঝিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন ছিলনা।···শ্রীমার মনের কী অসীম পরিধি! বল্‌বার ভঙ্গী কী প্রশান্ত স্বচ্ছ! হ্যাভেলক এলিসের Dance of life-এর কোন এক স্থলে প'ড়েছিলাম, জীবনের সর্ব্ববিধ সমস্যার গোড়াকার কথাটা হচ্চে "a question of harmony"—সেই কথাটাই শ্রীমার কথোপকথন পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েচে। রাসেল প্রভৃতি অনেক তীক্ষ্ণধী মানুষও যখন কর্ম্ম নিয়ে আলোচনা করতে ব'সেচেন তখন তাঁদের সমাহিত harmony প্রায়ই নষ্ট হ'য়ে গেছে দেখেছি, তীব্রতার আভাবে সত্য হ'য়েছে বাষ্পাচ্ছন্ন। কিন্তু ধরুন শ্রীমার কথোপকথনে যেখানে প্রশ্ন র'য়েচে "What is the aim of religion? is it an obstacle to spiritual life?" সেখানে তাঁর উত্তর, তাঁর কথাবার্ত্তা, সমাহিত প্রশান্তি, গভীর দৃষ্টি সুন্দর সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে কেমন সহজ ছন্দেই না স্ফুট হ'য়ে উঠেছে! আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ কারুর চেয়েই কম নয়, কিন্তু এতটুকু তীব্রতার আভাব নেই, যেটুকু কাজে সে লেগেচে সেটুকু তিনি কী চমৎকার ক'রেই না দেখিয়েছেন। নয়? রাসেলের এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তার দু-একটা টুকরো আমার মনে র'য়েচে কিন্তু সে প'ড়ে কই মন তো এমন ভ'রে ওঠে না? বুদ্ধির প্রখরতায় বিস্ময় আসে—সত্য, কিন্তু প্রশান্তির অভাব তো কিছুতেই ঢাকা দিয়ে রাখতে পারা যায় না।···

শ্রীমাকে একটা প্রশ্ন করা হ'য়েছিল—যোগের দ্বারা এমন শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব কি না যাতে ক'রে সমস্ত রকম প্রশ্নের এমন-কি সর্ব্ববিধ জটিল সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল যেমন—থিওরি অব রিলেটিভিটি। এর উত্তরে শ্রীমা যা বলেছেন আমার ভারি ভালো লেগেচে: "The very common conception that you can put any ignorant question to the yogi as to some super school-master or demand from him any kind of information past, present or future and that he is bound to answer, is a foolish idea. It is as inept as the expectation from the spiritual man of feats and miracles that would satlsfy the vulgar external mind and leave it gaping with wonder."

সত্যি আমারও মনে হয় এরকম প্রশ্নের attitude-টাই ভালো নয়। এর মধ্যে আছে একটা charlatan-এর মনোভাব, নয়? থিওরি অব রিলেটিভিটি এক নিমিষে প্রত্যক্ষ করব, এতবড় একটা জটিল বিষয়কে যদি কোনো সহজ পথে আবিষ্কার করা যায় যাতে না আছে বৈজ্ঞানিক সাধনা, না তপস্যার কঠোরতা—তবে মন্দ কি? এই হচ্ছে এ-ধরণের প্রশ্নের পিছনকার কৌতূহলী মনোভাব। শ্রীমা কেমন সুন্দর দেখিয়েছেন যোগের কাজই এ নয়—সে-রাজ্যে ও বাসই করে

না যেখানে প্রতিপদের লোককে অভিভূত ক'রে আমাকে কাজ করতে হবে। কিন্তু মানুষ এই ধরণের কাজ আদায়ই চায় —সহজ সুবিধের জন্য। ধরুন যেমন Whitehead সাহেব তাঁর Religion in the Making বইটিতে ক'রেছেন intuition এর বিরুদ্ধে: "Another objection against this appeal to such an intuition merely expirienced in exceptional moments is that the intuition is thereby a function of these moments. Thus the intuition becomes a private psychological habit and is without general evidential force." অর্থাৎ আদালতের সাক্ষ্যের মূল্য intuition-এরও থাকা চাই নইলে ডিক্রি হবে তার বিরুদ্ধে। এ-মনোভাব সত্যিই vulgar···

আপনার বই কয়েকটি পাঠাচ্ছি। আরও গুটি তিনচার ভাল বই পাঠিয়ে দেবেন। রাসেলের Conquest of Happiness—যা আপনি পাঠিয়েছিলেন ফেরত দিচ্ছি। বইটি আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু যা খুঁজছিলাম তা পেলাম না। আপনি হয় ত বলবেন: "কি খুঁজছিলে বল তো? সুখী হবার একটা সোজা উপায়?" তা নয়। ভাবছিলাম, তিনি যাদের পথ দেখাবার জন্যে ভূমিকায় লিখেছেন "I venture to hope that some among those multitudes of men and women who suffer unhappiness without enjoying it, may find their situation diognosed and a method of escape suggested?, তাদের সমস্যা ঠিক আমার সমস্যার সঙ্গে মিলল না। কিন্তু স্থানে স্থানে কী ভালোই না লাগলো। না-মেলার কথাটা এই: ধরুন রাসেল গোড়ার দিকে এক জায়গায় লিখেছেন—সুখী হ'তে চাইলে, গোটাকতক চির অপ্রাপ্ত, চির-দুর্লভ বস্তুর প্রতি লোভ ছাড়তেই হবে, এবং তাদের যে পাওয়া যায় না এইটে বেশ ভালো ক'রে মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে ভুলতে হবে। কিন্তু পৃথিবীতে সুচিরদিনের অপ্রাপ্ত হ'লেও যে কোনো কোনো বস্তু কিছুতেই ভোলা যায় না, ভুলবার যো নেই এ কি তাঁর স্মরণ ছিল না?······

সেদিন "স্বদেশ" মাসিকে অন্নদাশঙ্করের শরৎচন্দ্রের ওপর গোটাকতক কথা পড়লাম। কিন্তু কি হ'য়েচে বলুন তো? এই সেদিন তাঁর তারুণ্যে পড়লাম—শরৎচন্দ্র কী শিল্পী, কী তাঁর অন্তর্দৃষ্টি! কথাগুলো আমার অক্ষরে অক্ষরে মনে নেই কিন্তু তার ভাবটা প্রাঞ্জল ক'রে এই যে কমল যে খাঁটি ভারতীয় নারী হ'তে পারে না, ব্রাহ্মসমাজেরও না, তার চরিত্র যে নিঃসন্দেহরূপে নিরন্তর ইউরোপের কূলের দিকে হাতছানি দিচ্ছে এ শরৎবাবু দিব্যদৃষ্টিতে দেখ্তে পেয়েচেন ব'লেই তার বাবাকে ক'রেচেন ইউরোপীয়, নইলে কমল যে সবদিক দিয়েই ব্যর্থ হ'য়ে যেত। হঠাৎ এর মধ্যে হোল কি?

তাঁর সমালোচনার মধ্যে একটা জিনিষ আমাকে আঘাত ক'রেচে এবং আঘাত ক'রেচে তার কারণ অন্নদাশঙ্করের লেখার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। তাঁর এ-সমালোচনাখানিতে এতটুকু সংযম নেই, শ্রদ্ধা নেই, তাঁর তীক্ষ্ণ কথাগুলি যেন "অক্ষয়ের" বক্তৃতার ছাঁদে—'গায়ে-পড়া দুঃসহ বিরুদ্ধতা'। বেশ তো মতামত সকলের এক হয় না, সত্য কথাটা সোজা করে বলাই উচিত এ-ও না হয় মানলুম, কিন্তু সত্য কথা বলার মধ্যে এ অহেতুক আঘাত দেবার উগ্রতা পদে পদে আত্মপ্রকাশ করচে কেন? তাছাড়া তাঁর গোটাকতক কথাও আমার খাপছাড়া ব'লে মনে হ'য়েছে।—"পথের

দাবী' "ভাগ্যক্রমে বাজেয়াপ্ত হ'ল নইলে শরৎচন্দ্রের কলঙ্ক তাঁকে আকাশের চাঁদের সঙ্গে তুলনীয় করতো।" এই কথাটি প'ড়েই মনে হ'ল পৃথিবীতে কত যে "ভিন্নরুচির লোক" সে কথা কালিদাস কত দিন আগেই না কি সুমিষ্ট ক'রে বলে গেছেন :

"অথাঙ্গরাজাদবতার্য্য চক্ষুর্যাহীতি জন্যামবদৎ কুমারী
নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যক্ দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" *

কিম্বা ভবভূতি :—

যে কেচিদিহ নাম প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমান ধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী। †

ভবভূতির এ-কথাগুলির মধ্যে যদি বা একটুখানি আহত গর্ব্ব ছিল—কিন্তু নম্র সৌন্দর্য্যের তো অভাব ছিল না। কিন্তু আজ সত্য কথা প্রাঞ্জল ক'রে বলার অহমিকায় কেবল নিজের মত নিজের রুচি সাজিয়ে বল্‌বার এ কী বিশ্রী কুরূপ বলুন তো! 'পথের দাবী'র বিপ্লবের অংশ বাদ দিলেও অপূর্ব্ব ভারতী সমস্যাটির নানান সংস্পর্শের কাহিনী মধুরতম হ'য়ে তাঁর এ-সৃষ্টিকে কত সুন্দরই না করেছে!—একে যদি দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পেশার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহ'লে আমি বল্‌ব এ সমালোচনার নামে দম্ভ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অন্নদাশঙ্কর আরও বলেন—শরৎবাবুর অচলা এবং সতী বাস্তব দিক্ থেকে সত্য নয়—যেমন সত্য অভয়া কিম্বা সাবিত্রী। কারণ কি? না, শরৎবাবু ব্রাহ্মসমাজের তরুণীদের সঙ্গে মেশেন নি, অতএব না মিশেও এ-চরিত্র সৃষ্টি করা তাঁর কিছু পরিমাণে অনধিকার-চর্চ্চা হ'য়েছে,—কেবল অদৃষ্টক্রমে তিনি কেবলমাত্র শিল্পী ব'লেই অচলা ও সতীকে কোনো-রকমে টেনে তুলেছেন—যদিও তাতে ক'রে ওঁরা মাত্র কল্পনার দিক্ থেকেই সত্য র'য়ে গেছেন—বাস্তব দিক থেকে সত্য হ'তে পারেন নি।

এধরণের কথাগুলো ভারি ঝাপ্‌সা মন্তব্য, নয়? অন্ততঃ আমি তো কল্পনার দিক্ থেকে সত্য কাকে বলে এবং বাস্তব দিক্ থেকে সত্যই বা কাকে বলে তার হদিস অনেক ভেবেও পরিষ্কার ক'রে বুঝতে পারলাম না। কারণ কল্পনা আর সত্য যাচাই করবার মোটা দিক্‌টা তুলনা করলে আমি যা দেখতে পাই সেটা এই যে শরৎবাবুর সৃষ্টিতে এরা একেবারে এক হ'য়ে মিশে আছে, সাধ্য কি যে অতি নির্দ্দিষ্ট ক'রে নির্দ্দেশ ক'রে দিই কতটুকু বা এর কল্পনার দিক্ থেকে সত্য এবং কতটুকু বাস্তব দিক থেকে। ধরুন, সাবিত্রীর মতন দাসী কি সাধারণ দেশে খুঁজলেই পাওয়া যায়? অভয়াকেই বা কে কতবার প্রত্যক্ষ ক'রেছে বলতে পারেন? আসলে, এই বাস্তব দিক্ থেকে কে কতদূর সত্য সে-প্রশ্ন

* অনামী ৯১ পৃষ্ঠা + অনামী ৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একেবারেই অনাবশ্যক! এবং লজ্জা ও অজ্ঞতাকে সৃষ্টি ক'রে শরৎচন্দ্র ক'ডিগ্রী অনধিকার চর্চা ক'রেছেন সেটা মাপবেই বা কে? আর যে-সব অত্যাধুনিকরা অহরহ এই সব তরুণীর সঙ্গে মেলামেশা করছেন তাঁদের চরিত্র-চিত্রণ তাঁদের প্রত্যক্ষ দর্শন কেন এমনই অসার প্রাণহীন, অবাস্তব মনে হয়?…এঁদের লেখা প'ড়ে আমার তো প্রায়ই মনে হয় এঁরা নারীকে বোঝবারই চেষ্টা করেন নি—হাজার মেলামেশা সত্ত্বেও। কেবলই নিজের একটা মনগড়া attitude-এর ছাপ দিয়ে তাকে সৃষ্টি করতে ছুটেছেন। হাল আমলের তরুণ হ'লেই কি হাল আমলের তরুণীর মর্ম্মলোকের সন্ধান আপনা-আপনি উন্মুক্ত হ'য়ে যাবে? যৌবনের স্বভাবতই উচ্ছল অমিতাচারকে সংহত ক'রে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করতে হ'লে নবজাগ্রত প্রবৃত্তির চারদিকে একটি নির্জ্জন তপস্যার মণ্ডল চাই—হাল আমলের তরুণরা তা আমলে আনছেন কই? তাছাড়া আপনার কি মনে হয় কোনো একটা বস্তুর নিরতিশয় নিকটে থাকলেই তাকে সর্ব্বতোভাবে বোঝা যায়? কোন্ বহু-সন্তানবতী সন্তানবৎসলা নারী শরৎবাবুর মতন বাৎসল্যরসের সন্ধান পেয়েছেন বলুন তো? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

ছিলি আমার পুতুল খেলায়
তোরে শিব পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।

তাঁর আগে কোন্ মা তাঁর নিভৃত জননীহৃদয়ের এ গভীর বাণীটিকে এত মধুর, এত সত্য ক'রে বলতে পেরেছেন? খুব কাছাকাছি থাকলেই খুব বড় ক'রে খুব ভালো ক'রে দেখা হয় কি মণ্টুদা? আমার তো বারবারই মনে হ'য়েছে—'তরুণদের লেখা পড়ার সময়ে—যে সত্য ক'রে জানবার ও বুঝবার, কামনার ভিতর যে-একটা দুঃসহ নির্জ্জন এবং একাগ্র তপস্যা আছে তা এঁরা কখনো জানেন নি—বোঝেন নি। তাই তাঁদের লেখার ভিতর রাত্রিকালের নিগূঢ় শক্তি একান্ত হ'য়ে আড়ালে থেকে কাজ করচে না, সত্যকার প্রশান্তি এতটুকু ফুটছে না, অহরহ ঠিকরে পড়ছে কেবল অস্বাভাবিক আলোর উগ্র কৃত্রিমতা। যাক্ একথা।…

আপনি "শ্রীমায়" প্রকৃতি-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখেছেন। এত সুন্দর কথাগুলি। এ আমি নিজেও কতবার দেখেছি, কত পূর্ণিমাতে নিস্তব্ধ প্রশান্ত গঙ্গাতীরের সৌন্দর্য্য হয়ত উপভোগ করব ব'লেই বসেছি, মন তেমনিই শূন্য র'য়ে গেছে। এবং অনেকদিনের অনেক—আয়োজনহীন মুহূর্ত্তে একটুখানি দৃশ্য কী অপরূপ হ'য়েই না দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয় কি জানেন? মনে হয়, মনের ওপর যখন একটা অসামান্যতার আবির্ভাব হয়—যেদিক দিয়েই হোক্—তখন বহিঃপ্রকৃতির উপরও সেই আলো এসে পড়ে, ও সমস্ত জিনিষের উপর থেকে তুচ্ছতার আবরণ ঘুচে যায়। তখন উপভোগ করবার জন্যে বড় বেশি প্রচুর সৌন্দর্য্যের দরকার করে না, যা রয়েচে তাকেই অতি সহজে নিবিড় ক'রে গ্রহণ করতে পারি। তাছাড়া হ'য়েছে কি জানেন? প্রতিদিনকার অভ্যাসের ফলে নিজেদের চারিদিকে আমরা প্রায়ই একটা অস্বচ্ছতা সৃষ্টি করে তুলি, তাই বহিঃপ্রকৃতিতে দিনের পর দিন কোথাও যখন কার্পণ্যের লেশ নেই—তখনও মন

র'য়েচে অত্যন্ত অচেতনতায় উদাসীন। আমরা যদি কখনো ব্রতযাপনের মত ক'রে দিনযাপন করি, তবে অতি সামান্য বস্তু থেকেও রস আহরণ করবার ক্ষমতা হারাব না। আমাদের জীবনের উপকরণ-পরিস্ফীতি একটু কমলে বোধ হয় ভোগের দিক্ দিয়েও লাভ বেশি হয়। কোথায় প'ড়েছিলাম গ্যেটের একটি সুন্দর কথা—Thou must do without, thou must do without.…

আপনার আধুনিক কবিতা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত পড়লুম যদিচ নিজে এক লাইন কবিতা মেলাতে পারি নে—কিন্তু ছোট থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মাঝে শ্রবণেন্দ্রিয় আমার এত প্রশ্রয় পেয়েচে যে তার আর অবধি নেই। আপনার আগেকার কবিতা যখন পড়তুম তখন কানকে কিছুতেই তুষ্ট করতে পারতুম না। কিন্তু আপনার আজকালকার কটি কবিতা সেদিন কতবার যে প'ড়েছি তার ঠিক নেই। "কথা কথা কথা"—কবিতাটিও খুব ভালো লেগেছিল। আপনার "বহিঃস্তবী" ও "দ্বিতীয়া" * কবিতা দুটিও এত ভালো লেগেছে! বিশেষ ক'রে 'বহিঃস্তবী' কবিতার গোটাকতক স্থান যেমন,

যাহা বাতাস চেয়ে
রহে পরাণ ছেয়ে
তারি মিলনের পথে উঠে লক্ষ বাধা
তাই বিরহে অলখরূপ রহে না গাঁথা
যারে না চিনি জানি
যারে না হেরি' মানি
যদি নিতল তলের সেই মোহন রতন,
যার লাগি' ঝাঁপ দিলে মিলে মরণে জীবন।

এই রকম অল্প কথায় অনেকখানি ভাবকে এমনি সংহত অথচ সম্পূর্ণ করে প্রকাশ। এই ধরণের কবিতা আমার এত মনে ধরে।…কিন্তু হয়েছে কি জানেন? ভালো কবিতা এভাবে খণ্ড খণ্ড ক'রে পড়তে আমার তেমন ভালো লাগে না। তাদেরকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করবার mood যখন আসবে তখনই তাদের সম্পূর্ণ ক'রে বুঝতে পারব—তার আগে নয়। তাই আপনার কবিতা বই হ'য়ে বেরুলে তবেই ভাল করে পড়তে চাই—পড়ার মতন ক'রে। এখন মাসিক প্রভৃতির পাতায় ওদের গীতমাধুর্য্য ও ছন্দের সৌন্দর্য্য যতটুকু পড়তে-না-পড়তে বুঝতে পারি ততটুকুই লাভ মনে করি। কিন্তু সমস্ত দিয়ে পড়া হ'ল কই? আপনার "অনামী" প্রকাশ হতে না হ'তে যেন আমি যেখানেই থাকি একখানি পাই।…

---

* অনামী ১৩৪ ও ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উত্তরায় আপনার 'দোলা' মুগ্ধ হ'য়ে পড়ছি। আপনার চিন্তার গতিবিধি কী বিচিত্র! আলডুস হাক্সলির পরে চিন্তায় এত প্রসার ও উজ্জ্বলতা বড় একটা প'ড়েছি ব'লে মনে হয় না। কিন্তু এখনো এমন অনেক অত্যাধুনিকেরা র'য়েছেন যাঁরা এ-ধরণের লেখা পড়লে বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েন—ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠেন। তাঁদের এ-ধরণের লেখার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক শুন্‌লে হাসি পায়, অথচ তর্ক ক'রে কোনো কিছু একটা খণ্ডন করবার উগ্র চেষ্টাটাকেই এত হাস্যকর ব'লে মনে হয় যে চুপ ক'রে উপভোগ করি শুধু!···

আপনি আমাকে লিখেছেন আমার খবর জানাতে। অথচ বাইরের দিক্ থেকে খবর দেবার মতন কীই বা আছে বলুন তো যে দেব? কিন্তু একটা কথা ক্রমশঃ স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারচি যে—চুপ ক'রে থাকার সৌন্দর্য্য কত বেশি। একদা এমন কাল ছিল, যখন যা কিছু মনের দুয়ারে আঘাত ক'রেছে তাকে কোনো আকারে প্রকাশ করতেই ব্যাকুলতা এসেচে, এবং তারই আবেগে যত অতিরঞ্জন এবং আতিশয্যই আসুক না কেন কোনো দিক্ দিয়েই বাহুল্য মনে হয় নি। কিন্তু আজকাল এমনই হ'য়েছে, কোনো একটা বই খুলে যদি বসলুম তো তার বেশির ভাগ কথাগুলোই পীড়া দেয়। অথচ ভাবি এসম্বন্ধে এত তীব্র চেতনা এতদিন ছিল কোথা? তাই লিখ্‌তেই ভালো লাগে না আজকাল।·····ইতি আপনার স্নেহের আশা।

শ্রীচরণেষু, মণ্টুদা ভাই,

আপনার পাঠানো শ্রীঅরবিন্দের দুএকটি পত্র পেলাম। বিশেষ ক'রে তাঁর বার্ণার্ড শ'-র সম্বন্ধে চিঠিখানি এত ভালো লেগেছে যে ব'লে বোঝাতে পারি নে। শুধু অবাক্ হ'য়ে ভাবি: শ' তো অনেকেই পড়েছেন, এবং এ নিয়ে তদ্‌গত প্রশংসা বা চেষ্টারটন ওয়েল্‌স্ সম্প্রদায়ের মতন অজস্র নিন্দা কোনোটারই তো অভাব নেই;—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের চিঠিতে তাঁর যে-দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠেচে এমনটি কবে দেখেচি? দেখেচি কি কখনো?···খুবই আনন্দে আছেন, না? সত্যি, আপনাদের ওখানকার বর্ণনা প'ড়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের "রশ্মিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে"। ও যেন জ্ঞানের সৌন্দর্য্যের অলকা, শ্রদ্ধা এবং সৌন্দর্য্য টলটল করচে, মনে হয় ধূপের মত এক নিমেষে লুটিয়ে পড়ি, কিন্তু জীবনে যা মনে হয়, মুহূর্ত্তে যার কাছে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিতে ইচ্ছে করে তা কি করবার যো আছে? আমি দূরে থেকেই শ্রীঅরবিন্দকে ধ্যান করব। আমার সমস্ত অপূর্ণতা সমস্ত বেদনা সকল অসার্থকতার মাঝেই তপস্যাপরায়ণ হ'য়ে প্রতীক্ষা করব যদি কোনোদিন—সেদিন আসে।

আপনার এবারকার কবিতাগুলিও ভারি সুন্দর লেগেছে। কিন্তু এ ভালো-লাগার বিশেষ ক'রে কী-ই বা বলব বলুন—স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ যাঁর উপর অজস্র মুগ্ধ প্রশংসা বর্ষণ করেছেন!···শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনের চিঠিও বড় সুন্দর লাগল। ওঁর চিঠি লেখার ঢং আমার অত্যন্ত ভালো লাগে। ইঙ্গিতে ওঁর শরৎবাবুকে লেখা চিঠিটি সাত আটবার প'ড়েছিলাম এত ভালো লেগেছিল। ওঁর কৃত নানা-কবিতার অনুবাদও খুঁজে-পেতে পড়ি। কী সুন্দর অনুবাদ!···

কাল রাত্রে অনেক রাত্রি অবধি আবার ক'রে "দুধারা" পড়তে ব'সে কী ভালোই লাগল। সত্যি, মানুষের মনকে কবে ইয়ত্তা করতে পেরেছে? তার মনের সহস্র দিকের সহস্র বিকাশকে একটি মাত্র বিধানের গৎ-এ বাঁধা? একটি মাত্র চিঠি দিয়ে তার হৃদয়ের আবরণকে নিয়ন্ত্রণ করা?—যায় কখনো?—কিন্তু 'দুধারা'র যে-প্রশ্ন আপনি তুলেছেন সেটা মনের মধ্যে ভারি ঘোরাফেরা করছিল এবার—যে, একজন স্ত্রীলোক একত্রে দুজনকে ভালোবাসতে পারে কি না? মিনার ক্ষেত্রে এ-প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি কিন্তু। হ'ত—যদি সে নিরুদ্বেগে ও বেশ প্রশান্তভাবে সাংসারিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে হারমান ও নিলয়কে একসঙ্গে ভালোবাসত। তাহ'লে কিন্তু ও গল্পটারই সৃষ্টি হ'ত না যে—তাহ'লে না উঠ্‌ত কোন ঝড়ঝাপটা—না কোনো প্রশ্ন। এবং সম্ভবতঃ মিনার মৃত্যুও ঘটত না। কিন্তু এসব অসামঞ্জস্য অন্তর্দ্বন্দ্ব উঠল কেন?—এইজন্যেই নয় কি যে একজন স্ত্রীলোক একাধিক প্রণয়ীকে একসঙ্গে ভালোবাসতে পারে না? আমাকে ভুল বুঝবেন না যেন। মামুলি সতীত্বের তরফ থেকে একথা বলছি না আমি মোটেই। আমার খুবই মনে হয় যে একজন স্ত্রীলোক পরপর একাধিক প্রণয়ীকে গভীরভাবেই ভালোবাসতে পারে। কিন্তু একত্রে পারে কি? যুগপৎ?—এইটেই না আপনার বইটির প্রশ্ন? আপনি এ-প্রশ্নের উত্তর দেন নি—একটা ছবি এঁকেছেন—অন্তর্দ্বন্দ্বের। বেশ ক'রেছেন। কিন্তু নিলয় যা ব'লেছে তা প্রমাণ হয় নি—এই আমার বক্তব্য। বরং মিনার নানা অন্তর্দ্দন্দ্ব প্রভৃতি পড়তে পড়তে ওই কথাই ক্রমাগত মনে হ'য়েছে যে নারী একসঙ্গে দুজনকে একই ভাবে ভালোবাসতে পারে না। আর পারে না ব'লেই না মিনার মনে ঐরকম উদ্বেলতা এসেছিল। শরৎচন্দ্রের কমলও শেষটা অজিতের কাছে ধরা দিল, কিন্তু তার প্রথম প্রণয়ী শিবনাথ, তার হৃদয়ে যে পথ দিয়ে এসে পৌঁছেছিল—যতরকম বর্ণ মোহ নেশার সাথে—দ্বিতীয় প্রণয়ী অজিত কি সেই পথ বেয়ে এসেছিল? তা তো নয়। এমন কি সকাল বেলাকার আলগোছে ছোঁওয়া একটুখানি শিশিরবিন্দুর মত তার প্রথমাগতের স্মৃতির অস্তরাগ দ্বিতীয়াগতের অবদানকে রাঙিয়ে তুলেছিল—তার সঞ্চিত মাধুর্য্য অজিত আবেশ ও ঈষৎ সংশয়ের কুহকের সাথে সাথে এক বিচিত্র মায়া রচনা ক'রে তুলেছিল। এ-রকম হয় ব'লেই তো এসব চিত্র ফলিয়ে এত তৃপ্তি দেওয়া যায়, নয়? সমস্তই যদি একাকার প্রত্যাশিত ও বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে একই ভাবে মনের দিগন্তে প্রতিভাত হ'ত তবে সৌন্দর্য্যের চমক থাকৃত কোথা? নেশার ঘোর জমে উঠ্‌ত কেমন ক'রে? আলো-ছায়ার পেলবতা।

আপনি দ্রৌপদীর কথা তুলেছেন। কিন্তু দেখুন দ্রৌপদী সমাজের এত বাহবা পেয়েই বা কই পারল তার পাঁচ স্বামীকে একসঙ্গে একরকম ক'রে ভালোবাসতে? দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে যে এ-সুযোগ ছিল তা তো অস্বীকার করা যায় না। চেষ্টাও তো সে ক'রেছিল—স্বামীবৃন্দের মধ্যে দ্রৌপদীর সহবাসের নিয়মও তো ছিল বাঁধাধরা। কিন্তু পারল কি সে? অর্জুন তাকে অর্জন করেছিল বলে সেই যে অর্জুনের প্রতি তার সমস্ত হৃদয়টি ঝুঁকে প'ড়েছিল প্রথম দিন থেকে—শেষদিন অবধি সে-পক্ষপাত তো গেল না। আমি বলছি না অবশ্য যে অন্যদের সে ভালোবাসতই

না একটুও। কিন্তু অর্জুনের ক্ষেত্রে তার ভালোবাসার স্পন্দনের যে wave-length ও বর্ণ-বিহ্বলতা ছিল অন্তদের ক্ষেত্রে তা ছিল কি?

চিঠির উত্তর দিলেন না কেন? বিনম্র প্রণাম নেবেন। ইতি

স্নেহের আশা।

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে আজ ভীষণ খুসি হ'য়েছি। কই আমি তো বলিনি যে আমি হীরো-ওয়ার্শিপে বিশ্বাস করি না। আমি যে আজ বাইশ বছর ধ'রে শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত, তবে এ হয়ত সত্যি যে আমার টেম্পারামেন্ট খুব বেশি আর্ডেন্ট নয়। কিন্তু তাতে ত গৌরব করবার কিছু দেখতে পাইনে—বরং দুঃখ করবারই কথা। কারণ আর্ডরের অভাব যে জরার লক্ষণ,—অন্ততঃ হৃদয়ের তো বটেই। কবীরের যে গানটি আমাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করতে অনুরোধ ক'রেছেন সেজন্য আমি সত্যই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।* কারণ এত সুন্দর গান খুব কমই পড়েচি—এই কয়েক লাইনের মধ্যে যে সরল আন্তরিক উপলব্ধির রূপ দেখতে পাই তা বাস্তবিকই অপরূপ!

গানটি বড়োদায় মারাঠী গায়কের কাছ থেকে উদ্ধার করে ভাল কাজই ক'রেচেন। এর অনুবাদ আমি যেটা করেচি সেটা এই—

Whose heart is Rama's dear abode,
What matter if at all he pray
And fast, or nay?
Whose refuge is some Saint's pure feet,
What matter if the pilgrim's way
Be his, or nay?
Whose soul is moved with love for all,
What matter if he gives away
His wealth or nay?
Whose thoughts the form of Rama fills,
What matter if his lips should say
His name or nay?

---

* অনামী ১০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এডিংটন প্রমুখ ধর্ম্মপন্থীদের সঙ্গে তাই বলে আমি কিছুতেই সায় দিতে পারি নে। আমার মনে হয় কি বলব? (হয় ত আপনাকে এতটা শক্ত করা ঠিক হবে না—তবু বলি) আমার বোধ হয় যে আজকালকার এক "ফাউষ্ট" রচনা হ'তে পারে যাতে এডিংটন, হোয়াইটহেড, জীন্স, মিলিক্যান প্রমুখ 'হঠাৎ-ধর্ম্মপ্রাণ' বৈজ্ঞানিকদের টেম্পটার মেফিস্টো-ফিলিসের পংক্তিতে বসিয়ে দিলে বেশ নাটক রচনা হয়। সত্যি বলচি, এই সব বৈজ্ঞানিকদের এমন সহসা ও থামকা ধর্ম্মভাবের ওকালতি করতে দেখে আমার মনে খুব রেভারেন্সের উদয় হয় না—যদিও আপনি আমার রেভারেন্সের বিশেষ ক'রে উল্লেখ ক'রেছেন। বিজ্ঞানের রাজ্যে এঁরা হলেন গৃহশত্রু বিভীষণের দল। এঁদের সাক্ষ্যর চেয়ে আমি ধরুন না কেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষ্যকে ঢের বড় মনে করে থাকি। কজালিটির (Causality) চেন গেল আর ঐ ফাঁকে ভগবান্ প্রবেশ করলেন—কেন মশাই, ভূত প্রেত শাকচুন্নিও ত প্রবেশ করতে পারত? করল না কেন? না, তাদের খুসি। এমন অপল্‌কা ভিত্তির উপর যে-দুর্গের প্রতিষ্ঠা সে-দুর্গে ভগবান বাসা বাঁধলেন কেন? না, তাঁর খুসি। যদি রাগ না করেন তবে একটা ছড়া তৈরি করেছি এ-ধরণের খুসির সম্বন্ধে—পাঠাই? পাঠিয়েই ফেলি, যদিও হয় ত তাতে রেভারেণ্ট সুনামটা ঘুচ্‌বে।

ওরে হলধর, কুঁড়েমি করিস কেন?
ও নগেন, কেন দাড়িখানা তোর হেন?
ও হারান, তুই কেন রে পুষিলি পুষী?
—"মোদের খুসি"।
ও জিতেন, কেন গাঁজায় দিতেছ দম?
ও এডিংটন কারে করো নমো নম?
বিজ্ঞানে কেন থামকা মারিলে ঘুঁষি?
—মোদের খুসি।

ইতি। প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

প্রিয়বরেষু—

আপনার ইংরাজ যোগপন্থী বন্ধু চ্যাডউইক বাস্তবিকই চমৎকার লোক। বুদ্ধি ধারাল ও আলোর জন্য উন্মুখ। ক্রিটিকাল অথচ সিনিকাল ন'ন। এ যুগে এ সমন্বয় বোধ হয় বিরল। শুনতে পাই আজকালকার ইংরাজ যুবকদের মধ্যে রেভারেন্স বড় বেশি দেখা যায় না;—যথা, আলডুস হাকস্‌লি ও নোএল কাওয়ার্ড। এঁরা সব জিনিষকেই হালকা চোখে দেখে থাকেন। আপনার সুপণ্ডিত মডার্ণ বন্ধুটিকে দেখ্‌লুম সিনিসিস্‌মকে নিয়েও ঠাট্টা করতে। আমার

মধ্যেও নাকি উনি এই অ্যান্টি-সিনিসিজম্ পদার্থটি দেখেছেন···ওঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে বড্ড ভাল লেগেচে। এজন্য আমি আপনাকে ফের ধন্যবাদ দিতে বাধ্য।

কিন্তু রেস্পণ্ড করা বল্‌তে আপনারা কি বোঝেন খুলে লিখ্‌বেন? আমার বলবার কথা এই যে মানুষেরও তো একটা আত্মমর্যাদা আছে—কেমন ক'রে নিমন্ত্রণ না করলেই বা সে সাড়া দেবে কেন? যাবে কেন? বেদনার প্রেরণায় যাওয়া বা অভাবে পড়ে যাওয়া—সে ত ভিখিরির যাওয়া। তবে এ-জীবনে যখন যে কারণেই হোক্ নিবিড় বিতৃষ্ণা আসে তখন যে ওপারের দিকে চাওয়া—সে-বৈরাগ্যে আমি বিশ্বাস করি। পরমহংসদেব বল্‌তেন দুরকম বৈরাগ্য—মর্কট-বৈরাগ্য ও আন্তরিক বৈরাগ্য। বিনা বৈরাগ্যে ও-পথে যাওয়া কি অনেকটা লোভীর মতন কাজ হয় না?···

আমার মনে হয় যে চাওয়া ও আত্মসমর্পণ একমাত্র প্রেমের রাজ্যেই শোভা পায়; শুধু প্রেমাস্পদকেই চাওয়া ও তাঁর কাছেই ধরা দেওয়া শোভন-সুন্দর—অন্য সব চাওয়া হাঁকাহাঁকি, কাড়াকাড়ি বড্ড ইতর ও খেলো। আর প্রেমাস্পদ যে হ'তে পারে নি তার কাছে আত্মসমর্পণ করা—সেও যে ভারি একটা বিশ্রী ব্যাপার। এ কথা তো আপনিও মানেন! কিন্তু মানেন যদি—তবে এও আপনাকে মানতেই হবে যে 'ডিভাইন' যতক্ষণ আমাদের প্রেম আকর্ষণ করতে না পারচেন ততক্ষণ চাওয়া বা আত্মসমর্পণের প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না। কারণ সে-চাওয়া তো শক্তি বা অন্য কিছু কামনা করারই সামিল। নয় কি?

আর প্রেমাস্পদ হ'তে হ'লে ডিভাইনকে খাট্‌তে হবে। সুদূরে লুকিয়ে থাকলে চলবে না। "অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।" আমার জানলার কাছে এসে তাঁকে নিশীথে ডাকতে হবে গানের কান্নায়, ছন্দের আবেদনে—না হয় স্পন্দিত নীরবতার কম্প্র স্পর্শে তাঁর প্রেম নিবেদন করতে হবে—তবে ত পাষাণ হৃদয় গলবে—তবে ত তাঁর দিকে চেয়ে দেখ্‌ব, তাঁর জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগবে!

অনেক বকলুম! রাত হ'তে চল্‌ল, আর নয়। লিখ্‌তে গেলে হয় ত এরকম আরো বাজে বকব। হয়তো ডিভাইনের সান্নিধ্য হঠাৎ একটু অনুভব করে থাকব—তাই এরকম ব্যাপারটা ঘটল। ডিভাইন কথাটা কিন্তু আমার ভাল লাগে না, 'গড্' যে ভারি সেকেলে হ'য়ে গেছেন। অমন বুড়োকে ভালোবাসা সহজ নয়—যদিও বুড়োদের আমার মন্দ লাগে না, অন্ততঃ তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে না।

আমার প্রিয়কে এক এক সময়ে স্বপ্নে দেখি। তাকে কি জাগ্রতে কখনো দেখ্‌তে পাবো? আমার মধ্যে ভালবাসার সে কী দেখে তা অনেকদিন ভেবেছি, কিন্তু কূলকিনারা পাইনি আজ অবধি। তাকে বুঝতে কিন্তু কষ্ট পেতে হয় না—যদিও তার হাসি আর চাহনিটা রহস্যে-ভরা। কিন্তু দিনের আলোতে সে কোথায় মিলিয়ে যায় কে জানে? তাই আমি অভিমান করে তাকে বলি—তুমি মিথ্যা, তুমি নেই, তোমাকে আমি চাই না। ইতি—প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

প্রিয়বরেষু—

আপনার চিঠিতে এক অতি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব রয়েচে, তার বিরুদ্ধে আমি ভীষণ রকম প্রতিবাদ করচি। তবে আপনি যদি আমার চিঠির জবাব ছাপাতে চান তবে আমার চিঠিটাও যে ছাপাতে চাইবেন এতে বিচিত্র কিছু দেখচিনে। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমি আপনাকে যে পত্রগুলি লিখেছিলুম ব'কে ঝকে—সে সব খোলা চিঠি মোটেই ছিল না—দস্তুরমত বন্ধ করেই পাঠিয়েছিলুম। তখন তো ছাপাবার কথা মাথায় আসে নি—সুতরাং লেখাটাও সভ্য বেশ প'রে নেবার ফুর্সৎ পায় নি। তা ছাড়া ওদের মধ্যে অনেক কথাই ছিল গায়ের-জোরের কথা। তা-ও আবার ভাল করে গুছিয়ে বলা হয় নি। সবটা মনে পড়চে না—পড়লে মনটা নিশ্চয়ই আরো খারাপ হ'য়ে যেত। এ-হেন চিঠি ছাপাতে চান আপনি! রক্ষে করুন।

না না সত্যি শুনুন—ছুটো প্রাণের কথা বলি আজ।

আমি কথায় কথায় যে যুক্তির দোহাই পাড়ি সেটা অনেকটা আত্মরক্ষার জন্যে। আপনার সঙ্গে যে তর্কে কোমর বেঁধে র‍্যাশনালিষ্ট সেজে বসি সেটাকেও ওই ভাবেই নেবেন। কারণ বিশ্বাস করবেন, নির্জলা র‍্যাশনালিষ্টদের নিয়ে আমি প্রায়ই ঠাট্টা তামাসা ক'রে আনন্দ আহরণ ক'রে থাকি। যেমন আপনার পরিচিত মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক এক্স্। তিনি একেবারে শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ র‍্যাশনালিষ্ট। তিনি হসনীয় হ'য়ে আমাকে ও একজন বন্ধুকে যেরকম আনন্দ দিয়েচেন তা জানলে খুসী হতেন। তাই আপনার সঙ্গে চৈঠিক তর্কের পাকচক্রে প'ড়ে আমি যদি লোকচক্ষে র‍্যাশনালিষ্ট ব'নে যাই সে দুঃখ কি আমার ম'লেও যাবে ভেবেছেন? আমার কি মনে হয় সংক্ষেপে বলি একটু।

Physical রাজ্যে স্বাস্থ্য যে রকমের আদর্শ, আমার মনে হয় mental রাজ্যে reason-ও অনেকটা তেমনি। দিনরাত স্বাস্থ্যের চর্চ্চা করলে অন্য সব চর্চ্চা বন্ধ হয়ে যায়, এবং যার জন্যে করি চুরি—সেই শরীরেরও সুখ-সোয়াস্তি থাকে না—সেই বলে আমাকে চোর। reason-কে আঁকড়ে ধরে থাকলে মেণ্টাল রাজ্যেরও ঐ রকম দশা হয় বোধ হয়। অর্থাৎ স্বাস্থ্য যেমন নেগেটিভ আদর্শ মাত্র—reason-ও তাই। ও নিয়ে কি আর কাজ চলে, না চতুর্বর্গ লাভ হয়? দাঁড়িপাল্লার মতন আর কি—বাজারে খুব কাজে আসে বটে, কিন্তু সংসারে আহার-বিহার কাজ-কর্ম্ম বিশ্রাম সামাজিকতা প্রভৃতিকে নিরন্তর মেপে চলতে হ'লে যে পাগলাগারদে স্থান পাবার সম্ভাবনা বেশ একটু দ্রুতরেটে বেড়ে চলে তা নিশ্চয়। আনন্দকে ক্রমাগত মাপতে গেলেই যে সে নিরানন্দে পরিণত হয়। কিন্তু তাই বলে স্বাস্থ্য ও যুক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করান যায় না। ওদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে ওরাও ছত্রপতি।

জানি এখানে আপনাতে আমাতে মিল রয়েছে। রিলিজনের ক্ষেত্রে যে মিল নেই তার কারণ বোধ হয় ও বস্তুটির প্রকৃত স্বাদে আজ অবধি বঞ্চিত হয়ে আছি, এবং বোধ করি সেই জন্যেই রিলিজনের বাহ্য বিকৃত রূপই আমার কাছে এত বড় আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখন থাক্।

পত্রগুচ্ছ

আপনার চিঠি ও কবিতা ক'টি পেয়েছি। সবগুলি প'ড়ে ভয়ঙ্কর খুসি হ'য়ে পড়েছি। আপনার কবিতাগুলি প্রকাশক্ষমতায়, অন্তর্মুখিতায়, স্বকীয়তায়, গভীরতায়, শব্দসম্পদে ও ভাবগৌরবে আমার মনে এক অপূর্ব্ব সাড়া তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ সত্যিই ব'লেছেন হঠাৎ ছন্দে আপনার কান কোন অভাবনীয় উপায়ে তৈরী হ'য়ে গেছে। আপনার কবিতা ও তর্জ্জমাগুলি প'ড়ে এদিক্কার কথা ভেবেও তাই ভারি আশ্চর্য্য হ'য়েছি—সত্যি। আপনার আর্টিষ্টিক উন্নতি এত দ্রুত ও অবিসংবাদিত রূপে—স্পষ্টভাবে—হ'য়ে চ'লেছে যে মনে আশা জাগেই যে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতিও ঐ তালেই হচ্ছে—উত্তরোত্তর। এরকম উন্নতি যদি বেশি দিন চলতে থাকে তাহ'লে কিন্তু একদিন আমাকেও বলতে হবে যে আমাদেরই ভূগোলে ভুল ছিল—গ্রীকদের Parnassus পণ্ডিচেরীতেই ছিল।···কিন্তু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি শ্রীঅরবিন্দের Revelation* কবিতাটি প'ড়ে। আপনার তর্জ্জমাটিও কী সুন্দর! পড়া অবধি কবিতাটি আমাকে পেয়ে ব'সেছে। "Someone leaping from the rocks" তার windblown locks হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে একশোবার আমার মানস চক্ষুর সামনে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে— পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, অতীন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়ের এই অপূর্ব্ব মিলন···অপার্থিব সৌন্দর্য্যের এই দীপ্তিময় আভাষ, মূর্ত্ত ভাষার ঝঙ্কারের মধ্যে অমূর্ত্তের—ভাষাতীতের—এই অনির্ব্বচনীয় সঙ্গীত ··এ শুধু শ্রীঅরবিন্দেরই সম্ভব। মনে হয় এই আর্টিষ্ট অরবিন্দ, কবি অরবিন্দ, দ্রষ্টা অরবিন্দকে হয়ত আমি একটু বুঝি। তাঁর চরণে আমার অন্তর শতবার ভক্তিভরে প্রণাম করেছে—আজও তেমনি তার আনন্দ-পুষ্প ও ভক্তি-চন্দন নিয়ে তাঁকেই পূজা করতে চাইছে। এমন গুরুর শিষ্য আপনি—আপনি ধন্য। এমন গুরুর আশীর্ব্বাদে আপনার অন্তঃকরণ যেমন বিকশিত হচ্ছে, আপনার ভাষাসম্পদ ও কাব্যসুষমাও তেমনি দিন দিন প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নি—আপনার ভিতরে যে নানা নূতন কথা নূতন সুর জমে উঠেছে তা আপনার এই কবিতাগুলি পড়লে বেশ বোঝা যায়।—"নেপথ্য বাঁশরী সর্ব্বনাশা"—কবিতায়, "কথা—কথা—কথা—" কবিতায়, "ত্যাগপন্থী ও অশ্রুপন্থী" কবিতায়—আরো কত কবিতায়। এসব কবিতাতেই আপনার নিজস্ব ভাব ভাষা ও ছন্দ রয়েছে, এবং এসবের মধ্যে এমন এক উন্মুখ বিশ্বাসের তৃপ্তি, এক দিব্যালোক-উদ্ভাসিত চিত্তের পরিচয় পাই যা অন্য কোনো বাঙালী কবির লেখায় বিরল মনে হয়। আপনি আপনার "কথা—কথা—কথা" কবিতায় লিখেছেন বটে—

"কবে মুখরতা-ফণা নম্রশীর্ষ হবে মাগো, তোর
মৌনস্পর্শে—মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গম সম ?" †

---

* অনামী ৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য † রূপান্তর ১৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু আমাদের কামনা ঠিক উল্‌টো : আমরা আশা করি যেন শীঘ্র আপনার "মুখরতা-কণা" নভ্রশীর্ষ না হয়—বহু বহু কবিতা লিখে আপনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও অলঙ্কৃত এবং আমাদের আনন্দিত ও আশান্বিত করতে থাকুন।

ইতি—প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

প্রিয়বরেষু,

আপনার "কুসুমের বুকে ঝুরে যে সুবাস"—গানটির* অনুবাদ এই দাঁড়ালো :

The blossom knoweth not the fragrance sweet
    That in its bosom's mystery lies,
The deeps that mirror forth the Infinite
    Question its secrets with their sighs
For whom in spring grow murmuring bees
Restless amid the perfumed trees ?
Whose memory packs the impassioned breeze
    And paints the magic skies ?
Whose lamps through the dim tremulous night
Glimmer in moon and starry light ?
Whose glory in the dawn breaks bright ?
    For whom yearns all and cries ?
For whose greatness down the ages long
Are the wide heavens a sapphire song ?
For whom runs the stream with babbling tongue.
    Repeats whose harmonies ?
Whose breath perfumes trees, flower and grass,
Inspires the atoms' dance in space ?
Whose trailing robes in twilight pass,
    A shadow in longing eyes ?

---

* ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

Oh, if thou never wilt appear,
Why are thy masks of Beauty here?
Why sound thy anklets everywhere,
        The spell that never dies?
My heart forgets that in my heart
        Thy throne for ever lies.

শ্রীঅরবিন্দের Rishi কবিতার অনুবাদ সুরু তো ক'রেছি এই ভাবে, দেখুন তো: ("অঞ্জলি" দ্রষ্টব্য)

এ সঙ্গে আপনার প্রেরিত কবিতা, অনুবাদ চিঠি প্রভৃতি (একটা বাদে) ফেরৎ পাঠাচ্চি।

বাংলা ছন্দ ও ভাষার ওপর আপনার দখল দেখচি ক্রমেই বেড়ে চলেচে। মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা কবিতাটি ও 'আশাপূরণ' কবিতায় দেখা যায় ছন্দের ওপর আপনার ক্ষমতা কত প্রবল ও সুস্পষ্ট। এ-উন্নতি যদি যোগের ফল হয় তাহলে আপনাদের প্রতি এতদিন যে কটূক্তি করে এসেচি তা'র জন্যে আমাকে চিরকাল অনুশোচনা ও অনুতাপ করে বেড়াতে হবে। আপনার ভাষায় এক প্রাচুর্য্য এবং অনর্গলগতি এসেচে, বন্ধনমুক্ত এক প্রকাশাবেগ জেগে উঠেচে যা অস্বীকার করবার উপায় নেই। "বৈষ্ণবের" মধ্যে এই আবেগের যে-খরস্রোত দেখতে পাই তার মধ্যে অবগাহন করে আমার মত বিশ্বাসহীন পাষণ্ডও আনন্দ পেয়েচে। মনে হয় আপনার হৃদয়ের অর্গল খুলে গেচে, সব সংশয় দ্বিধা ইতস্তত ভাবের বাঁধ ভেঙে' গেচে,—ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের প্রবল বন্যার বাধাহীন উচ্ছাসময় কল্লোল আকাশ ও ধরণীকে মুখর করে নিজের বেগে অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলেচে। দৃশ্যটি এত সুন্দর যে তীরবাসী আমাদেরও ওদিকে চেয়ে চেয়ে আর দৃষ্টি ফেরাতে ইচ্ছে হয়না! যোগী, এই কি তোমার যোগ? তোমার হৃদয়ের যে নিভৃত আবেগ আজ ধরা দিল তাকে এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে? আজ জানলুম, তুমি শাশ্বত প্রেমিক, তুমি চাও ধরা দিতে— নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে চাওনা, এতকাল মনের মানুষেরই সন্ধানে ফিরছিলে!.. প্রেমিকের সঙ্গে আমার কোন তর্ক নেই, কোন ঝগড়া নেই। প্রেমের কৈফিয়ৎ চেয়ে নিজেকে হাস্যাস্পদ করি না।

ভগবান যদি প্রেমিক হন তাহলে আপনার আবেদন ঠেলতে পারবেন না; তা একদিন সফল হবে একথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

শ্রীঅরবিন্দের Vedantin's Prayer* আমাকে আশ্চর্য্যভাবে অভিভূত করেচে। আমি যোগের মর্ম্ম বুঝি না, কিন্তু কবিতার কিছু কিছু হয়ত বুঝি। এই কবির আশ্চর্য্য শক্তির কাছে অতি সহজে মাথা নত হয়ে আসে। ভাষার ভঙ্গীর কী অপ্রতিহত সৌন্দর্য্য! কী পূতোজ্জ্বল গৌরবদীপ্ত সুষমা! কী রোমাঞ্চকারী ঝঙ্কার! শব্দই যদি ব্রহ্ম হয়

* অনামী ৫৯ পৃষ্ঠা

তবে এমন শব্দসম্ভারের ভিতর দিয়েই সে ব্রহ্ম কথা কন। এ কবিতার আপনি যে অনুবাদ করেচেন তা সুন্দর হয়েছে, তবু মনে হয় আসলটার শান্ত গম্ভীর ও তেজোময় সৌন্দর্য্য সবটা প্রতিফলিত হ'তে পারে নি। এরকম ধরণটা আপনার কেমন লাগে ?—

আত্মা মহীয়ান্,
হৃদয়ের নীরবতা মাঝে যার স্তব্ধ ধ্যানভূমি,
জ্যোতিঃ অনির্ব্বাণ,
আছ শুধু তুমি!
হায় তবে অন্ধকার কেন ছায় আমার নয়নে
মেঘ উঠে ধূমি'
আলোর গগনে ?
কেন মোরে বাসনা দুর্ব্বার করে শতক্ষতাঙ্কিত ?
কেন প্রতিক্ষণে
লালসা-পীড়িত
দগ্ধ দীর্ণ ক্ষুব্ধ হই, দূরে ফেলি তব শান্তি, হায়,
হই বিতাড়িত
প্রতি ঘূর্ণী ঘায় ?
কেন পড়ি দুঃখের কবলে নিত্য, আবর্ত্তে শঙ্কার,
কামের দংষ্ট্রায় ?
করুণা তোমার
ফিরায়োনা, যদিও অতীত মোর আসে রক্ত মাখি ?
মলিন আঁধার,
হে সত্য একাকী!
দিয়ো না সে দেবগণে তব ছদ্মরূপে দিতে মম
যৌবনেরে ফাঁকি।
এ রোল বিষম
স্তব্ধ কর—চাহি তব চিরন্তন স্বর শুনিবারে

পিপাসার্ত্তসম।
এ দীপ্ত মায়ারে
দূর কর—অনন্তের তটপ্রান্ত ভারাক্রান্ত করে
যাহা নিজ ভারে।
দাও নির্ব্বিকার
দৃষ্টি মোরে, স্বচ্ছ হৃদি যৌবনের। তব তিরস্কারে
ঘুচুক আশার
তীব্র মুখরতা।
নাশো মম কলুষ-শতাব্দীরাশি, ফিরায়ে আমার
দাও পবিত্রতা।
জ্ঞানের দুয়ার
সুগোপন, খোলো খোলো আজ! বীর্য্য লভ সফলতা!
বর্ষ প্রেমধার!

আর নয়! এর আগে ইংরাজি কবিতার বাংলা অনুবাদ কখনো করিনি তো—তাই হাত কাঁপে! শ্রীঅরবিন্দের Rishi কবিতার অনুবাদ করতে দিয়ে আরও মুস্কিল হয়েচে—আপনার মতন বাংলা শব্দসম্ভার যদি আমার থাকত! কিন্তু "বৈদান্তিকের প্রার্থনায়" এ শব্দসম্ভার একটু কমানোই উচিত নয় কি? শ্রীঅরবিন্দও তো আপনার অনুবাদের উপর অনেকটা ঐ মন্তব্যই দিয়েছেন যে "Perhaps so high and rocky a person as the Vedantln would not think of using such a luscious word as কুসুমি'।" ঠিক্ কথা। বেদান্তীর গান বেদান্তের সূত্রের মতই প্রাচুর্য্য-বর্জ্জিত হবে, অথচ এমন ভাববৈভবে ভরপুর হবে যে প্রতি কথাটি তীরের মত গিয়ে মরমে পশবে। এই না?…এ ছাড়াও আপনার অনুবাদের দুএক স্থলে আমার মনে হয় একটু বদলালে ভালো হয়। ধরুন বেদান্তী যখন বলেছেন, "Remove my sullied Centuries." তখন তার মধ্যে মনে হয় গ্লানি-অপসরণের চেয়ে অনেক বেশী চাইচেন;—কালের সব আবর্জ্জনাই দূর হয়ে যাক্—এ সব শতাব্দী যা আমার দৃষ্টি ভারাক্রান্ত করচে তাদের দূর করো—এই প্রার্থনাই শুনচি, অসহ্য এক মুক্তিকামনার আবেশ ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে। কিম্বা ধরুন, This brilliant show Cumbering the threshold of eternity; এখানে "চিরন্তন দ্বারের" চেয়ে অনেক বেশী কিছু বলা দরকার অনুবাদে, নয়? আরো দু একটা কথা মনে হয়েছিলো কিন্তু আজ থাকুক সে সব। আজকের দিনে কবি শ্রীঅরবিন্দ আমার হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব রাগিণীর ঝঙ্কার তুলেছেন ভক্তিসিক্তচিত্তে তারই অনুরণন কেবল কান পেতে শুনতে ইচ্ছে

করচে। এ কবিতাটি একটী স্বয়ং-ভাস্বর মণি। বহুদিন এ আমার চিত্তে এক বিচিত্র শান্তির বারতা বহন করে এনে দেবে মনে হয়। তাই এর স্রষ্টা কবিশিরোমণির চরণে আমার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এ পত্র শেষ করছি।

ইতি প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

পুঃ। শ্রীঅরবিন্দের God কবিতাটি প'ড়ে সুরহৃদার্দি মুগ্ধ হবেনই তো। সত্যিই কী অপূর্ব্ব কবিতা মাত্র কয়টী ছত্রে! আমার কৃত এর প্রথম অনুবাদটি সম্বন্ধে আপনি যা' যা' বলেছেন সত্য। এটী অনুবাদ করা বড়ই শক্ত। দেখুন তো এবার কি রকম হ'ল? আমার খুব মনঃপূত হয় নি এটাও, তবে এর আগে যেটী পাঠিয়েছিলাম তার চেয়ে ভালো এই যা :

লোক লোকান্তর মাঝে ব্যাপ্ত, তবু রয়েচে আসীন সবার উপর,
জ্ঞানী কর্ম্মী শাসকের দণ্ডপাণি প্রভু, তুমি দীন প্রেমের কিঙ্কর।
নাহি তব ঘৃণা—হ'তে তুচ্ছতম কীট—লোষ্ট্রখানি মলিন, নিষ্প্রাণ;
মহান দীনতা তব হেরি তাই মোরা সবে জানি— তুমি ভগবান্!

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের হাজার লাইনের কবিতা Rishir অনুবাদের গুরুভার আমার ঘাড়ে চাপানো কেন বলুন ত? এ জন্যে আবার ঘোরতর প্রোটেষ্ট করচি জানবেন। একশো লাইন হ'তে না হ'তে ঠেকে গেচি যে।...বলুন তো ওর এগার পাতায় sparse circle মানে কি—কিন্তু আপনিও এর খানিকটা অনুবাদের ভার নিন না।—কী ফ্যাসাদেই পড়লাম এ অনুবাদের ভার নিয়ে ;—

বলুন দেখি দারুণ এ কি কাণ্ডখানা সর্ব্বনাশা? পড়ে কি কেউ এমন দশায়?
বেড়াচ্ছিলাম হেসে খেলে—গায়ে দিয়ে ফুঁ দিব্যি খাসা—সইলো নাকো তাও কি মশায়?
না বুঝে হায় বিষম এ দায় নিলাম কেন স্কন্ধে তুলে, ভাবি শুধু, নির্ব্বিবাদে
এ ঝঞ্ঝাটে এ বিভ্রাটে পড়তে গেনু কোন্ সে ভুলে—এই ফ্যাসাদে—এমন ফাঁদে?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন প্রিয়বরেষু

আপনার অনুবাদ দুটিই সুন্দর হয়েচে! শ্রীঅরবিন্দের Rishiর অনুবাদ এখন শেষ করাই চাই। যদিও জানি ওর মাত্র একশো লাইন অনুবাদ হয়েছে—এখনো নয়শো লাইন বাকি—তবু এ ধরণের কঠিন কাজে হাত দিলে শেষ না করলে প্রত্যবায় ঘটে। এ কাজ আপনাকে সমাধা করতেই হবে। সত্যি, আমার এত দুঃখ হয় যে এতখানি প্রতিভা নিয়ে আপনি বেশির ভাগ সময়ই দিলেন অক্রিয়তিতে। কিন্তু "ঋষি"র অনুবাদ আপনাকে শেষ করতেই হবে। গদ্যে পদ্যে আপনার এত ক্ষমতা—অথচ—কিন্তু যাক্—আপনি সন্দেহ করবেন হয়ত যে কার্য্যসিদ্ধির জন্যেই বুঝি বা এতটা স্তবস্তুতি। কিন্তু মনে রাখবেন এ আমার আজকের ধারণা নয়—বহুদিনের—যে বাংলাভাষায় আপনার সত্যিকার দেবার আছে। যাক্, আপনার "বৈদান্তিকের প্রার্থনা" ও "ঈশ্বর" অনুবাদ দুটি শ্রীঅরবিন্দকে পাঠিয়েছিলাম লিখে যে দুটোরই অনুবাদ আমার অনুবাদের চেয়ে ঢের ভালো হয়েছে। অবশ্য God কবিতাটির অনুবাদ আমার হাতে একদম উতরোয়নি জানেনই তো—কিন্তু "বৈদান্তিকের প্রার্থনা" অনুবাদে আপনার কৃতিত্ব বিস্ময়কর। অভিনন্দন নিন। শ্রীঅরবিন্দও আমাকে লিখেছেন: "Khitish Sen's translation of my "Vedantin's Prayer" is, indeed, very fine. He has quite caught the tone of the original, its austerity and elevation of thought and feeling and severe restraint of expression with yet a massiveness of power in it—these at least were what tried to come out when I wrote it, and they are all unmistakably and nobly there in his rendering. Besides, he has translated it with remarkable exactness. Why, with such a gift, doesn't he write more in Bengali? I notice he has got the exactly corresponding verse-movement also. Yours is a fine poem, but I agree with you that it is at once poetic in a high degree and renders more closely the innate character of the "Vedantin's Prayer"......It is not surprising that he should have been so much moved by your poem "Vaishnava"; but Anilbaran is right: your "Vairagi" *is* the best of the four credos—a consummate achivement."

এই তো গেল শ্রীঅরবিন্দের কথা। এবার তাঁর Rishi কবিতাটির অনুবাদ নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগুন—দোহাই। আপনি নিশ্চয় পারবেন।......

আমার কবিতা সম্বন্ধে আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আনন্দিত ও গর্ব্বিত হইনি বল্লে মিথ্যা বল্‌ব নিশ্চয়ই। কেন না আপনি শুধু কবিই নন সমালোচকও যে। মনে পড়ে বিলেতে আপনার সঙ্গে কত আলাপ আলোচনা। তাতে নিত্যই পরিচয় পেতাম আপনার রসবোধের, তীক্ষ্ণদৃষ্টির ও সর্ব্বোপরি দরদের। আপনার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে কি জানেন?—এই দরদ। এ আপনার সহজাত—কর্ণের কবচকুণ্ডলের ন্যায়। সব দেশেই

রসজ্ঞদের বিদগ্ধদের মধ্যে এই রকম কয়েকজন রসিক থাকে ব'লেই শিল্পীরা যুগে যুগে সমসাময়িক অনাদর উপেক্ষার মধ্যেও বুকে বল পেয়েছে। আমার মনে পড়ে Sainte Benveএর কথা "Poëtes, allez donc á ceux qui sentent, dont l'esprit et le cœur sont disponibles. C'est parmi eux qu'il s'agit pour vous de se créer des amis fidéles, sincéres, qui vous aiment pour vos belles qualités, non pour vos défauts ; qui ne vous admirent point par mode, et qui sauront vous défendre contre la mode un jour, quand elle tournera."—

অর্থাৎ, "হে কবি, যাও তাদের কাছে যারা মনেপ্রাণে দরদী, যাদের দেবার মতন হৃদয় আছে, যারা দিতে জানে। তোমাকে আন্তরিক বিশ্রব্ধ বন্ধুর জন্য হাত পাততে হবে তাদেরই কাছে যারা বন্ধুর গুণকেই বড় ক'রে দেখে, দোষকে না ;—যারা চল্‌তি প্রথা আচারের প্রভাবে প'ড়ে প্রশংসা করে না ;—যারা একদিন তোমাকে চল্‌তি ফ্যাশনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই সমর্থন করবে—যেদিন তারা তোমার দিকে ঘুরে দাঁড়াবে।"

আর শ্রীঅরবিন্দের Vedantin's Prayer ও Revelationএর অনিন্দ্য সুষমা সম্বন্ধে আপনার গভীর উচ্ছ্বাস দেখে মনে পড়ে রুষ ক্রিটিক বাইলিন্‌স্কির কথা যিনি অজ্ঞাত দরিদ্র ডষ্টয়েভস্কির প্রথম উপন্যাস Poor Folk প'ড়ে সোজা তাঁর বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন: "Young man, do you know what you have written?" সমালোচকের এ-আবেগ বড় সুন্দর, না? অথচ আমাদের দেশে ক্রিটিকরা চান নিরপেক্ষ হ'তে—একটু আবেগ প্রকাশ ক'রে ফেল্‌লেই ভাবেন গম্ভীরাত্মা সমালোচকের মর্য্যাদা খোয়ালেন বুঝি বা! তাই তাঁরা নিজেদের 'পরে বিশ্বাস রাখেন না, রাখেন চল্‌তি প্রথাচারের—'পরে। আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি শ্রীঅরবিন্দের এ-কবিতা দুটি প'ড়ে আপনি যে গভীর আবেগ বোধ ক'রেছেন এ-শ্রেণীর বঙ্কিমগ্রীব সমালোচকগণ সে-আবেগ বোধ করতে অপারগ হবেনই। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস ও আবেগপ্রবণতাই তো আপনাকে কবিপ্রকৃতি ক'রেছে।

এই সূত্রে একটা কথা আজকাল বড় মনে হয়: সমালোচনায় এই তথাকথিত নিরপেক্ষতাটি কী বস্তু? ভেবে কোনো কূল পাই নি, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আমার কাছে বা আমার সমরুচি, সমপ্রকৃতি স্বধর্মীর কাছে যে-স্তুতি নিরপেক্ষ মনে হয় বিপরীত-রুচি অসমপ্রকৃতি বিধর্মীর কাছে তাকে কি পক্ষপাত দোষ-দুষ্ট মনে না হ'য়ে পারে? কি বলেন আপনি? কবি সাদে (Southey) বাইরণের খ্যাতনামা Don Juan প'ড়ে লিখেছিলেন: "Whatever remorse of conscience he may feel when the hour comes—and come it must!—will be of no avail," যেহেতু (সাদের মতে): "The publication of a lascivions book is one of the worst offences which can be committed against the well-being of society." শুধু তাই নয় যাঁরা এসব বইয়ের পক্ষপাতী তাঁদের সম্বন্ধেও সাদে বল্‌ছেন: "Their school may be properly

calle the Satanic school." অথচ ঠিক এই ডন জুয়ানই বাইরণের মুখে শুনে শেলি একটি বন্ধুকে পত্রে লিখেছিলেন: "It sets him not only above, but far above all the poets of the day...There is not a word which the most rigid assertor of the dignity of human nature could desire to be cancelled." এখন, শেলি ও সাদের কি পরস্পরকে নিরপেক্ষ মনে হ'য়েছিল?—হ'তে পারে কখনো? বহু উদাহরণ দিতে পারি।—যে-রিচার্ডসনের "পামেলার" সেন্টিমেন্টালিটি আজকের বড় বড় সমালোচকদের কাছে অসহ তাই প'ড়ে বিখ্যাত মনস্বী গেটেও তো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিলেন! বলবেন কি—গেটের কাছে রিচার্ডসন-বিরাগীদের বিরাগ নিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা মনে হ'তে পারে? এ-সমালোচকদের আজকের দিনে কি মনে হয় না কি যে গেটের উচ্ছ্বাস পক্ষপাত-দোষদুষ্ট ছিল? অত দূরে যাওয়ার দরকার কি? বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের যে সুখ্যাতি ক'রেছিলেন তা কি রবীন্দ্রনাথের কাছে 'পক্ষপাতী' মনে না হ'য়ে পারে? না, রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় এমন সব কবির প্রশংসা করেন নি (যাঁদের নাম করারও দরকার নেই আজ আর) যে-স্তুতি দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র, মোহিতলাল প্রমুখ রসজ্ঞের কাছে ঘোর একাদশদর্শী মনে হয় নি? (মোহিতলাল আজকাল কত লেখায়ই রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত নিয়ে ক্রোধ প্রকাশ করছেন দেখছেন তো?) এ নিয়ে আজকাল ভারি মাথা বকাচ্ছি।

আমার সত্যিই আজকাল সময়ে সময়ে তাই মনে হয় বুঝি সাহিত্যে নিরপেক্ষতা একটা মায়া—delusion—যেহেতু প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই সম্পূর্ণ পক্ষপাত-বর্জ্জিত হ'তে পারে না। কারণ কোনো কিছু ভালো লাগার ফলে মনের আকাশে যে রং ধরে সেই রং-সম্বন্ধে সে-ব্যক্তি কি তেমন সচেতন হ'তে পারে—যার মনে সে রঙের লেশও একেবারেই ধরে নি? অন্ততঃ আমাদের মানবীয় ভালোবাসা, সাহিত্যিক ভালো লাগা, রুচিগত সাড়া দেওয়া—এ সবের প্রতিষ্ঠা তো স্বভাবজ পক্ষপাতেরই ভিত্তির 'পরে। এ কি একটি প্রাগৈতিহাসিক সত্য নয় যে মা-র চোখে কাণা ছেলে চিরদিনই পদ্মলোচন, নাগরের চোখে সুর্পণখাও তিলফুলনাসিনী? সাধে কি গেটে ব'লেছিলেন—

"Aufrichtig zu sein, kann ich versprechen, unparteiish zu sein, aber nicht. (I can promise to be sincere, but not—impartial)।

কিন্তু ও-তর্ক রেখে এবার একটু সাধু সজ্জনোচিত প্রসঙ্গে এসে ইতি করি।

আমার একটা মস্ত ঋণ রইল আপনার ও নলিনীকান্তের কাছে। কারণ আপনারা যখন আমার কবিতাগুলিকে অনুরাগের চোখে দেখেছিলেন তখন আর কেউ দেখে নি। সাহিত্য চর্চ্চায় এ-প্রথম উৎসাহের দাম "মন্দ কবি যশঃ প্রার্থীর" কাছে যে খুবই বেশি তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। এ হচ্ছে ঐ স্যাঁৎ বেভের কথা: বিদগ্ধজনার মধ্যে এমন দু'চারজন দরদী আবিষ্কার করার আনন্দ···বুঝলেন না?—এমন দু'চারজন মানুষের যাঁরা গুণ মূল্য দিতেই ব্যগ্র, যাঁরা

প্রচলিত প্রথা আচারকেই প্রামাণ্য করেন না, যাঁরা নতুন-কিছুর মধ্যে সত্য দেখ্‌লে অকুণ্ঠে তার অভ্যাগমকে অভিনন্দন করেন চল্‌তি মাপকাটিতে উপেক্ষা ক'রে।

তবে সত্যের খাতিরে আমি বল্‌তে বাধ্য যে আমার কবিতার প্রশস্তি আমার প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য তাঁর—যিনি "তুল্যনিন্দাস্তুতি মৌনী সর্ব্বভূতহিতে রতঃ"—অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের। এ আমার কথার কথা নয়—প্রতিপদেই তিনি আমাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন—প্রেরণা দিয়েছেন—কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় ক'রে নিত্য অভিনব ইঙ্গিত দিয়েছেন অজস্র পত্রে, আলোচনায়, আমার লেখার নানা দোষ গুণ দেখিয়ে, অক্লান্তভাবে আমার অগণ্য প্রশ্নের ব্যাখ্যা ক'রে ও সর্ব্বোপরি অন্তরালে থেকে তাঁর যৌগিকশক্তিবলে আমার মধ্যে কবিত্বের বোধন ক'রে। এ আমার অতিরঞ্জন নয়,—উচ্ছ্বাসও নয়—উপলব্ধিগত প্রত্যয়। এ প্রত্যয় যদি না থাকত তবে আপনার ও আমার প্রশংসা পত্রগুলি আমি ছাপ্‌তে কুণ্ঠিত হ'তাম নিশ্চয়ই। কিন্তু নিজের কৃতিত্বে যা অর্জ্জন করি নি তার দরুণ বাইরের প্রশংসা ছাপ্‌তে বাধে নি—এ-প্রশস্তি আমার প্রাপ্য নয় ব'লেই। থুড়ি, যৌগিক মিস্‌টিসিস্‌ম্‌ আসে বুঝি বা। তাই এবার মধুরেণ সমাপয়েৎ করতেই হচ্ছে—ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। আপনার অনুবাদে নিরুৎসাহ হওয়ার সংবাদ বিষম রেগে একটি ছড়া লিখেছি আপনার ছড়ার উত্তরে, শুনুন তো—

প্রিয়ংবদ!

নিরুৎসাহ? খবদ্দার হে! সইব না ও সইব না।
"বেড়াচ্ছিলেন হেসে খেলে?"—ঝঞ্ঝাট আর বইব না।
বাণীর কিম্বা অন্য কারুর—মন্ত্র জপি? দায়িত্ব
নাম কি এরই?—লো দরদী! সাপ্‌টে ফেলে সাহিত্য
দিলেন বেবাক্? অবাক্! আজও শেখেন নি কি বিচারক!—
(কোর্টে এবং অ-কোর্টে) যে—বোঝাই নিখিল নিয়ামক?
দায় হাজারো বইতে যে না চায়—সেই না ক্রিমিনাল?
হিউমানিটির বিজয় রাগে এম্‌নি দেবেন ঢিমি তাল?
রেস্পন্সের এবিলিটি! নইলে 'কর্ম্মো' নিষ্কৃতি
'নৈব' সখা! যোগের পরে আগুন হ'লেই শীষ বিধি
দেন কি দু'হাত তুলে? ব'লে—"রও জীতা হো সংসারী!
তুচ্ছুং ঠুকে—যারা ভবে জপ্‌ল শুধুই 'কংসারী'।"
কেবল কবি, 'কংসারী'রেই হায়, জপি না নিরন্তর:

প্রত্যয় কি ব'লে যাবেন ?—যোগাও হেথা ধুরন্ধর
বৃন্দ বোঝা বই,—কী ? না হয় চক্ষে দেখেই ভেরিফাই
যান না ক'রে ?—সায়েব্ বেদে বল্‌ছে যখন—"দেখি নাই
সীইং হ'লে বিলীভিঙের বেশি।" শুধু প্রত্যবায়
আছেই দেখায়। অন্ধ ?—সে দুখ্ চোখ খুললেই সত্য পায়।
হায় রে! আছে কর্ম্ম-স্থূরুর কর্ম্মভোগের বাড়া কি
পাপ কিছু আর ? 'দায়িত্বীরা' বেকার গোঁফে চাড়া কি
পারেন দিতে ? মানুষ ত নয় বুলবুল্ গুল্ বাগানে,—
একটুও তান ধ'রেছ—কি বিবেক চির-'দাগানে'
মনের গোলাখানায় গোঙায়।—কী ? প্রেম এতে চটে, না ?
বলি নি ?—হায় গরীব কথা বাসি হ'লে—বটে, না ?

প্রীতিমুগ্ধ—
নাছোড়বন্দ দিলীপ।

পুঃ। ভাল কথা আপনার ঋষির অনুবাদ "অঞ্জলি"র প্রথমে দিলাম।

[কবিবন্ধু কাজী নজরুল করকমলেষু,—

হঠাৎ এ পত্রাঘাতে ব্যস্ত হবেন না। আপনি ছন্দজ্ঞ ও রসিক তাই এ-সম্ভাষণ—যোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে নয়। ব্যাপারটা এই: ভূদেবচন্দ্র স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস শুনেছিলেন। আমি শুনলাম ছন্দ-দ্বৈরথ। বলি।—দেখলাম ("আধ জাগা ঘুমঘোরে") যে দিলীপ + প্রবোধ দুয়ের যোগফলে metempsychosisএ হয়ে গেছে প্রদীপ। এ-হেন প্রদীপ সূক্ষ্ম শরীরে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে কর্‌ল তর্ক সুরু। ইতি অনুক্রমণিকা-পর্ব্ব।]

(অথ দ্বৈরথ-পর্ব্ব)

প্রদীপ। আচ্ছা কবি, এ বছরের কার্ত্তিকের পরিচয়ে এ কী লিখেছেন বলুন তো?—"ছন্দের আলোচনাটা প্রথম যেদিন যাত্রা ক'রে বেরল সেদিন কোন্ গ্রহ তার উপর দৃষ্টি দিয়েছিল জানিনে, আজো তার ছুটি মিল্‌ল না। ভেবেছিলেম কথাটা চল্‌বে তো চলুক, আমি ওর থেকে সরে পড়্‌ব। কেন না ছন্দজ্ঞান যদি বা কমবেশি পরিমাণে আমার থাকে ছন্দ-বিজ্ঞান আমার মগজে নেই এই কথাটা ধরা পড়বার আশঙ্কা ক্রমে বেড়ে উঠচে।"

রবীন্দ্রনাথ। করি কি বলো? তোমরা যে উঠে পড়ে লেগেছ! "আইনের জটিল ভাষায় আসামীকে যখন

অভিযুক্ত করা হয় তখন ভাবগতিক দেখে হতভাগার মুখ শুকিয়ে যায়, কিন্তু বুঝতে পারে না নালিশের বিষয়টা কি ?" তোমাদের ছন্দ-তার্কিকদের জেরায় আমার সত্যিই "সেইরকম ধাঁধাঁ লাগ্‌ছে।" * ভাবি কথাটি কইব না—কিন্তু সময়ে সময়ে একটু আধটু না বলেও পারি কই—যখন দেখি তোমরা নিয়মের ব্যারিকেডে পয়ার জাতীয় ছন্দকে—যাকে কী যৌগিক না অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়েছ না ?—বঙ্গবাণীর কাব্যোদ্যানে জার্মাণদের ভাষায় Verboten প্রবেশ-নিষেধ—বলবার উপক্রম করছ। তবু আজকাল একটু সাবধান হয়েছি—"বিশ্লেষণের রাস্তা এড়িয়ে চলা সুরু করেছি।" তাছাড়া "তর্কের কথাটাকে যথাসাধ্য ছোট ক'রেই বলি আজকাল। "লাঠিয়াল যখন একা, আর তার প্রতিপক্ষ যখন অনেক, তখন সে গুটিসুটি হয়ে বসে লাঠি চালায়। কেন না দেহটাকে সংক্ষিপ্ত করলে মারটা কম লাগবার কথা।" † বুঝলে না ?

প্রদীপ। (ক্ষুণ্ণ) কী যে বলেন কবি ? আমরা আপনার 'প্রতিপক্ষ' হ'লাম কেমন ক'রে বলুন তো ? স্বরলিপিকার কি গায়কের প্রতিযোগী না সহযোগী ?

রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তোমরা যে নিয়মকানুন করে যৌগিক ছন্দকে চাও সীতার বনবাসে দিতে ওর'পরে শৈথিল্যের না কিসের কলঙ্ক চাপিয়ে—

প্রদীপ। আহা—কী যে বলেন! যৌগিক ছন্দের সঙ্গে আমাদের অহিনকুল সম্বন্ধ থাকার কী কারণ থাকতে পারে বলুন তো যে এমন দুর্মুখবৃত্তি অবলম্বন করে ওকে ওর রাজ্যভোগ থেকে বঞ্চিত করতে যাব ?

রবীন্দ্রনাথ। (নরম) আচ্ছা বলো বলো। তোমাকে দুর্মুখ তো আমি বলিনি। তোমার মোদ্দা কথাটা কী তবে ?

প্রদীপ। আমি দেখাতে চেয়েছি শুধু এই কথা যে যৌগিকছন্দের মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের শৈথিল্য আছে ও "আক্ষরিক ছন্দ ব'লে অদ্ভুত পদার্থ" থাকা উচিত না হলেও বাংলায় আবহমান কাল আছে। মানে পয়ারীরা সাধারণতঃ অক্ষর বা হরফকেই ওর ব্যষ্টি unit—ধরতেন। লঘুত্রিপদীর সূত্রই দেখুন না—যাকে আপনি বলেন অসমছন্দ ও যাতে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট, অর্থাৎ দু'মাত্রা। কিন্তু অক্ষর বা হরফ্ unit ছিল বলেই ও-ছন্দেও যুক্তবর্ণ নির্বিচারে এক ব্যষ্টি বলে গণ্য হ'ত। যথা—

বারবর্ণ আগে লিখ দুই ভাগে ছয়ে ছয়ে মিল হবে।
আটটি অক্ষর লিখ তারপর অষ্টাদশ যতি র'বে।

এতে আপনার আপত্তি যা-ই হোক—একথা বলার জন্যে আপনি আমাকে 'ব্যারিকেডার' ঠাওরাচ্ছেন কেন বলুনতো ? কেন বুঝতে চাচ্ছেন না এ সাদা কথাটা যে, যৌগিকছন্দে হরফ যে ব্যষ্টি (unit) হওয়া উচিত নয় এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমাদের কারুর মতদ্বৈধ নেই ?

---

* বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৮ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। † পরিচয়, কার্ত্তিক, ৩৮।

রবীন্দ্রনাথ। কথাটা ন্যায্য নয় ব'লে বোধহয়।

প্রলীপ। একশোবার ন্যায্য।—মাফ করবেন, আমি—মানে ছাপোষা মনিষ্যি প্রবোধ—এ-রকম বেপরোয়া দৈলিপী ঢঙে কোনদিন ভুলেও কথা কইনে—কিন্তু দিলীপ আমার জিভে ব'সে এমন উদ্ধত ভাবে ন'ড়ে ন'ড়ে উঠ্‌ছে যে—সজদোষাৎ—বুঝ্‌লেন না?

রবীন্দ্রনাথ। (হাসিয়া) তাকে আমি জানি, সে ঐ রকম। দাও ওকে রাশ ছেড়ে। অনেক প্রশ্রয় দিয়েছি ওকে, প্রত্যবায় ভুগ্‌তে হ'বে বই কি। তাছাড়া শিষ্ট টোনে কথা বল্‌লে ওকে আবার এমন ভণ্ড ভণ্ড শোনায়—

প্রলীপ। (সাশ্রুনেত্রে) I protest—মানে প্রলীপের দৈলিপী অর্দ্ধাঙ্গ। I protest—in tears.

রবীন্দ্রনাথ। (হাসিয়া) লাগ্‌তে এসো কেন তবে আমার সঙ্গে? যাক্—আর কেঁদোনা, ও-অপবাদ এখন ভুলে যাও। বলো, কী বল্‌ছিলে? নির্ভয়ে বলো।

প্রলীপ। কিছু মনে করবেন না—আমাদের জিভটা প্রলীপী জিভ হ'লেও দিলীপই বেশি নাড়া দিচ্ছে ও গোড়া ধরে;—কাজেই ঠেকাতে পারবনা হয়ত ওকে অনেক ক্ষেত্রে—নির্ভয়ে বল্‌তে গেলে।

রবীন্দ্রনাথ। (হাসিয়া) আচ্ছা আচ্ছা। চলো জুড়িতে বা বিকল্পে স্বরমাত্রিকে। আমি আজকের এ ত্রৈরথপর্ব্বে একদিনের জন্যে তোমাদের অভয় দিচ্ছি।

প্রলীপ। (আশ্বস্ত) অস্তু। আমরা বল্‌ছি এই কথা যে আমাদের ভেবে চিন্তে মনে হয়েছে বই কি যে অক্ষর লেখার পদ্ধতি অনুসারে যৌগিক ছন্দে কান নানাধ্বনিকে নানারকম ওজনের মর্য্যাদা দেয়। যেমন ধরুন না কেন, 'হৈল' হেমচন্দ্রের সময় পেত দুয়ের মর্য্যাদা, কিন্তু 'হইল' লেখার পর থেকে পেল তিনের। "পউষ মাসের সাথে আসে পুলি পিঠে" সকলেই নির্ভয়ে লিখ্‌বে কিন্তু "পৌষ মাস সাথে সাথে আসে পুলিপিঠে"র স্থলে "পউষ" লিখে দেখুন না একবার দশাটা। অবশ্য মানি—আপনি যদি লেখেন তবে হয়ত পুলিপিটে মাঠে মারা যাবে না আপনার; ভাগ্যবান্ লোক আপনি—রূপোর-চামচ-সহজাত। কিন্তু ছান্দসিকের শিরোপা যে মিলবে না এটা তো ধ্রুব। বুঝেছেন কি? না আরও—

রবীন্দ্রনাথ ও আমি বুঝেছি। কিন্তু ওতে দোষটা কোন্ খানে সেইটেই বুঝ্‌তে না পেরে তোমাদের এ প্রলীপী ঝঙ্কারে ভীত হচ্ছি। তাই তো 'গুটি সুটি হ'য়ে লাঠি চালাচ্ছি" হে—কেন না—

প্রলীপ। কিন্তু Pen is mightier than the sword যে, ভুলছেন কেন? আপনার উপমার বিরুদ্ধে আমাদের লাঠি?

রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তোমরা যে ফ্যাসাদ বাধিয়েছ হে "শুদ্ধির গোময় লেপনে সব একাকার করবার জন্যে" মরীয়া

হ'য়ে উঠে। তাই তো উপমা দিতে হয় যে "স্নানের ঘাট থেকে বধূ এলোচুল পিঠে ছড়িয়ে রোদ পোহায়, সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণে যাওয়ার সময় সেই চুলই খোঁপা করে। এক চুল নিয়ে দুরকম ব্যবহার।" * তেমনি ধ্বনির সম্বন্ধে, বা ভাষায় প্রাকৃত পদাদি ব্যবহার সম্বন্ধে। একটু আধটু কম বেশীতে মামলা চলেনা। আর এ কমি-বেশি যদি কান স্বীকার করে নেয় তবে বুঝতে হবে ভাষার মধ্যেই ওর প্রশ্রয় রয়েছে। হেমচন্দ্র হৈল' কে ধরতেন দুই, আমরা ওকে 'হইল' লিখে পড়ি তিন। তথাস্তু। কিন্তু এতে দোষটা কোন্‌খানে? আমি এতেও যদি বলি দ্বৌ কর্ত্তব্যো—যেমন প্রাকৃত বাংলায় সংস্কৃত তথা দেশজ শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে বলেছিলাম—তবে তোমরা আপত্তি করবে কোন মুখে শুনি? আর 'উদয় দিগন্তে ঐ শুভ্রশঙ্খ বাজে"-তে 'ওই' না লেখার দরুণ আমি ধ্বনি-চোরই বা হ'লেম কেমন ক'রে?

প্রলীপ। (ত্রস্ত) কবি, কেন—আমার—মানে প্রবোধের অন্নটা মারছেন? আপনাকে ধ্বনিচোর বলেছি কবে? দোহাই ধর্ম্ম—ও কথাটা ফিরিয়ে নিন। কেউ আমার প্রবন্ধ ছাপ্‌বে না নইলে। পথে ঘাটে লোকে আঙুল দিয়ে দেখাবে—কবিকে 'ধ্বনিচোর' বলেছিল এই লোকটা।

রবীন্দ্রনাথ। (মৃদুহাস্য)

প্রলীপ। সত্যি কবি, আমিও—এবার সাক্ষাৎ নির্জ্জলা দিলীপ ভয় পেয়ে কথা বল্‌ছে—ও-দোহাইয়ে ডিটো দিচ্ছি। লক্ষ্মী কবি, অন্ততঃ উনিতো আমার মতন উদ্ধত ন'ন—ওঁর কথাটা ভুল হোক, বা ঠিক হোক "কাদায় নেমে চিংড়িমাছ তোলা" "খোকামণির লম্বা টুপি প'রে দাদামশায় সাজা" ওরকম উপমা-শায়কে ওঁকে ক্ষতবিক্ষত করা কি ঠিক হ'চ্ছে আপনার? তাছাড়া আরও একটা মিনতি জানাতে চাই: আপনি নিজেকে "হতভাগ্য" ব'লে আমাদের রৌরব নরকে প্রেরণ না ক'রে আমাদেরই হতভাগ্য ভেবে একটু বুঝতে চেষ্টা না হয় কর্‌লেনই বা। নইলে ছন্দতর্কে অমনধারা চোখা চোখা উপমা ছুঁড়্‌লে লোকের মনে সন্দেহ হবে নাকি যে আপনার সঙ্গে ছন্দ নিয়ে তর্ক করে যে প্রলীপ তার যোগ্যস্থান পাগলাগারদই?

রবীন্দ্রনাথ। (প্রীত হাসিয়া) আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা কী বল্‌ছ বলো শুনি।

প্রলীপ। আমরা বল্‌ছি এই কথা যে আপনার পয়ার জাতীয় ছন্দ—যাকে আমরা যৌগিক বলি—মোটামুটি হরফ গুনে গুনেই বহুদিন যাবৎ লিখে আসা হ'য়েছে ব'লে ও-ছন্দে কবিতা লেখার সময় কান

---

* বিচিত্রা, পৌষ ৩৮।

চোখের জুলুমবাজি একটু শোনে বই কি। এটা হওয়া উচিত নয়—আপনিও মানবেন। এবং এই শৈথিল্যটুকুর দিকেই আমি—এবার প্রবোধ কথা কইছি—দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। তারপর এ-শৈথিল্যকে কবিরা আদর ক'রে চণ্ডীমণ্ডপে তুলে রাখেন বা রাতারাতি গঙ্গাযাত্রা করিয়ে দেন সে-দুশ্চিন্তা আমার নেই। আমি ছান্দসিক হিসেবে ছন্দের টেকনিকের নানা সম্ভাব্যতা ও গুণাগুণ দেখিয়েই খালাস। তাই আমি ব'লেছি যে, "বৈরী" যৌগিকছন্দে তিন ক'রে কেউই লিখ্‌বে না, কিম্বা "শিউলি" বা "আওতা" ও দুই করে লিখ্‌বে না। কিন্তু ঔ-কারের মতন ইউ-কার, আও-কারের যদি আলাদা চিহ্ন থাকৃত যাতে করে শিউলি বা আওতা দুঅক্ষরে লেখা যেত তাহ'লে সকলেই নক্ষত্রবেগে ওদের দুই ব্যষ্টি ধরেই যৌগিকছন্দে কবিতা লিখ্‌ত। বুঝেছেন ?

রবীন্দ্রনাথ। আগে কহ আর। না, দু একটা দৃষ্টান্ত দাও বরং।

প্রদীপ। ধরুন, "বৈরী আমার রাম সংহারিব তারে" একথা আজ রাবণের মুখে শুনলে আপনিও বল্‌বেন রাবণের শ্রীরাম-সংহারী ধনুর্জ্ঞান থাকৃতে পারে, কিন্তু ছন্দজ্ঞান যে নেই এ ধ্রুব; তেম্‌নি "শিউলি ফুল নিবি মোতি—নে না যত চাস" বল্‌লে আপনার যোগাযোগের কুমুদিনী এস্রাজ বাজনায় বা গানে যত বড় ব'লেই গণ্য হোন না কেন সাধারণের চোখে ছন্দে বড় বলে যে প্রতিপন্ন হবেন না—এ অবধারিত।

রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু গতবছরে মাঘের পরিচয়ে আমি কি দেখাইনি যে "চিম্‌নি ভেঙে গেছে শুনে গিন্নি রেগে খুন" ও "চিম্‌নি ফেটেচে দেখে গৃহিণী, সরোষ" এ দুই-ই হয়? একথা যদি তোমরা মানো তবে কেমন করে বলো যে হসন্তমধ্য শব্দকে পয়ারজাতীয় ছন্দে তিন অক্ষরে বিছিয়ে দুই ধরা যায় না ?

প্রদীপ। কিন্তু "নিদ্রে ঝরিয়া গেছে শুষ্ক ফুলদল' কিম্বা "সান্নিপাতিক জ্বরে কর্ত্তাটি বেহুঁশ' কি ঐ নজীরে শুদ্ধ ছন্দ হবে বল্‌তে চান ? যেহেতু ধ্বনির ওজন হিসেবে চিম্‌নি = নিদ্রে = সান্নি।

রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এ থেকে কী প্রমাণ কর্‌তে চাইছ ?

প্রদীপ। শুধু এই যে সান্নি, নিদ্রে, শুষ্ক প্রভৃতি সংস্কৃত কথা যে যৌগিকে চট্‌ করে বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে মাত্রাবৃত্তের মতন তিনের মর্য্যাদা দেওয়া যায়না তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে, ওদের আমরা বরাবর দুটি হরফেই লিখিত দেখে এসেছি। কিন্তু চিম্‌নি, বাব্‌লা, চ্যাপ্‌টা, টাট্‌কা, থট্‌কা প্রমুখ দেশজ শব্দকে আমরা তিন অক্ষরেই দেখ্‌তে অভ্যস্ত ব'লে যৌগিকছন্দে ওদের টেনে তিনও করা যায়, ঠেসে দুইও করা যায়, যদিও—মাফ করবেন—মাঘের পরিচয়ে আপনার ঐ 'কুস্তির আখড়ায়

ভিতিরে বয়ে, জল ছিটাইয়া বাও ধুলা যাক মরে" কে ঠিক যৌগিক পয়ার না বলে মাত্রাবৃত্ত পয়ার বলাই সঙ্গত—আমাদের মতে।

রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু যৌগিক পয়ার নয়ই বা কেন?

প্রদীপ। এই জন্যে যে তাহ'লে

কুস্তির আখ্ড়ায় স্বস্তি কোথায়

ধর্মপ্রাণ কাশীরাম ত্রস্ত শুধায়—কেও ঐ নজীরে চতুর্দ্দশী কাশীরামী পয়ার ধরতেই হয়। অর্থাৎ "কুস্তির আখড়ায়"—কে "ধর্মপ্রাণ কাশীরাম" এর সঙ্গে সমান ওজনের বল্‌তে হয়। যৌগিক পয়ারে—কয়েকটা ব্যতিক্রম ও বৈকল্পিকতা বাদে—শব্দ-মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি এক-ব্যষ্টি ও প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি দুই ব্যষ্টি এই-ই ওর ধ্বনিসাম্যের নিয়ম। ওর শতকরা নব্বুইটিরও বেশি পংক্তি এই নিয়মে scan করা যায়—ও সবচেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই scan করা যায়। পক্ষান্তরে মাত্রাবৃত্তে যুগ্মধ্বনি বিশ্লিষ্ট ব'লে সর্ব্বত্রই দুই ব্যষ্টি এবং এ-প্রভেদ ওদের গঠনপ্রকৃতিগত। সুতরাং দেশজ কয়েকটা কথার নজীরে এ ভেদ ঘুচিয়ে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। অন্ততঃ আজকের দিনে অসম্ভব। কারণ পরে যৌগিক ছন্দে মাত্রাবৃত্তের বৈশ্লিষ্ট উচ্চারণ কাণ অভ্যাসবশে স্বীকার ক'রে নিতে হয়ত পারে। কিন্তু আজকের দিনে এতে সে অভ্যস্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথ। এই জন্যেই তো আমি লিখেছিলাম হে যে "ছন্দের আলোচনাটা প্রথম যেদিন যাত্রা ক'রে বেরল সেদিন কোন্ গ্রহ তার উপর দৃষ্টি দিয়েছিল জানিনে, আজো তার ছুটি মিল্‌ল না।" (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

প্রদীপ। এতে এত দুঃখ পাচ্ছেন কেন কবি? কোনো টেকনিকাল আলোচনারই দুদিনে ছুটি মেলেনা। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে—এবার আমি দিলীপ কথা বল্‌ছি—আপনি তপস্বী ব'লেছেন আমারই কাছে। অথচ তিনি গানের সুরের রাগরাগিণীর ঠাটের সময়-বিচারের প্রভৃতি নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রসঙ্গ নিয়ে যে কী ভীষণ পরিশ্রম করেছেন তার কথা পরে বল্‌ব আপনাকে। এখন শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে এ আলোচনায় রাগিণীদেবী যে তাঁকে ছুটি দিতে চেয়েছিলেন একথা মনে কর্‌বার কোনো কারণই নেই। আর ছুটি তিনি চান্‌ওনি। বহুদিনব্যাপী অজস্র আলোচনা করে তবে আমাদের সঙ্গীতের মূলসূত্রগুলি বেঁধে দিতে পেরেছেন তিনি। কাজেই এ-ধরণের আলোচনার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ বা কটাক্ষপাত না ক'রে একটু দরদই আপনার কাছে আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু দরদ তো দূরের কথা, আপনার বাক্য ও উপমাবাণে অন্ততঃ আমার—মানে প্রবোধের—পাঁজরা তো আপনি ঝাঁঝরা করে রেখে গেলেন। যদিও ভদ্রসভায় আমি তা স্বীকার করি না—বলি আহা,

আপনি বড়ই নিষ্ঠাবান। কিন্তু সে কথা যাক্। বলুন তো এখন কেন Prosodist এর পরে আপনার এ-বিরাগ? আপনি নিজেই "ছন্দজ্ঞান ও "ছন্দবিজ্ঞান" দুয়ের মধ্যে তফাৎ মান্‌ছেন নইলে এ দুটো কথা এ ভাবে ব্যবহার কর্‌তেন না গত কার্ত্তিকের পরিচয়ে। এবং সত্যিই তো ও দুটো এক বস্তু নয়! এমন ওস্তাদ আমি ঢের দেখেছি—এবার আমি খাস্ দিলীপ কথা কইছি—যারা গানে পাকা হ'লেও স্বরলিপি বিশ্লেষণ প্রভৃতিতে অত্যন্ত কাঁচা। কিন্তু তাতে কী এল গেল? কেউ কি বলে তার জন্যে তাদের সুরসৃষ্টির দাম একচুলও কমে? কিন্তু যদি রাগরাগিণীর বিশ্লেষণে সে মাথা ঘামিয়ে না থাকে তবে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে নিশ্চয়ই তাকে বল্‌বার অধিকারী যে হে গুণী, তোমাকে নমস্কার করে জানাচ্ছি—গানের সুর ও কলাকারু তোমার কাছ থেকে শিখ্‌ব কিন্তু বিশ্লেষণাদি বিষয়ে তোমার রায় চরম নয়, নয়, নয়। তাছাড়া—এবার আমি প্রবোধ কথা কইছি—আপনি অনর্থক আমাদেরকে প্রতিপক্ষ কল্পনা ক'রে শুধু যে বিশেষ করে ছাপোষা ঐতিহাসিককে ফেল্‌ছেন মহামুস্কিলে তাই নয়—নিজেও হয়ে প'ড়্‌ছেন কেমন যেন বিরক্ত বিরক্ত—যেন আমরা একদল আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতেই উঠে পড়ে লেগেছি।

রবীন্দ্রনাথ। (বিরক্ত) বিরক্ত হলেম আবার কোথায়?

প্রদীপ। বাঃ হননি?—এবার দৈলিপী জিহ্বা—নইলে ও রকম সব উপমার প্রয়োগ করেন? "শুদ্ধির গোময় লেপন," "খোকামণির দাদামশায়ের টুপি পরা" "ডাঙায় বসে চিংড়ি মাছ" এসব উপমা কি টেক্‌নিকাল আলোচনায় পার্লামেণ্টারি ভাষা?

রবীন্দ্রনাথ। উপমা দেবনা কেন শুনি?

প্রদীপ। টেক্‌নিকাল তর্কে উপমা—এবারও দিলীপ কথা কইছি—যুক্তি নয় ব'লে! Similes are like Rabbis in a synagogue: they can appeal esoterically, only to those already proselytised. রসসৃষ্টিতে ওর মূল্য অসীম, কিন্তু তর্কে না। কেন না উপমা দিয়ে কী না প্রমাণ করা যায় বলুন তো? দোহাই ধর্ম্ম, রাগ করবেন না কবি, একথা শুনে! আপনার উপমার ভক্ত কে নয়? কিন্তু বল্‌বেন কি তাই ব'লে যে আপনার "গান্ধারীর আবেদনে" দুর্য্যোধন যখন অম্লানবদনে বলেন—

"ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান, লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন"

তখন তাতে করে প্রমাণ হয়ে গেল যে তৃণ ঈর্ষা জানেনা বলেই ছোট্ট ও বনস্পতি জানে বলেই বৃহৎ? না, সিদ্ধান্ত হ'ল যে, অতএব ঈর্ষা ছাড়া কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা? হ'ল না মান্‌বেন নিশ্চয়ই? অথচ সেই সঙ্গে একথাও রসিক মাত্রেই মান্‌বে যে এ-শ্রেণীর উপমা যুক্তিহিসেবে অত্যন্ত ত্রুটিলাঞ্ছ হ'লেও রসহিসেবে অতি সজ্জন। বল্‌লে না প্রত্যয় যাবেন—আমার বিষম ভয় রয়েছে পাছে প্রবোধচন্দ্রকে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ছান্দসিক—prosodist—বলার অপরাধে পরের সংখ্যা পরিচয়ে লিখে বসেন যা—

আমারে না মেনে শ্রীপ্রবোধ সেনে বাখানি' রে "লাঠিয়াল!"
"গুটি স্লুটি" মোরে কেন মেরে ধ'রে করিতে চাহিলি থাল?
সহজে না ফুঁসি যদিই বা রুষি দংশি ফুটুসি' ধীরে,
কিন্তু তা বলি' তর্কিলে ছলি' ভাবিস্ সহিব কিরে?
কেন মূঢ়, বাদ সাধি' মোর সাথ করিলি ফ্যাসাদ ব্রত?
উপমায় তোরে ব্যঙ্গে অঝোরে করি'কত বিক্ষত
যদি সেই ?-তবে কে রাখিবে তবে? দেখেছিস্ কিরে ভেবে?
দুটো ছড়া রচি' ভাবিলি কি শচী-বল্লভ এলি? ক্ষেপে
গেলি রাতারাতি! হেন মাতামাতি কেমনে করিলি তুই!!
ভুলে গেলি বুঝি মিল খুঁজি' খুঁজি' আজিও লিখিস্? ভুঁই-
ফোঁড় কবি হ'য়ে মোরই "ভুল" ক'য়ে শমনে শিয়রে আজ
কেন বা ডাকিলি? লিখিলি লিখিলি— কেন ওকালতি-সাজ?

অথ সহসা স্বপ্নভঙ্গ।

২৮শে চৈত্র, ১৩৩৮

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রিয়বরেষু—

আপনার কাছ থেকে আমার পত্রের উত্তর পেয়ে আমি সত্যই খুব আনন্দিত হ'য়েছি। কারণ আপনার চিঠিতে যে সহৃদয়তার পরিচয় পেলুম তা সত্যই দুর্লভ।

আপনাকে যেন আমি ঠিক্ মতো বুঝি আপনি এই চেয়েছেন। আপনাকে সমগ্রভাবে এবং সত্যভাবে বুঝতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আশা করি আপনাকে ভুল বুঝিনি। আর আপনাকে বুঝতে পেরে আমি শুধু আনন্দিতই নয়, উপকৃতও হ'য়েছি।

আপনার রচিত ও অনূদিত কয়েকটি কবিতা, শ্রীঅরবিন্দের পত্র ও আপনার অনামীর মুখবন্ধটি আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে প'ড়েছি এবং প'ড়ে সত্য সত্যই খুব আনন্দ লাভ ক'রেছি। আপনার স্বরচিত এবং "রূপান্তরিত" কবিতাগুলিতে যে-একটি অকৃত্রিম শিল্পরচনার রসের সন্ধান পেয়েছি তা সত্যই দুর্লভ। এবং শ্রীঅরবিন্দের দুয়েকটি পত্র এত ভালো লেগেছে যে বলা যায় না। শুধু বল্‌তে হয় exquisite ; আর আপনার কল্পনাকুমারকে লেখা দীর্ঘ পত্রটির রচনাভঙ্গীতে মুগ্ধ হ'য়েছি। শুধু তাই নয়, রচনাটি স্থানে স্থানে একটু কঠোর হ'লেও অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নির্মল—তাতে আপনার মনের প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

ছন্দের নিয়মভঙ্গ সম্বন্ধে আপনি কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। এই উপলক্ষ্যে আপনার সূক্ষ্ম ধ্বনিবোধের পরিচয় পেয়ে আমি যথার্থ ই খুসি হ'য়েছি। বাস্তবিকই বাংলা ছন্দের প্রকৃতি আপনি এতখানি গভীরভাবে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছেন দেখে আমি অনাবিল আনন্দলাভ ক'রেছি। আর আপনার ছন্দের প্রবন্ধগুলি এবং ছন্দবিষয়ক চিঠিপত্রগুলি প'ড়ে এত আনন্দিত হবার কারণ এই যে আমি দশ বার বৎসর যাবৎ বিশেষভাবে ছন্দ আলোচনা ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু এই দশ বার বৎসরের মধ্যে একজনও যথার্থ ছন্দজ্ঞ ও ছন্দরসিক ব্যক্তির সন্ধান পাই নি ব'লে আমার আক্ষেপ ছিল। (অবশ্য কবি গুরু রবীন্দ্রনাথকে আমি বাদ দিচ্ছি, কেন না তিনি যে ছন্দস্রষ্টা, যদিও ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ বা সংজ্ঞার সাথে আমি একমত হ'তে পারি নি।) আপনার সঙ্গে পত্রালাপ ক'রে আমার সে আক্ষেপ দূর হ'য়েছে।···

আপনি Yeatsএর অনুবাদ যে-ছন্দে ক'রেছেন (৪১ পৃষ্ঠা) সেটি সুন্দর হ'য়েছে। ওর প্রথম পদে আট মাত্রা না দিয়ে সাত মাত্রা দিয়ে আপনি খুবই ছন্দ রসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আপনার "কূণিয়া অর্ব্বুদ কনক-ঝঞ্ঝনা গর্জ্জি স্যন্দনে বাহিনী ধায়" কিম্বা "রাজে সে গেহে মম লক্ষ্মীস্বরূপিণী নয়নযুগলের অমৃত বাতি"-ও (৯৮ পৃষ্ঠা) ঐ একই ছন্দ।···কিন্তু মন্দাক্রান্তার প্রকৃতি অন্যরূপ। সে হ'চ্ছে স্বরমাত্রিক, মাত্রাবৃত্তও নয় স্বরবৃত্তও নয়। তাই এর স্বরমাত্রিক রূপটি বজায় না রাখ্‌লে ও ছন্দকে আর যা-ই বলা যাক্ না কেন মন্দাক্রান্তা বলা যাবে না। তাই আপনার "শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব গানে (১৯৯ পৃষ্ঠা)

"বন্দিতে নারি তোমা তবুও তব পদ চিহ্ন অনুসরি হৃদয় পর" (২০৩ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি লাইনের ছন্দকে মন্দাক্রান্তা বলা যায় না। একে বল্‌তে হবে মন্দাক্রান্তা ছন্দের "মাত্রিক প্রতিরূপ," অর্থাৎ quantitative equivalent substitute. কিন্তু তাই ব'লে ওর মূল্য কমে না। বাস্তবিক আপনার এ কবিতাটির ছন্দ আমার খুবই ভালো লেগেছে, বিশেষতঃ "কাটো নাগপাশ বন্ধন" থেকে "শুভ্র সৃজন রাগে সত্যসাথী" পর্য্যন্ত—বিশেষ ভাবে। এ ছন্দ বাংলা সাহিত্যে খুবই কম আছে ; তাই আপনার এই রচনাটুকুর মূল্য ছন্দ হিসেবে খুবই বেশি।

আপনার "আগমনী" (২৩৭ পৃষ্ঠা) কবিতায় সংস্কৃত উচ্চারণের ধ্বনিমাধুর্য্য অতি সুন্দরভাবে রক্ষিত হ'য়েছে। সংস্কৃত উচ্চারণের উদার গাম্ভীর্য্য আপনাকে যে কতখানি আকর্ষণ ক'রেছে তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এটি। মধ্য যুগের

বৈষ্ণব কবিদের লঘুগুরু ছন্দে স্খলনের অভাব নেই। আপনি অতি সহজেই সেগুলিকে লঙ্ঘন ক'রে গেছেন। এমন নিখুঁৎ ভাবে সংস্কৃত উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সত্ত্বেও যে আপনি কবিতার অর্থ বজায় রাখ্‌তে পেরেছেন সেটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

আপনার "নরনী" কবিতাটি (২৩৫ পৃষ্ঠা) অতি চমৎকার হ'য়েছে ছন্দের তরফ থেকে। স্বরমাত্রিক "মদিরা" ছন্দ এর চেয়ে সুন্দর ও শ্রুতিমধুর হ'তে পারে ব'লে মনে হয় না। স্বরমাত্রিক ও লঘুগুরু ছন্দের সমাবেশও অভিনব হ'য়েছে —যেমন "প্রার্থনা" কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ও লঘুগুরু সমাবেশও অভিনব। স্বরমাত্রিক ছন্দ রচনায় আপনার দক্ষতায় আমি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হ'য়েছি। এ ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া এমন নৈপুণ্য আর কেউ দেখাতে পারেন নি।

আপনার লঘুগুরু "শিব" ও "বাণী" কবিতা দুটিতেও আপনি লঘুগুরু ছন্দ রচনায় খুবই শক্তি ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এ ধরণের সংস্কৃত ছন্দ রচনা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয় তা আমি বেশ জানি। আপনার নূতন নূতন ছন্দ রচনায় ও নূতন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা এবং experiment আমাকে কম আনন্দ দেয় না।

কেবল একটি বিষয়ে দেখ্‌ছি আমাদের মধ্যে এখনও মতভেদ আছে। সেটি হ'চ্ছে "সংস্কৃতপন্থী মাত্রাবৃত্ত" বা "লঘুগুরু" ছন্দের classification সম্বন্ধে। এ মতভেদটা খুবই গুরুতর নয়। তবু আমার কথাটা বলি। বৈজ্ঞানিক জগৎ থেকে দুটি দৃষ্টান্ত নিলে আমার বক্তব্য বোধহয় বিশদ হবে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বলে দূর্ব্বা ঘাস ও বাঁশ একই genusএর অন্তর্গত দুটি species মাত্র,—অর্থাৎ দূর্ব্বা এবং বাঁশ উভয়েই আসলে grass বিশেষ। বৈজ্ঞানিকদের চক্ষুতে উভয়ের গঠনের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে ব'লেই দূর্ব্বা এবং বাঁশকে একই grassএর পর্য্যায়ভুক্ত করা হ'য়েছে। কিন্তু আর্টিষ্টের চোখে এ দুয়ের আকৃতি ও রসের প্রভেদ খুবই বেশি।

তেম্‌নি আর্টের দৃষ্টিতে লঘুগুরু এবং বাংলা মাত্রাবৃত্তের মধ্যে রসের পার্থক্য প্রচুর, এত প্রচুর যে লঘুগুরুকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব'লেই মনে হয়। কিন্তু তবু বিজ্ঞানের চোখে এই দুয়ের গঠন-প্রকৃতি এত ঘনিষ্ঠ, যে এদের এক পর্য্যায়ভুক্ত না ক'রেই উপায় নেই। ধরুন জয়দেবের—

অহহ কল যামি বল যাদি মণি ভূষণং

ও রবীন্দ্রনাথের

বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অব গুন্ঠিত

দুই-ই কি মূলতঃ এক প্রকৃতির ছন্দ নয়?—অর্থাৎ উভয়ই কি পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত নয়! অথচ প্রথম লাইনটিতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণের দরুণ তার "রসের" স্বাতন্ত্র্য আছে—সে কথা আমি অস্বীকারও করিনি—কিন্তু form এবং principle উভয়েরই এক। মনে রাখ্‌বেন আমি যখন ওদের এক শ্রেণীভুক্ত করছি তখন ছন্দ-বৈজ্ঞানিক হিসেবেই ওদের দেখছি, কারণ ছন্দ-শাস্ত্রকে (prosodyকে) ভাষা তত্ত্বের (philologyর) মতো সায়েন্স ব'লেই আমি মনে করি।

আপনার "ভোগের ভঙ্গী" কবিতাটির* "পূর্ণ ভোগে বিলাস দেহী ইন্দ্রিয় মেলায় যেমন এমন" লাইনে "যেমন্ এমন" প'ড়তে হয় ছন্দ-সন্ধি ক'রে। † এ রকম দৃষ্টান্ত আরও মেলে যথা "বিরাট গর্ব। একটা সে যেন। মর্কট এবং। মর্কটীর" (সত্যেন্দ্রনাথ) বা "হত্যা নয় আজ। সত্যাগ্রহ। শক্তির উদ্বোধন।" (নজরুল ইস্‌লাম) লাইনে "টেবং" বা "নয়াজ"—ধ্বনিতে তবে এ ধরণের ছন্দসন্ধি ব্যতিক্রম হিসেবেই সচরাচর গণ্য হয় ব'লে এদের বেশি ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এবার ছন্দ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলব। তাঁর সম্বন্ধে আপনার মূল মন্তব্যটি আমি অস্বীকার করি নে। কিন্তু আমার আশঙ্কা আছে সত্যেন্দ্রনাথের আর একটি দিক্ আছে তার প্রতি লোকে হয়ত সুবিচার করবে না। কেন বলি? (এটুকু পড়বার আগে আমার কল্পনাকুমারকে লেখা পত্রটি পড়া ভালো)।

সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা ক'রে কাব্যছন্দ সম্বন্ধে আপনি বলেছেন যে যাঁরা একান্ত বাহ্য শ্রুতিমধুরতা তথা ঝোঁক-ওয়ালা ছন্দের আমদানী করেন তারা অনায়াসেই সাধারণ লোকের চিত্তহরণ করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত সমঝদারকে গভীর তৃপ্তি দিতে পারেন না; এই রকম ছন্দ অতি সহজেই একঘেয়ে লাগে, আলুনি লাগে। পক্ষান্তরে যাঁরা তাল বিভাগের ও ছন্দলীলার স্পষ্টতাকে কমিয়ে দিয়ে গভীর ও চাপা মতন ছন্দের আশ্রয় নেন, তাঁরাই স্থায়ী রসের সৃষ্টি ক'রে প্রকৃত রসিকজনের পরিতোষ সাধন করতে পারেন। আপনার এই উক্তির মধ্যে আপনার সত্যকার ছন্দ-রসবোধের পরিচয় পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হলুম। কারণ আমিও মনে করি যে, যেখানে ছন্দ-লীলার অতি-প্রাধান্যের কাছে কবির প্রকৃত রসানুভূতিকেই গৌণ ক'রে দেওয়া হয়, সেখানে আমাদের কাব্যরস-পিপাসা অতৃপ্তই থেকে যায়: পাঠক-চিত্ত নিজেকে বঞ্চিত মনে করে। কিন্তু তাই ব'লে কাব্যে ছন্দের প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধেই যদি বিদ্রোহ করা হয় সেটা হবে আত্মঘাত। দেহটা প্রবল হ'য়ে আত্মাকে আড়াল ক'রে রেখেছে ব'লে যদি দেহের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হ'য়ে কৃচ্ছ্র-সাধনের তপস্যায় ব্রতী হই তাহ'লে আত্মারও কল্যাণ সাধিত হবেনা। কাব্যে ছন্দই প্রধানতম বিষয় নয়, এটা একটা স্বয়ংসিদ্ধ উক্তি; কিন্তু ছন্দ যে কবিতার একটি অত্যাজ্য বাহন যার অভাবে কবিতাই হ'য়ে পড়ে অচল, সে কথাটিও মনে রাখা চাই। আরোহীর প্রাধান্য ঘোষণা করতে গিয়ে বাহনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করলে বাহনের চেয়ে আরোহীর পঙ্গুতাই প্রধান হ'য়ে দেখা দেবে। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দকে অতি-প্রাধান্য দিয়ে কাব্যকে খর্ব করেছেন, একথা আমি মূলতঃ মানি। কিন্তু সেটা সত্যেন্দ্রনাথেরই দোষ, তাঁর ছন্দের দোষ নয়। ছন্দ কাব্যকে ছাড়িয়ে গেলে, সেটা নিশ্চয়ই দোষের। কিন্তু ছন্দ যেখানে ভাবের সঙ্গে তাল রাখ্‌তে পারে না, (যেমন হয় অনেক অক্ষম কবির) সেটাও কি দোষের নয়? প্রকৃত পক্ষে ভাব ও ছন্দ যেখানে সমান তালে পরস্পরের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে একটা সুসঙ্গতির সৃষ্টি করে, সেখানেই আদর্শ কবিতার সাক্ষাৎ পাই। আমার মনে হয় ছন্দোবিলাসিতায় রবীন্দ্রনাথের সমান কেউ নয়, এমন কি সত্যেন্দ্রনাথও নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ছন্দলীলার জন্য অভিযুক্ত করিনে কেন?

* "অঞ্জলি" দ্রষ্টব্য পত্রগুচ্ছের শেষে। † ৩৩১ পৃষ্ঠায় "হবে আধ জাগা গোলাপও স্বর্ণ ঘরে"—তেও গোলাপো হ'য়ে ছন্দসন্ধি হ'য়েছে।

কারণ, তাঁর ছন্দের পক্ষীরাজের পৃষ্ঠে উড়ে চলেছে যে-কাব্যসুন্দরী—তার রূপসৌন্দর্য্যই আমাদের মনকে মুগ্ধ করে, বাহনের দিকে আমাদের নজর নেই। কিন্তু ঐ বাহনটি যদি খোঁড়া হ'তো তাহ'লে কাব্যসুন্দরীর অনেকখানি সৌন্দর্য্যই আমাদের কাছে ফিঁকে হ'য়ে যেতো না কি ? কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথে এ-ধরণের রূপসৌন্দর্য্য পাইনে। তাঁর ছন্দের জড়োয়া গহনাই আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করছে, কারণ অলঙ্কৃতার কোনো স্বকীয় সৌন্দর্য্য নেই। ভূষণই যদি মনকে বেশি আকৃষ্ট ক'রে সেটা ভূষণের দোষ নয়, তাতে শুধু ভূষিতার অবিবেচনারই পরিচয় পাই। তা-ছাড়া, আরও একটা কথা। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যহীনতার কথা মেনে নিয়েও, তাঁর ছন্দোবিলাসকে acrobatismকে ব'লে মেনে নিয়েও, তাঁর ছন্দকে যথার্থ মূল্য দিতে যেন আমরা ভুল না করি। কারণ, acrobatismকে কাব্য বলা অন্যায় হ'তে পারে ; কিন্তু acrobatissmএরও একটা স্বকীয় মূল্য আছে। সেই মূল্যটা দিতেও যেন আমরা কৃপণতা না করি। 'ঝর্ণা' রচনায় কবিত্ব না-ও যদি থাকে তথাপি তার এই মূল্য আছে যে, বাংলা ভাষায় যে ও রকম ছন্দ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হ'তে পারে সে কথাটি ওই রচনাটিতেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার কথা একেবারে ছেড়ে দিয়ে শুধু ভাষার তরফ থেকেও এটুকু বল্‌তে চাই যে, রবীন্দ্রনাথের পরেই সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বাংলা ভাষার ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃজনের শক্তি কতখানি। এই আবিষ্কারটুকুর মূল্যও কম নয়, যদিও তাকে যথার্থ কবিত্বের মূল্য দিলে ভুল হবে। কিন্তু তবু ধ্বনিবৈচিত্র্যও যে কবিত্বের একটি প্রধান উপাদান সে কথা তো ঠিক্। ঐ সম্পদ্‌টুকু যদি কোনো শক্তিমান্ যথার্থ কবির হাতে পড়ে তাহ'লেই সত্যেন্দ্রনাথের এ দানের যথার্থ মূল্যটি বোঝা যাবে,—এখনও নয়। আজ যদি বাংলা সাহিত্যে ছন্দ-সৌন্দর্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় সেটা আমাদের সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর হবেনা। আমাদের শক্তিমান্ কবিরা যদি বাংলা ভাষার এই ছন্দ-শক্তিকে তাঁদের কাব্যশিল্প-রচনার উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করেন তাহ'লেই আর প্রাণহীন ছন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোনো কারণ থাক্‌বে না। রবীন্দ্রনাথ ভাব ও রূপের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে যে কথা বলেছেন আমরা যদি তার যথার্থ মর্য্যাদা না বুঝি তাহ'লে আমাদের সাহিত্যের কলাসৌন্দর্য্য অকালক্ষয়ের পথেই অগ্রসর হবে। রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি হচ্ছে এই—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

অর্থাৎ ভাব ও রূপের পারস্পরিক সঙ্গতি চাই। এ-অনবদ্য সঙ্গতি ছাড়া কোনো সত্যিকার শিল্প হ'তে পারে না। শ্রীঅরবিন্দের কথাও ঠিক্ তাই—"There is no ground for belittling beauty or excellence of form, or ignoring its supreme importance for poetic prfection. Poetry is after all an art and a poet ought to be an artist of word and rhythm. even though necessarily,

like other artists he must also be something more than that, even much more." ইতি
২৮ চৈত্র, ১৩৩৮

প্রীতিবদ্ধ—
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

শ্রীকল্পনা কুমারেষু

আপনি রসিক সুজন—তথা বন্ধু। তাই আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে।

আপনার প্রথম প্রশ্ন—যেটি মামুলি-পন্থী বাবু আপনার কাছে তুলেছেন যে আমি গদ্যেরও কেন পদ্যানুবাদ করলাম! ওঁর প্রধান আপত্তি—আপনি লিখেছেন—যে মূল যেখানে গদ্য সেখানে অনুবাদ পদ্যে হওয়া উচিত নয়, যেহেতু তিনি মনে করেন যে মূল লেখক তাঁর ভাব প্রকাশে যে-ছন্দ বা যে-অলঙ্কারের প্রয়োগ করেন নি অনুবাদকও সে-ছন্দ বা সে-অলঙ্কারের প্রয়োগে অধিকারী ন'ন। কিন্তু একথার স্বপক্ষে যে কোনো যুক্তিই নেই তা একটু ভেবে দেখ্‌লেই প্রতীয়মান হয় না কি? এ-ধরণের মতামতের পিছনে যে-মনোভাবটি লুকিয়ে আছে সে কোনো অভিজ্ঞতা-প্রসূত রস-নির্ণয়ী মনোভাব নয় তার মূলে যা রয়েছে সে একটা প'ড়ে পাওয়া ধারণা বই আর কিছুই নয়। কেন না এ যুক্তি যদি সত্য হ'ত তবে এর উল্‌টো যুক্তিও সমান সত্য হ'ত—যে কথা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর চিঠিতে লিখেছেন দেখ্‌তে পাবেন—যে পদ্যেরও গদ্যানুবাদ অসঙ্গত। অথচ এ কাজ শুধু যে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির অনুবাদে ক'রেছেন তাই নয়—বহু অনুবাদক নিত্যই ক'রে থাকেন ও কাব্যামোদীরা সে-অনুবাদে রস নিত্যই খুঁজে পেয়ে থাকেন।

আপনার দ্বিতীয় আপত্তি—যেটি প্রধানন্দীবাবু তুলেছেন—এ কাজ কেউ যখন করেনি তখন ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথমতঃ ফ্যাক্ট হিসাবে এ-কথাটা সত্য নয়, কারণ শ্রীঅরবিন্দ কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীর গদ্যের অতি অপূর্ব্ব পদ্যানুবাদ ক'রেছেন তাঁর Hero and the Nymph-এ। কিন্তু যদি তা না-ও করতেন তাহ'লেই বা কী? কারণ হে প্রীতি-নিলয়, উদার-হৃদয় কল্পনাকুমার, একথায় আপনি নিশ্চয়ই সায় দেবেন না যে আর্টে শিল্পীকে প্রতিপদে নজীরের—precedent-এর—মুখ চেয়ে চল্‌তে হবে? তা যদি দেন তাহ'লে ললিত সৃষ্টিতে সব নূতন-পরিপন্থীদের সঙ্গেই আপনার হাতে হাত মিলিয়ে বল্‌তে হবে "যা নেই ভারতে—অর্থাৎ অতীতে—তা থাকা উচিত নয় ভারতে—অর্থাৎ ভবিষ্যতে।" ললিত সৃষ্টির একটা গোড়াকার কথা হচ্ছে অন্তরের তাগিদ—প্রেরণা। যাঁরা বড় সমালোচক, বড় রসজ্ঞ,—তাঁরা বড় অন্তঃপ্রেরণার সাথে একটি বড় নিকষ পাথর নিয়ে জন্মান। সে নিকষ পাথরটি হচ্ছে তাঁদের মুক্ত মন—রসান্বেষী প্রাণ—উদার হৃদয়। প্রধানন্দীবাবু বল্‌বেন অতীতের মাপকাটি কি তবে কিছুই নয়?—কিছুই নয় বলি না।

বিশেষ ক'রে রসবিচারে অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের সাক্ষ্য আমি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনি। কিন্তু তাই ব'লে কি অতীত টিকীপন্থীদের মতন ভবিষ্যতের ঘাঁটি আগ্‌লে গতানুগতিকের পথেই চল্‌তে হবে আমাদের? বিশেষ ক'রে আর্টে অতীতের অভিজ্ঞতার সার্থকতাই তো এইখানে যে সে রসবোধকে বেশি ক'রে উদ্বুদ্ধ ক'রে মনকে বেশি ক'রে খোলা রাখ্‌বে, এই ঐতিহাসিক সত্যটির প্রতি আমাদেরকে সজাগ রাখ্‌বে যে অনাগতকে অভিবাদন করতে না পারলে কলাকারুর প্রবাহ নিঃস্রোত হ'য়ে ওঠেই ক্রমে ক্রমে। ষ্ট্রাকি সাহেব বেশ ব'লেছেন এই কথাটি তাঁর অপূর্ব্ব বই Books and characters-এ: "After all, art is not a superior kind of chemistry, amenable to the rules of scientific induction. Its components cannot be classified and tested, and there is a spark within it which defies foreknowledge···It is the business of the poet to break rules and baffle expectations."

গদ্যের পদ্যানুবাদের বেলায়ও ঐ কথা: দেখ্‌তে হবে, অনুবাদ কাব্য হ'ল কি না, সরস হ'ল কি না, প্রাণবন্ত হ'ল কি না। এমন কি মূলানুগামী হ'ল কি না দেখারও দরকার নেই। একসময়ে আমার মনে হ'ত—দরকার, কিন্তু ভেবে দেখলে কি মনে হয় না সে সূক্ষ্ম রসবিচারে এ দাবীও অযৌক্তিক? কারণ শান্তচিত্তে নিজের রসিক মনের কাছে যাচাই ক'রে বলুন তো—যে মন কলাকারুর কাছে কোন্ দানের জন্যে হাত পাতে? তার লক্ষ্যভূত কী—এক্ষেত্রে? —না, রস। সুতরাং ললিত-সৃষ্টিতে কোনো রচনা—তা অনুবাদ হোক, চাই না হোক্—যে-মুহূর্ত্তে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সৃষ্টি হ'য়ে ফুট্‌ল সে মুহূর্ত্তেই তার জীবনের দাবী স্বীকৃত হবেই—রসিক সমাজে। কেননা রসের মধ্যে সত্য ব'লে যদি কিছু মানি তবে এ-ও মান্‌তে হবে যে রসের চিরন্তন উৎসবসভায় কোনো রসনিটোল বস্তুই অপাংক্তেয় হ'তে পারে না। আর একথা যে আমার স্বকপোলকল্পিত থিওরি নয় তার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নেই। ফিটজেরাল্ড্ সাহেবের ওমরের অনুবাদই নিন না। আজও তো পারস্যবিৎরা রাগ করেন উনি হাফেজের মূলকে পদে পদে লঙ্ঘন ক'রেছেন ব'লে। কিন্তু তাই ব'লে কি ওর রসমূল্য এতটুকুও কমেছে? মূলবন্দীবাবু কী বলেন? পক্ষান্তরে আমাদের দেশে ওমরের তথাকথিত মূলানুগামী তর্জ্জমাও তো কতই বেরুলো! কিন্তু বলুন তো, ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের সঙ্গে কি তাদের তুলনা হয়? চ্যাপম্যানের হোমারের অনুবাদ সম্বন্ধেও ঐ কথা। মূলানুগামী না হ'য়েও সে তো ইংরাজী কাব্যে অমর হ'য়ে রইল—যা প'ড়ে স্বয়ং কীট্‌স্‌ও উচ্ছ্বসিত সুরে গেয়েছেন তাঁর বিখ্যাত সনেটে:

Oft of one wide expanse had I been told
That deep-browed Homer ruled as his demesne:
Yet did I never breathe its pure serene
Till I heard Chapman speak out loud and bold;
Then I felt like some watcher of the skies
When a new planet swims into his ken... ইত্যাদি

হোমারের মূলানুগামী অনুবাদক তো কতই আছেন ; তাঁদের একজনের ভাগ্যেও এ-স্তুতির সিকির সিকি জুটেছে কি ? জুটবে কেমন ক'রেই বা ? তাঁদের অনুবাদ শুধু ভাষান্তরিত ব্যাখ্যামাত্রেই পর্য্যবসিত হ'য়েছে যে—সৃষ্টি তো হয় নি ; এবং ললিতকলায় সব চেয়ে বড় কথা এই সৃষ্টিই। অর্থাৎ তার সাত খুন মাফ হবেই যদি সে রসনিটোল সৃষ্টি হ'য়ে ফুটে উঠতে পারে।

বাস্তবিক বিশ্বাস করুন এ আমি মোটেই তর্কের খাতিরে বল্‌ছি না। এ আমার জীবনের একটি গভীর উপলব্ধির কথা। জীবনে প্রতিপদেই আমরা কুড়িয়ে-পাওয়া বীজকে আমাদের মনের মাটিতে লালন করি—রূপে রসে পল্লবিত করি—ফলেফুলে রূপান্তরিত করি। একটা সামান্য চিন্তার, আলোর, ভাবের প্রেরণায় জীবনে রসের কর্ম্মের সেবার বনস্পতি অনেক সময়েই বেড়ে ওঠে ; শুধু আর্টেই হবে উল্‌টো ? কোনো কবিতা বা রস যদি কারুর মনের মাটিতে বিশেষ রূপ-পরিগ্রহ করতে চায় তাকে বাধা দেবে অবান্তর তর্ক, বিচার, আপত্তি ? খৃষ্টের বাণী—যে গাছকে তার ফল দিয়েই বিচার করতে হবে—কি আর্টেই সব চেয়ে বেশি খাটে না ? তাই মামুলিপন্থীবাবু, প্রথানন্দীবাবু ও মূলবন্দীবাবুকে বল্‌বেন তাঁরা প্রতি অনুবাদকে যেন এই রসের দিক্ দিয়েই বিচার করেন। মনে রাখেন গেটের কথা যে: "Ubersetzer sind geschaftige Kuppler anzusehen, die uns eine halbverschleierte Schone als hochst liebenswurdig anpreisen ; sie erregen eine unwiderstehliche Neigung nach dem Original." অর্থাৎ অনুবাদক হচ্ছেন আসলে নিপুণ ঘটক—যাঁর কাজ হচ্ছে অনুবাদের ছলে অনায়ত্ত "মূল"-সুন্দরীর গুণকীর্ত্তন করা—যাতে ক'রে সে-সব শুন্‌তে শুন্‌তে আমাদের মনে এক দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা জন্মায় এ-অজ্ঞাতকুলশীলার সঙ্গে মালাবদল করতে।"

তবে ভাবুবেন না যেন যে, এসব ব'লে ক'য়ে আমি মূলানুগামী অনুবাদের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করতে চাইছি। মোটেই না। অনুবাদ যে মূলানুগ না হ'য়েও সৃষ্টির কোঠায় পড়তে পারে এইটুকুই শুধু বল্‌তে চেয়েছি। কিন্তু তার মানে নয় যে মূলানুবর্ত্তী অনুবাদের কোনো নিজস্ব দাম নেই। বস্তুতঃ এ-শ্রেণীর ভালো তর্জ্জমার মধ্যে দিয়ে যে মানুষ অনেক সময়েই মূলের মধ্যেও নতুন একরকম রস পায় তা বিশেষ ক'রে আজকের কস্‌মোপলিটান যুগের একটি অতি-পরিচিত সত্য। ধরুন, গেটের ফাউষ্টের প্রোলোগের সঙ্গে শেলিকৃত সুন্দর অনুবাদটি তুলনা ক'রে মূল পড়তে পড়তে একথা বোধহয় সকলেরই মনে হবে। আর সেই জন্যেই ত আমি অনামী-তে শুধু-যে প্রতি অনুবাদের পাশাপাশি মূল দিয়েছি তাই নয়, নিজের অনেক কবিতারও অন্য ভাষায় অনুবাদ দিয়েছি। এথেকে কি প্রমাণ হয় যে আমি অনুবাদের অনুবাদ হিসেবেও মূল্য দিতে গররাজি ? বস্তুতঃ, আজকের দিনে অনুবাদ প্রভৃতির এত বেশি প্রয়োজন আন্তর্জাতিকতার জন্যে—মানুষের মানুষকে বুঝবার জন্যে—সত্য সভ্য ও রসিক হবার জন্যে—যে মনে হয় গেটে একটুও অত্যুক্তি করেন নি যখন তিনি লিখেছিলেন: "Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiszt nichts von

seiner eigenen."* হাভেলক এলিসও তাঁর একটি প্রবন্ধে প্রকারান্তরে এই কথারই প্রতিধ্বনি ক'রেছেন: "The man who can never look at his own language from the outside and estimate by comparison its exact structure and force is unlikely ever to become a master of it."

একথা সত্যিই একটুও বাড়ানো নয়। মানুষের জ্ঞান আপেক্ষিক তো বটেই কাজেই নানা তুলনামূলক অভিজ্ঞতা তার একান্ত প্রয়োজন। কাজেকাজেই এক ভাবকে একাধিক ভাষার মধ্যে দিয়ে পেলে লাভ অনিবার্য্য। আর শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয় রসের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযুজ্য। যেমন ধরুন কোনো বিদেশী ভাষায় কোনো স্বদেশী ভাবের তর্জ্জমার মধ্যে দিয়ে মূলের রসও নিবিড় হ'য়ে ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথেরই গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ প'ড়ে বাংলা গীতাঞ্জলি ফের প'ড়ে দেখ্‌বেন না একবার। তাহ'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার বাংলা কবিতার অনুবাদের সঙ্গে মূল একত্রে ছাপানো যে উচিত এ বিষয়ে সব সংশয়েরই নিরাকরণ হবেই হবে।

এটা আমার কথার কথা মাত্র নয়। আমার বিশ্বাস, আমার অন্যান্য কবিতাগুলির পাশাপাশি অনুবাদ ছাপানোতে উদারমনা রসগ্রাহীরা খুসি বই অখুসি হবেন না। কারণ ও-কবিতাগুলির রসমূল্য যদি কিছু থাকে তবে এ ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে সে-রস অন্ততঃ একটুখানিও তো বিচিত্রতর হ'য়ে তাঁদের কাছে পৌঁছবে—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে অনুবাদগুলির প্রত্যেকটি স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের দ্বারা সযত্নে সংশোধিত। কেবল হারীন্দ্রনাথের "কৃষ্ণ"গানটির অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দ সংশোধন করেন নি।

আপনার এ প্রশ্নের উত্তরে তাই আর বেশি লেখার দরকার নেই। মোটকথা, যে কবিতাই হোক্ না কেন পাশাপাশি তার একটা ভালো অনুবাদের রস হাতের কাছে পেলে তাতে কবিতাটির রসগ্রহণে নিশ্চয়ই সহায়তা করে? আপনার মনে হয় না?

আপনার তৃতীয় জিজ্ঞাস্য—যা সনাতননন্দীবাবু আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছেন—"অনামী"র পরিশিষ্টে এত চিঠি ছাপালাম কেন?—যখন কাব্যের পরিশিষ্টে এভাবে কেউ চিঠি ছাপে নি।

এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে সনাতনগন্ধী বাবুর একথাটিও ফ্যাক্ট হিসেবে সত্য নয়। সেদিন বদ্‌লেয়ারের বিখ্যাত Fleurs du Mal এর একটি বহু পুরোনো সংস্করণ চোখে পড়্‌ল। তাতে দেখ্‌লাম বদ্‌লেয়ার স্যাঁৎ ব্যভ্‌ প্রমুখ নানা মনীষীর চিঠিই ছাপিয়েছিলেন তাঁর বইটির সম্বন্ধে। বস্তুতঃ এই দেখেই আমার প্রথম মনে হয় যে যখন আমার কাছেও নানা মনীষী ও চিন্তাশীল রসিকসুজনের চিঠি র'য়েছে, তখন তাদেরকে এই ভাবে "অনামীর" শেষে জুড়ে দেই না কেন? তাছাড়া বদ্‌লেয়ারের দেওয়া চিঠিগুলি প'ড়ে তাঁর জীবনের ফিলসফি প্রভৃতি

---

* যে-লোক বিদেশী ভাষা কখনো শেখেনি সে তার নিজের ভাষারও কিছুই জানে না।

সম্পর্কে নানা প্রাসঙ্গিক কথা জেনে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে অনেক বেশি অন্তর্দৃষ্টি লাভ ক'রেছিলাম—যাতে ক'রে তাঁর কাব্যের মধ্যে রসও বেশি পেয়েছিলাম। তাই মনে হ'ল এ-রকম পদ্ধতি বেশ তো।

তবে এ সম্পর্কে আরও একটু বল্‌বার আছে। আমি প্রথমে চিঠিগুলি বদ্‌লেয়ারের মতন "পরিশিষ্ট" নাম দিয়েই ছাপ্‌ব স্থির ক'রেছিলাম। কিন্তু তার পরে মনে হ'ল—তাহ'লে চিঠিগুলিকে একান্ত ক'রে "অনামী"-সংশ্লিষ্টই রাখ্‌তে হয়—ও তা রাখ্‌তে গেলে শ্রীঅরবিন্দ, কৃষ্ণপ্রেম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ক্ষিতীশ সেন আশালতা প্রভৃতি অনেকের নানা সরস চিঠিই বাদ পড়ে। তাই স্থির করি যে পত্রগুলিকে আলাদা একটি বই হিসেবে গণ্য ক'রে আলাদা নাম দিয়েই অনামীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ভালো। আশা করি এতে সনাতনপন্থী বাবুরও আপত্তি হবে না? অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে "অনামী", "রূপান্তর" "পত্রগুচ্ছ" ও "অঞ্জলি",চারটি আলাদা বই একখণ্ডে গ্রথিত—একথা সনাতনপন্থী বাবুকে প্রাঞ্জল বাংলায় বুঝিয়ে দেবেন, কেমন? বল্‌বেন যে ওদেরকে একসঙ্গে গ্রথিত করা হ'ল ব'লে যেন তিনি মনে না করেন যে ওরা এক বইয়েরই চারটি ভাগ। এ-চারটি বইয়ের মধ্যে একটা সহজ যোগসূত্র আছে ব'লেই ওদেরকে এক খণ্ডে সম্বদ্ধ করা হ'ল—এই ভাবেই "অনামী," "রূপান্তর" "পত্রগুচ্ছ" ও অঞ্জলি-"কে দেখা বাঞ্ছনীয়।

আপনি ছন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। সে সব প্রশ্নের উত্তর আমি অন্যত্র দিয়েছি। * কাজী নজরুলকে লেখা "ছন্দত্রৈরথ" চিঠিটি কয়েকপাতা পূর্ব্বেই ছাপা হ'ল—তাতেও রইল কিছু কিছু টেকনিকাল তর্ক। তাই তাদের ফের এখানে তোলার প্রয়োজন দেখি না। অপর প্রবোধচন্দ্র গত বৎসরের এবং এ-বৎসরের বিচিত্রায় যে কয়টি অজ্ঞাত মূল্যবান্ ছন্দোনিবন্ধ সবিস্তারে লিখেছেন তাদের সার মর্ম্ম দেওয়াও এ চিঠিতে সম্ভব নয়। আমি শুধু তাঁর ছন্দোবিভাগ সম্বন্ধে মোদ্দা কথাটি খুব সংক্ষেপে একটু বল্‌ব—যেহেতু অনামীতে আমি তাঁর ছন্দোবিভাগ ও বিশ্লেষ প্রায় সর্ব্বথা গ্রহণ ক'রেছি—এক লঘুগুরু ছন্দের নামকরণ সম্বন্ধে ছাড়া। দুঃখের বিষয় ব্যাপারটা নিয়ে নানা তর্কের ফেনায় প্রবোধবাবুর মূল সিদ্ধস্বচ্ছ বক্তব্যটি ঝাপ্‌সা হ'য়ে প'ড়েছে—তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ তর্কের আঁধি কেটে যাবেই ও তখন প্রবোধচন্দ্রের কাছে কবি তথা ছান্দসিকরা সকৃতজ্ঞে ঋণস্বীকার করবেন ও তাঁর বিশ্লেষ পদ্ধতিই সানন্দে মেনে নেবেন—যেহেতু তাঁর বিশ্লেষ-বিভাগ শুধু যে (প্রায়ই) অত্যন্ত ঠিক্ তাই নয়—অত্যন্ত সহজও। আজকের দিনে কবি ও ছন্দোবিৎরা এ নিয়ে যে একটু চোখে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছেন তার কারণ শুধু তর্কের তির্য্যগ্‌রশ্মি;—সাদাচোখে দেখ্‌লে ও সাদা কানে শুন্‌লে প্রবোধবাবুর ছন্দবিশ্লেষ হ'য়ে দাঁড়ায়—দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—রসগোল্লার চেয়েও সুবোধ্য।

আমি ব্যাপারটাকে আমার মতন ক'রে খুলে বলি এখন প্রবোধচন্দ্রের কথা রেখে। খুবই সরল ভাষায় বল্‌ব।

বাংলায় পাঁচ রকম ছন্দ আজকের দিনে প্রচলিত—চারটি প্রধান ছন্দ ও একটি উপছন্দ। যথা: (১) স্বরবৃত্ত;

* "পূর্ব্বাশা" ১৩৩৯ আশ্বিন, অগ্রহায়ণ। "বিচিত্রা" ১৩৩৯ পৌষ। প্রদীপ ১৩৩৯ পৌষ।

(২) মাত্রাবৃত্ত ; (৩) যৌগিক ; (৪) স্বরমাত্রিক ও (৫) লঘুগুরু বা (প্রবোধবাবুর পারিভাষিকে) সংস্কৃতপন্থী মাত্রাবৃত্ত। * এ বিভাগগুলির মূলনীতি প্রিন্সিপ্‌ল্ প্রবোধবাবু তাঁর সহজ অন্তর্দৃষ্টির আলোয় আবিষ্কার ক'রেছেন ও আশ্চর্য্য সহজভাবে ব্যাখ্যা ক'রেছেন। এর চাবি বা key আছে যুগ্মধ্বনির হাতে।

এ যুগ্মধ্বনি কী বস্তু এ প্রশ্ন তাই স্বতঃই ওঠে। অতি নিরীহ সহজ বস্তু, যাকে ইংরাজীতে বলে closed syllable —অর্থাৎ অম্, আট্, ইক্, ঈশ্, কাৎ, ক্ষয়, জান্, বউ, ঐ, ঔ ভেউ, ধরণের স্বর বা ধ্বনি ; অযুগ্মধ্বনি বলে অ আ ক খ ত্র প্র ক্ষ ধরণের যুক্ত বা অযুক্ত বর্ণকে—অর্থাৎ open syllable ; অযুগ্মধ্বনি নিয়ে কোনো ছন্দেই গোল নেই, সবেই ওর ওজন এক unit বা ব্যাষ্টি। গোল বাধে ঐ যুগ্মধ্বনিরই ওজন নিয়ে।

যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনির ওজন প্রায়শঃই এক unit—অর্থাৎ উচ্চারণ "সংশ্লিষ্ট" ('প্রায়শঃ' বল্‌ছি, যেহেতু স্বরবৃত্তে এর ব্যতিক্রম আছে, যথা "তিন কন্তে | দান-"এ তিন কন্তে = তিন স্বর) অর্থাৎ যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে ঠেসে পড়া হয়।

---

* এ ছাড়া প্রবোধবাবু ১৩৪০ ভাদ্রের "উদয়নে" একটি প্রবন্ধে বড় সুন্দর ব'লেছেন আর এক ছন্দের কথা যে-ছন্দের প্রবর্ত্তক অসামান্য ছন্দশিল্পী—দ্বিজেন্দ্রলাল। একে বলা যেতে পারে যৌগিক-স্বরবৃত্ত ছন্দ। স্বরমাত্রিককে যদি আলাদা ছন্দ বলা হয় তবে একেও আলাদা ছন্দ বল্‌লেই ভালো মনে হয় আমার—কিন্তু না হয় আপাততঃ একেও লঘুগুরুর মতন উপছন্দই বল্‌লাম। এই ছন্দেই দ্বিজেন্দ্রলালের "আলেখ্যের" কবিতাগুলি লেখা। ধরুন তাঁর "সত্যযুগ" কবিতায় :

"আমি দেখ্‌ছি | যেন দূরে | দূরত্বে অস্ | পষ্ট একটা | আলোকিত | স্থান
যেখানে সৌন্ | দর্য্য উৎস | উঠ্‌ছে ও ঝাং | কৃত হচ্ছে | অবিশ্রান্ত | গান

এখানে unit হচ্ছে syllable বা স্বর, অথচ এর মধ্যে স্বরবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে যৌগিকের কল্লোলও অতি স্পষ্ট। পর্ব্ববিভাগগুলি দেখলে একথা সবচেয়ে সহজে বোঝা যাবে। স্বরবৃত্তে এ ধরণের অস্থানে খণ্ডন শুদ্ধ নয়—(অস্, সৌন্, ঝাং-এর পরে)—অথচ আবার যৌগিকে এ ধরণের মৌখিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয় না অপিচ সিলেব্‌ল্ যৌগিকের unit—বিকল্পে ; এখানে—সর্ব্বত্র। কিন্তু সর্ব্বত্র বল্‌লেও ঠিক বলা হবে না। কারণ এ ছন্দে যৌগিক কল্লোল থাকার দরুণ কখনো কখনো শব্দান্ত যুগ্মধ্বনিকে টেনে—বিশ্লিষ্ট ক'রে পড়া চলে, যথা দ্বিজেন্দ্রলালের রাখাল বালক কবিতায়—"নিদ্রাভেঙে | ধরারাণী | তুলি কোমল | বদনখানি | ইন্দীবর | চক্ষু দুটি | মেলে"-তে ইন্দীবর এর বর-এ উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট, অর্থাৎ ওর ওজন দুই unit, স্বরবৃত্তের মতন এক unit নয়। এ ছন্দে এই দুই ধরণের স্বাধীনতার প্রসাদাৎ এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিত্ব এসে গেছে যে ফলে একে স্বরমাত্রিকের মতন একটা আলাদা প্রধান ছন্দ বলাই ভালো মনে হয়। বিশেষ ক'রে আরো এই জন্যে যে এ-ছন্দের অতি সুন্দর ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্ভব—ভাবে, গাম্ভীর্য্যে, চল্‌তি ক্রিয়াপদের স্বাভাবিকতার সহজ সম্ভ্রমে। অনামীর শেষভাগ "অঞ্জলি"র উৎসর্গ এই "যৌগিক-স্বরবৃত্তে" লেখা। তাতে আশীর্ব্বাদ আশে, শ্রদ্ধা তাহার | নাম বিবেকা | নন্দ, তবু এ প্রায় | ধনা-অর্য্য | প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। (আশীর্ব্বাদের "বাদকে" যৌগিকের ভঙ্গীতে পড়া হচ্ছে বিশ্লিষ্ট ক'রে) চল্‌তি ক্রিয়াপদ তথা অস্থানে খণ্ডনের বরে এ ছন্দে কল্লোল তথা ওজস্ এনে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কী অসামান্য ছন্দ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, প্রবোধচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন অতি চমৎকার ক'রে! কেবল দুঃখ এই যে অদ্যাবধি এ ধরণের ওজস্বী ও কল্লোল-দীপ্ত ছন্দ এ-অতি লালিত ছন্দ প্রীতির যুগে তেমন আদর পায় নি। তবে পরে পাবেই।

তার নাম হচ্ছে স্বরবৃত্ত ছন্দ। এ হচ্ছে মুখ্যতঃ syllabic ছন্দ, যদিও গৌণতঃ এর মধ্যে চতুস্বর স্বরবৃত্তের একটা মাত্রিক (quantitative) দিক্‌ও আছে। (যেমন বৃষ্‌টি পড়েএ ও নদের এলোও ক'রে পড়লে ও পর্ব্বগুলিও ছয় মাত্রার হয়।)

বৃষ্‌টি পড়ে | টা পুর্ টু পুর্ | ন দেয়্ এ লো | বাণ্

এখানে প্রতি পর্ব্বে চারটি ক'রে স্বর বা ধ্বনি (=syllable)। চতুঃস্বর পর্ব্বিক স্বরবৃত্তই সব চেয়ে বেশি চলে আজকের দিনে, কিন্তু বাংলায় ত্রিস্বর পর্ব্বিক, ও ষট্‌স্বর পর্ব্বিক স্বরবৃত্তও আছে এবং পঞ্চস্বর পর্ব্বিক ছন্দ রচিত হওয়াও খুবই সম্ভব এবং আমি নিজে ক'রেছি। ত্রিস্বর পর্ব্বিক যথা : (সত্যেন্দ্রনাথের রচনা হাতের কাছে নেই তাই দৃষ্টান্ত রচনা করতে হ'ল।

কে বল্ মন্ | অ স্তু ক্ষণ্ | গগন্ চাঁদ্ | চায়
ধ রায়্ হায়্ | না পায় তায় | উড়েই মন্ | ধায়

পঞ্চস্বর পর্ব্বিক যথা :

কৃষ্ণের্ মঞ্জীর মাঝ্ | সুর হীন্ স্বর্ পায় লাজ্ | (রূপান্তর ১৭৫ পৃষ্ঠা)

এ ছন্দটি আসলে স্বরমাত্রিক—কিন্তু এর স্বরবৃত্ত দিক্‌টাই আপাততঃ দেখাচ্ছি, সেই সূত্রে প্রমাণ ক'রে যে প্রতি পর্ব্বে পাঁচটি ক'রে স্বর বা Syllable রেখে বাংলা ছন্দ রচনা সম্ভব। ষট্ স্বর পর্ব্বিক (প্রথম দ্বিজেন্দ্রলালই এ ছন্দে কবিতা রচনা করেন। যথা :

পো লাও তো মার কা ছে | নয় ক তে মন স্বা দু |
যে মন এই শা কা ন্ন | আ মার কা ছে সু ধা | "আলেখ্য"—

(দ্বিজেন্দ্রলালের "আলেখ্য" কবিতা পুস্তকে "রাজা" ও "ভক্ত" কবিতা দ্রষ্টব্য)

( ) যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনির ওজন বিশ্লিষ্ট, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই দুই unit তার নাম হচ্ছে মাত্রাবৃত্ত। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন বঙ্গ আমার জননী আমার, মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার প্রভৃতি অজস্র গান এ-ছন্দে রচিত হ'য়েছে। আজকের দিনে বাংলায় সবচেয়ে বেশি চল যে এই ছন্দের এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর বৈশিষ্ট্য এই যে ২+৩, ৩+৪, ৩+৩, ২+২ নানা কদমে এর পর্ব্ব বাঁধা যায়। এ কথা সকলেই জানে, তাই দৃষ্টান্ত দিলাম না।

(৩) যৌগিক ছন্দ। এ ছন্দে শব্দ-মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি প্রায়শঃই এক unit (সংশ্লিষ্ট) ও শব্দপ্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি দুই unit (বিশ্লিষ্ট)

। । ।	। । । ॥	। ॥	। । ।
উঁড়িল	কলস্বকুল	অম্বর	প্রদেশে

এখানে স্বুল = বর = দুই unit, লম্ = অম্ = এক unit ; এরও ব্যাখ্যা বা বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ ব্যষ্টির পয়ার এর সবচেয়ে প্রচলিত রূপ। কেবল একটা কথা বলার আছে : আগে তিনের কদমেও এ ছন্দে কবিতা লেখা হ'ত—কিন্তু আজকাল তিন পাঁচ বা সাতের কদমে রচিত কবিতা মাত্রাবৃত্তেই আমরা শুনতে ভালোবাসি। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন তাঁর "প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি"—ধরণের তিনের কদমে-রচিত কবিতায় যুগ্মধ্বনিকে এক unit ধ'রে তিনি অন্যায় ক'রেছেন। কারণ এ ছন্দে মাত্রাবৃত্ত ছাড়া অন্য ছন্দ আমাদের আধুনিক কালে ভারি শোনায়—যদিও আগে শোনাত না। *

(৪) স্বরমাত্রিক। এ ছন্দের প্রবর্ত্তন প্রথম করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত! এর বৈশিষ্ট্য এই যে এর এক পর্ব্বে যে-কয়টি যুগ্মধ্বনি ও যে-কয়টি অযুগ্মধ্বনি থাকবে পরের পর্ব্বগুলিতেও সেইমতনই হবে।

ওই | ফুট্‌ল গো | ফুট্‌ল দি | গন্ত ভ | রি (সত্যেন্দ্রনাথ)

এখানে প্রতি পর্ব্বে তিনটি ক'রে স্বর বা syllable ও চারটি ক'রে মাত্রা বা mora ; আমার "আশাপূরণ" (১৭৫ পৃষ্ঠা) ও "বিশ্বাস" (১৭০ পৃষ্ঠা) এ ছন্দে রচিত। আশাপূরণের প্রতি পর্ব্বে ৫টি ক'রে স্বর অথবা ১০টি ক'রে মাত্রা আছে। "বিশ্বাস" কবিতাটিতে প্রতি পর্ব্বে ৪টি ক'রে স্বর ও পাঁচটি ক'রে মাত্রা আছে ও প্রতি স্তবকের দ্বিতীয় ও পঞ্চম লাইনের পর্ব্বটিতে তিনটি ক'রে স্বর ও চারটি ক'রে মাত্রা আছে।

এ ছন্দটিকে আমি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মনে করি কেন না ধ্বনি-তত্ত্বের একটি অত্যন্ত মনোহর ইঙ্গিত এতে মেলে। সে-ইঙ্গিতটি হচ্ছে এই যে বাংলা যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনির এভাবে সমাবেশ করা সম্ভব যাতে ক'রে তার স্বরবৃত্তের 'কাটাছাঁটা' (stuccato) ভাব একটু 'মোলায়েম' (legato) হ'য়ে আসে, এবং মাত্রাবৃত্তের 'মোলায়েম' ভাব একটু

---

* যৌগিক ছন্দের একটা আধুনিক প্রবণতা গ'ড়ে উঠ্‌ছে—কোনো কোনো যৌগিক পর্ব্বে মাত্রাবৃত্তের ভঙ্গী আনার দিকে। রবীন্দ্রনাথের "পূরবীতে" অষ্টাদশ ব্যষ্টির পয়ারে একস্থলে তিনি লিখেছেন : "যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে।" এখানে "যুগান্তরের" কে মাত্রাবৃত্ত বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ ক'রে আট মাত্রা পূরণ হ'য়েছে। সেদিন পাঞ্চজন্যে কবি এই ভাবেই মাত্রাসাম্য ক'রে লিখেছেন :

কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে মনে ভাবে জিৎ হলো তার,
মেঘ কোথা মিশে যায় চিহ্ন না রেখে তারাগুলি রহে নির্ব্বিকার।

চিহ্ন না রেখে-তে যৌগিক পদ্ধতি মানা হয় নি, মাত্রাবৃত্ত ঢঙ এসে গেছে। আমি নিজেও কয়েকটি কবিতায় কয়েক স্থলে কানের সমর্থন পেয়ে এ-ঢঙ এনেছি : "বিশ্ববারা" কবিতায় (রূপান্তর ২০৮ পৃষ্ঠা) "পুরুষোত্তম সাথে মিলন মহিমা দীপ্রা" চরণে "পুরুষোত্তম"কে ৬ মাত্রা ধ'রে এবং "বৈরাগী" কবিতার (২৩৩ পৃষ্ঠা) "রূপান্তরিত কান্তি—তাঁর ভাবে শুনি-"তে রূপান্তরিত-কে ৬ মাত্রা ধ'রে। এ ধরণের মাত্রাবৃত্ত পর্ব্ব এখনো পর্য্যন্ত যৌগিক পর্ব্বের সঙ্গে কাঁধ মেলানোর দৃষ্টান্ত বড় একটা মেলে না বললেই হয়—তবু এর উল্লেখ করলাম এ সম্ভাবনার প্রতি ছন্দজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

'কাটাছাঁটা' হ'য়ে আসে। ফলে এ শ্রেণীর ছন্দে একটা নতুন ধরণের রেশ (cadence) ও ধ্বনিতরঙ্গ (euphony) উৎপন্ন হয়—যা একটু অবহিত হ'য়ে শুনলেই ধরা পড়ে। এটা আমি প্রথমে ধরতে পারি নি—কিন্তু এ ছন্দে দুএকটি কবিতা রচনা ক'রে ও প্রবোধবাবুর সঙ্গে দীর্ঘ পত্রালোচনা ক'রে এ ছন্দের মধ্যে একটি বিচিত্র সুন্দর সুরের রেশ শুনতে পেয়েছি। তাকে খানিকটা সমন্বয়ের সুর বলা যেতে পারে। কিন্তু শুধু সমন্বয়ও নয়—এর মধ্যে আছে যথাযথভাবে বাংলা যুগ্ম ও অযুগ্মধ্বনির সুশৃঙ্খল সমাবেশের একটি নিপুণ কারুকলার সুর। রবীন্দ্রনাথের পূরবীতে "বেঠিক পথের পথিক কবিতার শেষ স্তবকটি বাদ দিলে দেখতে পাবেন যে বাকি কয়টি স্তবক নিখুঁৎ স্বরমাত্রিক ছন্দে লেখা। তাতে এ-ছন্দের সূক্ষ্ম পেলব সঙ্গীতধ্বনি-সম্পাতের অতি চমৎকার পরিচয় মেলে। প্রথম এ-ছন্দে কবিতা রচনা করতে গেলে একটু আড়ষ্টতা আসা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু—পুনরুক্তি মার্জ্জনীয়—একটু অভ্যাস করলেই ও এর ভিতরকার রসটির পরিচয় পেলে এ ছন্দের মধ্যে একটি অপরূপ সূক্ষ্ম ও পেলব রস পাওয়া যায়। দুঃখ এই সে-রস পাওয়া সম্ভব নয় একটু দরদী হ'য়ে এ-ছন্দ নিয়ে অল্প স্বল্প চর্চ্চা না করলে এবং এ-ছন্দের চর্চ্চা খুবই কম—এর কারুকলা একটু কঠিন হওয়ার দরুণ। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি এ ছন্দে খুব হাত পাকান—তাহ'লেই দেখবেন 'হৃদয়গ্রন্থি' ভিন্ন হবে 'সর্ব্বসংশয় ছিন্ন' হবে।

(৫) লঘুগুরু বা সংস্কৃতপন্থী মাত্রাবৃত্ত। এই ছন্দের প্রবোধবাবুর নামকরণের সঙ্গে আমি একমত নই। সামান্য মতভেদ, তবুও বলার প্রয়োজন আছে।

এ ছন্দটি মাত্রাবৃত্তের সগোত্র সন্দেহ নেই, মানে গঠনপ্রকৃতিতে। কিন্তু রসে এ ছন্দ মাত্রাবৃত্ত থেকে এতই আলাদা যে একটা ভালো নাম এ দাবী করতে পারে ব'লেই আমার মনে হয়। প্রবোধবাবুও এর রসস্বাতন্ত্র্যের কথা স্বীকার করেন—তাঁর চিঠি দ্রষ্টব্য—কিন্তু তবু তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক কটমট নামটি রাখতে বদ্ধপরিকর। আমার বিশ্বাস যাঁরা রসিক তাঁর এমন সুন্দর ছন্দের অমন ভয়াবহ নামে ঘোরতর আপত্তি না ক'রেই পারবেন না। রবীন্দ্রনাথের নাম ক্ষুদিরাম হ'লে কাব্যানুরাগীর রাগ হওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিল।

এ-ছন্দটি কী নিশ্চয়ই জানেন? তবু বলি। এ হচ্ছে সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দ। অর্থাৎ এতে শুধু যে যুগ্মধ্বনিই দুমাত্রার মর্য্যাদা পাবে তাই নয়, এতে গুরু স্বরবর্ণও—(আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ)—টেনে দুমাত্রাকাল স্থায়ী হবে সর্ব্বত্র। অ ই উ—অর্থাৎ লঘু স্বরবর্ণ—অবশ্যই এতেও একমাত্রা। বাংলাভাষায় এ-ছন্দে লেখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গান বোধকরি দ্বিজেন্দ্রলালের গঙ্গাস্তোত্র :

"পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যাম-বিটপিঘন-তট-বিপ্লাবিনি! ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে।
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণযুগ মায়ি!

কত নরনারী ধন্ত হইল মা, তব সলিলে অবগাহি'…"
বহিছ জননি ! এ-ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি'
করি' সুশ্যামল কত মরু-প্রান্তর শীতল পুণ্যতরঙ্গে।
নারদ কীর্ত্তন পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া
ব্রহ্ম কমণ্ডলু উচ্ছলি' ধুর্জ্জটি-জটিল-জটা 'পর ঝরিয়া…ইত্যাদি।

আপনি একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের এ-ছন্দে রচিত গানগুলি পড়তে পড়তে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর—

একি কোটি মুগ্ধ তারা !
একি নিখিল দৃপ্ত প্লাবি বিশ্ব চন্দ্র কিরণ ধারা !
একি স্তিমিত নয়ন শিথিল শয়ন অলস বিভল শর্ব্বরী !
শশি- বাহু লগ্ন মুগ্ধ মগ্ন সুপ্ত স্বপ্ন সুন্দর ! !

শুনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লেছিলেন—বাংলায় এ ছন্দে আরও বেশি গান ও কবিতা কেন রচিত হয় না ? মনে আছে আপনি ও আমি একসঙ্গে কি রকম আনন্দ ক'রে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এ ছন্দে ভুজঙ্গ প্রায়তঃ পড়তাম :

। ।। ।। । ।। ।। । ।। ।। । ।। ।।
ম হা রু দ্র বে শে ম হা দে ব সা জে
ভ ভ ম্ভম ভ ভ ম্ভম্ শি ঙা ঘো র বা জে

বা বিদ্যাসুন্দরে তাঁর তোটক

। । ।। । । ।। । । ।। । । ।।
তু মি প ঙ্ক জি নী যু হি ভা স্ক র লো
ভ য় না ক র না ক র না ক র লো

এ ছন্দে রবীন্দ্রনাথের "জনগণ মন অধিনায়ক" বা "দেশ দেশ নন্দিত করি" "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ" প্রভৃতি কবিতা আপনি বার বার পড়বেন কিন্তু অতঃপর। কারণ তাহ'লে বুঝতে পারবেন এ ছন্দ কী অপূর্ব্ব সুন্দর ! অথচ আধুনিক বাংলায় এ ছন্দে প্রথম শ্রেণীর কবিতা (এক রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি বিখ্যাত গান ছাড়া) প্রায় নেই বল্‌লেই হয়। কিন্তু "কেন নেই—" ? আপনি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। প্রথমটায় আমি ভেবে পাই নি। প্রথম প্রথম মনে হ'ত যে সত্যেন্দ্রনাথই বুঝি ঠিক্ ব'লেছেন : যে, এ-ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা স্বাভাবিক শোনাবে না—বাংলায় দীর্ঘস্বরের প্রচলন উঠে যাওয়ার দরুণ। কিন্তু আজকাল মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথের এ-বিশ্লেষণ অসার। বাংলা ভাষায় এখনো দীর্ঘস্বরকে যথাযথ ভাবে বিন্যাস করতে পারলে চমৎকার শোনায়। এ জন্যে চাই শুধু কবিদের দরদ ও শ্রদ্ধা। তাহ'লে দেখা যাবে এ ছন্দে নানা রকম মিশ্রণও চল্‌তে পারে।

আমার "দরদী" (২৩৫ পৃষ্ঠা) ও "প্রার্থনা" (২৩৯ পৃষ্ঠা) কবিতায় এ-মিশ্রণের দু একটি মাত্র সম্ভাবনা দেখাবার চেষ্টা পেয়েছি। বস্তুতঃ সংস্কৃত গুরুস্বর অতি অপূর্ব্ব কল্লোল আনে। কিন্তু কল্লোল সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতেন না। তাই তিনি স্বরমাত্রিকের যুগ্মধ্বনিকে সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরবর্ণের বদ্‌লি হিসেবে চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বলুন তো, তাতে কি সংস্কৃত ছন্দের প্রতিরূপটি এসেছে ? ঠাট এসেছে মানি, কিন্তু উদাত্তধ্বনি—ডমরুরোল—গাম্ভীর্য্য ?—আসৃতেই পারেনা। কেন পারে না ? কারণ সংস্কৃতের দীর্ঘস্বরবর্ণের দরাজ আওয়াজের 'পরে ওর অনেকখানি সৌন্দর্য্যই নির্ভর করে। সত্যেন্দ্রনাথের স্বরমাত্রিকে একটা নতুন ধরণের রস এসেছে মানি—কিন্তু তাঁর "পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতলে"র মধ্যে যেমন "কশ্চিৎকান্তা বিরহ গুরুণা"র মন্দাক্রান্তা কল্লোলিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে নি—তেম্‌নি তাঁর "মহৎ ভয়ের মুরৎসাগর বরণ তোমার তমঃশ্যামল" এতেও কখনোই "সুরাঙ্গনাভবল্লরীকরপ্রপঞ্চচামর-"র মেঘমন্দ্র বেজে ওঠে নি। ওঠে নি যে, তা সবচেয়ে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে তাঁর বাংলা শার্দ্দূলবিক্রীড়িত সংস্কৃত শার্দ্দূল বিক্রীড়িতের ডমরু-নির্ঘোষের পাশে ধর্‌লে। দেখুন—

‖ ‖ ‖ । । ‖ । ‖ । । । ‖ ‖ ‖ । ‖ ‖ । ‖
গো বি ন্দং প্র ণ মো ত্ত মা ঙ্গ র স নে তং ঘো ষ স্না হ নি শম্
সি ন্ধুর রোল্ মে ঘে ভিড়্ ল আজ্ গ র জে বাজ্ বি দ্যুৎ বি লোল র ক্ত চোখ্

এবং মনে হয় না কি বাংলা স্বরমাত্রিকে শার্দ্দূল বিক্রীড়িত-র হয়েছে শুধু প্যারডি ?

অথচ তবু সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীতে "ছন্দ সরস্বতী" প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে এইভাবে বাংলা যুগ্মধ্বনিকে গুরু ব'লে গণনা ক'রেই সংস্কৃত ছন্দের রস বাংলায় আনা চাই—কেননা কেবল এতে ক'রেই বাংলাভাষার উচ্চারণ-প্রকৃতির সঙ্গে সংস্কৃত দীর্ঘস্বরের একটা সত্য রফা সম্ভব হবে। সংস্কৃত দীর্ঘ স্বর বাংলাছন্দে আনা চলে না, কারণ সেটা "অস্বাভাবিক" শোনাবে এই ছিল তাঁর প্রধান যুক্তি। তাই এ-যুক্তির বিপক্ষে কিছু যুক্তি দেব।

প্রথম কথা এই যে বাংলায় গুরু স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ মোটেই বাংলার মেজাজের প্রতিকূল নয়। বাংলা কাব্যে গুরুস্বরের গুরু উচ্চারণ ভারতচন্দ্র কেন তাঁরও বহু আগে বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, ঘনশ্যামদাসের সময় থেকে আদর পেয়ে আস্‌ছে ; বাঙালীর কোন তাতে আপত্তি করা দূরে থাকুক আজও সে সব ধ্বনিতে গভীর আনন্দ পায়। দু একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেই—

আরল ঋতুপতি রাজ বসন্ত
ধারল অলিকুল মাধবপন্থ (বিদ্যাপতি)

এ সখি রসময় অন্তর হার
শ্যাম সুনাগর গুণগণ আগর কোধনি বিছুরয় পার (গোবিন্দদাস)

কেলি কদম্ব পুনহি পুন হেরসি ঘন ঘন তেজসি শ্বাস (ঘনশ্যামদাস)

ভারতচন্দ্রে ত ভূরি ভূরি—(তূণক ছন্দে)

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে
যক্ষরক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।

(অন্নদামঙ্গল)

এতগুলি উদাহরণ দিলাম শুধু দেখাতে যে বাংলা কাব্যে এ-রকম দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রিক ব্যবহার যথেষ্ট প্রচলিত। আর্টে ঐতিহ্যের দাম খুব বেশি বই কি। কাজেই এ-ছন্দে বাংলায় কবিতা রচনা হ'লে কারুরই পড়্তে বাধার কথা নয়। তবু কেন যে সত্যেন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্ত্তী কবিগণ লঘুগুরুর মতন অপূর্ব্ব ছন্দকে এড়িয়ে চ'লেছেন বলা মুস্কিল, তবে আমার মনে হয় এর একটা কারণ নিশ্চয়ই মাত্রাবৃত্তের অভ্যুদয়। মানে, মাত্রাবৃত্তে সংস্কৃত যুগ্মধ্বনির দ্বিমাত্রিকতার ঝঙ্কার পেয়ে বাঙালী এতই খুসি হ'য়ে উঠ্ল যে এদিকে নানারকম এক্স্পেরিমেণ্ট করতে গিয়ে ভুলে গেল তার একটি সহজলব্ধ উত্তরাধিকারের গরিমা—লঘুগুরুর সৌন্দর্য্য। বোধহয় তাই বিজয়চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরে কেউ সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনার চেষ্টা পান নি। কেবল শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী জয়দেবের জয় জগদীশ হরে -র লঘুগুরুতে অনুবাদ ক'রেছিলেন, যদিও নিখুঁৎ উচ্চারণ হয় নি।

দ্বিতীয় কথা, বাংলা যুগ্মধ্বনির প্রকৃতি অনুসারে রচিত ছন্দের মানে মাত্রাবৃত্তের—মূল্য বা সৌন্দর্য্য অস্বীকার না ক'রেও বলা চলে যে লঘুগুরু ছন্দের কল্লোল বাংলা ছন্দে আনার খুব গুরুতর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ করে এই জন্যে যে গুরু স্বরবর্ণের দরাজ আওয়াজে ছন্দের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পৌরুষ ও ওজস্ জাগে—যাতে বাংলা কাব্য এখনো পর্য্যন্ত খুব বড় হ'তে পারে নি। যৌগিকের মধ্যে পৌরুষ মেলে মানি, কিন্তু ওজস্ ও কল্লোলে লঘুগুরুর মধ্যে এমন একটা স্বকীয়তা আছে, বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোনো ছন্দেই নেই। তাছাড়া যদি আজ এ-ছন্দে কবিতা একটু অস্বাভাবিকও ঠেকে (যদিও তা ঠেকে না) তাহ'লেও তাতে ক'রে কিছুই প্রমাণ হয় না। চিত্রে ছন্দে সঙ্গীতে stylisation এর মূল্য খুবই বেশি, অভ্যাসে নিত্য নব সুন্দর রস আহরণ করার সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে। কাজেই বাংলা স্বরবর্ণকে টেনে পড়লে কৃত্রিম শোনাবে এ সহজপন্থী যুক্তির প্ররোচনায় শুধু বাঙলার যুগ্মধ্বনি দিয়েই সর্ব্বত্র কাব্য রচনা করতে হবে একথা মানা কোনমতেই চলে না। সব নতুন অভ্যাগমের পথেই প্রথমটায় নানা বাধার উদয় হয়। ধরুন না কেন, মাত্রাবৃত্তে যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা সুরু করেন সে সময়ে অধিকাংশ পয়ারী কবিদেরই কাছে তা কৃত্রিম শোনাত না কি? কিম্বা যখন মধুসূদন প্রবহমান অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করেন তখন কি তা অধিকাংশের কানে অস্বাভাবিক ঠেক্‌ত না? আজকের দিনেও সত্যেন্দ্রনাথের স্বরমাত্রিকের ভিতরকার রসটি কয়জনের কানের মধ্যে দিয়ে মরমে পশে? কাজেই আমার বক্তব্য এই যে প্রথম দিক্‌কার বাধার যুক্তি উপেক্ষা ক'রেই আজকালকার কবিদের সজ্ঞানে ও সপ্রেমে কবিতা লেখা উচিত লঘুগুরু ছন্দে।

তৃতীয় কথা, বাংলা ছন্দে এধরণের গুরুধ্বনির কল্লোলে যে নতুন গাম্ভীর্য্য আসবে তাতে ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার বিশেষ লাভ হবে ব'লে মনে করার অনেক কারণ আছে। প্রধান কারণ, এ শ্রেণীর ছন্দে কথার ঠাসবুনানি একটু কম থাকার জন্যে সুর একটু ছাড়া পায়। প্রবোধবাবু এই জন্যেই আমাকে লিখেছেন যে এ ছন্দে গানই রচিত হওয়া সম্ভব—কিন্তু কবিতা নয়।

কিন্তু একথাটি সত্য কিনা ভেবে দেখার দরকার আছে। মানি গানে লঘুগুরু ছন্দ বিশেষ লাগসৈ, কেন না গায়ক মাত্রেই জানেন যে দীর্ঘস্বরে সুর যোজনার অবসর একটু বেশি থাকেই ;—কিন্তু তাই ব'লে বলা চলে না যে এতে কবিতা হয়ই না। বস্তুতঃ (প্রবোধবাবুকেই যে কথা আমি একটি পত্রে লিখেছিলাম) বিশেষ ক'রে গান ও বিশেষ ক'রে কবিতার মধ্যে তফাৎ সহজেই চোখে পড়ে বটে, কিন্তু তাই ব'লে এমন সব গান আছে যা প্রায় কবিতার কোঠায় পড়ে—ও এমন কবিতাও আছে যা সহজেই সুরে গাওয়া চলে। আমার "কৃষ্ণ" বা "রাধা" কবিতা দুটি আমি উভধর্ম্মী মনে করি। ওরা গানও—কবিতাও, এবং ওদের গেয়ে আমি নিবিড় আনন্দ পাই। রবীন্দ্রনাথের "দেশ দেশ" বা দ্বিজেন্দ্রলালের "পতিতোদ্ধারিণি" সম্বন্ধেও ঐ কথা। এ থেকে আমি প্রমাণ করতে চাইছি যে ও ছন্দে কবিতা রচনার যথেষ্ট অবসর আছে। তাই এ-ছন্দটির একটি আলাদা নামকরণ হওয়া উচিত।

চতুর্থ কথা, প্রবোধবাবুর "সংস্কৃতপন্থী মাত্রাবৃত্ত" নামটি মোটেই সুবিধের নয়। তার কারণ ওতে ক'রে এ-ছন্দকে একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখা হয় যেন। তাছাড়া এ ছন্দটি মাত্রাবৃত্তের সগোত্র হ'লেও এর রসের ও কল্লোলের সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের ততখানিই তফাৎ যতখানি তফাৎ স্বরবৃত্তের সঙ্গে যৌগিকের। ছন্দ বিচারে রসের প্রসঙ্গকে ফেলা যায় না। দেখুন না রাগ ও রঙ্গ। মাত্রাবৃত্তে ও দুয়ের মূল্য এক নয়। রাগ দুমাত্রা, রঙ্গ তিন। কিন্তু লঘুগুরু ছন্দে এ দুয়ের ওজন এক। কিন্তু তবু (এখানেই এ ছন্দের গৌরব) মাত্রিক সাম্য সত্ত্বেও এ দুটি শব্দের রসের মধ্যে কতখানি ভেদ জন্মে যায় বলুন দেখি—ঐ এক রা-র উদাত্ত দ্বিমাত্রিক স্থায়িত্বের জন্যে! এ নিয়ে বেশি বলা অনাবশ্যক, তবু আর একটি মাত্র উদাহরণ দেই। দ্বিজেন্দ্রলালের পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গের শেষ লাইনটি নিন ঃ

"মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে"-কে মাত্রাবৃত্তে ফেল্‌লে এর কি রূপ হয় দেখুন ঃ

হে জননি ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি মা গঙ্গে! কল্লোলের কতটুকু রইল বলুন তো ?

তাই আমি ঈষৎ আক্ষেপ করি মাঝে মাঝে ভেবে যে লঘুগুরু ছন্দের এমন মহিমা, গাম্ভীর্য্য ও কল্লোল থাকা সত্ত্বেও ওকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকার করি নি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভবিষ্যতে এ-ছন্দ বাংলা ভাষাকে পুনরায় সমৃদ্ধ করবে। আমার কেবল দুঃখ বৈষ্ণববিদের তথা ভারতচন্দ্রের দীর্ঘস্বর প্রীতি আমাদের মধ্যে একেবারে লুপ্ত হ'তে বসেছে বাংলা যুগ্মধ্বনিগুলির নানারকম ফুলঝুরির চটকে। মনে করবেন না যেন এটা আমি নিন্দাচ্ছলে বল্‌লাম। আমি একথা বল্‌ছি শুধু এইজন্যে যে সত্যেন্দ্রনাথের যুগ্মধ্বনি দিয়ে সংস্কৃত গুরুস্বরের ওজন রাখার চেষ্টাকে আমি

বন্ধ্যা মনে করি। ওতে সংস্কৃত ছন্দের "সিংহের" সেই "শরীর" লাভ হবে যাকে খানিকটা সিংহের মতন দেখালেও সংস্কৃত সিংহবীর্য্য সমন্বিত হবে না—সহজেই ওকে গাভীতে ভক্ষণ" করতে পারবে।

লঘুগুরু ছন্দ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বল্‌বার ছিল, তবে উপস্থিত সে সব না বলাই ভালো। কারণ কাব্যে যুক্তি বা ব্যাখ্যার চেয়ে ঢের বেশি জোরালো জিনিষ হচ্ছে—দৃষ্টান্ত, হাতে কলমে ক'রে দেখানো। পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে বা দেশ দেশ নন্দিত কবি-র মতন একটি গান হাজারো তর্ক কণ্টকিত বিরুদ্ধ যুক্তির মহড়া নিতে সক্ষম। শুধু আর একটি কথা এ সম্পর্কে ব'লেই ক্ষান্ত হব।

অনেকের মুখে এই যুক্তি শোনা যায়—সংস্কৃতের কাছে কেন বাংলা হাত পাততে যাবে?—তার কি নিজস্ব মহিমা নেই, আত্মসম্ভ্রম নেই? কিন্তু বলুন তো, এ শ্রেণীর মনোভাবকেই কি Parochialism বলে না? এ-ধরণের যুক্তিবাদীর সঙ্গে আমি খুবই পরিচিত। এঁদেরই official নাম হচ্ছে—ultra-modern, জপমন্ত্র হচ্ছে অতীতকে প্রাণভ'রে গালাগালি করা, যেহেতু অতীতকে স্বীকার করার নাম নাকি স্থবিরত্ব, তার ঋণ স্বীকার করার নাম নাকি নূতন-বিরাগ—ইত্যাদি ইত্যাদি। হা কপাল! এঁরা—গোটাকতক সাময়িক ধুয়োর মোহে প'ড়ে এই সহজ সত্যটিও ভুলে যান যে অতীত বর্ত্তমানের অস্থিমজ্জায় গাঁথা; সে কবি-কল্পনাও নয়, কুসংস্কারও নয় সে আছে—এবং আছে ব'লেই বর্ত্তমানও আছে। ভুলে যান যে মানুষের জীবনে, চিন্তায়, বৈদগ্ধ্যে, সৌকুমার্য্যে—অতীতের ফল্গুস্রোতই প্রাণের প্রবাহ আনে, রসধারা সঞ্চারিত করে, সমৃদ্ধি দেয়—এককথায় অভিজ্ঞতার সঞ্চিত অবদানে পরিপূর্ণ সুষমা সামঞ্জস্য আনে। আমি এ-শ্রেণীর অতীতনিন্দক মডার্নিটির উপাসক নই। আমি বিশ্বাস করি বড়র কাছে নীচু হ'য়েই তবে ছোট বড় হয়; আমি বিশ্বাস করি অতীতকে পূজা করতে জান্‌লে তবেই ভবিষ্যতের পথের ইঙ্গিত মেলে; আমি বিশ্বাস করি গীতার কথা "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"—যাকে আমরা শ্রদ্ধা করি আমরা তার সত্তা কম বেশি পাইই পাই। তাছাড়া সংস্কৃত ভাষা ছন্দ ভাব প্রভৃতির সঙ্গে বাংলার নাড়ীর সম্বন্ধ—একথা রবীন্দ্রনাথ সেদিনও সংস্কৃত কলেজের অভিভাষণে ব'লেছেন। কিন্তু না, এসব যে সেকেলে মনোভাব। আজকাল সবদেশেই এ ধরণের মনোভাবকে সেকেলে ব'লে ব্যঙ্গ করাটা যে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে হালের ফ্যাশন—ultra-modernity-র এই উদগ্র উপাসনায়। সেদিন ইংলণ্ডের বিখ্যাত ভাবুক ব্যঙ্গনিপুণ শিল্পী আলডুস হাক্‌স্‌লিও Do What You Will বইটিতে এই ধরণেরই মনোভাবের প্রতি বড় চমৎকার কটাক্ষ পড়ছিলাম: "There was a time when I should have felt terribly ashamed of not being up-to-date. I lived in a chronic apprehension lest I might so to speak, miss the last bus, and so find myself stranded and benighted in a desert of demodedness, while others, more nimble than myself, had already climbed on board, taken their tickets and set out towards those bright but, alas, ever-receding goals of Modernity and Sophistication. Now, however, I have grown shameless, I have lost my fears. I can

watch unmoved the departure of the last social-cultural bus—the innumerable last buses, which are starting at every instant in all the world's capitals."

কিন্তু ভুল বুঝবেন না যেন এ-আক্ষেপকে। আমি একবারও বল্‌ছি না আধুনিক ছন্দ প্রভৃতির দাম নেই—বা বাঙলা ছন্দের কোনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নেই। আমি শুধু বল্‌ছি—সত্যকার বৈশিষ্ট্য অতীতের স্বীকারে খর্ব্ব হয় না—বরং সমৃদ্ধতরই হ'য়ে ওঠে। নইলে বাঙলা ছন্দ সংস্কৃত-ছন্দ-নিরপেক্ষ হ'য়ে নতুন নতুন দিকে দিগ্বিজয় করবে—এ কে না চাইবে বলুন? আমি নিজেও এদিকে সাধ্যমত চেষ্টা ক'রেছি দেখতে পাবেন।

তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ভুল বুঝবেন না আমাকে। আমি সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-নৈপুণ্যেরও গুণগ্রহণের বিরোধী নই।' তাঁর ভাব না থাকুক ছন্দের গঠন-নৈপুণ্য ছিল অসামান্য। ছন্দের নানা ধ্বনি-সমাবেশ প্রভৃতি নিয়ে তাঁর নানা এক্সপেরিমেণ্ট থেকে অনেক শিখেছিও আমি নানা সময়ে—যেজন্য সকৃতজ্ঞে তাঁর কাছে ঋণস্বীকার করব বরাবরই। বিশেষ ক'রে বাংলায় স্বরমাত্রিক ছন্দের সৃষ্টি করার দরুণ তাঁকে আমি ছন্দনিপুণ ও কর্ণকুশলী হিসেবে সম্মান দেখিয়ে গৌরব বোধ করব নিশ্চয়ই। আমার কেবল বক্তব্য এই যে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের টেক্‌নিকের কৃতিত্ব থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে ব'লেই যেন তাঁর কবিত্বের আদর্শ আমাদের কিছুমাত্রও প্রভাবিত না করে। কারণ তাহ'লে বাংলা কাব্যের ক্ষতি হবে।

কেন ক্ষতি হবে তা একটু খুলে বল্‌বার সময় এসেছে। কারণ সত্যেন্দ্রনাথ বড় কবি ছিলেন একথা আজকাল বেশি শোনা যাচ্ছে—তাঁর ভাবহীন, প্রেরণাহীন, অভিজ্ঞতাহীন, চকমকিদীপ্তিকে অনেকে 'অচলা-চপলা'র অবিনাশী দ্যুতি ব'লে প্রচার করছেন। এতে সত্য কাব্যানুরাগীর আপত্তি করা উচিত ব'লে আমি মনে করি—যেহেতু কাব্যের আদর্শের ক্ষতি একটা জাতীয় ক্ষতি। নেপোলিয়ন যখন সঁ্যাৎ ব্যভকে ব'লেছিলেন:—"But where is there not charlatanism?" তখন সে-বিখ্যাত সাহিত্যিক উত্তর দিয়েছিলেন দীপ্ত ভঙ্গীতে: "Yes, in politics that is perhaps true. But in the order of thought, in art, the glory, the eternal honour is that charlatanism shall find no entrance; herein lies the inviolableness of that noble portion of man's being." ছন্দজ্ঞ হিসেবে না হ'লেও কবি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এই শার্লাটান-জাতীয়। কেবল ভয় হয়, একথা ব'লে পাছে অজ্ঞাতে কারুর কারুর মনে আঘাত দিয়ে বসি,—পাছে কেউ ভুল বোঝেন যে সত্যেন্দ্রনাথের কবিশক্তির নিন্দা করায় আমার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। (জানেনই তো আমাদের দেশ বিশেষ ক'রেই দলাদলির দেশ—যেখানে কেউ তার স্বাধীন মত সরল ভাষায় জানালেও তাই নিয়ে কত ব্যক্তিগত বিদ্রূপ ও সস্তা হাসি-তামাশার ধূলো উড়তে থাকে—যাতে সব অনাবিষ্ট বিচারের দৃষ্টিকেই ক'রে দেয় আবিল)

কথাটা বল্‌তে হ'লে একটু গোড়া থেকেই সুরু করতে হয় যা আমার মনে এসেছে প্রধানতঃ সঙ্গীতের রস থেকে।

সেকথা নামান্তরে "গ্রাম্যগ্রামের জিমগজিকার" ব'লেছি। এখানে কাব্যচর্চ্চা করতে গিয়ে নতুন ক'রে আবিষ্কার করলাম যে কাব্য সম্বন্ধেও তা খাটে। ভাগ্যক্রমে আপনি সঙ্গীতের টেকনিকেও পাকা—তাই মস্ত সুবিধে হ'য়েছে—ঠিক্ যেদিক্ থেকে যেভাবে ব্যাপারটাকে আমি দেখেছি—অর্থাৎ সঙ্গীতের দিক্ থেকে—সেই দিক্ থেকে সেই ভাবেই সুরু করি।

আপনি জানেন আমাদের দেশে দুরকম গাইয়ে বাজিয়ে আছেন: একদল একান্ত বাহ্য শ্রুতিমধুরতা তথা ঝোঁকওয়ালা ছন্দের আমদানী ক'রে খুব তাড়াতাড়ি সাধারণ শ্রোতার চিত্তহরণ ক'রে থাকেন—যেমন পিয়ারা সাহেব, কেরামতুল্লা খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, মহম্মদ হুসেন, গহরজান;—আর একদল আনেন গভীর সুর, গভীর তান, মন্দ্র তাল—যেমন অনুপম গুণী ৺রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, আবদুল করিম, হাফেজ আলি আলাউদ্দীন তিমিরবরণ, মোতি বাই। নিছক্ তালজ্ঞানের দিক্ দিয়ে প্রথম দল দ্বিতীয় দলের চেয়ে কম নিখুঁৎ নন একথা মান্‌তেই হবে। কিন্তু তবু শেষোক্ত দলের গুণীর গুণপনার সঙ্গে এঁদের তুলনাই হয় না। শেষোক্ত দলের তালের বাহ্য টেকনিকটা একটু অনুধাবন করলে দেখ্‌তে পাবেন এঁদের গান বাজনায় (মানে শ্রেষ্ঠ তান কর্ত্তবে) এঁরা তালবিভাগের স্পষ্টতা কমিয়ে দেন—যাকে ইংরাজীতে বলা যায় rounding off the corners. কিন্তু টেকনিকের বাহ্য পদ্ধতিটাই এ তালরূপের চরম কথা নয়। আসল কথাটা হ'ল রসের। এখন রসের ক্ষেত্রে ছন্দ কাব্য চিত্র প্রভৃতির স্বচ্ছ টেকনিকের অতি সুবোধ্য সস্তা রসটুকু সব দেশেরই গণমনকে আকৃষ্ট করলেও গভীর সুররসিকরা দেখেছেন যে এধরণের মিষ্টতা অতি সত্বরই একঘেয়ে হ'য়ে আসে। দুনতৌদুন জলদবাঁট তেলানা প্রভৃতি কতক্ষণ শোনা যায় বলুন? তাই যাঁরা এই সস্তা পদ্ধতিতে চটূ ক'রে মনভোলান তাঁদের চেয়ে গুণজ্ঞ সমাজ তাঁদেরকেই আদর করেন বেশি যাঁরা ছন্দের গভীরতর প্রচ্ছন্নতর লয়টি তাঁদের গুণপনায় ফোটাতে পারেন। করা উচিতই বই কি। কারণ এই শ্রেণীর গুণীর কৃতিত্ব যে শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীর কৃতিত্ব—কেন না এ শুধু গঠনকারুর কৃতিত্ব নয়,—সেই সত্য সুরপ্রেরণার কৃতিত্ব যা শুধু গভীর সুরশিল্পীর হৃদয়েই ফোটে।

কবিতায়ও ঐ কথা। যাঁরা শুধু ছন্দসর্বস্ব—অর্থাৎ প্রকৃত কবি নন (যেমন পোপ, টেনিসন বা সত্যেন্দ্রনাথ*) তাঁরা সঙ্গীতের এই প্রথমোক্ত দলের সঙ্গে খানিকটা তুলনীয়। কালিদাস, শেলি, এ-ই প্রভৃতি এই হারীন্দ্রনাথ শেষোক্ত দলের সঙ্গে তুলনীয়। দু'একটা উদাহরণ দিলে হয়ত কথাটা বেশি পরিষ্কার হবে।

টেনিসনের বিখ্যাত hocksley Hall প'ড়েছেন তো? প্রথমটায় বেশ লাগে যখন পড়ি:—

---

* অবশ্য টেনিসনকে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা ক'রছি না। কারণ টেনিসনের মধ্যে স্থানে স্থানে সত্য কবিত্বও ছিল—তাঁর সস্তা ছন্দ সত্ত্বেও—যেখানে সত্যেন্দ্রনাথের ছিল শুধু এই অতি স্পষ্ট ঝোঁকওয়ালা ছন্দের কৃতিত্ব—শুধু টেকনিকের উপর কর্তৃত্বের আশুফলপ্রদ চটক। তা ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ মন্দ পোদার প্রমুখ অত্যন্ত অসুন্দর কথা অসঙ্কোচে কবিতায় ব্যবহার করতেন যা টেনিসন ভুলেও করতে পারতেন না। আমি এখানে শুধু ছন্দের বাহ্য গঠন-নৈপুণ্যের দিক দিয়ে এঁদের সাদৃশ্যের কথা বলছি।

In the spring a livelier iris changes on the burnished dove ;
In the spring a young man's fancy lighly turns to thoughts of love...

কিন্তু খানিকক্ষণ পড়তে না পড়তে ক্লান্তি আসে। আস্‌বেই। কারণ সস্তা আবেদনের সংজ্ঞাই যে ঐ : সুকুমারমতি গ্রহীতার কাছে বেশিক্ষণ ভালো লাগেনা—লাগ্‌তে পারে না। ছন্দের ঝোঁকের অতি স্পষ্টতা (obviousness) দ্রুত লয়কারী তানালাপ প্রভৃতির মতনই : রুচি যাদের সূক্ষ্ম নয় তাদেরকেই খুসি করে। যেমন ধরুন টেনিসনের In Memorium-এ :

The leaf has perished in the green,
And while we breathe beneath the sun
The world which credits what is done
Is cold to all that might have been.

টেনিসন এ-শ্রেণীর লাইন অজস্র রচনা ক'রে গেছেন সত্যেন্দ্রনাথেরই মতন নির্ভুল ছন্দে, এবং এ জন্যেই তাঁর প্রতিপত্তি এত বেশি হ'য়েছিল প্রথমটায়। কিন্তু আজ সর্ব্বত্রই টেনিসনকে রসিকেরা ছোট কবি বলেন যে-কারণে ঠিক্ সেই কারণেই পরে সত্যেন্দ্রনাথও ছোট কবি বলে গণ্য হবেন। সে কারণটি এই যে এ-শ্রেণীর কবিতার বা সঙ্গীতের মধ্যে কোনো গভীর ছন্দের দোল নেই কোনো নিবিড় ভাবের অন্তঃপ্রেরণা নেই। প্রথমটায় এ-শ্রেণীর ছন্দ পড়তে ভালো লাগ্‌লেও, প্রথমটায় এ ছন্দের অতি-সুঠাম অতি-লালিত ঝঙ্কারে পা-মিলিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চল্‌তে ইচ্ছে হ'লেও মুস্কিল এই (যে কথা আপনিও লিখেছেন) যে এ-ছন্দের বেগে চল্‌তে না চল্‌তে গতি আসে শ্লথ হ'য়ে, মন ফোলায় ঠোঁট, প্রাণ সাভিমানে বলে : "আমি চেয়েছিলাম মনের প্রাণের খোরাক, কিন্তু তুমি হ'চ্ছ শার্লাটান, কানকে ঘুষ দিয়েই আমাকে ভোলাবার মৎলব দেখি।" তাই এ-ধরণের কবিতার পরেই যখন সে শোনে (অনামী ৪২ পৃষ্ঠা, এ-ইর "কৃষ্ণ" কবিতা) :

"I paused beside the cabin-door and saw the King of Kings at play...

কিম্বা যখন সে শোনে সত্যিকার ভাবপ্রণোদিত ছন্দোরাজ কবি হারীন্দ্রনাথের :

The Mother's Voice out of the darkness springs
"Lo, I am Beauty among beautiful things,—
In the deep stillnesses the world discovers
That I am the Love of its loved ones and lovers.
I am the round rich Silence of the sky,
I am the Flight of all the birds that fly,
The music in their throats, the honey-wild
Wanderings of bees, the hunger of the child
Veiling the deeper Hunger which has wrought
These burning naked marvels of the Nought.

তখন সে খুসি হ'য়ে বলে : "হাঁ, এই-ই বটে, এই-ই তো চাইছিলাম আমি কবিতা দেবীর কাছে।"

পত্রগুচ্ছ

আপনি লিখেছেন টেনিসন পোপ ড্রাইডেন সত্যেন্দ্রনাথের এ-তারল্য বা গাঢ়তা ঠিক্ ছন্দজ নয়—ভাবজ অর্থাৎ ভাব গভীর হ'লে তথাকথিত তরল ছন্দেও অনেক সময়ে গভীরতা আনা যায়। একথা যে খানিকটা সত্য তাতে সন্দেহ নেই—কারণ একই মালিনী বা ইন্দ্রবজ্রা বা অনুষ্টুপ ছন্দ কালিদাস বা ভবভূতির হাতে প'ড়ে যে-রূপ নিয়েছে তার সঙ্গে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত কবির রচিত এ ছন্দের নিকৃষ্ট রূপের তুলনা করলে বোঝা যায় যে প্রতিভা "touches nothing that it does not adorn" একথাটা প্রতিভাপূজকের উচ্ছ্বাস মাত্র নয়। বস্তুতঃ তরলভাব অনেক ক্ষেত্রেই ছন্দকে তার গগনবিহার থেকে টেনে নামায় ধরণীর ধুলো-বালিতে। ঔরঙ্গজেবের সময় জগন্নাথ ব'লে একজন সত্যিকার ভালো কবি ছিলেন। তাঁর কোনো কোনো অপূর্ব্ব সুন্দর ভাবপূর্ণ কবিতার পাশে শ্রীরূপ গোস্বামীর "উজ্জ্বল নীলমণির" কোনো কোনো তরল কবিতা পড়তে পড়তে প্রবোধচন্দ্রের এই কথাই মনে হচ্ছিল বার বার যে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ এত একঘেয়ে হ'য়ে প'ড়েছিল তাঁর ছন্দের কোনো intrinsic দোষে না—তাঁর ভাবের দৈন্যে ফলে—যাকে Wordsworth অন্যভাবে ব'লেছেন "the matter expressed is superlatively contemptible"; সত্যি কথা। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেই।

শ্রীরূপ গোস্বামীর একটি এমনিধারা superlatively contemptible matter ভরা কবিতা কী রকম বাজে দাঁড়িয়েছে—দেখুন মালিনীর মতন সুন্দর ছন্দেও : শ্রীকৃষ্ণ বল্ছেন সখা সুবলকে :

রচিতশিখরশোভারক্তমস্তোরুহাক্ষী
শ্বসিতপবনদোলাদোলিনা মৌক্তিকেন
পুটযুগমতিফুল্লং বিভ্রতী নাসিকায়া
মম মনসি বিলগ্না দর্শনাদেব রাধা।

তবু সংস্কৃত ছন্দের এমন একটা সম্ভ্রম dignity আছে যে এ ভাবও তত খারাপ শোনায় না—ওর মেঘমন্দ্র কল্লোলের গুণে। কিন্তু খানিকটা সত্যেন্দ্রনাথী ছন্দে এর অনুবাদ করতে গেলেই বোঝা যায় এ ধরণের কবিতা আসলে কী বাজে—মেকি! এর অনুবাদ হবে :

সখে কমল নয়ন রাধার মোহন নাসায় কেমন ভায়
গজমৌক্তিক নোলক মাণিক দাড়িম বীজের প্রায়
রক্তশোভায়! নিঃশ্বাসে তায় উঠ্‌তে দুলে দুলে
দেখেই বারেক আর তো তিলেক থাক্‌তে নারি ভুলে!

সত্যিই—ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের ভাষায়—superlativly contemptible নয় কি? অমন যে মালিনী ছন্দ তাতেও কী দাঁড়ালো বলুন তো কবিতাটা? যেমন বাজে ভাব—তেমনি namby-pamby উচ্ছ্বাস!

এখন এর সঙ্গে তুলনা করুন পণ্ডিত জগন্নাথের ভামিনীবিলাসের একটি মধুর যমককল্লোলিত ভাবপূর্ণ কবিতা (শার্দ্দূলবিক্রীড়িতে)

রে চেতঃ কথয়ামি তে হিতমিদং বৃন্দাবনে চারয়ন্
বৃন্দং কোঽপি গবাং নবাম্বুদনিভো বন্ধুর্ন কার্য্যস্ত্বয়া ।
সৌন্দর্য্যামৃতমুদ্গিরদ্ভিরভিতঃ সংমোহ্য মন্দস্মিতৈর্
এষ ত্বাং তব বল্লভাংশ্চ বিষয়ানাশু ক্ষয়ং নেষ্যতি ॥

ওরে অবোধ চিত্ত, শোন্
তোরে কহি এ-হিতবচন
নব অম্বুদনিভ বরণ যাহার—চরায় যে ধেনুবৃন্দ—বৃন্দাবনে,
যেন ভুলেও মিতালি তার
নাহি যাচিস্ একটিবার
এই রীতি তার—সুধালাবণী-বিজুরি ছুরিয়া—মোহিয়া মনে
হাসি' মন্দ মধুর হাস
তোর সাধিবে সর্ব্বনাশ :
হবে ক্ষয় তোর প্রেয় বিষয়বাসনা পলকে অলথ ক্ষণে ।

কী আকাশ-পাতাল তফাৎ বলুন তো ! নয় ?

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের মধ্যেও পাই ঐ রাধার নোলক-পরা মূর্ত্তির উচ্চ গুণকীর্ত্তন ধরণের কবিতা—ভাব, অনুভূতি, চিন্তা—সবই তরল, মেঠো । একটা চমৎকার টেকনিকাল কৃতিত্বের চটক আছে মানি—কিন্তু শুধু ওতে কবিতা হয় না । আর দুটো মাত্র উদাহরণ দিয়ে এ পত্রের সমাপ্তি টানি—

সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত ঝর্ণা কবিতাটিই নেওয়া যাক্ :

এসো তৃষ্ণার দেশে এসো কলহাস্যে
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে
ধূসরের ঊষরের করো তুমি অন্ত
শ্যামলিয়া ও-পরশে করো গো শ্রীমন্ত ;
ভরা ঘট এসো নিয়ে ভরসায় ভর্ণা ;—ঝর্ণা !

ঠিক্ পোপের সস্তা ভাবহীন ছন্দ নয় ? প্রথমটায় মাতিয়ে তোলে—কিন্তু একটু পরেই মন কেমন যেন নৈরাশ বোধ করে : কই, কোনো গভীর রসের তরঙ্গ তো মনের তটে আছড়ে প'ড়ে মনকে দুলিয়ে তুল্‌ল না !

কিন্তু আপনার ও কথার মধ্যে অনেকখানি সত্যি আছে যে, ওটা এ "স্বর্ণা" কবিতার ছন্দের দোষে হয়নি, যেহেতু ভিতরে ভাব থাকলে অতি পরিচিত মামুলি ছন্দেও বিদ্যুৎ ওঠে জেগে। যেমন ধরুন ভাওয়াল কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের নানা সুন্দর কবিতা। অতি পরিচিত ছন্দে লেখা তাঁর প্রায় সব কবিতাই। কিন্তু তবু কবিত্বের প্রেরণা যেখানেই তাঁর সত্য হ'য়েছে সেখানেই মনকে তিনি স্পর্শ করতে পেরেছেন তাঁর শত ত্রুটি সত্ত্বেও। তাঁর "আমার ভালোবাসা" কবিতাটি থেকে একটু বেশি ক'রেই উদ্ধৃত করি ; কারণ বুদ্ধদেবের সঙ্গে সায় দিয়ে আমিও আক্ষেপ করি যে, আজকের দিনে অনেকের মন এমনই অতি লালিত ছন্দের অনুরাগী হ'য়ে প'ড়েছে যে, ঝঙ্কারের ঠুন্‌কো ফুলকাটা না দেখতে পেলে তাঁরা দীপ্তিই দেখ্‌তে পান না—ভাব শক্তিমত্তা ওজস্ কল্লোল প্রভৃতি বড় বড় কাব্যগুণে মুগ্ধ হ'তেই পারেন না। আর পারেন না ব'লেই আমাদের দেশে গোবিন্দচন্দ্র দাস (তাঁর নানা ত্রুটি সত্ত্বেও) সত্য কবি হ'য়েও তেমন আদর পান নি (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র বুদ্ধদেব প্রমুখ কয়েকজন মুষ্টিমেয় রসজ্ঞের কাছে ছাড়া) যেমন আদর সত্যেন্দ্রনাথ সত্য কবি না হ'য়েও পেয়েছেন। গোবিন্দচন্দ্র দাসের নানা সরস সুন্দর কবিতা পড়তে পড়তে আমার মনে বিস্ময় জাগে এই ভেবে যে সত্য সুরবোধ থাকলে অতি আটপৌরে ছন্দেও কী রসপ্রেরণাই না বইয়ে দেওয়া যায় ! যেমন ধরুন তাঁর "আমার ভালোবাসা" কবিতাটি :

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ ;
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা দেহ ছাড়া প্রেম কথা—
কামুক লম্পট ভাই, যা কহ তা কহ !
কোথায় স্থাপিয়ে মূল ফোটে প্রেম পদ্মফুল ?
আকাশ কুসুম সে যে কল্পনা-কলহ !
আত্মায় আত্মায় যোগ ? বুঝি না সে উপভোগ
অদেহী আত্মারে আগে কিসে ছুঁয়ে লহ ?
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ !
ধরার মানুষ আমি আমি তাই মহাকামী
আমার আকাঙ্ক্ষা সে যে মহা ভয়াবহ !
আলিঙ্গনে ভাঙে চুরে শ্বাসে হিমালয় উড়ে
চুম্বনে চূর্ণিত হয় গ্রহ উপগ্রহ !

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ
আমি নাহি বুঝি পাপ নাহি বুঝি অভিশাপ
কনকের গৃহে কিসে নরক-সংগ্রহ।
জড় কিসে নীচ তুচ্ছ আত্মা কিসে মহা উচ্চ—
আমি তো বুঝি না ভেদ—তোমরাই কহ।

মানি, গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই খাদ আছে, সৌকুমার্য্যের অভাব আছে, ব্যঞ্জনার পরিমার্জ্জনার সূক্ষ্মতার অভাব আছে—যে সব ত্রুটির দরুণ তাঁর কবিতা যা হতে পারত তা হয় নি। মানি, এ সব ত্রুটি সামান্য ত্রুটিও নয়—কাব্যকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার আদর্শকে অনুসরণ করতে হ'লে প্রচুর সাধনা চাই, প্রকাশত্রুটির সম্বন্ধে সজাগ সূক্ষ্মবোধ চাই, প্রতিপদে প্রকাশের বাধাকে জয় করবার অদম্য প্রাণশক্তি চাই। গোবিন্দচন্দ্র দাস বহুক্ষেত্রেই কাব্যের আদর্শ থেকে স্খলিত হ'য়েছেন একথা তাই সদুঃখে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তবু বলব যে তাঁর সব ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি ছিলেন—কবি—মনেপ্রাণে কবি—যা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন না। কারণ সত্যেন্দ্রনাথের যে-দীপ্তি সে হচ্ছে গিল্‌টি দীপ্তি—চিক্কণ, পরিপাটি, শ্রবণরঞ্জন—যেখানে গোবিন্দচন্দ্র দাসের ছিল সোনার দীপ্তি—খাদে তার ঔজ্জ্বল্য ঢাকা প'ড়েছে অনেক স্থলেই—তবু সে খাঁটি সোনাই—নকল নয়। তাঁর ছিল যে অন্তরের সহজ আবেগ, গাঢ় উচ্ছ্বাস ও সর্ব্বোপরি—ছন্দের আত্মপ্রকাশের দুর্নিবার স্পন্দন। আর সত্যেন্দ্রনাথের? সন্দেহ নেই যে তাঁরও ছিল অনেকগুলি সুন্দর জিনিষ—প্রশংসনীয় গুণ। ছিল সাম্যবাদ, ছিল আদর্শবাদ, ছিল সাহিত্যানুরাগ, ছিল ছন্দপ্রীতি—গবেষণার উৎসাহ। * কিন্তু হ'লে হবে কি—কবি হবার পক্ষে তাঁর আসল জিনিষটিই যে ছিলনা। ঐ "ঝর্ণা" কবিতাটিই দেখুন না—য্যাকে অনেকে বলেন অপূর্ব্ব কবিতা!!" ওর উচ্চনিনাদী সস্তা অনুপ্রাস প্রভৃতির কথা দেখুন না একটু ভেবে। "বলুন তো, ওতে "ভর্ণাকে" বসানো হ'য়েছে কি বেচারী অসহায় ঝর্ণার দোসর হবার জন্যেই না।

"তুল্ তুল্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ তুল্ তুল্ · তার তন তার মন ফাল্গুন ফুলবন"

—এসব কি কবিতা! অথচ সত্যেন্দ্রনাথের এই সব jazz-ছন্দী কবিতার গুণকীর্ত্তনে কত কাব্যামোদীকেই না আত্মহারা হ'য়ে উঠ্‌তে দেখা যায়! বস্তুতঃ এই ধরণের অত্যন্ত সস্তা ঠমক-চমকের পায়েই কি তিনি পদে পদে

* পত্রগুচ্ছের মধ্যে আমার ভাবুক সত্যনিষ্ঠ বন্ধু সুরহর্দ্দির চিঠিটি (৩১৬ পৃষ্ঠা) মন দিয়ে পড়বেন—যেটিতে তিনি লিখেছেন যে তার কবিতার অধিকাংশই তিনি লিখে গেছেন literary culture থেকে—spiritual experience থেকে নয়। আমার বিশ্বাস বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন সত্যেন্দ্রনাথকেও এই কথাই স্বীকার করতে হ'ত তাঁর নিজের কবিতার সম্বন্ধে। কবিতা কখনো তিনি experience লিখবেন না এবং সেই জন্যেই কবি হিসেবে তিনি শিরোপা পেতে পারেন না, যদিও ছন্দকারবিৎ হিসেবে পারেন।

আত্মসমর্পণ করেন নি—যার ফলে তাঁর কবিত্বের হ'য়েছে ভরাডুবি ? সাধে কি বুদ্ধদেব একটি চিঠিতে সেদিন আমাকে লিখতে বাধ্য হ'য়েছিলেন যে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাগুলো শুধু মিথ্যে কথা সাজিয়ে মিথ্যে ঝঙ্কারের সৃষ্টি করা "merely aesthetic—পিছনে কোনো আবেগ নেই, কোনো passion নেই, তাঁর musical effect গুলি শিশুদের খেলনা জলতরঙ্গের মতন সস্তা ঠুন্‌কো। ঝর্ণা! ঝর্ণা! তরলায় ভর্ণা! এ কি সঙ্গীত! এ কি কোনো একটা অনুভূতি থেকে লেখা ? বস্তুতঃ কোনো subtle rhythm সত্যেন্দ্রনাথের ধারণার বহির্ভূত ছিল। তাঁর যে কোনো ছন্দের সঙ্গে তুলনা করুন রবীন্দ্রনাথের—

এ নহে সাগর বনমর্ম্মর গুঞ্জিত এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে

কিম্বা ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে

কিম্বা আজি আসিয়াছো ভুবন ভরিয়া গগনে ছড়ায়ে এলোচুল।

He would not have been able to write a line like this to save his life.

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে এ ধ্বনি তরঙ্গ উঠ্‌তেই পারত না, কারণ কোনো বড় অন্তঃপ্রেরণা—inner wrge—সে তরঙ্গের সৃষ্টি করে নি, রবীন্দ্রনাথ যে কবিত্ব রস দিয়েই ছন্দ তৈরি ক'রেছেন—ছন্দ দিয়ে কবিতা নয়। ছন্দের সে গুহ্য তত্ত্বটাই সত্যেন্দ্রনাথ কখনো টের পান নি।"

বুদ্ধদেবের এসব অভিযোগ যে মূলতঃ সত্য এ কথা কি অস্বীকার করা যায়! আপনিই বলুন। এবং সেই জন্যেই আমার মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দনৈপুণ্যের তারিফ ক'রে শীলতাসম্মত ভাবে চুপ ক'রে গেলে অন্যায় হ'ত: তাঁর অতি লালিত ঝঙ্কারপন্থাকে খর্ব্ব করার সময় এসেছে। জোর ক'রে বলার সময় এসেছে যে সত্যেন্দ্রনাথের এতখানি ছন্দোনৈপুণ্য মাঠে মারা গেল যে কাব্যাদর্শের দরুণ সে-আদর্শ বড় সর্ব্বনেশে জিনিষ—সে আলেয়া, যার কাজ স্বল্পশ্রুতি কাব্যামোদীকে পথ-হারা করা। বলার সময় এসেছে যে কবিত্বে ছন্দের গভীর কল্লোল অন্তঃস্মিত প্রসন্নতা বাইরের চূর্ণতরঙ্গের হাবভাবে চটুল কটাক্ষে মেলে না।

তবে হয়ত বল্‌বেন যে পপুলার আর্ট ও সত্যিকার আর্ট এ-উভয়ের মধ্যে মূল প্রভেদই তো এই খানে: যাতে অত্যন্ত-সহজে-উপভোগ্য কিছু পাওয়া যায় সে যে একটু চটকদার হবেই এতো জানা কথা;—পক্ষান্তরে যা "আপূর্য্যমান অচলপ্রতিষ্ঠ" তাকে বুঝতে হ'লে অন্তরের নানা গভীর অভীপ্সাকে বিকশিত ক'রে তোলার সাধনা চাই। জীবনে শুধু প্রকৃতিদেবীই তো মায়াময়ী ন'ন—বীণাপাণিও যে।

একথা মানি। কিন্তু মুস্কিল কি জানেন ? এ গণতন্ত্রের যুগ যে: কথায় কথায় এ-স্লোগানটি শুন্‌তে পাই—যে-ধুয়ো রুষ দেশে উচ্চণ্ড হ'য়ে উঠেছে এবং আমাদের দেশেও প্রতিধ্বনিত হ'তে সুরু হ'য়েছে—যে, যা

বহুলোকে এখুনি এখুনি বুঝবে তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আর্ট। একথার উত্তর দিতেও ইচ্ছা করে না। তাই একজন চিন্তাশীল ইংরাজ লেখকের একটি কথা উদ্ধৃত ক'রে ইতি করি:

"And all wise and experienced persons know, that bad and mean writings, of particular tendencies, will secure tenfold the number of readers of good and high productions. Popular authors cannot bear to admit or hear this. But how can it be otherwise? Will the uncultivated mind admire what delights the cultivated? Will the rude and coarse enjoy what is refined? Do the low endure the reasonings which justify subordination? Will the butterflies of fashion encourage any marks of distinction but their own gay colours?"

ইতি।

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

Almora. 1932

My dear Dilip,

You ask if I have ever had doubts. Well, not now—to any serious extent. I came to see that the root cause of my doubts was simply that things weren't going as I wished them to go. When I ceased to expect that things should go as I wished, the doubts vanished. I don't mean by the above that I consider that I have attained the stage of ceasing to want things to go my way. All I mean is that I have ceased to make it a prerequisite of faith that these should so do. Since then I am not worried in any serious manner. I believe that desire to have one's own way is the root cause of all doubt. My own position is something like this: It is well known that there are three main sources of proof—Pratyaksha, Anuman and Shabda (or Apta bachan). Now common opinion starts by assuming that Pratyakhsa is the most valid—'seeing is believing' as they say, then Anuman, and lastly authority or Aptabachan. This view leads almost inevitably (if courageously followed) to Russell-ism. On the contrary the great seers of the past, of all schools of thought, have taken quite the contrary view. They agreed that inasmuch as our senses are notoriously liable to error and supernormal experiences notoriously liable to misinterpretation, Pratyaksha praman is defective. Inference (Anuman) being dependent on Pratyaksha is liable to the same defects and the best basis for belief is Aptabachan whether in the form of Gurubakya or of Shastra—the two are fundamentally the same thing. They then reversed the ordinary order and by so doing arrived not at Russellism but at spiritual experience and Divine realisation. Hence I hold that one must at all costs start from

the right end if one is to get the right result. One must give up the stupid belief that the world is what it seems to be. It isn't, and the sooner we realise that, the better for us. Incidentally, why do you keep harping on Russell? I quite agree that he is a fine man in many ways and a fine thinker of his own sort, but why do you keep hoping that your Gurudeva or someone else will answer his sceptical arguments? *If you accept Russell's premisses you will be forced into his conclusions*, but then why accept his premisses? He is no muddle-headed thinker whose conclusions are at fault with his premisses. Quite the reverse. If you set foot on an escalator you will automatically be carried to the top of it, so don't set foot on it when you see it is going in the wrong direction.

How do we know that the Shastra is true? How do we know that the Grand Trunk Road leads to Delhi?—Because thousands and thousands have passed along it and reached the goal described. Has anyone yet been known to reach God through Russellism? "By their fruits shall ye know them." No one has yet reached God by reliance on sense-testimony alone.

The next point you raise is about the concreteness of Sri Krishna. You use the term 'sarupya' as equivalent to 'milan'. This is not quite clear to me. In Vaishnava terminology 'sarupya' means merely having a similar form to that of Sri Krishna and is not used for Radha Bhava. However, that is a mere matter of names. I am myself utterly certain that Sri Krishna can be experienced in perfect concreteness. As I think I once said before, He is the concrete of concretes and no mere misty abstraction or imagined form. He is no semi-imaginary projection out of a formless Brahman, but is the reality which supports all else. I am not denying the reality of experience of the Nirvishesha Brahman but saying that the latter is like seeing the sunlight while to see Krishna is to see the sun itself.

I quite agree with you that love of Sri Krishna is far more satisfying than any mere impersonal Ananda and one who has once reached the level even of desiring such love can never be satisfied with less. But on the other hand I do also feel that one must make no demands on Him that He should show Himself to receive our love. There is *no doubt whatever* that He both can and does do so, and that too in as concrete a form as anyone could desire, but I feel that one must leave that entirely to Him and—if it is His will—be content to love Him without any return or even any Darshan. Till then our love is tainted with selfishness. Gopi-prem is not the desire to *enjoy* Krishna but the desire to serve and *be enjoyed by* Him. One must make no demands and no bargain. But at the same time

that does not mean, as some 'adhyatmikisers" teach that love of Krishna is thus merely a *means* to establish in an easy manner the state of unselfishness and that when that is attainted there is no further need of the personal Krishna at all. It is quite the other way round. Unselfishness is the means to attain Him and at his own time He does accept the love of His bhakta in as personal and real a form as can be desired and a great deal more real than we can conceive. He is more real, more vivid than 'sunlight on the retina' as you put it. We have got so used to consider spiritual realities as vague and unsubstantial that we quite fail to realise that whatever 'reality' and 'vividness' is to be found in our sense-perceptions is but a faint shadow of His vividness. Krishna's embraces are no mere damned allegory about purusha and prakriti. And for God's sake Dilip, remember that Krishna's feet are more real than yours.

You write that you have sometimes criticised Sri Aurobindo. You shouldn't have. Of course he will not mind. He sees jewel in the lotus and can smile at your criticism,—but *you* mustn't do it. *Even in thought yon mustn't criticise him.* It all springs from desire to have things one's own way. He is your Guru and first, it is sheer ingratitude to criticise one who has shown you the light, and secondly, Guru is inseparable from Krishna. He is the one who has shown you the light, and your whole life can be no repayment for such a gift. Even if you were to spend the rest of this life with no further 'experiences' at all you would be utterly wrong if you refused to give yourself to him. As far as I know he does not ask for blind obedience from his chelas (at least so I gather from his letters) but one must never criticise even when one can't follow. If one could understand everything one's Guru said, then there wouldn't be a deal of need for a Guru at all. *

You say you wonder why doubts persist even in the face of experience. Well, I think one reason is because we do not see the full causal system of spiritual experiences. Our ordinary life is a linked series of causes and effects and the persistence of the visible effects assures us of the reality of their causes. Thus the reality of the interview I had with a carpenter yesterday or last month is testified to by the reality of the piece of work he brought me to-day. But in spiritual experience the ordinary sâdhak is not aware of the whole cause-and-effect series and therefore these experiences seem to come without any 'before and after'. In fact they come in from another dimension and as such we tend to doubt them afterwards. But this also happens with sense-experience when the causal series is not perceived. A friend of mine once saw a ship sink suddenly in mid-ocean as a result of a

torpedo from an unseen submarine and assured me that when it had sunk and left no trace whatever, he found it almost impossible to believe that there had even been a ship there at all.

Why do you doubt that Krishna will respond to you? Because you feel you are unworthy? So are we all. We are no Rukminis that we can write to Krishna saying as she did that "I have such and such good qualities and only *you* are worthy of them." We have nothing to recommend us to Krishna except our desire for Him. That is why the Brajawasis must be our Gurus and not Rukmini, and the queens of Dwarka. He Himself is full of all good qualities and powers. Will you try to dazzle a jeweller with a handful of imitation diamonds or astonish a Yogi with a few conjuring tricks? All we can offer Him is our love and that He will never reject. Would to God we had more of it......

I think that it is most important that we should always remember the distinction between our outer personalities and our inner selves, as Sir Airobindo so beautifully exPounds in his letter (p. 257) those selves which Krishna describes as 'Eternal portions of Himself' and which Vaishnava doctrine refers to as Krishna's Nitya Das. By that inner self one must dominate the outer one or, if one is not always strong enough to do that, one must at least *detach* oneself from the outer, float on the outer self as the lotus floats on the water, surrounded by it but quite untouched. Faith in Krishna and love for Him is really the property of this inner self. The ordinary mental or emotional attitudes that we ordinarily call belief (or doubt) are merely shadows of this inner faith cast on the outer mind and emotions. That is why they are fleeting while the inner faith is unwavering. When one acts from that inner self one is utterly free whatever one may be doing but when one acts from the outer so-called self one is bound even when one thinks one is freely indulging one's 'own' desires. In reality one is simply mechanically following the play of the three gunas in one's own (lower) nature. Nevertheless I am not urging that what is sometimes called 'self-realisation' is the goal. It can be had quite certainly and is equally certainly a state of ananda but it is not the full ananda. For that, the self which is anandakan (আনন্দকণ) must enter into relation with Krishna who is anandghan. (আনন্দঘন) That is why the final word of the Gita is not Atmagnan self-knawledge but "Manmana bhaba madbhakto" (Be thov-my dovstee) and that is why the Bhagwat describes faith in Amtagnan as sattwic but faith in 'Krishna seva' as 'nistraigunya'.

I think I can sum up my 'creed' (wouid it were my practice ! but action always lags behind vision) in four words : "Seek nothing ; give everything." At one time I passionately desired 'experiences' and if one really desires them Krishna is no niggard, but now I feel that love of Him must be independent of all 'experiences' which will come and go at His will and to serve His purpose. It must be something like the air we breathe which may, no doubt, sometimes be perfumed with scent of flowers but is no less essential to us when it has no perceptible scent.

Some people describe Him as formless or as having thousands of hands and feet but two feet are enough for me. And what feet ! If one misses them no Bramhananda and no Mukti can be enough to compensate for the loss, I suppose some people would call this anthopomorphism, but what does it matter what they call it. Facts are facts and I reject this modern notion that the abstract alone is true. Just as there could be no ananda anywhere if Krishna were not anandamaya so there could be no concreteness anywhere if *He* were not concrete and no form anywhere if He had no form. At one time, as you know I worshipped the Buddha, and deeply too ; but that was before I knew Sri Krishna, and now, when I look down the vistas of the past, among all the host of shadowy phantom figures I see only that one Divine form gleaming with supernatural light. But why the past ? Past, present and future, there is nothing but Him, The curves of His body are worth more than all the Infinites and Eternals and Absolutes. All the worlds are within the pores of His skin, and yet there He remains, no shadowy cosmic figure, but the eternal cowherd, in yellow dhoti peacock feathers, maddening the soul with the melody from a bamboo flute. Krishnat param kimapi tattwam aham na jane (What truth can there be beyond Krishna— I do not know.)

You see Dilip, I am quite lost. Jagadish Chatterji wanted me to write a book on Sri Krishna for his American school of Vedic studies, but what can I write ? I can't write grave philosophy like Woodroffe about mantra-shakti and ishta-devata and absolute being, nor delve into the dubious uncertainties of history like Bhandarkar, and I can't, to a Western public at any rate, simply recount how Krishna held up Mount Govadhan on his little finger. They would want to know what it all "meant". I am weary of all "meanings". It means just Krishna.

Love always, Dilip, from your ever affectionate

Krishnaprem.

(I must apologise to Krishnaprem for publishing this letter, as he had asked me not to do so. But as it is so beautiful, and as Sri Aurobindo wrote about it to me :

"Dilip, Krishnaprem's letter is sound throughout as usual ; he has, very evidently, a living spiritual consciousness and spiritual knowledge ;"—I have not been able to resist the temptation. I ask his pardon also for adding at the tail-end of this—the last part of his letter on page 311, as that portion was somehow omitted, and there seemed to me to be no other way of rectifying the oversight...Dilip)

অঞ্জলি

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

……শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

নহে ধন জন যশো গান,
বল্লভ-মালাদান,
কল্পনা কবিতার
বরণারতি :
শুধু জনমে জনমে প্রাণ
প্রার্থে নিরভিমান
ভকতি অহৈতুকী
শরণাগতি।

উৎসর্গ

স্নেহের আশালতা,

নেই অজানা তোমার কাছে "মা-জননী"র চিন্তা-সাধন-কথা ;
কৃতজ্ঞ-উচ্ছ্বাসে
"কথামৃত"-পানে তাঁহার পাঠাও প্রেমের অঞ্জলি সর্ব্বদা
আশীর্ব্বাদ-আশে।

তোমার আধুনিকী মনে অস্ত-ভারত-তপন আজো ভায়
অফুট কলি-পারা—
"শ্রদ্ধা" তাহার নামঃ বিবেকানন্দ যাহার অপার মহিমায়
হ'তেন আত্মহারা!

"মা-জননী"র পূত দীপ্ত অগাধ অন্তরের এ-সিন্ধুবাণী
শুন্‌বে তোমার মত
কয়জনা এ-যুগে ?—বৈজ্ঞানিকী ব্যঙ্গ বাক্য-হানাহানি
আজ যে বিশ্বব্রত!

তবু এ-প্রার্থনা-অর্ঘ্য সবায় নিবেদিতে আমি আজ
দুঃসাহসী কেন ?
বাস্তবের মরুভূমি পরে কভু আশা-লতার সাজ
তাই ভরসা হেন।

দিলীপদা।

The Rishi কবিতাটি শ্রীঅরবিন্দের ও অনুবাদ বন্ধুবর ক্ষিতীশ সেন কৃত। অনুবাদ সম্পূর্ণ নয়।

THE RISHI

(King Manu in the former ages of the world, when the Arctic continent still subsisted, seeks knowledge from the Rishi of the Pole, who after long baffling him with conflicting side-lights of the knowledge, reveals to him what it chiefly concerns man to know.)

MANU : Rishi who trance-held on the mountains old
Art slumbering, void
Of sense or motion, for in the spirit's hold
Of unalloyed
Immortal bliss thou dreamst protected ! Deep
Let my voice glide
Into thy dumb retreat and break that sleep
Abysmal. Hear !
The frozen snows that heap thy giant bed
Ice-cold and clear,
The chill and desert heavens above thee spread
Vast, austere,
Are not so sharp but that thy warm limbs brook
Their bitter breath,
Are not so wide as thy immense outlook
On life and death :
Their vacancy thy silent mind and bright
Outmeasureth.
But ours are blindly active and thy light
We have forgone.

RISHI : Who art thou, warrior arméd gloriously
Like the sun ?
Thy gait is as an empire and thine eye
Dominion.

MANU : King Manu, of the Aryan peoples lord,
Greets thee, Sage.

RISHI : I know thee, King, earth to whose sleepless sword
Was heritage.
The high Sun's distant glories gave thee forth
On being's edge :
Where the slow skies of the auroral North
Lead in the morn
And flaming dawns for ever on heaven's verge
Wheel and turn,
Thundering remote the clamourous Arctic surge
Saw thee born.
There 't was thy lot these later Fates to build,
This race of man
New-fashion. O watcher with the mountains wild,
The icy plain,
Thee I too, asleep, have watched both when the Pole
Was brightening wan
And when like a wild beast the darkness stole
Prowling and slow
Alarming with its silent march the soul.
O King, I know
Thy purpose ; for the vacant ages roll
Since man below
Conversed with God in friendship. Thou, reborn,
For men perplexed
Seekest in this dim aeon and forlorn
With evils vexed

ঋষি

(ভূতযুগে মহারাজ মনু উত্তরমেরুতে অভিযান করিয়াছিলেন মহাঋষির কাছে। তিনি অগ্রে মনুকে জ্ঞানের নানা গৌণ দিক্ দেখাইয়া শেষে চিরন্তন রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেন।)

মনু : সমাধি-বিলীন ঋষি! যুগসাক্ষী পর্ব্বত চূড়ায় সুষুপ্তি-মগন!
ইন্দ্রিয়-সম্বিৎ-হারা অচঞ্চল নির্ব্বাণ-শয্যায় অমল-কিরণ
মৃত্যুহারা আনন্দের মাঝে! যেথা তব ধ্যানস্থল নীরব গোপন,
এ কণ্ঠ পশুক সেথা, ভাঙুক সে পাতাল অতল নিদ্রা তব; শোন!
স্তূপীভূত যে-তুষার রচে তব পর্য্যঙ্ক-গৌরব স্বচ্ছ শৈত্যঘন
যে-উদাত্ত রুদ্ধশ্বাস নভ বিথারিছে ঊর্দ্ধে তব যেন মরু কোনো,
নহে হিম তিগ্ম হেন যে সহে না অঙ্গ তব খর নিঃশ্বাস তাহার,
নহে ব্যোম সুবিশাল যথা তব জন্ম-মৃত্যু-'পর দৃষ্টির প্রসার।
তাদের শূন্যতা হ'তে ঊর্দ্ধে ভায় মৌন উজ্জ্বলতা তব প্রতিভার,
যোদের মুখর চিত্ত অন্ধগতি; আদিম শুভ্রতা তার আজি ম্লান।
ঋষি : কে আসিলে যোদ্ধবেশে ল'য়ে দীপ্ত সজ্জা-অরুণিমা ভাস্কর সমান—
আধিপত্য পদক্ষেপে?—বিকীরায় সাম্রাজ্য-মহিমা যাহার নয়ান?
মনু : হে মুনীন্দ্র! মনুরাজা আর্য্যকুল-সম্ভব নৃপতি তোমারে প্রণমে।
ঋষি : জানি তোমা, অতন্দ্রিত অসি তব ব্যাপ্ত বসুমতী জিনেছে বিক্রমে
সুদূর গরিমারাশি সবিতার দিয়েছে তোমায় জনম প্রথমে
শ্লথচ্ছন্দ দীপ্রাকাশ যেথা পথ প্রভাতে দেখায় স্বর্ণাভ উত্তরে,—
অগ্নিবর্ণ ঊষা যেথা চিরকাল চক্রসম ফেরে স্বর্গপ্রান্ত 'পরে,—
নন্দিল নির্ঘোষে দূর-সাগরোর্ম্মি তব জনমেরে যেথা বজ্রস্বরে—
আপন সুকৃতিবলে সেথা নিয়ন্ত্রিলে ধরিত্রীর মূর্ত্তি অভিনব,
সৃজিলে মানবে; হিম উপত্যকা, ভয়াল অদ্রির হে সাক্ষী নীরব!
তব সাক্ষী ছিনু—সুপ্তি গর্ভে···যবে জ্বলিল মেরুর পাণ্ডুর বৈভব
অম্বেষু শ্বাপদ-ছদ্মপদে যবে···মন্থর···নিষ্ঠুর এল অন্ধকার
শব্দহারা ছন্দে হানি আত্মামাঝে ভীতিশিহরণ; উদ্দেশ্য তোমার
জানি আমি; শূন্যগর্ভ যুগ যুগ আবর্ত্তে রাজন্— বহি' ব্যর্থভার,—
নর নাহি ভাবে আর ভগবানে সুহৃৎ সমান। যে আলো বিগত
আজি, তারে দিশাহারা নরতরে করিছ সন্ধান সন্তাপ-বিব্রত

The vanished light. For like this Arctic land
To sleep, our being's summits cold and grand,
Repel the tread of thought. I too, O King,
Have sought Him, and in armies thundering,
Over whole nations. Action, thought and peace
And waking, but I had no joy of these,
And pity was not sweet enough, nor good
Often I found Him for a moment, stood
It fell from me. I could not hold the bliss,
My brothers. Beauty ceased my heart to please,
Recalled the vision of the light that glows
I hated the rich fragrance of the rose ;
I tired of the suns and stars ; then came
To heal me of the rash devouring flame
And sojourned with this mountain's summits bleak,
King, the blind dazzling snows have made me meek,
Pride could not follow, nor the restless will
My mind within grew holy, calm and still

MANU : O thou who wast with chariots formidable
Voiceless and white the cold unchanging hill,
A mightier presence, deeper mysteries
The warm low hum of crowds, towns, villages,
The village maidens to the water bound,
The fluting of the shepherd lads, the sound
Speak these not clearer to the heart, convey
Here is but great dumb night, an awful day
The many's voices fill the listening ear,
The One is silence ; on the snows we hear

Death has annexed
Where God abides,
In winds and tides
And where Death strides
Were questioned, sleep,
Nor ponderings deep,
My will could keep.
Astonished, then
The force for men,
Brightness in vain
Suns behind :
Weary and blind,
With broken mind
The dull disease,
These frozen seas.
Cooled my unease,
Come and go ;
Like the snow.
And with the bow !
Has it then
Than human men ?
The sun and rain,
The happy herds,
Myriad of birds,
More subtle words ?
Inert and dead.
Distract the head :
Silence tread.

এ-অন্ধ নিরাশ যুগে।   যেরূপ আজি মরণের
আমার বিরাট্ হিম চূড়াবলি, সেথা ঈশ্বরের
রোধে তারা চিন্তা-অভিযান।   তাঁরে আমিও রাজন্,
ঝঞ্ঝায় সাগরস্রোতে, শৈল দর্পে মস্তোলি-নিস্বন,
যেথা বহুজাতি মাঝে।   শুধায়েছি করমে ধ্যানেরে
নিদ্রায়—এসাবে তবু লভি' নাই কভু আনন্দেরে ;
করুণায়—স্থৈর্য্য লভি নাই।   ইচ্ছা পারেনি ধরতে
ভাষাহীন কতবার হেরি' তাঁর ভাস আচম্বিতে—
সে-আনন্দ নরন্তরে হায়, ধরি পারিনি রাখিতে
পরক্ষণে।   মধুরিমা পারে নাই মরমে পশিতে,
দিত আলো বৃথা মোরে কোটি-রবি-অপর-পারের
বিতৃষ্ণা জাগিল মনে সুরবাসে স্নিগ্ধ গোলাপের ;
চন্দ্র সূর্য্য তারকায় জাগিল বিতৃষ্ণা…ভগ্নচিত্তে
এল জ্বালা-উপপ্লব…সে-সবারে চাহিল জিনিতে
নিষ্কৃতি দিল না দাহ…ধু ধু শৈল বন সিন্ধু সনে
যতদিন দীপ্র হিম নতি নৃপ, না শিখালো—মনে
রুদ্ধ হ'ল অহঙ্কার…অন্তর-এষণা সঙ্কুচিত
গহন মানস লোক হ'ল পূত…শান্ত…সমাহিত…
মনু :   ধনুষ্পাণি বীর্য্যরথী ছিলে ঋষি একদিন,
আজি মূক হিম স্থাণু নগপরে কার ধ্যানলীন ?…
রহস্য গভীরতর—মানবের চেয়ে মহীয়ান্
পল্লী ও নগর, রৌদ্র বর্ষা, কম্র, উষ্ণ কলতান
জল-আহরণরতা শুচিস্মিতা পল্লীবালাগণ,
রাখাল বালকদের বংশীধ্বনি, মধুর কূজন
কহে না কি কথা ওরা স্পষ্টতর, আনে না পরশ
হেথা শুধু রাজে মহারাত্রি—স্তব্ধ, করাল দিবস
ঋষি :   বহুর মুখর স্বর করে নিত্য বধির শ্রবণ
অখণ্ড নৈঃশব্দ্য-চির—শুনি তাই তুষারে বিজন

স্পর্শে নিদ্রানত
নিত্য পীঠস্থান,
করেছি সন্ধান
মৃত্যু ভ্রাম্যমাণ
শান্তি জাগরণে
ধীর বিবেচনে,
শিবের মূর্চ্ছনে
র'য়েছি দাঁড়ায়ে
ফেলেছি হারায়ে
স্মরণ করায়ে
অপরূপ জ্যোতি ;
শ্রান্ত অন্ধমতি—
থমকিল গতি…
বৈরাগ্য ভুরাণী ;
রহি' সহবাসী—
অতৃপ্তি বিনাশি'।
লভিল নির্ব্বাণ…
তুষার সমান।
ঐশ্বর্য্য-বিতান
আছে কি হেথায়
সত্তা কেহ তায় ?
চল জনতায়,
ধেনু গোধূলির
অযুত পক্ষীর…
আরো সুনিবিড় ?
মৃত্যু-শবাসন,
ক্ষুব্ধ করে মন
মৌনের চরণ

Le 24 Novembre 1931

O mon Seigneur, mon doux Maître, pour accomplir Ton Oeuvre j'ai sombré dans les profondeurs insondables de la matière, j'ai touché du doigt l'horreur de l' in-conscience et du mensonge—lieu d'oubli obscurité suprême ! Mais dans mon coeur était le Souvenir, et de mon coeur jaillit l'appel qui parvint jusqu'à Toi :

"Seigneur, Seigneur, Tes ennemis semblent triompher de toute part ; le mensonge est le souverain du monde ; la vie sans Toi est une mort, un enfer perpétuel ; le doute y a pris la place de l' Espérance et la révolte celle de la Soumission ; la Foi y est tarie, la Gratitude n'ést pas née ; les passions aveugles, les instincts meurtriers, la faiblesse coupable ont violé, etouffé Ta douce loi d' Amour. Seigneur, permettras-Tu à Tes ennemis, le mensonge, la laideur, la souffrance, de triompher ? Seigneur, donne l'ordre de vaincre et la Victoire se produira. Je sais que nous sommes indignes, je sais que le monde n'est pas prêt. Mais je crie vers Toi dans ma foi absolue en Ta Grâce et je sais que Ta Grâce nous sauvera."

24th November 1931

O my Lord, my sweet Master, for the accomplishment of Thy work I have sunk down into the unfathomable depths of Matter, I have touched with my finger the horror of the falsehood and the inconscience, reached the seat of oblivion and supreme obscurity ! But in my heart was the Remembrance, from my heart there leaped the call which could arrive to thee : "Lord, Lord, everywhere Thy enemies appear triumphant ; falsehood is the monarch of the world ; life is without Thee a death, a perpetual hell ; doubt has usurped the place of Hope and revolt has pushed out Submission ; Faith is spent, Gratitude is not born ; blind passions and murderous instincts and guilty weakness have covered and stifled Thy sweet law of Love. Lord, wilt Thou permit Thy enemies to prevail, falsehood and ugliness and suffering to triumph ? Lord, give the command to conquer and Victory will be there. I know we are unworthy, I know the world is not ready. But I cry to thee with an absolute faith in thy Grace, and I know that Thy Grace will save".

অঙ্গীকার

হে বসন্ত সুকোমল !
অমৃত সহস্র দল !
তব সেবা তরে
মৃত্তিকা-জড়িমা চিরি'
নামিলাম ফিরি' ফিরি'—
পরশিয়া করে
কদর্য্য কুহেলি-পারা
অসত্য—সম্বিৎহারা,
অমেয় আঁধার,
শুধু এই অনুরাগী
চিত্তে তব স্মৃতি জাগি'
ছিল অনিবার।
হিয়া হ'তে উদ্বেলিয়া
আবেদন বিমূর্চ্ছিয়া
পড়ি' তব পায়
কহে ঃ "ওগো অরিন্দম !
তব অরি নিরমম
হ'ল জয়ী, হায় !
"মিথ্যা এ-ব্রহ্মাণ্ড 'পরে
আজি রাজদণ্ড ধরে
বিহনে তোমার !
"এ জীবন জীবন্মৃত
অন্ধ—রসাতল-ভীত
নৈরাশে অপার !
"সংশয় বিশ্বাসে দলি'
হ'ল ছত্রপতি—ছলী
দ্রোহী চমূ ওই
"লাঞ্ছিল শরণাগতি
ভূলুণ্ঠিত শ্রদ্ধারতি
কৃতজ্ঞতা—কই ?
"ক্রন্দিত অবনীতলে
উচ্চণ্ড দানব-দলে
আনে তমিস্রার
"ঘাতক হিংস্রতা যত
দুর্ব্বলতা স্বার্থরত—
গুণ্ঠিয়া তোমার
"প্রেমের পেলব গান,
সহিবে এ-অভিযান
লেলিহ—দুর্ভর ?
"অসুন্দর মায়া ব্যথা
হ'বে কি বিধানদাতা
আজি বিশ্ব 'পর ?
"আজ্ঞা দাও হে মহান্,
সবে হ'তে আগুয়ান্,
বৈজয়ন্তী তবে
"উড়িবে পলকে, নাথ !
জানি লক্ষ অপরাধ
করি মোরা ভবে।
"জানি আজও ধূলি-ধরা
তব দীপ্তি জ্যোতিস্বরা
পারে না সহিতে,
"তোমার উদ্দেশে তবু
আর্ত্ত ডাকে কহি : প্রভু,
এসো এ-মহীতে।
"তোমার করুণা কম
নিখিল নিঃশ্বাস সম
তাই জানি আমি—
"ত্রাণিতে ভূলোক কালো
নামিবে দ্যুলোক-আলো
তব প্রাণারামী।"

Ainsi, ma prière s'élança vers Toi ; et des profondeurs de l'abîme, je Te vis dans Ta rayonnante splendeur ; Tu parus et Tu dis :

"Ne perds pas courage, sois ferme et confiante—JE VIENS."

Thus, my prayer rushed up towards Thee ; and, from the depths of the abyss, I beheld Thee in Thy radiant splendour ; Thou didst appear, Thou saidst to me : "Lose not courage, be firm, be confident—I COME".

Le 15 Octobre 1917

J'ai crié vers Toi, Seigneur, dans mon désespoir et Tu as répondu à mon appel.

J'aurais tort de me plaindre des circonstances de mon existence, ne sont-elles point conformes à ce que je suis ?

Parce que Tu m'as menée jusqu'au seuil de ma splendeur et que Tu m'as fait jouir de Ton harmonie, je pensais avoir atteint le but ; mais à vrai dire Tu as regardé l'instrument dans la pleine clarté de Ta Lumiére et Tu l'as replongé dans le creuset du monde, afin qu'il soit à nouveau refondu et purifié.

A ces heures d'extrême et angoissée aspiration, je me sens, je me vois entrainée par Toi avec une rapidité vertigineuse sur le chemin dc la Transformation et tout l'être vibre du conscient contact avec l' Infini.

C'est ainsi que Tu me donnes la patience et la force afin de surmonter la nouvelle épreuve.

15th October 1917

I cried to Thee in my despair, O Lord, and Thou hast answered my call.

I have no right to complain of the circumstances of my existence, for are they not in consonance with what I am ?

Because Thou ledst me to the threshold of Thy splendour and gavest me the joy of Thy harmony, I thought I had reached the goal ; but, regarding Thy instrument in the perfect clarity of Thy light, Thou hast plunged it back into the crucible of the world that it may be melted anew and purified.

In these hours of an extreme and anguished aspiration, I see, I feel myself drawn by Thee with a dizzy rapidity along the road of transformation, while the whole being vibrates to the conscious contact with the Infinite.

It is so that Thou givest me patience and the strength to overcome in this new ordeal.

উচ্ছ্বসি' প্রার্থনা মম
উত্তরিল সর্ব্বোত্তম!
তোমার সকাশে,
নিতল কন্দর হ'তে
আচম্বিতে দিব্যরথে
হেরিনু বিভাসে

কান্তি কোটি-সূর্য্য-ভাতি,
কহিলে ঝলকি' রাতি :
"নাহি ভয় আর,
অচল প্রত্যয়ে বাঁধ্
বুক—মুছি' অবসাদ…
যেতেছি এবার।"

ধৈর্য্য

উছসি' নৈরাশে ডাকিনু প্রেমভরে—
অমনি দিলে সাড়া তোমার গূঢ় স্বরে।…

বেদন-বেষ্টনী চরণে যদি বাজে
তাহে কি অনুযোগ প্রিয় গো, মোর সাজে?
রচিলে মোরে যাহে লভে সে সঙ্গতি
জীবন-পরিধির সঙ্গে নিরবধি।…

তোমার গরিমার তোরণে পিপাসিত
আমারে হাত ধরে করিলে উপনীত;
তোমার সুষমার অতুল স্বাদ স্বামি,
কত না মৃদুছন্দে দিয়েছ, তাই আমি
ভাবিনু মনে : তব পরমতম দেশে
চিরাশ্রয় বুঝি মিলিল অবশেষে!
সে-ধনে বুঝিনি তো তোমার খরধার
দিব্যালোকে এই আধার সেবিকার
পরীক্ষিয়া পুন ধরণী-দ্রোণী মাঝে

রাখিতে চাহিলে গো ডুবায়ে কোটি কাজে,
গলায়ে দুখ দাহে, শোধিয়া অমলিন
করিতে সংগ্রাম-অনলে অনুদিন।…

মথিত বেদনার সুধা-অভীপ্সায়
আজিকে নাথ মোর মরমে উথলায়
নিগূঢ় অনুভব : নিরখি আপনার
পরাণ তনু মন কে যেন অনিবার
তোমার পানে টানে অসহ বেগময়
রূপান্তর-পথে…নিয়ত মনে হয় :
প্রতিটি অণুমম কাঁপিছে ঝঙ্কারে
দীপ্র চেতনায় পরশি' অসীমারে!…

এমনই কত ছলে ছলি' হে দাননিধি'
শিখালে ধৈরয—আশীষি' মোরে নিতি
শকতি দুর্ব্বারে—তরিতে পারি যায়
নূতন বাধা যত সরণী আগুলায়!

Le 12 Juillet, 1918

Soudain, devant Toi, toute ma fierté est tombée. J'ai compris à quel point, devant Toi, il était futile de vouloir se surmonter soi-même…et j'ai pleuré, j'ai pleuré abondamment, sans contrainte, les plus douces larmes de ma vie…Ah oui, comme elles furent reposantes, calmantes et douces, ces larmes que j'ai versées devant Toi sans honte ni contrainte ! Etait-ce comme une enfant dans les bras de son Père? Mais quel Père ! Quelle sublimité, quell magnificence, quell immensité de compréhension ! Et quelle puissance, quelle plénitude dans la réponse ! Oui, ces pleurs étaient comme une rosée sainte. Est-ce parce que ce n'était point sur ma propre peine que je pleurais ? Ah, quelles douces, quelles bienfaisantes larmes qui ont ouvert mon coeur sans contraint devant Toi, ont fait fondre en un miraculeux instant tout ce qui restait d'obstacles pouvant me séparer de Toi !

Peu de jours auparavant. j'avais su, j'avais entendu : "Si tu pleures sans contrainte et sans fard devant Moi, bien des choses changeront, une grande victoire sera gagnée." Et c'est pourquoi lorsque les larmes sont montées de mon coeur vers mes yeux, je suis venue m'asseoir devant Toi pour les laisser couler en offrande, pieusement. Et que l'offrande fut douce et récomfortante !

Et maintenant encore que je ne pleure, plus, je Te sens si proche, si proche que tout mon être en frémit de joie !

Laisse-moi balbutier mon hommage :

Dans ma joie d'enfant j'ai crie vers Toi :

"O Toi, le Suprême, l'vnique Confident qui sait d'avance tout ce qu'on Te dira. puisque Tu en es l'auteur.

"O Toi, le Suprême, l'-Unique Ami, qui nous acceptes et nous aimes et nous comprends tels que nous sommes, puisque c'est Toi-meme qui nous fis ainsi,

12th July, 1918

Suddenly, ln front of Thee, all my pride fell down. I understood how futile it was in Thy presence to wish to surmount oneself, and I wept ; I wept abundantly and without constraint the sweetest tears of my life…Ah how restful, how calm and sweet they were, those tears that I shed before Thee, without shame, without constraint ! Was it like a childs in the arms of its father ? But what a father was here ! What a sublimity, what a magnificence, what an immensity of comprehension ! What a power and plenitude in the response ! Yes, my tears were like a holy dew. Is it because it was not for my own sorrow that I wept ? Oh how sweet how helpful were those tears—for they opened my heart without constraint before Thee, they melted in one miraculous moment all the obstacles that still were there to keep me from Thee !

Some days before, I had known it ; I had heard : If thou weepest without constraint or disguise before me, much will change, a great victory will be won. It was therefore that when the tears rose from my heart to my eyes, I came and sat before Thee to let them flow as an offering, religiously. And how comforting and sweet was the offering !

And now although I weep no more, I feel Thee so near, so near that my whole being quivers with joy.

Let me falter out my homage :

I have cried in the joy of a child towards Thee :

"O Supreme and only Confidant, who knowest beforehand all we shall say to Thee, because Thou Thyself art its Source !

"O Supreme and only Friend, who acceptest, who lovest, who understandest us just as we are, because it is Thyself who hast so made us !

অশ্রু

সহসা সম্মুখে তব গর্ব্ব মম হ'ল বিলুণ্ঠিত…
বুঝিনু বলত, সেই মাহেন্দ্র লগনে—মোরা হায়,
বিফল প্রযত্ন কত করি—বৃথা আত্মজয় তরে !

নামিল নয়নাসার…নামিল অঝোরে দুর্নিবার
কী মধু ঝর্ঝরে !…বুঝি তেমন মধুর মন্দ্রে কভু
ঝরে নি জীবনে !…
সত্য, কী সান্ত্বন…তৃপ্তি সুধাস্বাদ
আনিল সে বহি'—যবে তারে তব পাদবেদীমূলে
সিঞ্চিনু নিলাজ নির্বারিত ধারে !
আপনারে যেন
মনে হ'ল শিশুসম—লভেছে যে পরম আশ্রয়
পিতৃবাহুবন্ধ-নীড়ে ! পিতা ! না না—পিতা হ'তে পিতা
তুমি যে করুণাধিপ ! কী মহিমা…অনন্ত বিভূতি…
সীমাহীন অনুকম্পা !…কী ঐশ্বর্য্য…সাড়া ঢল ঢল
কূলে-কূলে-ভরা-কান্তি !…
সত্য, মনে হ'ল—যেন মোর
আঁখিমুক্তা উষাস্নাত শিশিরের সম সুনিটোল
পুণ্য শুভ্র !—কেন ? বুঝি ঝরে নাই বলি' সে আমার
একান্ত আমারই ব্যথাধারে ! তাই লোর মম তার
কল্যাণ-পরশে নন্দে তনু মন অমৃত ঝঙ্কারে !
হিয়ার আগল যবে খুলিনু অকুণ্ঠে তব পাশে
সেই ইন্দ্রজালী লহমায় গ'লে গেল নেত্রনীরে
যত কিছু অন্তরায় তুলেছিল স্পর্দ্ধিত আড়াল
তোমার আমার মাঝে।

জানিতাম…শুনেছিনু যে গো
কয়দিন আগে : "যদি বৎসে মোর, পারিস্ কাঁদিতে
নির্বাধ সরলোচ্ছ্বাসে আমার সকাশে—অঘটন
ঘটিবে পলকে—মহাজয় এক জিনিবি জীবনে।"

তাই দেব, যবে মোর রুদ্ধাবেগ উঠিল উথলি'
হৃদি হ'তে চক্ষু পানে,—দিনু সেই নৈবেদ্য আমার
ভক্তিপূত কম্প্র করে চরণে তোমার অঞ্জলিয়া…
কী শান্তি-মেদুর গন্ধ অশ্রুঝারি ঝরালো অন্তরে !

কান্তবর্ষ ক্ষণে এবে মনে হয় কত কাছে তুমি !
এত কাছে !…ভাবিতেও শিহরণ জাগে রোমে রোমে !
রসনা কি উচ্চারিতে পারে—যাহা কৃতজ্ঞ উদ্বেল
আনন্দে কহিতে চাই ?
কহি শুধু অর্দ্ধস্ফুট বোলে :
"ওগো সর্ব্বোত্তম, মম মরমের সাথী সুগোপন,
একক সুহৃদ্ ! তুমি পূর্ব্ব হ'তে জানো তো সকলই
হিয়া যা কহিতে চাহে অন্তর্যামী ! ভাষা যে তোমারি
বিনির্ম্মিত ওগো বাণীশ্বর !
"ওগো রাজরাজ, সখা
অদ্বিতীয় ! স্বীকারিলে আমাদের, বাসিলে হে ভালো,
বুঝিলে—রচিত মোরা কোন্ উপাদানে দেহাধারে,
আপনি গ'ড়েছ যে গো সে-আধার হে শিল্পি নিপুণ,
একান্তে বসিয়া সযতনে !

"O Toi, le Suprême, l'Unique Guide, qui ne contredis jamais notre volonté supérieure. puisque c'est Toi-même qui veux en elle ; ce serait folie de chercher ailleurs qu'en Toi à être ecouté compris, aimé, guidé—puisque Tu es toujours là pour le faire et que Tu ne nous failliras jamais.

Tu m'as fait connaître les joies suprêmes, les joies sublimes, de la parfaite confiance, de la pleine sécurité, du total abandon sans réserve ni fard, sans effort ni contrainte.

"Et joyeuse comme une enfant, j'ai souri et pleuré à la fois devant Toi, O mon Bien-Aimé...

Le 22 Juin 1920

Après m'avoir octroyé la joié dépassant touta expression, ô mon Seigneur bien-aimé, Tu m'as envoyé a preuve, la lutte, et je lui ai souri à elle aussi, comme à l'un de Tes précieux messagers. Autrefois je redoutais le conflit, il froissait en moi l'amour de la paix et de l'harmonie, Mais maintenant, ô mon Dieu, je l'accueille avec joie : il est une des formes de Ton action, un des meilleurs moyens pour remettre en lumière les éléments de l'oeuvre qui autrement eussent pu être oubliés ; il apporté avec lui une perception d'ampleur, de complexité et de puissance. Et de même que je T'ai-vu, resplen dissant, susciter le conflit, de même c'est Toi aussi que je vois débrouiller l'enchevêtrement des événements et des tendances contradictoires, et finalement remporter la victoire sur tout ce qui s'essaie à voiler Ta Lumière et Ta Puissance ; car de tout cela, c'est une plus parfaite réalisation de Toi-même qui doit surgir.

"O Supreme and only Guide, who never gainsayest our highest will, because it is Thyself who willest in it !

"It would be folly to seek elsewhere than in Thee for one who will listen, understand, love, guide, since always Thou art there ready when we call and never wilt Thou fail us.

"Thou hast made me know joys supreme the sublime joys of perfect confidence and absolute security, surrender total and without reserve or disguise, free from effort, without constraint.

"Joyful like a child I have smiled and wept at once before Thee, O my well beloved !

22 June 1920

After Thou hadst granted to me the joy which surpasses all expression, Thou hast sent me, O my beloved Lord, the struggle, the ordeal and on this too I have smiled as on one of Thy precious messengers. Before, I dreaded the conflict, for it hurt in me the love of harmony and peace. But now, O my God, I welcome it with gladness : it is one among the forms of Thy action, one of the best means for restoring to light some elements of the work which otherwise might have been forgotten, and it brings with it a sense of amplitude, of complexity, of power. And even as I have seen Thee, resplendent. exciting the conflict, so also it is Thou whom, I see unravelling the entanglement of events and jarring tendencies, and gaining in the end the victory over all that strives to veil Thy light and Thy power : for out of their struggle it is a more perfect realisation of Thyself that must arise.

"হে মহান্ মর জীবনের
একক দিশারী ! তুমি অন্তরের উর্দ্ধ এষণার
কভু নাহি করো অপমান, প্রেমি ! করিবে কেমনে ?
আপনি নহ' কি নাথ, সর্ব্ব এষণার উৎস-চির ?
মূঢ় মোরা—তাই খুঁজি তোমারে ছাড়িয়া নিত্য হায়,
দরদী বান্ধব শ্রোতা সারথী—বাহিরে, যবে তুমি
সকল অভাব মর পরাণের চাহিছ মিটাতে
নিরন্তর—যবে তোমা পানে বন্ধু, চাহিলে বারেক
তিলেকও না যাও ছাড়ি' এ-পথ, চলায়।

"দেব দেব !
জ্যোতির্ম্ময় মহত্তম আনন্দ-আস্বাদ মোরে তুমি
দিয়েছ অশেষ রসে—পরিপূর বিশ্রব্ধ আশ্বাস,
ভরসা-পাথেয়—আত্মবিস্মরণী স্বত-উৎসারিত
নিষ্প্রয়াস, অগুণ্ঠিত, প্রশ্নহীন পরম শরণ।

হে দয়িত। শিশুসম স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহানন্দে আজ
নিরখি তোমারে আমি—দ'য়ে মুখে হাসি···চোখে জল !

দ্বন্দ্ব

দানেশ ! মোরে দিলে কী মহানন্দ পারহীন
মহিমা যার পরকাশিতে পারে না ভাষা দীন !
পাঠালে পরে দ্বিধার দোল পরীক্ষা ব্যথায়,
হাসিনু আমি তাহারও পানে চিনিনু যে গো তায়
অগ্রদূত-কান্তি তব—তোমারি অবদান,
নন্দি' তারে নন্দিল অশঙ্কিত পরাণ।

এমন দিন বন্ধু, ছিল—সংগ্রামে যেদিন
ঝরিত মোর প্রেমের ফুল, সুষমা অমলিন,
শান্তিকলি মুদিত দল—আজিকে হৃদয়েশ,
উলসি' অভিনন্দি তারে, নিরখি অনিমেষ—
ছন্দে তার তোমারই রাগরঙ্গ অতুলন !
কত না ছলে করিছ দান বুঝিল আজি মন !

নর্ম্ম-তব কর্ম্ম তব দ্বন্দ্ব-দাহনায়
কেমনে খচি' তুলিলে দেব, বিচিত্র বিভায় !
সৃজন-কারু যত না ছিল গহনে লুকায়ে
অসহতম বেদনতায় সবারে ফুটায়ে
তুলিলে খর আলোকপাতে !—নহিলে হিয়া হায়,
ভুলিত যে গো তোমার দাম, নিপুণ মহিমায়।

দ্বন্দ্ব-দাহে চেতনা মম বিকশে অনুদিন
বিম্বি' তব ব্যাপ্তি, বর বিভূতি, সুকঠিন
জটিল লীলা ; হেরিনু তোমা দুঃখ দীপিতে
চলার পথে যদি—অমনি শিখালে লখিতে :
কুটিল পাকে ফুলিলে বাধা—বিনাশি' কেমনে
নিকষ-কালো গ্রন্থি তুমি খুলিছ জীবনে !

দেখালে গুণি : রণের শেষে কেমনে কী স্রোতে
বিজয়চল নামাতে হয়—যাহারা বিরোধে
শকতি তব জ্যোতিবিভব ঢাকিতে সদা চায়
কেমনে মানে তাহারা হার,—তোমার প্রতিভায়
ধূধ্যমান তরী শত অঙ্কি' যতনে
পরম তব স্বরূপ-ভাতি মেলিলে মিলনে।

Le 24 Septembre, 1917

Tu m'as soumise à une dure discipline ; degré après degré, j'ai gravi l'échelle qui méne jusqu' à Toi ; et au sommet de l'ascension, Tu m'as fait goûter les joies parfaites de l'Identification. Puis, obéissant à Ton ordre, degré après degré, je suis redescendue vers les activités et les consciences extérieures, rentrant en contact avec ces mondes que j'avais quittés pour Te découvrir. Et maintenant que je suis redescendue jusqu'en bas de l'échelle, tout est si médiocre, si neutre, en moi et autour de moi, que je ne comprends plus...

Qu'attends-Tu donc de moi ; et à quoi servait cette lente et longue préparation si c'est pour aboutir à un résultat que la majorité des êtres humains atteignent sans avoir été soumis à aucune discipline ?

Comment se peut-il, qu'après avoir vu tout ce que j'ai vu, expérimenté tout ce que j'ai expérimenté, après avoir été menée jusqu'au sanctuaire le plus sacré de Ta Connaissance et de Ta communion, Tu fasses de moi un instrument aussi complètement banal dans des circonstances aussi ordinaires ? Vraiment. Seigneur. Tes fins sont insondables et dépassent mon entendement...

Pourquoi aussi, alors que Tu as déposé dans mon coeur le pur diamant de Ta parfaite Félicité, permets-Tu á la surface de refléter les ombres qui viennent du dehors, et ainsi de laisser insoupconné et il semble, inefficace le trésor de Paix que Tu m'as octroyé ? En vérité tout cela est bien mystérieux et confond ma compréhension...

24th September, 1917

Thou hast subjected me to a hard discipline ; rung after rung, I have climbed the ladder which leads to Thee ; and at the summit of thc ascent, Thou madest me taste the perfect joys of indentity with Thee. Then, obedient to Thy command, rung after rung, I have descended returning to external states of consciousness and re-entered into contact with these worlds that I left to discover Thee. And now that I have come back to the bottom of the ladder, all is so dull, so mediocre, so neutral, in me and around me, that I understand no more...

What is it Thou awaitest from me, and to what use then that slow long preparation, if all is to end in a result to which a majority of human beings attain without being subjected to any discipline ?

How is it, that having seen all that I have seen, experienced all that I have experienced, after I have been led up even to the most sacred sanctuary of Thy knowledge and of communion with Thee, I have been made by Thee so common an instrument in such ordinary circumstances ? In truth, O Lord, Thy ends are unfathomable and they pass my understanding...

Why, when Thou hast placed in my heart the pure diamond of Thy perfect Felicity, allowest Thou its surface to reflect the shadows which come in from outside, and so leave unsuspected and, it would seem ineffective, the treasure of Peace that Thou hast granted me ? Truly all this is a mystery and confounds my understanding...

স্বীকার

সুকঠোর তপস্যায় হে পাবন, শোধিলে আমারে···

ধীর পদক্ষেপে বাহি' তব সোপানের আরোহণী
উত্তরিনু শ্রীচরণে।···
শিখরের তুঙ্গতম চূড়ে
প্রেমের সাযুজ্যে তব আমার মমত্ব হ'ল লয়···

তার পরে ধরি' শিরে অনুজ্ঞা তোমার এনু নামি'
ধীরপদক্ষেপে পুন বাহি' অবতারণী—যেথায়
কোটি কর্ম্ম উতরোল···চেতনা যেথায় বাহর্মুখী।

আসিনু ফিরিয়া সেই কল্লোলিত বেলাভূমে—যারে
ছাড়ি' বাহিরিয়াছিনু অভিসারে হে প্রচ্ছন্ন প্রিয়,
লইতে তোমারে চিনি'!

শুধু দেব, অধিরোহিণীর
পাদমূলে অবতরি' আজি সবই অতি সাধারণ
নিষ্প্রভ পাণ্ডুর সম ভাতে···যত কিছু চারিধারে
হেরি!···নাহি বুঝি কেন?···

মোর কাছে কোন্ অর্ঘ্য তুমি
চাহো নাথ? কোন্ সেবা?—বহুবর্ষব্যাপী এ-উদ্যোগে
কেন মোরে নিয়োজিলে—যদি তার পরিণামে হেন
জীবন যাপিব—যাহা নিত্য যাপে লক্ষ নরনারী—
বিনা কোনো তপস্যা সাধনা?···

আজি শুধাই তোমারে:
যত কিছু নিরখিনু···অনুভবি' বরিনু পরাণে···
জ্ঞানের প্রেমের তব পুণ্যতম মিলন-মন্দিরে
হাত ধ'রে ল'য়ে গিয়ে যত কিছু দেখালে দিশারী,—
সে-সবার পরে আজি কেন মোরে দীন দৈনন্দিন
যন্ত্রিকার রূপে বিনির্ম্মিলে?
ওগো যন্ত্রি! সত্য করি'
কহি আজি: লীলা তব প্রহেলিকা সম প্রতিভাতে
বুদ্ধি যার দিশা নাহি পায়!

আরো জিজ্ঞাসি তোমারে:
রাখি' সঙ্গোপনে মোর অন্তরের অম্বুধি-অতলে
আনন্দের পদ্মরাগমণি—কেন উদাসীন সম
রহো—যবে তার চূর্ণ ঊর্ম্মিমালা বাহিরের কালো
গ্লানি-ছায়া প্রতিফলে?
হায়, আজি মনে লয় মম:
তোমার শান্তির দিব্য অমূল্য কৌস্তভ-রত্ন মোরে
দিয়া দান—পরে তারে লোকচক্ষু-অন্তরালে রাখি'
করিলে তাহারে মন্ত্রহারা বাণীহীন।
হে অমেয়!
বিচিত্র তোমার লীলা! সত্য,—চির-রহস্য স্তম্ভিত···
মন তার নাহি পায় তল!···

Pourquoi, m'ayant donné ce grand silence intérieur, permets-Tu à la langue de tant s'exercer et à la pensée de s'occuper de si futiles choses ? Pourquoi ?...Je pourrais indéfiniment questionner et probablement toujours en vain.

Je n'ai qu'à m'incliner devant Ton décret, et à accepter sans mot dire ma condition.

Je ne suis plus qu'un spectateur regardant le dragon du monde dérouler ses anneaux sans fin.

Le 25 Novembre 1917

O Seigneur, á une heure de cruelle détresse, parce-que dans la sincérité de ma foi j'ai dit : "Que Ta volonté soit faite," Tu es venu revêtu de Ta gloire. A Tes pieds alors je me suis prosternée, puis sur Ton sein j'ai trouvé abri. Tu as rempli mon être de Ta divine clarté et Tu l'as inondé de Ta félicité. Tu m'as réaffirmé Ton alliance et m'as assuré de Ta constante Présence. Tu es l'ami sûr qui ne faillit point, le Pouvoir, le Soutien et le Guide. Tu es la Lumiére qui dissipe les tenèbres et le Conquérant qui assure la victoire. Depuis que Tu es là, tout s'est clarifié ; dans mon coeur affermi, Agni s'est rallumé ; et sa splendeur rayonne embrasant l'atmosphère en la purifiant...

Mon amour pour Toi, si longtemps comprimé, a jailli de nouveau, puissant, irrasistible, souverainement decuplé par l'épreuve subie. Il a trouvé la force dans la réclusion, la force d'émerger à la surface de l'être, de s'imposer en maître à la conscience entière, d'engloutir toute chose en son flot débordant···

Tu m'as dit : "Je reviens pour ne plus te quitter."

Et le front sur le sol j'ai rec u Ta promesse..

Why, when Thou hast given me this great inner silence, sufferest Thou the tongue to be so active, the thought to be occupied with things so futile ? Why···I could go on questioning indefinitely and, to all likelihood, always in vain···

I have but to bow to Thy decree and accept without a word my condition.

I am no more than a spectator who watches the dragon of the world unrolling, its coils without end.

25th November 1917

O Lord, because in an hour of cruel distress I said in the sincerity of my faith : "Let Thy will be done," Thou camest garbed in Thy raiment of glory. At thy feet I prostrated myself, on Thy breast I found my refuge. Thou hast filled my being with Thy divine light and flooded it with Thy bliss. Thou hast reaffirmed Thy alliance and assured me of Thy constant presence. Thou art the sure friend who never fails, the power, the support, the Guide. Thou art the light which scatters darkness, the Conqueror who assures the victory. Since Thou art there, all has become clear. Agni is rekindled in my fortified heart ; and his splendour shines out and sets aglow the atmosphere and purifies it···

My love for Thee, compressed so long, has leaped forth again, powerful, sovereign, irresistible—increased tenfold by the ordeal it has undergone. It has found strength in its seclusion, the strength to emerge to the surface of the being, impose itself as master of the entire consciusness, absorb everything in its overflowing stream···

Thou hast said to me : "I have returned to leave thee no more."

And with my forehead on the soil, I have received Thy promise.

আরো প্রশ্ন জাগে : কেন
অন্তরে লভিয়া মোর অন্তর্লীন নৈঃশব্দ্য মহান্
রসনা আন্দোলি' তোলো ?—সহো বা কেমনে যবে মোর
চিত্ত উঠে চঞ্চলিয়া দ্বন্দ্ব ব্যর্থ চিন্তার লাঞ্ছনে ?
কেন ?—কেন ?—হায় ! আমি পারি হেন প্রশ্ন অন্তহীন
পুছিতে তোমারে নাহি লভিয়া উত্তর।

যা না হোক্
ব্রত মম প্রশ্নহীন, শর্তহীন···তব প্রত্যাদেশ
পালিব কৃতজ্ঞে নমি'—স্বীকারিব নীরব গ্রহণে
যে-বেষ্টনী মাঝে মোরে এ-জীবনে রাখিবে ভূতলে।···
সূত্রধার ! সাক্ষীসম হেরি আজি লীলাসূত্র তব
যত অপরূপ ভঙ্গ তরঙ্গিছে অনাঙ্ক লহরে !

অবিস্মরণীয়

নাথ হে মম ! নিঠুরতম বেদন-লগনে
কহিনু যবে নির্ভরের সরল স্তবনে :
"ইচ্ছা তব পূর্ণ হোক্"—অমনি যাদুকর !
মহিমময় কী জ্যোতিবেশে উদিলে মনোহর !
লুটিয়া তব চরণে আমি যাচিনু বরাভয়
বক্ষে টানি' বন্ধু, দিলে সুচির-আশ্রয়।

সত্তা মম স্বরগোপম কিরণে কৃপাময়,
প্লাবিল, সে-আনন্দে ব্যথা মানিল পরাজয় !
সখ্যলিপি স্বাক্ষরিলে অঙ্গীকারে হে,
ঝরালে তব সঙ্গসুধা অঝোর ধারে যে !
দয়িত তুমি হে ধ্রুবসাথী, দিশারী ! পাথারে
ভাতিছে আলো-স্তম্ভ সম দলিয়া আঁধারে !

নহে সে-আলো ছায়া-করাল, দুরিত দূরে সে
নির্ঘোষিয়া জয়ের বাণী পরাণপুরে হে !
যেদিন হ'তে উরিলে—হ'ল নিখিল নিরমল,
জ্বলিল হৃদে প্রেমের পূত অগ্নি অচপল,
অর্চি তার উদ্ভাসিয়া ছাইল গগনে
পুণ্য হ'ল গ্লানিমা মোহ ধন্য শরণে !

কত না দিন···মরমে প্রেম বন্দী ছিল যে
আচম্বিতে আজি সে পুন নন্দি' মিলনে
উচ্ছলিল উন্মুখরা—দুঃখ-দাহনে
নিযুতগুণ শকতি লভি' নিঝর স্বননে
অন্তরালে মৌন অবরুদ্ধ বেগ তার
রচিতেছিলে চেতন-ঢেউয়ে স্ফুরিতে দুর্বার !

ছত্রপতি হ'ল হৃদয়-রাজ্যে তব প্রেম
বন্যাধারে ভাসায়ে গ্লানি—অশিব করি' ক্ষেম,
কহিলে তুমি : "এসেছি ফিরি' আজিকে আরবার
রহিতে তোর সঙ্গে—ছাড়ি' যাব না কভু আর।"
নমিয়া শির পৃথ্বী'পরে কহিনু : "রাজরাজ !
ভরসা তব বোধনে নব ধরিনু মাথে আজ।"

Le 7 Mars 1915

C'est l'exil hors de tous les bonheurs spirituels, et, de toutes les épreuves, Seigneur, c'est certes la plus douloureuse que Tu puisses imposer. Surtout le retrait de la Volonté qui semble être un signe de si totale désapprobation. Forte est l'impression croissante du rejet ; it faut toute l'ardeur d'une foi inlassable pour que la douleur n'envahisse pas irrémédiablement la conscience extérieure ainsi abandonnée à elle-même…

Mais elle ne veut pas désesporer, elle ne veut pas croire au malheur irréparable ; elle attend avec humilité, dans l'effort et la lutte obscurs et cachés, que la souffle de Ta joie parfaite la pénètre à nouveau. Et, pent-être, chacune de ses modestes et secretes victoires est elle une aide véritable apportée à la terre.

S'il était possible de sortir définitivement de cette conscience extérieure, de se réfugier dans la conscience divine…Mais cela Tu l'as interdit. et Tu l'interdit constament : pas de fuite hors du monde ; le fardeau d'ombre et de laideur doit être porté jusqu'au bout, même si l'aide divine semble s'être retirée ; au sein de la nuit it faut rester et marcher, même sans boussole, sans phare, sans guide intérieurs…

Je ne veux même pas implorer Ta miséricorde, car ce que Tu veux pour moi, je le veux aussi ; et toute mon énergie se tend uniquement pour avancer, avancer toujours, un pas après l'autre, malgré la profondeur

7th March 1915

It is a banishment from every spiritual happiness, and of all ordeals that thou can impose O Lord, this surely is the most painful. But most of all the withdrawal of thy Will which seems to be the sign of so total a disapprobation. Strong is the growing sense of rejection, and it needs all the ardour of an untiring faith to save the external consciousness thus abandoned to itself from invasion by an irremediable sorrow.

But it refuses to despair, it will not believe in an irreparable misfortune ; it waits with humility in an obscure secret effort and struggle for the breath of thy perfect joy to penetrate it anew. And perhaps each of its modest and hidden victories is a true help brought to the earth…

If it were possible to go definitely out of this external conscio . ness, to take refuge in the divine consciousness !…But that Thou has forbidden and still and always Thou forbidst it. No flight out of this world !—The burden of its darkness and ugliness must be borne to the end and even if all divine help seems to be withdrawn, I must remain in the heart of the might, and I must walk through it without a compass, without a beacon-light, without an internal guide.

I will not even implore Thy mercy ; for what Thou willest for me, I too will. A my energy is strained solely to advance step after step, in spite he depth of the

আত্মদান

বঞ্চিত হে বন্ধু, করো যখন মোরে তব গো
গহন সুখ অমৃত বৈভবে,
যবে পরীক্ষাও আসে না আর হায়,—
তখনই তব তীব্রতম বিরহে পরাভব গো
মিলন মানে—ইচ্ছা তব যবে
তার চিহ্ন মুছি' সংসারে মিলায়।

সে-দিন এই যাত্রাপথে তোমার বিমুখতা গো
ঘনায় যে নীরন্ধ্র অমা সম,
বুকে দুর্নিরোধ নিরাশা উঠে দুলে
কূলপ্লাবী বন্যাধারে···কে কহে কানে সদা গো :
ঠেলিলে পায় অর্ঘ্য তুমি মম,—
শ্বসে সে-ব্যথা-ঢেউ আছাড়ি' প্রাণকূলে।

সে-খনে···যবে বহির্মুখী চেতনা মুরছায় গো
কর্ণহারা তরণীসম ঝড়ে
দেয় অকূলে গূঢ় বিশ্বাসে বিদায়—
জ্বালিয়ো জ্যোতি ক্লান্তিহারা নির্ভর-বিভায় গো
বিভাসে যার—বিষাদ ক্ষণতরে
আর ঘেরিতে নারে হৃদয় নিরাশায়।

নিরাশা ?—না না—চেতনা মোর তারে তো নাহি চায় গো,
দুর্যোগেও মানিতে সে না জানে—
যার তুফান হ'তে তারণ নাহি আর,
প্রতীক্ষে সে প্রণমি'—ছায়া-দ্বন্দ্ব দুরাশায় গো
যেদিন তব পূর্ণ অবদানে
তুমি মরমে পশি' ঝঙ্কবে আবার।

হয়ত···হেথা একেলা রণে জিনি পরাণপণে গো
অলখ যত অখ্যাত বিজয়—
শুধু আমারই তরে তাদের লভি না···
প্রতি বিজয় হয়ত তনে নিতি-নূতন স্বনে গো
ধরায় নিতি-নূতন বরাভয়,
তাই তুহিনে যেন তামসই জপি না।

বহির্মুখী চেতনা হ'তে যদি বা চাহে মন গো
শান্তিময় বিরাম বিজনে,
পরা প্রজ্ঞাছায় বিরচি' চিরনীড়,—
অমনি তুমি সে-পথ-বাঁক আগুলি' অনুখণ গো
নিষেধ করো ছাড়িতে ভুবনে—
চল জনতা মাঝে শিখাও—হ'তে ধীর।

কহিলে তুমি : বহিতে হবে গ্লানি আলোকহারী গো
হোক্ না গুরুভার···নীরস দিন···
মোর এমনও যদি কখনও মনে হয় :
দেবতা শুভ সহায় তাঁর নিলেন অপসারি' গো—
নিশার বুকে দিশারী-, তারা-হীন
হ'য়ে চলিব তবু না মানি' পরাজয়।

করুণা ? আমি তারেও আর প্রার্থিব না আজি গো,
আমার তরে যাহাই তুমি চাও—
চাই আমিও তা-ই জীবনে মরণে,
শকতি যত অগ্রসারী মন্ত্রে নিতি বাজি' গো
উঠুক্ মম—নিষ্ঠা-ব্রত দাও :
যাহে চরণ-পাছে ফেলিয়া চরণে

des ténèbres et les obstacles du chemin ; quoi qu'il arrive, Seigneur, c'est avec un amour fervent et invariable que Ta décision sera accueillie. Et même si Tu as trouvé l'instrument impropre à Te servir, l'instrument ne s'appartient plus, it est Tien··· Tu peux le détruire ou le magnifier ; mais lui n'existe pas en lui-même et ne veut et ne peut rien sans Toi...

darkness, in spite of the obstacles of the way ; whatever may come O Lord, Thy decision will be welcomed with a fervent and unvarying love. And even if thou findest the instrument unfit to serve Thee, the instrument belongs to itself no more, it is Thine...Thou canst destroy or magnify it ; it exists not in itself, it wills nothing, it can nothing without Thee.

Le 7 Avril 1917

Une grande concentration s'est emparée de moi et je me suis aperc,ue que je m'identifiais avec une fleur de cerisier ; puis à travers cette fleur avec toutes les fleurs de cerisier ; puis descendant plus profondément dans la conscience, en suivant un courant de force bleutée, je devins tout à coup le cerisier lui-même, dressant vers le ciel, comme autant de bras, ses innembrables branches chargées de leur offrande fleurie. J'entendis alors distinctement la phrase suivante :

"Ainsi tu t'es unie à l'âme des cerisiers et tu as pu de la sorte constater que c'est le Divin qui fait au ciel l'offrande de cette prière des fleurs."

Lorsque je l'eus écrit, tout s'éflac,a ; mais maintenant le sang du cerisier coule dans mes veines, et avec lui une paix et une force incomparables ; quelle différence y-a-t-il entre le corps humain et le corps d'un arbre ? Aucune vraiment, et la conscience qui les anime est bien identiquement la même.

Puis le cerisier m'a glissé à l'oreille : "C'est dans la fleur de cerisier qu'est le remdé des maladies de printemps"

7th April, 1917

A deep concentration seized me, and I percived that I was identifying myself first with a single cherry-blossom, then through it with all the cherry-blossoms, and as I descended deeper into the consciousness, following a stream of bluish force, I became suddenly the cherry-tree itself, stretching towards the sky like so many arms its innumerable branches laden with their floral offering. And I heard distinctly this sentence :

"Thus hast thou united thyself to the soul of the cherry-trees and canst take note that it is the Divine who makes the offering of this flower-prayer to heaven."

When I had written it, all was effaced ; but now the blood of the cherry-tree flows in my veins and with it there flows an incomparable peace and force. What difference is there between the human body and the body of a tree ? In truth, there is none : the consciousness which animates them is identically the same.

Then the cherry-tree whispered in my ear : "It is in the cherry-blossom that lies the remedy for the disorders of the spring."

চলিতে পারি বুঝি' অশিব বাধা-বাহিনী সাথে গো
যাহারা রুধে সরণী—দাও বল
গাঢ় তিমিরে মরু-পাথার তরিতে ;
যাহাই দিবে জীবনে—তব বিধান বলি' মাথে গো
ধরিব—স্বত-উৎসারী অটল,
প্রেমে শিখিব সবে সাদরে বরিতে।

যদি···হে প্রিয়, এ-দেহাধার যোগ্য নাহি হয় গো
সেবিতে তোমা সঁপিয়া আপনায়—
জেনো আমার আর নহে তো সে-আধার,
তোমারই সে যে—ফুটাতে চাহো ফুটায়ো, নহে লয় গো
করিয়ো তায়—সে কিছু নাহি চায় :
তার শকতি কোথা—যে নহে আপনার ?

ঐক্য

নিবিড় ধেয়ানে যেন মোর মনে হ'ল হেন :
ফুলে করবীর
আমার চেতনাখানি এক হ'ল আত্মদানি'
মিলনে নিবিড় ;
পলকে তাহার পর ফুল হ'তে ফুলে ভর
করিয়া মিলিনু
লক্ষ ফুল সনে তার··· পরে আরও চেতনার
গহনে নামিনু !

পরে···আচম্বিতে···কার নীলাভ প্রেরণা-ধার
প্রেমে অনুসরি—'
করবী-বিটপী-রূপে রূপান্তরিনু চুপে
আপনা পাসরি' ;
কোটি শাখা—হ'ল মনে— বিস্ফারিয়া সে-লগনে
উঠিল পরাণে
বাহু হ'য়ে কুসুমিয়া, তাহাদের বিথারিয়া
দিনু ব্যোমপানে।

শ্রুতিপথে অনন্তর মন্ত্রিল গভীর স্বর
প্রদীপ্ত প্রস্বনে :

"করবী-মরম সাথে হেন ফুলশয্যা রাতে
দেখিলি মিলনে—
আপনি ত্রিভুবনেশ অনম্বরে অনিমেষ
মেলিছেন তাঁর
প্রসূন-প্রার্থন-আঁখি গন্ধিত আরতি-রাখী
পরি' বসুধার।"

লিখিতে লিখিতে···সেই নভোবাণী—কই ! নেই
কোথাও সে আর !
শুধু ধমনীতে মম করবীর নিরুপম
বহে রক্তধার !
সে-তরঙ্গে উথলিল শান্তি শক্তি অনাবিল
অতুল বৈভবে,—
পুছিল দেহের অণু : "দেহীর তরুর তনু
এক কি গো তবে ?"

এক···এক···বিশ্বরাগে একই চেতনায় জাগে
সবে নিরবধি,
করবী মর্মরি' কহে : "মোর দলতলে রহে
অশোক ঔষধি।"

Le 31 Mars 1917

Chaque fois qu'un coeur tressaille à Ton souffle divin un peu plus de beauté semble née sur la terre, l'air s'embaume d'un doux parfum, tout devient plus amical.

Quelle puissance est la Tienne, O Seigneur de tout être, qu'un atome de Ta joie suffise à effacer tant d'ombres et de douleurs, qu'un rayon de Ta glorie puisse ainsi éclairer le caillou le plus terne, la conscience la plus noire !

Tu m'as comblée de Tes faveurs, Tu m'as dévoilé bien des secrets, Tu m'as fait goûter bien des joies inattendues inespérées, mais aucune de Tes grâces ne peut égaler celle que Tu m'octroies quand un coeur tressaille à Ton souffle divin......

A ces heures bénies la terre tout entiére chante un hymne d'allégresse, l'herbe frissone de plaisir, l'air vibre de lumière, les arbres dressent vers le ciel leur prière plus ardente, le chant des oiseaux devient un cantique, les vagues de la mer se gonflent d'amour, le sourire des enfants raconte l'infini, les âmes des hommes apparaissent dans leurs yeux.

Dis-moi : m'accorderas-Tu le pouvoir merveilleux de faire naître cette aurore dans les cœurs attentifs, d'éveiller les consciences à Ta sublime Présence, dans ce monde si triste et si démantelé de susciter un peu de Ton vrai paradis ? Quels bonheurs, quelles richesses, Quelles puissances terrestres peuv.

31st March 1917

Each time a heart leaps to the touch of thy divine breath, a little more beauty seems to be born upon the earth, the air is embalmed with a sweet perfume, all becomes more friendly.

How great is thy power, O Lord of all existences, that an atom of thy joy is sufficient to efface so many darknesses and a single ray of thy glory can light up thus the dullest pebble, illumine the darkest consciousness !

Thou hast heaped thy favours upon me ; thou hast unveiled to me many secrets, thou hast made me taste many unexpected and unhoped-for joys, but no grace of thine can be equal to this thou accordest to me when a heart leaps at the touch of thy divine breath.

At these blessed hours all earth sings a hymn of gladness, the grasses shudder with pleasure, the air is vibrant with light, the trees lift towards heaven their most ardent prayer, the chant of the birds becomes a canticle, the waves of the sea billow with love, the smile of children tells of the infinite and the souls of men appear in their eyes.

Tell me : wilt thou grant me the marvellous power to give birth to this dawn in expectant hearts, to awaken the consciousness of men to thy sublime presence and in this bare and sorrowful world to awaken a little of thy true paradise ? What happiness, what riches,

যখনই অন্তর কারো

প্রতিবার···যখনই অন্তর কারো উঠে মর্মরিয়া
দিব্য পরিমল তব নিঃশ্বাস-বীজনে—
সেই ক্ষণে বসুন্ধরা কালো
নবতন সৌন্দর্য্যের আগমনী গাহে···সুরভিয়া
স্নিগ্ধতর হয় গন্ধবহ···জনে জনে
আসে কাছে···বাসে আরো ভালো।

কী ঐশ্বর্য্য তব অখিলেশ!—যার আনন্দ-নন্দন
সমুজ্জলে একটি পরাগ-কণিকায়
যুগ-যুগান্তের তমিস্রারে,—
মুছি' পুঞ্জ ব্যথা—যার মহিমার একটি কিরণ
উদ্ভাসে বিবর্ণতম পাষাণ—জাগায়
জড়তম মর চেতনারে।

অজস্র প্রসাদবর হে বরদ, দিয়েছ আমারে···
কত গূঢ় রহস্য-গুণ্ঠন উন্মোচিয়া
মুক্তি' আশা-স্বপ্নাতীত দোলে···
শুধু, হেন কৃপা তব নাই—পারি উপমিতে যারে
সে-রোমাঞ্চ সাথে যাহে ঝঙ্কে, কারো হিয়া
তব দিব্য নিঃশ্বাস-হিল্লোলে।

আশীষ-মঙ্গল এই লয়ে গাহে নিখিল ভুবন
প্রসন্ন ভজন···তৃণ শিহর-দোদুল···
কাঁপে বায়ু আলো টলমল···
ক্রমবল উৎসারিত স্বরগ্রামে উর্দ্ধে নিবেদন
করিছে প্রার্থনা···যত বিহঙ্গ আকুল
কূজনিছে স্তবন-উচ্ছল!

উর্ম্মিল নীলাম্বু-তল উচ্ছ্বসিয়া উঠে কূলে কূলে···
পারে না সে বুঝি আর বাঁধিয়া রাখিতে
উদ্বেলিত প্রেমরাশি তার!···
শিশু-কলহাস্যে ঝুরে অসীমার বাণী···দুলে দুলে
নরনারী নয়ন তারায় উথলিতে
চাহে রাগ—অতল আত্মার!

কহো দাতা! দিবে না কি মোরে সেই আশ্চর্য্য শকতি
আনে যেই তব উষা—প্রতীক্ষায়মান
লক্ষ ঋষি-দিবলয় বাটে?—
মানব-চেতনা জাগে যে-অরুণোদয়ে ভক্তব্রতী
তব মহীয়ান্ রশ্মিরাগে···এই ম্লান
ত্রস্ত ধরণীর খেয়াঘাটে

ent égaler ce don souverain ?

O Seigneur, jamais en vain je ne T'ai imploré, car c'est Toi-même en moi qui parles à Toi-même...

Goutte à goutte Tu laisses tomber en une pluie fécondante la flamme vivante et rédemptrice de Ton amour tout puissant. Lorsque ces gouttes de lumière éternelle tombent doucement sur notre monde d'obscure ignorance, on dirait qu'une à une pleuvent sur la terre les étoiles dorées du sombre firmament...

Et tout s'agenouille en muette dévotion devant ce miracle toujours renouvelé.

Le 30 Mars 1917

Il y a une royauté souveraine à ne point s'occuper de soi. Avoir des besoins, c'est affirmer sa faiblesse ; réclamer quelque chose prouve que l'on manque de cette chose. Désirer, c'est être impuissant, c'est reconnaître ses limites, avouer son incapacité à les surmonter.

Sans autre point de vue que celui d'une légitime fierté, l'homme, par noblesse, devrait renoncer à tout désir. Quelle humiliation de demander quelque chose pour soi-même à la Vie et à la Conscience Suprême qui l'anime ! Quelle humiliation pour nous, quelle offensante ignorance pour Elle. Car tout est à notre portée et seules les limites égoïstes de notre être nous empêchent de jouir de tout l'univers aussi complètement et concrètement que de notre propre corps et de son entourage immédiat.

what terestrial powers can equal this wonderful gift ?

O Lord, never have I implored thee in vain, for that which speaks to thee is thyself in me.

Drop by drop thou lettest fall in a fertilising rain the living and redeeming flame of thy almighty love. When these drops of eternal light fall softly on our world of obscure ignorance, one would say a rain upon earth of golden stars from sombre heavens...

And all kneels in mute devotion before this ever-renewed miracle.

30th March 1917

There is a sovereign royalty in taking no thought for oneself. To have need is to assert a weakness ; to claim something proves the lack of what we claim. To desire is to be impotent : it is to recognise limitations and confess an incapacity to overcome them. If only from the point of view of a legitimate pride, man should be noble enough to renounce desire. How humiliating to ask something for oneself from life or from the Supreme Consciousness which animates it ! How humiliating for us, how offensively ignorant towards Her !

For all is within our reach ; only the egoistic limits of our being prevent us from enjoying the whole universe as completely and concretely as we possess our own body and its immediate surrondings.

সোনার তরণী তব আনিবে না বাহি' কি তোমার
স্বর্গের পসরা শুভ্র—করুণা-বিলাসে ?
আছে কোন্ নর দিগ্বিজয়,
সুখ, শান্তি, ধন, কান্তি, উল্কাবুরি বিক্রম-বাহার—
পাণ্ডুর না হয় যাহা ও-সম্পদ পাশে
রাজকীয়—শাশ্বত-সঞ্চয় ?

কল্পতরু ! ডাকিনি তোমারে কভু বৃথা এ-জীবনে !
আপনি যে বসি' তুমি মরম-গহনে
কহো কথা আপনার সাথে !

বিন্দু বিন্দু ঝরে তুমি জ্যোৎস্নাঝরী ধারা বরিষণে
ঝরালে তোমার প্রেম জীবন্ত প্লাবনে
সর্ব্বজয়া বিভূতি-সম্পাতে।

চিরন্তনী সে-জ্যোতির বিন্দুগুলি যবে শব্দহারা
ছন্দে ঝরে নিঃস্পন্দনী ছায়া-ধরা'পর—
মনে হয় : যেন কৃষ্ণ নভ
ঝরায় বসুধাবুকে একে একে স্বর্ণময়ী তারা
জানু পাতি' মৌন প্রেমে নমে চরাচর
সনাতন ইন্দ্রজাল তব···নিত্য পুনর্নব !

ভোগের ভঙ্গী

নিজেরে শুধু কেন্দ্র করি' চলিবে প্রদখিণ
কি অনুদিন ?
ছত্রপতি-ছত্র শিরে তার—না রহে যে
আপনা-লীন।
চাহিলে কিছু সঘন স্বনে—বুঝি না কেন—তার
অভাব-ভার
মর্ম্মতলে যতনে বহি ? কামনা ?—সহে সে
নিয়ত যার

সীমাঙ্কিত স্বখাত-নীরে পূর্ণ মনোরথ,
চলার পথ
বাধাঙ্কিত হ'লে না চাহে তরিতে—মানি' লয়
যে ক্লীববৎ।
গরব যার সত্যভাতি অন্তরে উছল—
বাসনা-দল
উন্মূলি' সে-বীর্য্য-ব্রতী হেলায় জিনি' জয়
রহে অটল।

লজ্জা নাই ? কেমনে হিয়া আপন-তরে চায়
বরদ-পায়
কাঙাল সম বন্ধ্যা বর—না চাহি' মহীয়ান্
সে-দেবতায় ?
অগৌরবে পড়ে না মাথা নুয়ে কি ধূলিদীন
হেন মলিন
চাওয়াতে করি' চিন্ময়ী চেতনার অপমান
আঁখি-বিহীন ?

কেবল বাহু মেলিলে মিলে সবই যে জীবনে—
আনমনে
পাসরি' প্রাণ—অন্ধ—শুধু অভিমানেরই চায়
এ-বাঁধনে !
মোদের বারে বন্ধনই তো ভুঞ্জিতে ভুবন,
দেহে যেমন
পূর্ণভোগে বিলসে দেহী—ইন্দ্রিয় মেলায়
যেমন এ-মন।

1st February, 1914

I turn towards Thee who art everywhere and within all and outside all, intimate essence of all and remote from all, centre of condensation for all energies, creator of conscious individualities ; I turn towards Thee and salute Thee, O Liberator of the worlds, and identified with Thy divine love I contemplate the earth and its creatures, this mass of substance put into form perpetually destroyed and renewed, this swarming mass of aggregates which are dissolved as soon as constituted, of beings who imagine that they are conscient and permanent individualities and who are as ephemeral as a breath, always alike, or almost the same in their diversity, repeating indefinitely the same desires, the same tendencies, the same appetites, the same ignorant errors.

But from time to time Thy sublime light shines in a being and radiates through him over the world, and then a little wisdom, a little knowledge, a little disinterested faith, heroism and compassion penetrates men's hearts, transforms their minds and sets free a few elements from that sorrowful and implacable wheel of existence to which their blind ignorance subjects them.

But how much greater a splendour than all that have gone before, how marvellous a glory and light would be needed to draw these beings out of the horrible aberration in which they are plunged by the life of cities and so-called civilisations ! What a formidable and, at the same time, divinely sweet puissance would be needed to turn aside all these wills from the bitter struggle for their selfish, mean, foolish satisfactions, to snatch them from this vortex which hides death behind its treacherous glitter, and turn them towards Thy conquering harmony !

O Lord, Eternal Master, enlighten us, guide our steps, show us the way towards the realisation of Thy law, towards the accomplishment of Thy work,

I adore Thee in silence and listen to Thee in a religious concentration.

দিব্যদৃষ্টি

তোমার আশ্রয় মাগি-গো বিশ্বব্যাপিনী
বিশ্বহিয়া-অধিষ্ঠাত্রী—ওগো বিশ্বাতীতা,
বিশ্বরস-উৎসা !—যেই রহো বিশ্ব ঘেরি' !
যত শক্তি স্ফুরে ভবে—কেন্দ্রে তুমি রাজি'
গলায়ে সবারে মাগো, প্রবাহো ভূতলে ;
সচেতন সত্ত্বা যত সৃজিলে তুমিই ;
তোমার আশ্রয়কামী—প্রণমি তোমারে
ত্রিভুবন মুক্তি-দাত্রী ! তব দিব্য প্রেমে
মিলন-সারূপ্য লভি' আজি মনে হয় :

মর্ত্ত্যভূমি, জৈবলীলা, বস্তু-পুঞ্জ যত
ধরে রূপ—নিরন্তর লভিতে বিলয়
পরক্ষণে, কল্লোলিনী জনতা ফাটিয়া
বুদ্‌বুদের সম হয় মুহূর্ত্তে বিলীন ;
কল্পনা-কুহকে জীব গণে আপনারে
চেতনা-ভাস্বর—চিরস্বাতন্ত্র্য-গরবী !—
আমি হেরি তারে—মলয়-মর্ম্মর সম
ক্ষণজীবী, ঢালা এক ছাঁচে, শুধু হায়,
বাহিরে বিচিত্র তারা—অন্তরে সকলে
সাজহীন বেশে গায় ফিরি' ফিরি' সেই
একই বাসনার গাথা—একই প্রবণতা
একই ক্ষুধা—একই অন্ধ বিভ্রান্তি-বিলাস !

শুধু রহি' রহি' মাগো, তব অভ্রংলিহ
আভা যবে জ্বলে কোনো মহৎ আধারে—
ধরা হয় স্নিগ্ধ বিম্বি' প্রতিভাস তব
সে-মুকুরে ; সেই ক্ষণে জনমে হেথায়
প্রজ্ঞার কণিকা, জ্ঞান-বারতা বরদ,
শ্রদ্ধা আত্মভোলা, অনুকম্পা, বীর্য্যবিভা
হয় হৃদে ওতপ্রোত : ; রূপান্তরিত

হয় বুদ্ধি, চিত্ত তাহে ; যাতনা-জর্জ্জর
অসংখ্য জীবনচক্রে রহে সবে বাঁধা
অজ্ঞানের নাগপাশে—তাহ'তে তাহারা
লভে মুক্তি ক্ষণতরে সে-আলো-সম্পাতে।

কিন্তু মা, মহিমা তব এই বসুধায়
উঠেছে বিভাতি' যত প্রতিভা-প্রদীপে—
তা সবার হ'তে কত উর্দ্ধতর জ্যোতি
বিস্ময়-গরিমা ভরে পিয়াসী ধরণী—
উদ্ধারিবে যেই দীপ্তি নরে নাগরিক
ভ্রষ্টলক্ষ্য সভ্যতার অন্ধকূপ হ'তে !
কী-বিপুল বিভূতির আজি প্রয়োজন
মন্দাকিনী-মধুসিক্ত—আহ্বানে যাহার
কামনা-উন্মত্ত নিষ্করুণ আত্মরত
ক্রূর কাড়াকাড়ি ছাড়ি' লক্ষ্য প্রাণগতি
চাহিবে ফিরিয়া তব পানে !—যেই বাণী
মুগ্ধ জীবে ছিনি' ল'য়ে মৃত্যুগর্ভ এই
মায়া-ঝিকিমিকি-ভরা ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত হ'তে
ফিরাবে তোমার স্নিগ্ধা সুষমা-মণ্ডিতা
সর্ব্বজয়া মূর্ত্তি পানে !

শাশ্বত ঈশ্বরি !
দাও দিশা ; প্রতিপদে করো নিয়ন্ত্রিত ;
শিখাও—তোমার দিব্য বিধান কেমনে
জীবনে শুনিতে হবে ; দেখাও সে-পথ—
যে-পথে তোমার সৃষ্টি পূর্ণতম সুরে
ঝঙ্কারিবে নর্ম্মে কর্ম্মে।

নীরবে তোমারে
পূজি আমি তোরে মাগো নিথর ধেয়ানে !

Le 24 Janvier 1914

O Toi, unique réalité de notre être, Toi, sublime Maître d'amour, rédempteur de la vie, laisse-moi n'avoir plus conscience que de Toi seul, à chaque instant et en toute chose. Quand je ne vis plus uniquement de ta vie, j'agonise, je m'éteins lentement car Tu es ma seule raison d'être, mon seul but, mon seul soutien. Je suis comme l'oiseau timide, qui n'est pas sûr encore de ses ailes et hésite à s'envoler, laisse-moi prendre mon essor pour m'identifier définitivement à Toi.

24th January, 1914

O Thou who art the sole reality of our being, O sublime Master of love, Redeemer of life, let me have no longer any other consciousness than of Thee at every instant and in each being. When I do not live solely with Thy life, I agonise, I sink slowly towards extinction ; for Thou art my only reason for existence, my one goal, my single support. I am like a timid bird not yet sure of its wings and hesitating to take its flight ; let me soar to reach definitive identity with Thee.

শরণাগতি

মম পরাণে একেশ্বর
সত্যাভাতি !—
মহা- মহিম প্রেমে
এসো হৃদয়-ছত্রপতি !
দুরিত-রাতি
জ্বালি' স্বর্ণ ক্ষেমে ।
যেন প্রতি-খণে প্রতি কাজে
চেতনা মম
তব স্পন্দে শুধু
রহে ঝঙ্কৃত—রহি যবে
রণোত্তম !—
তোমা বিহনে—ধূ ধূ
মরু- জর্জ্জর শ্লথ ম্লান
মরণে নিভি,
একা তুমিই প্রিয় !—
মোর জীবন-সার্থকতা,
ভাতিছ দীপি'
দিশা অদ্বিতীয় !
কোথা সহায় তোমার সম
বিধুর চিতে ?—
ভীরু পাখীটি আমি :
নারি আজিও পর্ণে মম
নির্ভরিতে,
তাই কুণ্ঠি আমি !—
তব স্মরণে সঞ্চরিতে,
যাচি অকূলে :
যেন উধাও মনে
সঁপি' নিঃশেষে আপনারে
চরণ-মূলে,
লয় লভি মিলনে ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১	১৪	গন্ধ বহে	গন্ধবহে
৪	১	১৬	পরাণ-মোহে	ছন্দমোহে
৮	২	৪	অাঁখিতারা	নয়ন-তারা
৮	২	১১	ছাঁয়া	ছায়া
৯	২	১৫	চিরঞ্জীবী	চিরঞ্জীবী
১১	২	১	এমন	এ-মন
১২	২	৮	নদীর	কূলের
১৫	২	৮	সব	না সবে
১৫	২	১০	তাল	তান
১৬	১	২	সঁপিব	স্বপিব
.৭	১	৭	সৈকতা	সৈকত
২৪	১	২৪	তাহার	তার
২৫	১	১৩	অমর তার	অমর তার,
৩১	২	১	বুঝিবার	বুঝ্‌বার
৩২	১	৩	মায়া	মায়ায়
৩২	১	১৬	শিখিতে	শিখ্‌তে
৩৪	১	১২	চন্দ্রিমার	চন্দ্রমার
৩৪	২	২	রইছি টিঁকে	চাই মিতালি
৩৪	২	৭	সাবধান হে তাই	সাবধান তাই
৪২	১	৮	of pure	of the pure
৪৪	১	১০	wondrous,	wondrous yet,
৪৪	১	১২	grow less	decrease
৪৪	২	২০	পার্থিব	মৃন্ময়
৪৪	২	২১	আসি	আজি
৪৭	২	৩	দীর্ঘছন্দা	দীর্ঘচ্ছন্দা

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৭		১৮	তুলি আজ	ভুলি আজ
৪৮	২	১৩	পক্ষ-তালে	পক্ষ-তালে
৪৮	২	২৩	জাল্‌ল	জ্বাল্‌ল
৫৩	১	১০	ere the mind is	the mind ere it is
৫৩	২	৫	কার গো আভাষ	কার সে-আভাষ
৫৩	২	১১	পরভাগে	পুরোভাগে
৫৫	২	১	শক্তিরূপিনী	শক্তিরূপিণী
৬১	২	১৭	লোথের	লোকের
৬৫	১	১১	আকাশ	অম্বর
৬৬	২	১০	আকুতি	আকৃতি (সর্ব্বত্রই ভ্রমক্রমে আকুতি ছাপা হ'য়েছে—দ্রষ্টব্য)
৬৭	১	৪	Locked in	Locked in the
৬৭	২	১০	জ্যোতিষ্মান্ ..প্রতিফলি	জ্যোতিষ্মান্...প্রতিফলি'
৬৮	২	৪	রাতি	রতি
৭১	২	৪	তারাস্তৃত	তারাঙ্কিত
৭৪	২	১৮	কিঙ্কিনী কম্পনে	কিঙ্কিণী-কম্পনে
৮৯	২	৬	ফুলদল	ফুলদল-
১০৬	১	৩	ময়ুখ	ময়ূখ
১২৩	২	১৩	চাহে	যাহে
১২৩	২	২০	ক'বে	ক'ব
১৩০	১	১৮	বিস্তৃতে মা চাই	প্রসারিতে চাই
১৩১	১	১৮	দীপ্তে মা তোর	উচ্ছলে তোর
১৩৩	২	১৫	মুখের	মুখর
১৩৪	২	১ ও ৩	আজি...কালি	আজ ..কাল
১৪১	২	৩	রোহি রাগে	আরোহিয়া

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৩	১	৭	নির্বাধা	নির্বাধ
১৪৮	২	১০	ধরণীর	বসুধার
১৬০	১	৩	আর্দ্রমূলে	আর্দ্রিমূলে
১৬৪	১	৫	যেন মদ	ফেন মদ
১৬৪	২	১২	অতল	অতলে
১৬৫	১	১৯	যোর	মোর
১৬৬	১	২	জাতে না তো তার	জাতে না তাহার
১৬৮	১	২	কহিতে	করিতে
১৭০	২	১৫	সুকণ্ঠ চাহি	কণ্ঠ চাহি
১৭০	২	২৪	বিশাল	বিশাস
১৭৩	২	৬	অপেক্ষিয়া	অপেখিয়া
১৭৪	১	৯	hand	band
১৭৫	১	১৭	যোর টুটল	যোর ছুটল
১৭৫	১	১৮	বাঁধ ছুট'ল	বাঁধ টুটল
১৭৬	১	৭	দূরভিসারিণী	দুরভিসারিণী
১৮০	১	১১	উৎপেক্ষিয়া	উৎক্ষেপিয়া
১৮২	২	৮	স্বপ্ন-'আশা-ভঙ্গ	স্বপ্ন-আশা-ভঙ্গ
১৯৩	১	৫	seigneur	Seigneur
১৯৩	১	১	এর ভার	এর ভাব
১৯৮	২	৫	ভারি	তরি
২১৯	১	৮	নিরন্ধ্র	নীরন্ধ্র
২২৫	১	১৬	সিংহশৌর্য্যে	সিংহশৌর্য্য
২২৮	১	২১	ভ্রান্তি-সর	ভ্রান্তি-সরসী
২৩২	২	১৬	কুশ	দণ্ড
২৩৪	১	১৩	নম্র	ভগ্ন
২৩৫	১	৭	হৃদ্‌পুরে	হৃৎপুরে
243		8	of the contraay	on the contrary
259		26	but	that
279		Last line	claims	who claims
293		6	instrument	instrument of
299		10	wehere	where
317		10	spirituality of concreteness	concreteness of spirituality
321		22	love	lore
৩৬০		১	নেশাই	পেশাই
৩৬৭		১১	চিন্‌চিনে	ঝিন্‌ঝিনে
৩৬৮		১	architec-tures	architectonics
৩৭৫		৩	চিঠি	বিধি
৩৭৫		১৮	অজিত	অচিন
৩৭৫		২১	পেলবতা।	পেলবতা ?
৩৮৯		২২	রেম্পন্সের	রেম্পাসের
৩৯৫		১৩	বৈশ্লিষ্ট উচ্চারণ কাল	বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ কাল